( সচিত্র )

রেনল্ডস্ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস

প্রথম খণ্ড।

অনুবাদক শ্রীবিপিনবিহারী বসু

"This is not—or at least is not intended to be—a mere romance without any particular moral in view; but it is written to show the evil consequences of vice and the beauty of virtue. Faust is the type of all evil doing persons, who morally, though not by written compact, *sell themselves to Satan.*"—REYNOLDS.

কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্লোব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ১০২ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১৩০০ সাল।
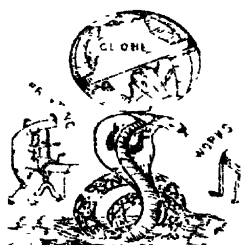
# বিজ্ঞাপন।

লর্ড লিটন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস ফষ্টের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। সমস্ত পুস্তক তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। পুস্তকে দশখানি চিত্র সন্নিবেশিত আছে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে ও শীঘ্র বাহির হইবে। মূল্য প্রতি খণ্ড এক টাকা—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য এককালীন দিবেন, তাঁহারা তিন খণ্ড ২॥০ টাকায় পাইবেন। আমরা এই পুস্তকের কপিরাইট্ ক্রয় করিয়াছি। গ্রাহকগণ আমাদের স্বাক্ষরিত বিল লইয়া টাকা দিবেন।

অনুবাদক—“বিট্‌কেলের দপ্তর,” “শ্রীবৃদ্ধি,” “মানিকযোড়,” ও “বুঝলে?” প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বসু।

পাঠকগণ উৎসাহ দান করিলে আমরা অতি শীঘ্র বিপিন বাবু প্রণীত “রামদাস” নামক নূতন উপন্যাস প্রকাশ করিব।

গ্লোবপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১০২ নং রাধাবাজার,
কলিকাতা।
জুলাই, ১৮৯২।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক এণ্ড কোম্পানী।

প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়।
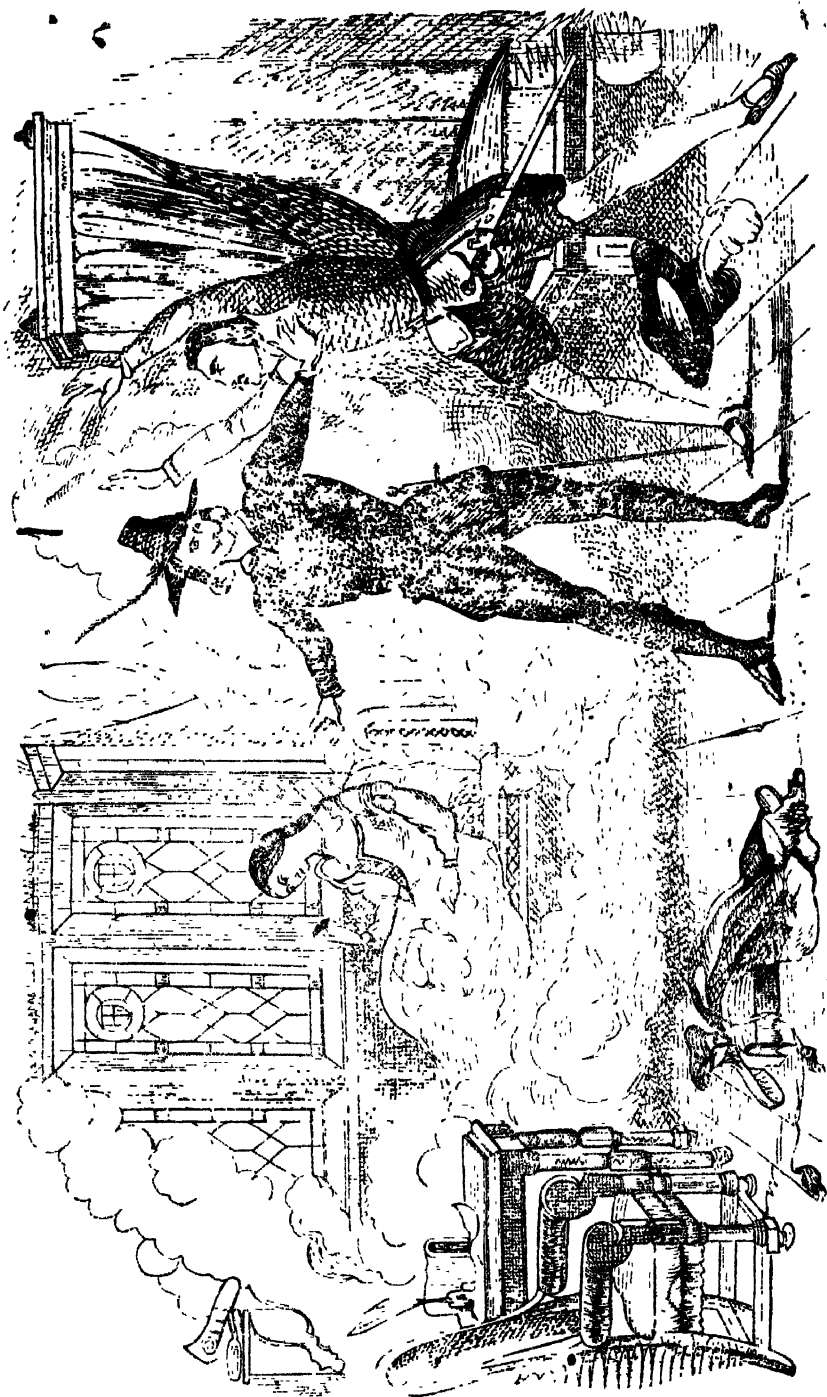
# ফষ্ট

## প্রস্তাবনা।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ—ভাদ্র মাস। সবে মাত্র রজনী অবসান হইয়াছে। এলব্ নদী এতক্ষণ তমসাচ্ছন্ন ছিল। অরুণোদয়ে নদী অভিনব রূপ ধারণ করিয়া হাঁসিতেছে। প্রাতঃ সূর্য্য-কিরণ উইটেন্‌বার্গ নগরের গির্জ্জার চূড়ায় প্রতিফলিত হইয়া গির্জ্জার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

উইটেন্‌বার্গ একটী প্রাচীন ও বহু প্রাসাদময় ও জনাকীর্ণ নগর। নগরের একদিকে অসংখ্য গগনস্পর্শী পাইন্ বৃক্ষরাজি ও অপর দিকে রজেনথাল্ দুর্গাধিকারী লর্ডের বিপুল ভূসম্পত্তি। সমগ্র নগর, বিশ্ব-বিদ্যালয়, গির্জ্জা এবং অদূরে রজেনথালের প্রাসাদ অরুণোদয়ে নব শোভা ধারণ করিয়াছিল—নবজীবন পাইয়া সমস্ত স্থান আনন্দ-সাগরে ভাসিতে ছিল। কিন্তু জগৎ পদ্ধতি চমৎকার। যে সময়ে আমি আমোদে মাতুয়ারা হইয়া গীত গাহিতেছি, হাঁসিতেছি, নাচিতেছি, সেই সময়ে আর একজন হয়ত বিষাদ অর্ণবে ডুবিতেছে; আমি অর্থরাশি লইয়া কি করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না, সে দরিদ্রতার বৃশ্চিক দংশনে ছটফট করিতেছে; যে বাল সূর্য্য আমার হৃদয় আনন্দিত করিতেছে সেই সূর্য্য তাহার পক্ষে হলাহল বোধ হইতেছে। সমগ্র উইটেন্‌বার্গ নগর অরুণোদয়ে হাঁসিতেছিল; কিন্তু নগরস্থ কারাগারের বিপরীত ভাব। ভূগর্ভস্থিত যে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে হতভাগ্যদিগকে রাখা হইত তথায় প্রাতঃ সমীরণ কিম্বা সূর্য্যকিরণ তখনও প্রবেশ করে নাই—সমস্ত স্থান অন্ধকারাবৃত ও দূষিত বায়ুতে পরিপূর্ণ। উক্ত কারাগারে শত শত হতভাগা নানাবিধ ভীষণ অপরাধে নিক্ষিপ্ত হইত। অনেকে তাহাদিগের জীবনের অবশিষ্টাংশ সেই পার্থিব নরককুণ্ডে অতিবাহিত করিয়াছিল ও অনেকে করিবে। কিন্তু তাহাদের ভিতর একটী যুবকের ইতিহাস অত্যন্ত শোচনীয়—শুনিলে পাষাণ অবধি দ্রবীভূত হয়। যুবক বিনা অপরাধে কারানিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার শোকোদ্দীপক গল্প পাঠক যথা সময়ে জানিতে পারিবেন।

যুবকের পরিচ্ছদ তাহার ছাত্রাবস্থার পরিচায়ক। যুবক আজ ছয় মাস কারাবাসী। উইটেন্‌বার্গ কারাগারের যে কক্ষটি সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য ও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যবাস অনুপযোগী, সেই কক্ষে যুবক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—জন মানবের সম্পর্ক নাই, স্নিগ্ধ বায়ুর সঞ্চার নাই—সূর্য্যালোক নাই। কেবল একটী ছিদ্র দিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে আলোক সেই নরককুণ্ডে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত প্রবেশ করিত ও সেই আলোকই তাহার পক্ষে প্রীতিকর বোধ হইত। যুবক খড়ের শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া কখন সেই অত্যল্পক্ষণ স্থায়ী আলোক তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবে দেখিতে ছিল। কি ভয়ানক অবস্থা! ছয় মাস কাল হতভাগা সেই নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, অন্ধকারাবৃত, ভয়ানক স্থানে অতিবাহিত করিয়াছে। প্রথমে কারানিক্ষিপ্ত হইলে, কখন কখন তাহার মনে হইত যে সে অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা লাভ করিবে। কারাবাসী মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় এইরূপ মনে হয়। কিন্তু প্রতি পল, প্রতি প্রহর, প্রতি দিন, যথা নিয়ম আসিতেছে ও যাইতেছে, তথাচ তাহার স্বাধীনতা লাভ করিবার কোন উপায় বা সুবিধা হইল না। ক্রমে এক একটী মুহূর্ত্ত তাহার পক্ষে এক এক যুগ বোধ হইতে লাগিল। যে অবস্থাতেই হউক মানব মাত্রেই আশার সাহায্যে বহুকাল জীবিত থাকে। কিন্তু যুবকের মনে সে আশারও সঞ্চার রহিল না—যুবক ক্রমে সর্ব্বতোভাবে হতাশ হইল। হৃদয় আশাশূন্য হইলে মানবের এক ভরসা জগৎ পিতার নিকট ক্রন্দন। যুবকেরও প্রতি দিবস ক্রন্দন ও প্রার্থনায় অতিবাহিত হইত। সে জানিত যে তাহাকে যে অপরাধে বন্দী করা হইয়াছিল তন্নিমিত্ত তাহাকে এক দিবস বিচারপতিদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে সেই দিবস সে আত্মপক্ষ অতি সহজে সমর্থন করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ এবং স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু দীর্ঘব্যাপী ছয় ছয় মাস কাল—ছয় ছয় যুগ—অতিবাহিত হইল অথচ তাহার বিচার হইল না—যুবকের বিনা বিচারে শাস্তি হইল। যুবকের দৃষ্টিতে জ্যোতি নাই, বাক্যবিন্যাসে স্ফূর্ত্তী নাই, মুখে লাবণ্য নাই—যুবক সদাই ম্লান, চিন্তাশীল, জ্যোতিহীন ও বিমর্ষ—দেখিলে আন্তরিক সহানুভূতি হয়।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কি ভয়ানক অপরাধে যুবক কারাবাসী? উত্তর এই যে সে নরহত্যা করে নাই; পরের ধন আত্মসাৎ করিয়া নিজের উদর পূরণ করে নাই; মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া পরের অপকার করে নাই—তবে যুবক স্বতন্ত্র প্রকারের এক ঘোর অপরাধ করিয়াছিল। যুবক জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলার রূপ ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল—প্রাণ তুল্য ও আন্তরিক। সে ভালবাসার অন্ত ছিল না। পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম যুবককে উন্মাদ করিয়াছিল। থেরেসা, থেরেসা, তোমার ঐ ত্রিভুবন-মোহিনী রূপের পূর্ব্ব স্মৃতি হতভাগাকে এতকাল জীবিত রাখিয়াছিল। কারাজীবনের যে ভয়ানক মানসিক অন্ধকার তাহাকে ঘিরিয়াছিল, সেই পূর্ব্ব স্মৃতি অনেক পরিমাণে তাহা দূরীভূত করিত। থেরেসা, যুবক তোমাকে যথার্থ ভাল বাসিয়াছিল। মনুষ্যের

পক্ষে যতদূর সম্ভব সে তোমাকে ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু তুমি গর্ব্বিত ও প্রবল প্রতাপশালী রজেন্থালের লর্ডের একটী মাত্র সন্তান ও উত্তরাধিকারিণী আর যুবক নিঃস্ব। উদ্ধত স্বভাব লর্ড রজেন্থালের মতে যুবক বিচারালয়ে দণ্ডনীয়—কারণ সে নিঃস্ব, নগণ্য—ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর। সেই অবস্থায় সে থেরেসার পরিণয়প্রার্থী হইতে সাহস করিয়াছিল। রজেন্থালের ক্ষমতা অসীম—পার্থিব ক্ষমতা সমস্তই তাহার করতলস্থ ছিল। যুবকের নামে কতকগুলি মিথ্যা দোষারোপ করা হইল—যুবকও অকস্মাৎ কারাবদ্ধ হইল। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময় ব্যারন্‌দিগের অসীম ক্ষমতা ছিল। ইচ্ছা করিলেই তাহারা সেই ক্ষমতার যথেষ্ট কুব্যবহার করিতে পারিত। যদি কোন নিঃস্ব ব্যক্তি ঘটনাসূত্রে কোন এক জনের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইত, তাহা হইলে তাহার দুরবস্থার শেষ থাকিত না। যুবকেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। রজেন্থালের গুপ্ত চেষ্টায় তাহার বিচার ছয় ছয় মাস কাল স্থগিত ছিল।

আঘাতেব প্রতিঘাত আছে। যুবকের অন্তঃকরণ ইতিপূর্ব্বে সবল ছিল। কিন্তু উপরি উক্ত ঘটনা তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে এতদূর বলবতী করিয়াছিল এবং তাহার মজ্জাগত ও মর্ম্মান্তিক যাতনাকে এতদূর অসহনীয় করিত, যে সে মধ্যে মধ্যে রোষ-কষায়িত লোচনে বলিত যে "স্বর্গে হউক, নরকে হউক, যদি কেহ থাক, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর। এক ঘণ্টা কাল মাত্র থেরেসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি—এক ঘণ্টা কাল তাহার সহিত কথোপকথন করিব ও তাহার স্বর্গীয় মুখকান্তি চক্ষু ভরিয়া নিরীক্ষণ করিব। পরে বিনা অপরাধে আমাকে কারাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রতিশোধ লইব। এই দুইটী বর পাইলে আমি মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাথনা করিব না।" যুবক এই কথাগুলি প্রতি দিবস সহস্র বার উচ্চারণ করিত। যে দিবসের কথা লিখিত হইতেছে, সে দিবসও উক্ত কথাগুলি যুবকের মুখ হইতে বহির্গত হইতে ছিল।

অকস্মাৎ তাহার কক্ষ দ্বারের লৌহ অর্গল উদ্ঘাটিত হইল ও পর মুহূর্ত্তেই দীপ হস্তে কারাধ্যক্ষ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দীপালোকে যুবকের কারাবাসজাত বিবর্ণ মুখশ্রী স্পষ্ট দেখা গেল। যদিও তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য চিন্তা-তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, তথাচ দীপালোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে যুবকের ধমনীতে স্যাক্‌সন্ রক্ত প্রবাহিত হইতে ছিল। যুবক ও কারাধ্যক্ষের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইল।

যু। কারাধ্যক্ষ, তুমি এমন সময় কি নিমিত্ত আসিয়াছ? প্রত্যহ রজনীতে তুমি আমার আহার্য্য দ্রব্য লইয়া আইস। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? বোধ হয় তুমি কোন সুসমাচার আনিয়াছ—বল অদ্য কি স্বাধীনতা লাভ করিব?

কা। কষ্ট, তুমি পাগল। এই নরককুণ্ডে যাহারা একবার প্রবেশ করে তাহাদের আবার সুসমাচার কোথায়? তবে আজ একটী সমাচার আছে বটে।

যু। (সাহ্লাদে) তবে অদ্য এই লৌহ-পিঞ্জর হইতে বাহির হইব।

কা। ফষ্ট, তোমার স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিইতে আসি নাই। এক ঘণ্টা কালের মধ্যে তোমাকে বিচারালয়ে যাইতে হইবে। অদ্য তোমার বিচারের দিবস।

যু। কারাধ্যক্ষ, ইহাপেক্ষা সুসমাচার কি দিইবে? অদ্য এই অসহ্য নরক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুযোগ উপস্থিত। আমার নামে যে সমস্ত মিথ্যা ও জঘন্য দোষারোপ করা হইয়াছে অদ্য অখণ্ড যুক্তি ও প্রমাণ দর্শন দ্বারা নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিব।

কা। যুবক, সে আশা করিও না। কারণ তোমাকে অতি শীঘ্রই নৈরাশ্য সাগরে ডুবিতে হইবে। তুমি জান না তোমার নামে কি কি দোষারোপ করা হইয়াছে।

যু। সমস্ত জানি। নরপিশাচ রজেন্থাল বলিয়াছে যে আমি বলপূর্ব্বক তাহার কন্যাকে হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কারাধাক্ষ, থেরেসার উপর আমার প্রেম পার্থিব নহে—স্বর্গীয়। আমার প্রবৃত্তি এতদূর নীচ বা পাশব নহে, যে আমি এরূপ জঘন্য কার্য্য করিতে পারি।

কা। তুমি কি জানিতে না যে সম্রাট ম্যাক্সমিলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্ক্ডিউক্ লিওপোল্ডের সহিত থেরেসার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল?

ফ। জানিতাম। কিন্তু থেরেসা সেই ধনশালী রাজপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া আমাকে ভালবাসিত।

কা। তবে তুমি নিজের দোস স্বীকার করিলে?

ফ। দোষ কিসে? ভালবাসায় দোষ? আমি থেরেসাকে যথার্থ ভালবাসি। বাসিতাম—এখনও বাসি। কারাবদ্ধ হইয়া সেই ভালবাসা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কা। দোষ নয় কিসে? যদি কোন নিঃস্ব লোক রাজপরিবারের কোন মহিলাকে ভালবাসে তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় ও সেই দোষের একমাত্র দণ্ড—মৃত্যু।

ফ। মৃত্যুদণ্ড! ভয়ানক কথা—অসম্ভব কথা। কারাধ্যক্ষ, তুমি জ্ঞান হারাইয়াছ। আমি নহি তুমিই পাগল। যদিও আমি বিচারে দোষী হই, তথাপি মৃত্যুদণ্ড কিজন্য হইবে? এই সামান্য দোষের এরূপ কঠোর দণ্ড হইতেই পারে না। বিচারপতিরা কখন এরূপ জঘন্য কাজ করিবেন না। জগতে এরূপ অবিচার হওয়া অসম্ভব।

কা। অসম্ভব! যখন প্রভুত পরাক্রমশালী লর্ড রজেন্থাল্ তোমার বিপক্ষে তখন তোমার পক্ষে মঙ্গল নাই। তবে শোন, যে দিবস তোমাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়, সেই দিবসেই তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে স্থির করা হয়।

ফ। ভয়ানক কথা! কিন্তু আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। কারাধ্যক্ষ, তোমাকে অনুনয় করিয়া কহিতেছি সত্য কথা বলিও। তুমি উচ্চ স্থানীয় কর্ম্মচারী না হইয়াও এই সমস্ত গুপ্ত কথা কিরূপে জানিলে?

কা। ফষ্ট, আমিও তোমার ন্যায় বন্দী। কিন্তু আমি বহুকাল হইতে বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছি বলিয়া সকল কথা শুনিতে পাই। আমারও মৃত্যু দণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু আমি অঙ্গীকার করি যে যাবজ্জীবন এই কারাগারে থাকিব পলাইতে চেষ্টা করিব না। এইরূপ অঙ্গীকার করাতে আমি অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছি। আমি বহুকাল হইতে কারাধ্যক্ষের কাজ করিয়া আসিতেছি।

ফ। তুমি কি দোষ করিয়াছিলে?

কা। সে কথায় কাজ নাই।

ফ। মুক্তি লাভ করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না? নরকের কৃমির ন্যায় জীবন ধারণ করা অতীব কষ্টকর নহে কি?

কা। অন্য কোন উপায় ছিল না। (চিন্তা করিয়া) একটী উপায় ছিল। কিন্তু অত্যন্ত জঘন্য ও পৈশাচিক। এক সময় আমার মানসিক অবস্থা এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে আমি সেই উপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু জগৎ পিতাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ, আমি সে উপায় অবলম্বন করি নাই। যদি করিতাম, তাহা হইলে আজীবন অর্থরাশির উপর বসিয়া থাকিতে ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী হইতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু মৃত্যুর পর ঘোর, ভয়ানক ও ভয়াবহ নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে বলিয়া, সে উপায়ের কথা মন হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়াছিলাম। ক্ষণিক সুখ ও পরে অনন্ত দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা এ কয় দিবস এই পার্থিব নরকে বাস করা শতগুণে শ্রেয়।

ফ। কারাধ্যক্ষ, সে কি উপায় বলিতে হইবে। আমার অনুরোধ রক্ষা কর। গল্পটি শুনিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।

কা। ফষ্ট, আমাকে অনুরোধ করিও না। সে কথা মনে পড়িলে এখনও হৃৎকম্প হয়—ভয়ানক, ভয়ানক!

ফ। কারাধ্যক্ষ, আমি করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি, সমস্ত বিবৃত করিয়া বল।

কা। না—কখনই নয়। উঃ মনে পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে আবার এই কক্ষেই—না আমি বলিব না।

ফ। কারাধ্যক্ষ, তোমাকে বলিতেই হইবে। এই নাও আমার এই স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ ব্যাগটি তোমাকে দিইতেছি। যাহার মৃত্যু সন্নিকট সে অর্থ লইয়া কি করিবে? আমি যেখানে শীঘ্রই যাইব সেখানে পার্থিব মুদ্রার আদর দূরে থাক—চলন অবধি নাই।

কা। ফষ্ট, আমি অর্থলোভে তোমাকে সমস্ত গল্পটি বলিব। কিন্তু সাবধান, একটী কথাও কাহাকে বলিও না। গল্পটি পুরাতন হইলেও এই কারাগারের বর্হিভাগস্থ কোন লোকেরই জানা নাই। এইরূপ প্রবাদ যে এক শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই কারালয়ের এই কক্ষেই জনৈক লোককে আবদ্ধ করা হয়। এইরূপ জনশ্রুতি যে সেই লোকটী বহুবিদ্যা বিভূষিত ছিল। তাহার পূর্ব্ব জীবনের অধিকাংশ বিজ্ঞান, মন্ত্র, তন্ত্র, যোগ, আরাধনায় অতিবাহিত হইয়াছিল এবং তাহার এতদূর ক্ষমতা ছিল যে মন্ত্রের সাহায্যে সে দৈত্য দানবদিগকে আহ্বান করিত ও নিজের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করাইয়া লইত। অধিক কি ঈশ্বরদ্রোহী সয়তান অবধি তাহার বশবর্ত্তী ছিল। কি অপরাধে সে কারা-নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল জানি না—কিন্তু তাহারও মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু সে ব্যক্তি একটী মন্ত্রের সাহায্যে এই কক্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। যে মন্ত্র সে উচ্চারণ করিয়াছিল অদ্যাপি সে মন্ত্রটি এই কক্ষের দেওয়ালে খোদিত রহিয়াছে। এইরূপ প্রবাদ যে সে স্বহস্তে সেই মন্ত্রটি দেওয়ালে লিখিয়াছিল। (দেওয়ালের দিকে দেখিয়া) ঈশ্বর কুশল করুন, কি ভয়ানক! এখন পর্য্যন্ত মন্ত্রটি স্পষ্ট খোদিত রহিয়াছে!!

ফ। আমি সমস্ত মন্ত্রটি পাঠ করিব।

কা। না—না—বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিও না। পাঠ করিলেই সয়তান আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে। আমি আর বাক্যব্যয় করিতে চাহি না। ফষ্ট, আমি চলিলাম। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। অনতিবিলম্বে তোমাকে বিচারপতিদিগের সমক্ষে যাইতে হইবে।

কারাধ্যক্ষ চলিয়া গেল। লৌহ শৃঙ্খল সংলগ্ন প্রকাণ্ড লৌহ অর্গল দরজায় সংলগ্ন হইল। ফষ্ট পুনরায় সেই অসূর্য্যম্পশ্য নিভৃত কক্ষে একাকী হইল। সঙ্গীর মধ্যে অন্তর্দাহক দুর্ভাবনা। ফষ্ট তাহার নিজের অবস্থার কথা ভুলিয়া কারাধ্যক্ষের গল্পটি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল যে "না, কারাধ্যক্ষ সয়তানের সাহায্য না লইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করিয়াছে। তাহার মনের ক্ষমতা আছে। মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতে কে না চেষ্টা করে, ঈশ্বর আমাকেও মানসিক বল দান করুন—যেন লোভে পড়িয়া পরকালের সর্ব্বনাশ না করি।" কিন্তু পরক্ষণেই থেরেসার মোহিনী মূর্ত্তি তাহার হৃদয় মুকুরে প্রতিফলিত হইল। ফষ্ট আবার ভাবিতে লাগিল—"থেরেসা, প্রাণের থেরেসা, তুমি জান যে তোমার জন্য আমি সকল প্রকার দুরূহ কার্য্য করিতে পারি। হায় হায়, কারাধ্যক্ষের ভীতি উৎপাদক গল্প শুনিয়া এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমার মানসিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ গল্প না শুনিলেই ভাল হইত। হৃদয়ের অভ্যন্তরে কত শত বিদ্রোহী ভাবেরই উদয় হইতেছে? যেন কে আমায় বলিতেছে মন্ত্রের সাহায্য লও; মৃত্যুর পর না হয় নরকের অগ্নিকুণ্ডে যুগ যুগ ব্যাপিয়া থাকিবে। কিন্তু যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে, কুবেরের ধন

লাভ করিবেও ইচ্ছা করিলেই শক্রবর্গকে পদদলিত করিতে পারিবে। আর যাহাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু তোমার নাই—সেই থেরেসাকে বিনা আয়াসে লাভ করিবে। থেরেসা, থেরেসা, তোমার জন্য আমি স্বর্গ লাভ কামনা ত্যাগ ও সয়তানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব।" ফষ্ট এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় তাহার কক্ষদ্বার পুনরায় উদ্ঘাটিত হইল ও কারাধ্যক্ষ পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল "ফষ্ট, আমি তোমাকে প্রধানতম ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। প্রধান বিচারপতি অনতিবিলম্বে আসন পরিগ্রহ করিবেন।"

ফষ্ট কম্পিত কলেবরে বলিল, "কারাধ্যক্ষ আর কিঞ্চিৎ সময় ভিক্ষা দাও। আমি আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া লই।" কারাধ্যক্ষ বলিল ফষ্ট, যাহার পার্থিব লীলাখেলা অবসান প্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত।" এই বলিয়া কারাধ্যক্ষ হস্তস্থ প্রদীপ ফষ্টের কক্ষে রাখিয়া বাহিরে যাইল। ফষ্ট ভাবিতে লাগিল, "যাহার পার্থিব লীলাখেলা অবসান প্রায় হইয়া আসিয়াছে।" কি ভয়ানক কথা! তবে দুরাত্মারা নিশ্চয়ই আমার প্রাণ নাশ করিবে। 'তবে কারাধ্যক্ষ মিথ্যা কথা বলে নাই। উঃ মনের ভিতর কত প্রকার দুশ্চিন্তার উদয় হইতেছে। এক্ষণে আমি একাকী নহি—দুশ্চিন্তা আমার প্রিয় সহচর। কিন্তু না—ক্ষণিক পার্থিব সুখের নিমিত্ত ভবিষ্যতের আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিইব না।" পুনরায় কারাধ্যক্ষ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই ফষ্ট চীৎকার করিয়া বলিল "আর এক মুহূর্ত্ত সময় দাও—তোমার চরণে ধরিতেছি আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা কর।" কারাধ্যক্ষ বলিল "দেখ, যদি এই বিলম্বের নিমিত্ত প্রধান বিচারপতির কোপদৃষ্টিতে পতিত হই, তাহা হইলে আমার অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। কিন্তু তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। আচ্ছা আর দুই মুহূর্ত্ত সময় দিইলাম। ফষ্ট বলিল ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ফষ্ট পুনরায় ভাবিতে লাগিল "না—এ তরুণ বয়সে কিজন্য মরিব? জগতে আমার যে সমস্ত প্রিয়বস্তু আছে কিজন্য ত্যাগ করিয়া যাইব? থেরেসার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে; পুনরায় তাহার পদতলে প্রেম-পুষ্পোপহার দিব। পরে প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ লওয়া কাহাকে বলে দেখাইব। না—আমি কিছুতেই মরিব না। মরণ হইতে অব্যাহতি পাইবার যে এক মাত্র উপায় আছে সেই উপায় অবলম্বন করিব। সে উপায় অতি ভয়ানক—কিন্তু অদৃষ্টের উপর আমার ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্ব নাই। যাহা কপালে লেখা আছে তাহা ঘটিবেই।" এই বলিয়া ফষ্ট প্রদীপটি উঠাইয়া দেওয়ালের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু মন্ত্র পাঠ করিতে তাহার হৃৎকম্প হইল। ফষ্ট আবার ভাবিল "না মৃত্যু শ্রেয়, কিন্তু পরকাল বিনষ্ট করা যুক্তি সঙ্গত নয়। ও আবার কি? মনুষ্যের পদশব্দ না? বোধ হয় কারাধ্যক্ষ আসিতেছে। না যখন পলাইবার উপায় রহিয়াছে তখন মরিব না।

না—আমার মরিবার সাহস নাই। হৃদয়ে বল নাই—সব শূন্য বোধ হইতেছে।" এই বলিয়া ফষ্ট দুঃসাহসের সহিত মন্ত্রটি সমস্ত পাঠ করিল। মন্ত্রের শেষ কথাগুলি উচ্চারিত হইবা মাত্র, ফষ্টের হস্তস্থিত প্রদীপটি ভূতলে পড়িয়া গেল ও ফষ্ট নিজে কম্পিত কলেবরে ভূতলশায়ী হইল। সেই মুহূর্ত্তে সয়তান—দৈত্যের আকার ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। দৈত্যের অবয়ব অবিকল মনুষ্যের ন্যায়; তাহাতে ভীতি প্রদর্শক কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে আলোকরাশি ব্যাপিয়া ছিল ও তদ্দ্বারা সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকিত হইয়াছিল।

দৈ। কিজন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছ?

ফ। আমাকে রক্ষা কর। এই ভয়ানক স্থান হইতে আমাকে বাহিরে লইয়া যাও।

দৈত্য "তথাস্তু" বলিয়া ফষ্টের বাহুদ্বয় সবলে ধারণ পূর্ব্বক কক্ষের ছাদ ফুড়িয়া আকাশমার্গে উঠিল। ফষ্ট তখন চৈতন্য হীন।

যখন ফষ্ট সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে তখন সে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী তাহার নিজের কক্ষে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ফষ্ট ধীরে ধীরে চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করিয়া ভাবিল যে স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু কারাগারের পরিবর্ত্তে তাহার নিজের কক্ষ, ও সেই কক্ষে তাহার মেজ, মসীপাত্র, লেখনী ও রাশি রাশি পুস্তক; সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়া ক্রমে তাহার বিশ্বাস হইল সে সে স্বপ্ন দেখিতেছে না। যুবক আহ্লাদে বিহ্বল হইল কিন্তু তাহার মস্তক তখনও ঘুরিতে ছিল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ফষ্ট ভাবিতে লাগিল "আমি নিশ্চয়ই একটী অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকারী স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম। স্বপ্নে এতদূর ভীতি উৎপাদন করে ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। কি ভয়ানক স্বপ্ন! বোধ হইল যেন কে আমাকে বলপূর্ব্বক কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিল। আমি যেন ছয় ছয় মাস সেই স্থানে ছিলাম। পরে মন্ত্রবলে আমি একটী দৈত্যের সাহায্য পাইলাম। উঃ মনে পড়িলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সেই দৈত্য যেন আমাকে কারাগার হইতে বিমুক্ত করিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—যে সমস্ত ঘটনা সত্য নহে। এইবার প্রাণের থেরেসার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও তাহাকে এই কুস্বপনের কথা সমস্ত বলিব। থেরেসা নিশ্চয়ই স্বপ্নের কথা শুনিয়া ভয় পাইবে। যাই আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না।" এইরূপ বলিয়া ফষ্ট শয্যা হইতে প্রফুল্লচিত্তে উঠিল; কিন্তু কি ভয়ানক, তাহার শয্যার পার্শ্বে সেই দৈত্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দৈত্য নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ; মুখে ঈষৎ হাঁসি; সে হাস্য সম্পূর্ণ পার্থিব; দেখিলে হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হয়। ফষ্ট ভয়ে বিকল হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল তবে সমস্ত সত্য—স্বপ্ন নহে। দৈত্য বলিল সমস্ত সত্য। যাহা তুমি ভাবিতেছিলে তাহার বিন্দু বিসর্গ অবধি অসত্য নহে। মন্ত্রবলে আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পার। যদ্যপি তুমি আমার

সাহায্য চাও, পার্থিব সমস্ত সুখ তোমার আয়ত্বাধীন হইবে। কিম্বা তুমি স্বচ্ছন্দে আমার সাহায্য না লইতে পার।

ফ। না আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি না।

দৈ। স্বচ্ছন্দে; কিন্তু স্থির জানিও যে আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে তোমাকে সেই কারাগারে রাখিয়া আসিব। সে স্থান হইতে তোমাকে সেই নিমিষেই বিচারালয়ে লইয়া যাইবে। বিচারালয় বধ্যভূমির অতি সন্নিকট।

ফ। ভাগ্যে যাহা লিখিত আছে তাহা খণ্ডন হইবে না। মরিতে হয় মরিব। কিন্তু সয়তান, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। আমি সেই জগতপিতার সাহায্য লইব। জগতে অবিচার থাকিতে পারে কিন্তু সেই মঙ্গলময়ের নিকট অবিচারের আশঙ্কা নাই। আর আমার স্থির বিশ্বাস থেরেসা এখনও আমাকে বিবাহ করিবে।

দৈ। তোমার বাতুলের প্রলাপ শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তুমি উন্মাদ না হইলে এখনও থেরেসাকে পাইবার আশা করিতেছ ? তুমি কি জাননা থেরেসা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী লর্ড রজেন্থালের এক মাত্র দুহিতা ? সেই থেরেসার সহিত আরক্‌ডিউক লিওপোল্‌ডের শুভ পরিণয় অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইবে। তুমি এখনও ভাবিতেছ যে থেরেসা তোমার জন্য দুঃখিত কিম্বা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য ইচ্ছুক ? তবে সমস্ত কথা বলি শ্রবণ কর। থেরেসা তোমায় কারাবাসের কথা কিছুই জানে না। তাহার পিতার আজ্ঞানুযায়ী, শত শত লোক তাহাকে বলিয়াছে যে তুমি অন্য একজন রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছ। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার গল্প শত শত লোক তাহার কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়াছে। এক্ষণে থেরেসার স্থির বিশ্বাস তুমি ঘোর বিশ্বাসঘাতক ও তাহার স্বামী হইবার সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য।

ফ। সয়তান, যদি তুমি প্রমাণ দিইতে পার যে থেরেসা আমাকে ভুলিয়া অন্য কোন পুরুষকে তাহার অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়াছে, তাহা হইলে তুমি যেরূপ বলিবে সেইরূপ কার্য্য করিব—নচেৎ নহে। প্রমাণ দাও, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার সাহায্য গ্রহণ করিয়া পার্থিব সুখ ও ক্ষমতা লাভ করিব এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া থেরেসাকে বিবাহ করিব ! কিন্তু সয়তান, তোমার গল্পের একটী কথা অবধি আমি বিশ্বাস করি না। থেরেসার প্রেম স্বর্গীয়।

দৈ। আমি সহজেই প্রমাণ দিইতে পারি। কিন্তু যে স্থলে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, সে স্থলে প্রমাণ দিইবার আবশ্যকতা কি ?

ফ। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে যদ্যপি তুমি প্রমাণ করিতে পার যে থেরেসা অন্য কোন পুরুষকে ভাল বাসিয়াছে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডে আমি তোমার ক্রীতদাস হইব—অধিক কি, আমার আত্মা ও দেহ তোমাকে সমর্পণ করিব।

দৈ। কিন্তু তুমি মুখে যাহা বলিলে সমস্ত স্বহস্তে লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিইবে ?

ক। নিশ্চয়।

দৈত্য তখন সহাস্যে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া একটী মন্ত্রোচ্চারণ করিল। কক্ষের জানেলাটি দেখিতে দেখিতে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ক্রমে সেই মেঘ রাশির ভিতরে রজেন্থাল্ দুর্গের একটী সুসজ্জিত কক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। একখানি কৌচের উপর থেরেসা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার স্বর্গীয় রূপ লাবণ্য সেই সুসজ্জিত কক্ষের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে ছিল। থেরেসা অনিমেষ লোচনে একখানি ক্ষুদ্র ছবি নিরীক্ষণ করিতেছে। থেরেসা নিস্পন্দ। ফষ্ট চীৎকার করিয়া বলিল—থেরেসা থেরেসা। পর মুহুর্ত্তেই সে জানেলা অভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। দৈত্য তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "বাতুল, কি করিতেছ? ঐ যে ক্ষুদ্র ছবিখানি দেখিতেছ—উহাতে তোমার প্রতিদ্বন্দীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে। ফষ্ট বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমে পতিত হইয়া বলিল, "দৈত্য তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা। থেরেসা নিশ্চয়ই অপরকে ভাল বাসিয়াছে।" ক্রমে ফষ্টের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। পর মুহুর্ত্তেই কক্ষটি অদৃশ্য হইল ও সেই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত পূর্ব্ববৎ—যেন অদ্ভুত কিছুই ঘটে নাই। ফষ্ট ভাবিতে লাগিল "ঠিক হইয়াছে, আমি এতক্ষণে সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি। থেরেসা সেই সমস্ত কাল্পনিক গল্প শুনিয়া নিশ্চয় আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া জানিয়াছে। ছয় ছয় মাস আমি নিরুদ্দেশ, একখানি পত্র অবধি লিখিতে পারি নাই। আমার কারাবাসের কথা সে কিছু মাত্র জানে না। দশ জনের কথায় তাহার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে আমি দোষী।" দৈত্য বলিল ফষ্ট তুমি স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার—সর্ব্বতোভাবে—আমার হইবে কি না? ফষ্ট ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল কি—তোমাতে আত্মবিসর্জ্জন?—অসম্ভব। যখন থেরেসা আমার হইল না তখন জীবিত থাকিবার আবশ্যকতা এক তিলও নাই। না—সয়তান, আমাকে কারাগৃহে লইয়া চল। দৈত্য গর্জ্জন করিয়া বলিল—হতভাগ্য যুবক তুমি শপথ করিয়াছিলে যে প্রমাণ পাইলে তুমি স্বীয় বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিবে। কিন্তু এক্ষণে তুমি অন্যমত করিতেছ। আমি এই দণ্ডেই তোমাকে সেই কারাগৃহে লইয়া যাইতেছি। কিন্তু নিশ্চয় জানিও তোমার অন্তিমকাল সন্নিকট। একখানি ঘুর্ণমান লৌহচক্রে তোমাকে বন্ধন করা হইবে—উঃ কি ভয়ানক মৃত্যু! এক একটী করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসিয়া পড়িবে। প্রাণ-বায়ু বাহির হইতে বিস্তর সময় লাগিবে। ফষ্ট বলিল আমার যে এইরূপে মৃত্যু হইবে তাহার প্রমাণ কি? দৈত্য বলিল পুনরায় শপথ কর যে যদ্যপি প্রমাণ দিইতে পারি তুমি বিনা আপত্তিতে আমার হইবে। ফষ্ট বলিল নিঃসন্দেহ শপথানুযায়ী কার্য্য করিব। দৈত্য পুনরায় একটী মন্ত্রোচ্চারণ করিল। পুনরায় জানেলার সম্মুখে সেই কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির উদয় হইল। মুহুর্ত্ত মধ্যে সেই নিবিড় মেঘপুঞ্জের মধ্যদেশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। ফষ্ট

উইটেন্‌বার্গের বধ্যভূমি স্পষ্ট দেখিতে পাইল। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য—ভয়ানক জনতা। এক দিকে একখানি বৃহৎ লৌহচক্র রহিয়াছে। সকলের দৃষ্টি সেই চক্রের উপর। দুই জন ঘাতুক চক্রের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে একজন উচ্চস্বরে বলিতেছে "উইল্‌হেলম্ ফষ্ট তাহার ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য অদ্য এই চক্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। সকলে তাহার আত্মার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা কর।''

দৃশ্য দেখিয়া ফষ্ট ভয়ে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল সয়তান আমাকে রক্ষা কর। আমি এরূপে জীবন বিসর্জ্জন দিইতে পারিব না। দৈত্য বলিল তোমাকে রক্ষা করিব। অদ্য হইতে চব্বিশ বৎসর কাল তুমি জগতে অতুল ঐশ্চর্য্য ও ক্ষমতা লাভ করিবে। ইচ্ছা করিলেই তোমার শত্রুদিগকে পদদলিত করিতে সক্ষম হইবে। এই চব্বিশ বৎসর কাল আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব—কিন্তু তাহার পর তুমি—অর্থাৎ তোমার আত্মা ও দেহ—আমার হইবে। এক্ষণে তুমি স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত আছ কি না? ফষ্ট বলিল আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

দৈত্য সেই দণ্ডে একখানি কাগজ তাহার সম্মুখে ধরিল। ফষ্ট তখন ভয়ানক উত্তেজিত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। হতভাগ্য দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া স্বনাম স্বাক্ষর করিয়া দিইল। সেই মুহূর্ত্তে কড় কড় নিনাদে উইটেন্‌বার্গ নগরে অশনি পতন হইল। সেরূপ ভীষণ বজ্র নিনাদ তৎপূর্ব্বে কেহ শুনে নাই। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল ও সমগ্র নগর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। প্রবল একটী ঝটিকার সমুত্থান হওয়াতে বোধ হইল সমস্ত নগর শীঘ্র ধ্বংশ হইবে। স্বাক্ষর করিয়াই ফষ্ট বলিল, "হায় আমি কি করিলাম।" তাহার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। দৈত্য তখন হর্ষোৎফুল্ল লোচনে ফষ্টের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাঁসিতে ছিল। সে অপার্থিব হাস্যের শব্দ প্রবল ঝটিকার শব্দ ছাড়াইয়া উঠিতে ছিল। ফষ্ট তখন এক প্রকার অবর্ণনীয় ভয়ে বিহ্বল হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

## প্রথম অধ্যায়।

ভাদ্র মাসের মধ্যভাগ—দিবা অবসান প্রায়। কেম্‌বার্গ নামক গ্রামে একটী পান্থশালা আছে। জনৈক অশ্বারোহী আসিয়া পান্থশালার সম্মুখে অশ্বরশ্মি সম্বরণ করিল।

অশ্বারোহী যুবক—বয়ঃক্রম তেইশ বৎসরের অধিক হইবে না। যুবক সুশ্রী না হইলেও সুপুরুষ। তাহাকে দেখিলে ভক্তির উদ্রেক হয়। অনেকের কি শুভলগ্নে জন্ম

হয় যে তাঁহারা অপরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে জগতে আসেন না, অপরে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করে। যুবক উক্ত শ্রেণীর মনুষ্য।

যুবকের পরিচ্ছদ বহুমূল্য নহে—কিন্তু পরিষ্কার। পরিচ্ছদ পরিধানের পারিপাট্য তাহার সুবংশজাতকতার পরিচয় দিইতে ছিল। যুবক সুদীর্ঘ কিম্বা খর্ব্বাকৃতি নহে। কিন্তু দেখিলেই তাহাকে ভয়ানক বলিষ্ঠ ও নির্ভীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক যুবক অকুতোভয়। কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলরাশি তাহার উভয় স্কন্ধদেশ অবধি ঝুলিতে ছিল। শ্মশ্রু পরিষ্কার রূপে কামান। দৃষ্টিতে—প্রতিদৃষ্টি নিক্ষেপে তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ হইতে ছিল। যুবকের ওষ্ঠদ্বয় ও প্রশস্ত ললাট তাহার মনের বজ্রসম দৃঢ়তার পরিচায়ক। কটিদেশে একখানি তরবারি ও দুইটী পিস্তল ঝুলিতে ছিল।

ইউরোপে প্রতি পান্থশালার এক একটী নাম আছে। কেম্‌বার্গের পান্থশালার নাম "ব্ল্যাক্ সোয়ান্।" যুবক পান্থশালার দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র অধিকারী তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু যুবক তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখান হইতে উইটেন্‌বার্গ কতদূর?" তাহার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা অধিকারীর অন্তঃকরণ আকৃষ্ট করিল। অধিকারী বলিল "তিন ক্রোশের অধিক হইবে। কিন্তু সন্ধ্যা আগত প্রায়। এরূপ সময়ে উইটেন্‌-বার্গ অভিমুখে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ পথ অতি দুর্গম ও দস্যু পরিপূর্ণ। আপনি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে ফাদার থিওডোসিয়াস্‌কে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" ফাদার থিওডোসিয়াস্ অধিকারীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। ফাদার থিওডোসিয়াস্ ধর্ম্মযাজক। তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে—যুবকের আগমনের পূর্ব্বে থিওডোসিয়াস্ পান্থনিবাসে বসিয়া সুরাপান ও অধিকারীর সহিত নানা বিষয়ক গল্প করিতে ছিল। যুবক আসিবা মাত্র সেও অধিকারীর সহিত বাহিরে আসিয়াছিল। থিওডোসিয়াস্ এতক্ষণ যুবকের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে যুবকের আগমনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছে—যেন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু বিনা আয়াসে পাইয়াছে। অধিকারী তাহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র সে যুবকের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া বলিল, "পথ অতি দুর্গম ও দস্যু পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তির প্রাণের কিঞ্চিৎ মাত্রও মূল্য আছে তাহার পক্ষে সন্ধ্যার পর—বিশেষতঃ একাকী উক্ত পথে যাওয়া উচিত নহে।" যুবক শুনিয়া ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "লর্ড রজেন্‌থালের অধিকারভুক্ত স্থানে এরূপ দস্যুভয় ইহা বড় আশ্চর্য্য। তাঁহার রাজ্যে পথিকেরা দস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হয় এবং তিনি কোনরূপ প্রতিবিধান করেন না ইহা অত্যন্ত অন্যায়।" থিওডোসিয়াস্ বলিল, "অনতিদূরে যে সহস্র সহস্র পাইন বৃক্ষ রহিয়াছে, উক্ত স্থান কাউণ্ট ম্যান্‌ফ্রেডের অধিকার ভুক্ত।" যুবক বলিল, "আমি শুনিয়াছিলাম যে সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ানের

সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে যে মহোৎসব হইয়াছিল তাহাতে জারমেণীর যাবদীয় সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু গর্ব্বিত কাউণ্ট ম্যান্‌ফ্রেড্ নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। ইনি কি সেই কাউণ্ট?" অধিকারী বলিল, "হাঁ," কিন্তু তাহার মুখে দারুণ বিরক্তিব্যঞ্জক ভাবের উদয় হইল। থিওডোসিয়াস্‌ও অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। অধিকারী তখন কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিল, "কাউণ্টের সম্বন্ধে কথা কহিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহার বিষয়ে কথা কহিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অন্ধকারে কেম্‌বার্গের পথে যাওয়া যেরূপ বিপদজনক তাঁহার সম্বন্ধে কথোপকথন করাও তদ্রূপ বিপদজনক।" যুবক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বিরক্তির সহিত অধিকারীকে বলিল, "আমি এই রজনীতেই উইটেন্‌বার্গ অভিমুখে যাইব—কিছুতেই এই স্থানে রাত্রি যাপন করিব না। দস্যুহস্তে পতিত হই হইব। ইতিমধ্যে তোমার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা আছে তাহা পান করিয়া বিগতক্লম হইব। তুমি দুইজন বলিষ্ঠ লোককে ঠিক কর। তাহারা আমার পথ প্রদর্শক হইবে। প্রচুর অর্থ দ্বারা দুইটী সাহসী লোক আনিতে যাও আর দেখিও যেন আমার অশ্বের পরিচর্য্যা হয়।" এই বলিয়া যুবক পান্থশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অধিকারী অশ্বটীকে অশ্বশালাভিমুখে লইয়া চলিল। সেই সময় ফাদার থিওডোসিয়াস্ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হারম্যান্, দেখিও যেন যুবক কোন মতে অদ্য রজনীতে পান্থশালা ত্যাগ করিয়া না যায়।" অধিকারীর নাম হারম্যান্। হারম্যান্ বিনীতস্বরে বলিল, "প্রভু, কি উপায়ে ধরিয়া রাখিব?" থিওডোসিয়াস্ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কেন, বলিও যে তোমার অশ্ব অকস্মাৎ পীড়িত হইয়াছে—কিয়ৎকাল বিশ্রাম না করিলে চলিতে পারিবে না—আরও বলিও যে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়াও লোক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এইরূপ বলিলে সে নিশ্চয় ক্ষান্ত হইবে। আর এক কথা। রজনীযোগে যুবক যেন সেই কক্ষে শয়ন করে। সাবধান—আমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবে।" হারম্যান্ বলিল, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" থিওডোসিয়াস্ পুনরায় পান্থশালার অভ্যন্তরে যাইল। যুবক তখন একখানি চৌকিতে বসিয়াছে। সম্মুখে মেজের উপর আহার্য্য দ্রব্য ও সুরাপাত্র রহিয়াছে। যুবক থিওডোসিয়াস্‌কে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "পল্লীগ্রামের পান্থশালায় এরূপ উৎকৃষ্ট সুরা পাওয়া যায় জানিতাম না।" থিওডোসিয়াস্ অন্য একখানি চৌকিতে উপবেশনান্তর যুবকের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ণ মাত্রায় এক পাত্র সুরা ঢালিয়া লইল। সুরাপান করিয়া থিওডোসিয়াস্ বলিল আপনি কি বিস্তর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন?

যু। আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি। ভাল কথা—আমরা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লিনস্‌ডর্ফের কাউণ্ট ম্যানফ্রেডের কথা কহিতে ছিলাম। এইরূপ জনশ্রুতি যে লর্ড রজেন্‌থালের সহিত কাউণ্টের ঐক্যতা নাই। ইহা কি সত্য?

থি। আমিও এইরূপ শুনিয়াছি।

যু। আমি আরও শুনিয়াছি যে কাউণ্টের অধীনস্থ লোকেরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভয় করে এবং তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্যাবলি নূতন ধরণের অর্থাৎ কিয়দংশ প্রকাশ্য ও অধিকাংশ গুপ্তভাবে নির্ব্বাহিত হয়।

থি। জনরব এইরূপ বটে। থিওডোসিয়াস্ তখন গাঢ় মনোযোগের সহিত সুরাপান করিতেছিল।

যু। শুনিয়াছিলাম যে কাউণ্টের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন।

থি। আমি জগদীশ্বরের সেবায় দিনাতিপাত করি। মনুষ্যের সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকি না। ধর্ম্মযাজকেরা পরমার্থিক কার্য্যেই ব্যস্ত থাকে। এই বিভাগস্থ কোন লোকের বিষয়ে যদি অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনি অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

যু। আর একটী বিষয় আমার জিজ্ঞাস্য আছে। আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে কাউণ্ট মৃতপত্নীক ও তাঁহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী কেহ নাই।

থি। আমিও এইরূপ শুনিয়াছি। যুবক থিওডোসিয়াসের মৌনিত্ব দেখিয়া মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইয়াছিল। সেই সময় অধিকারী গৃহে প্রবেশ করিল। যুবক সোল্লাসে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ ?"

হা। সংবাদ প্রীতিজনক নহে। দুইজন বলিষ্ঠ লোকের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু একজনকেও পাওয়া যায় নাই। এই গ্রামে অদ্য রজনীতে একটী বিবাহ হইবে। সমস্ত লোক সেই স্থানে সমবেত হইয়া উৎসবে মাতিয়াছে। কেহই অর্থলোভে যাইতে চাহে না।

যু। তবে আমাকে একাকীই যাইতে হইবে। আমি পথে দস্যুকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ লাভ হইবে না। আর আমার জীবন নষ্ট করিয়া তাহাদের কি ইষ্টলাভ হইতে পারে ?

হা। কিন্তু, আমি সমস্ত কথা এখনও বলি নাই। আপনার অশ্ব অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে, এমন কি তাহার গতিশক্তি অবধি নাই। কিয়ৎকাল বিশ্রাম না করিলে তাহার অকাল মৃত্যু হইতে পারে।

যু। সর্ব্বনাশ! তবে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেম্‌বার্গে রাত্রি যাপন করিতে হইবে দেখিতেছি। তুমি ইতিমধ্যে একটী কর্ম্ম কর। আমার নিকট এক প্রকার চমৎকার ঔষধ আছে। তাহা সেবন করিলেই আমার অশ্ব এই রজনীর মধ্যেই সবল হইবে। কেম্‌বার্গে রজনীযাপন করিলে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি পরের দাস নহি।

যুবক পুনরায় চৌকিতে উপবেশন করিল। অধিকারীর অনুচরেরা তাহার আজ্ঞানুযায়ী আর এক পাত্র সুরা ও প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য মেজের উপর আনিয়া রাখিল। যুবা পর্য্যটক হারম্যানের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিল। কথা প্রসঙ্গে কাউন্ট ম্যানফ্রেডের কথা উত্থাপিত হইল। কিন্তু যুবক স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে থিওডোসিয়াস্ সেই স্থানে উপস্থিত থাকায় হারম্যান্ তাহার সকল প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিইতেছে না। থিওডোসিয়াস্ একটীও কথা কহে নাই, কিন্তু চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করাতে হারম্যান্ যুবকের কোন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিইল না, কেবল "হাঁ" "না" বলিয়া সারিয়া দিইল। যুবক থিওডোসিয়াসের ইঙ্গিতের মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে যুবক অত্যন্ত বিরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ পরে সে হারম্যান্‌কে বলিল, "আমার কক্ষে লইয়া চল, বিশ্রামের আবশ্যক হইয়াছে। হারম্যান্ একটী প্রদীপ হস্তে লইয়া অগ্রগামী হইল। উভয়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া একটী বারাণ্ডায় উপস্থিত হইল। বারাণ্ডার এক প্রান্তে একটী সজ্জিত কক্ষ ছিল। হারম্যান্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই ঘরে আপনি রজনী যাপন করুন।" যুবক চিন্তা মগ্ন ছিল। সে হারম্যানের হস্তদ্বয় ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফাদার থিওডোসিয়াস্ কে?" হারম্যান্ বলিল—উনি জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্মযাজক। যুবক হারম্যানের উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। হারম্যানও সেই দণ্ডে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে যাইবার কালীন হারম্যান্ কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যুবকের অনুমান হইল—দ্বারদ্বয় বহির্দেশ হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। যুবক দরজা খুলিতে চেষ্টা করায় তাহার অনুমানের সত্যতা বুঝিতে পারিল। হারম্যান্ সত্য সত্য দ্বারদেশে অর্গল সংলগ্ন করিয়া গিয়াছিল। গৃহে একটী মাত্র গবাক্ষ ছিল। তাহাতেও সুদৃঢ় লৌহনির্ম্মিত গরাদিয়া বসান। যুবক বুঝিল যে সে বন্দী। গৃহের চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে তক্তা বসান। যুবক কক্ষটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে এমন সময় দেওয়ালের একটী খোপ অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হইল ও নিমিষের মধ্যে কোন বলিষ্ঠ লোকের একটী অনাচ্ছাদিত হস্ত ভিতরে প্রবেশ করিল। পলকের মধ্যে নিকটস্থ একটী মেজের উপর প্রকাণ্ড আঘাত হইল, তৎসঙ্গে হস্ত ও অদৃশ্য হইল। যুবক দেখিল মেজের উপরে একখানি তীক্ষ্ণ ছোরা পড়িয়া রহিয়াছে—ছোরার হাতল রজ্জু বেষ্টিত, রজ্জুর এক ভাগে এক খণ্ড কাগজ সংলগ্ন রহিয়াছে। যুবক কম্পিত কলেবরে কাগজ খুলিয়া পাঠ করিল—

"মধ্য রজনীতে জনৈক লোক তোমার নিকট যাইবে। এই তীক্ষ্ণ খড়্গ ও রজ্জুর দিব্য—তুমি সেই লোকের সহিত নিস্তব্ধে ও বিনা প্রতিবন্ধকতায় আসিবে। আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য না করিলে বিপদে পড়িবে।"

পাঠকালীন যুবক কাঁপিতেছিল—পাঠান্তে কাগজখানি ভূমে পড়িয়া গেল। যুবক ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া একখানি চৌকিতে বসিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া বলিল, "জগদীশ্বর, আমায় রক্ষা করুন। আমি সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক বটে, কিন্তু এই আহ্বান পত্রের অবমাননা করা আমার সাধ্যাতীত।"

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

বলা বাহুল্য আহ্বান পত্র পাইয়া যুবক প্রথমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। অপরিচিত স্থান—নিভৃত কক্ষ—তাহার উপর অকস্মাৎ কতকগুলি লোমহর্ষণকারী ব্যাপারের সমকালীন ঘটন। যুবকের ভীত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু সে স্বভাবতঃ সাহসী। আতঙ্কের উদ্বেগ যথা সময়ে হ্রাস হইলে যুবক বলিল, পত্রখানি "ভীমসভা" হইতে আসিয়াছে। আমাকে এই রজনীতেই সেখানে যাইতে হইবে—না যাইলে রক্ষা নাই। যদ্যপি এই পত্রের অবমাননা করি, তাহা হইলে সভাপতি "ফ্রি কাউন্ট" আমার মৃত্যু দণ্ড দিইবেন। সভার যে সহস্র সহস্র গুপ্তচর আছে তাহাদের মধ্যে একজন না একজন আমার জীবন নাশ করিবে। কিন্তু তন্নিমিত্ত আমি আর ভীত হইব না—যাইতে হয় যাইব। কি ভয়ানক! জগতে প্রবল প্রতাপশালী বিস্তর সম্রাট, ভূপতি, ডিউক, ও কাউন্ট আছেন। স্বীকার করি তাঁহারা প্রবল প্রতাপশালী। কিন্তু "ভীম সভার" ক্ষমতার সহিত তাঁহাদের ক্ষমতা তুলনা হয় না। এক লক্ষ নির্ভীক লোকের সম্মিলন! পরস্পর পরস্পরকে সাঙ্কেতিক সম্ভাষণ করিতেছে, সঙ্কেতে কথোপকথন করিতেছে ও সভার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। সকলেই এক সূত্রে আবদ্ধ। মুকুটধারী সম্রাট হইতে দরিদ্র লোক অবধি সভার সভ্য। সভা কি রাজা কি সম্রাট কি বাদসাহ, কাহার নিকট শির নত করে না। শত শত রাজ্যে যে সহস্র সহস্র বিচারালয় আছে—"ভীমসভা" সে সকল বিচার স্থানকে তুচ্ছজ্ঞান করে। যাহারা সভার বিরুদ্ধাচরণ করে—সভা নিজেই তাহাদের বিচার ও শাস্তি দান করে। বিস্তর প্রভূত প্রতাপশালী লোক আমার ন্যায় সভা হইতে আহ্বান পত্র পান। কিন্তু অদ্যাবধি একজনও পত্রের অবমাননা করিতে সাহস করেন নাই।"

সভার বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে যুবকের কলেবর কম্পিত হইল। সে জানিত যে সভার প্রত্যেক সভ্য এইরূপ শপথ গ্রহণ করে, যে সভা যে সকল লোকের বিচার করিয়া শাস্তিদান করিবে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা তাহারা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিবে না। যুবক পুনরায় ভাবিতে লাগিল যে সম্ভবতঃ তাহার কোন শত্রু বৈরনির্য্যাতন অভিলাষে তাহাকে সভাদ্বারা আহ্বান করাইয়াছে। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিশেষ অপরাধ না করিলে কোন ব্যক্তি বিশেষকে সভা শাস্তি দেয় না। সভার উদ্দেশ্য মহৎ—জগত হইতে দুষ্কর্ম্ম দূরকরণ। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সিজিসমণ্ড ভীমসভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন। উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে তিনি কখনই সভ্য হইতেন না।

যাহাই হউক আমি ভীরুর ন্যায় কার্য্য করিব না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া যাইব। আমি জ্ঞাতসারে কাহার অপকার করি নাই। সুতরাং সাহসিকের ন্যায় কার্য্য করাই উচিত।

মধ্য রজনী উপস্থিত। যুবক মনুষ্যের পদশব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইল। পরক্ষণেই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং জনৈক সশস্ত্র লোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করিল। যুবকও ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকের হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ উলঙ্গ তরবারি ছিল। তরবারির হাতল রজ্জু বেষ্টিত। যুবক তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কিম্বা ভীত হইল না—কেবল ঈষৎ মস্তক অবনত করিল। আগন্তুকও বাক্যোচ্চারণ না করিয়া গৃহের বাহিরে যাইল। যুবক তাহার অনুসরণ করিল। উভয়েই নির্বাক। পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উভয়ে একটী গুপ্তদ্বার দিয়া পান্থশালার বর্হিভাগে আসিল। বাহিরে আসিয়া যুবক দেখিল আগন্তুক একক নহে। অদূরে আর কতিপয় ভীমসভার অনুচর তাহাদের আগমন অপেক্ষা করিতেছিল। সকলেই সশস্ত্র। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সকলে একটী গহন অটবীতে প্রবেশ করিল। সমস্ত স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে গগন স্পর্শী পাইন্ বৃক্ষরাজি। যুবকের সঙ্গী বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটী মশাল জ্বালাইল। মশালের লোহিতবর্ণ আলোক সেই সশস্ত্র পুরুষদিগের অর্দ্ধাচ্ছাদিত মুখে পতিত হইল। সে দৃশ্য অভিনবও ভীতি উৎপাদক। যেন একদল লোক পথ হারাইয়া একটী আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে। বনের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া অস্ত্রধারী পুরুষেরা এক স্থানে দাড়াইল। তাহাদের নায়ক তখন যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই বার আপনার চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিতে হইবে। কিন্তু ভয় পাইবেন না। আমি ভীমসভার একজন অনুচর মাত্র। সভাপতির আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতেছি। আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।" যুবক অকুতোভয় হইলেও তাহার অন্তঃকরণে ক্ষণিক ভয়ের সঞ্চার হইল। সে বলিল "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" আগন্তুক হস্তস্থ তরবারি দেখাইয়া বলিল "ভীম সভায়।" যুবক বিনা আপত্তিতে চক্ষুদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে দিইল। সকলে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় অর্দ্ধঘন্টা কাল চলিবার পর সকলে পুনরায় একস্থলে দাঁড়াইল ও তাহাদের মধ্যে একজন ভেরীবাদন করিতে লাগিল। বাদন শুনিয়া এক ব্যক্তি একটী উচ্চ স্থান হইতে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" নায়ক উত্তর দিইল "ফ্রিসোফেন্।" পর মুহুর্ত্তেই একটী বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত দ্বারের লৌহ অর্গল বিমুক্ত হইল ও একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সাঁকো উপর হইতে নিম্নে আসিল। যুবকের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে ছিল। যদিও তৎকালীন তাহার চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত ছিল সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে তাহারা একটী গড়ের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। সাঁকোর তক্তাগুলি তাহাদের পদনিক্ষেপে কাঁপিতে

ছিল ও সেই পদনিক্ষেপজনিত শব্দ প্রতিধ্বনিত হওয়ায় যুবক বুঝিল যে তাহাদের মস্তকোপরি খিলান করা ছাদ আছে। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা উপরের তালায় উপস্থিত হইল। সম্মুখেই একটী প্রশস্ত কক্ষ ছিল। ঘরটি আলোকময়। সে আলোকের তীক্ষ্ণতা যুবকের চক্ষুর আবরণ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল। এক ব্যক্তি গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল "আচ্ছাদন খুলিয়া দাও।" কণ্ঠস্বর যুবকের অপরিচিত ছিল না। কিন্তু তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ও কুতুহল এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে অন্য বিষয় ভাবিবার সময় ছিল না। যুবক যে অকুতোভয় সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই রজনীর নানাবিধ লোম-হর্ষণকারী ঘটনা—চক্ষুদ্বয় আবৃত অবস্থায় নিবিড় বনের ভিতর দিয়া গমন—কোন স্থানে সে রহিয়াছে তাহার অনিশ্চিততা ও সর্ব্বোপরে ভীমসভার প্রবল প্রতাপ ও স্বেচ্ছাচারিত্ব—তাহার মনে এক প্রকার অবর্ণনীয় ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। চক্ষুদ্বয় অনাবৃত হইতেই যুবক দেখিল সে একটী প্রশস্ত কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একদিকে একটী উন্নত স্থানে একখানি সিংহাসন ও সেই সিংহাসনে ভীম-সভার সভাপতি বসিয়া রহিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তৎকালীন নাইট্ কিম্বা ওমরাওরা যেরূপ মহামূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত, সভাপতিরও সেইরূপ পরিচ্ছদ। সিংহাসনের দুই পার্শ্ব হইতে অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে বসিবার আসন সজ্জিত ও সভার সভ্য-মণ্ডলী স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রহিয়াছে। সকলের মস্তক অনাবৃত এবং কাহারও হস্তে অস্ত্র নাই। সভাপতি ফ্রি কাউন্টের সম্মুখে একটী মেজ এবং তদুপরি একখানি তরবারি ও এক তাল রজ্জু রহিয়াছে। তরবারি সভার অসীম প্রতাপের এবং রজ্জু শত্রুবর্গের জীবন ও মৃত্যুর উপরে সভার কর্তৃত্বের পরিচায়ক। নিমিষের মধ্যে যুবক সমস্ত স্থানটি দেখিল। কিন্তু সভাপতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই যুবক বিস্ময়াপন্ন হইল। হইবারই কথা—কারণ যাহাকে সে ফাদার থিওডোসিয়াস নামে জানিয়াছিল সেই ব্যক্তিই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। যুবক কোনরূপ বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা তাহার মানসিক অবস্থার বিষয় প্রকাশ না করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভাপতি বলিল, "সকলে স্থির হও।" ইতিপূর্ব্বে কক্ষটি কথোপকথন জনিত গোলমালে পরিপূর্ণ ছিল। সভাপতির আজ্ঞা শুনিবামাত্র সকলে এককালে নিস্তব্ধ হইল। সভাপতি ও যুবকের মধ্যে তখন এইরূপ কথোপকথন হইল :—

স-প। যে ব্যক্তিকে পত্রদ্বারা আহ্বান করা হইয়াছে সে ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসুক।

যু। আমি সম্মুখেই রহিয়াছি।

স-প। তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ জান?

যু। ভীম-সভার নিমন্ত্রণানুযায়ী আসিয়াছি।

স-প। তবে তুমি সভার দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা ইতিপূর্ব্বে জানিতে?

যু। শুনিয়াছিলাম।

স-প। সভা যে যথার্থ প্রবল প্রতাপশালী সে বিষয় তুমি অস্বীকার কর? যুবক উত্তর দিইল না। সভাপতি তাহার মৌনীত্ব দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল ভীম-সভার ক্ষমতা অসীম কি না সে পরিচয় তুমি শীঘ্র পাইবে। তোমার নাম কি?

যু। আমার নাম তুমি নিশ্চয় জান—না হইলে আমাকে আহ্বান করিয়াছ কেন?

স-প। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, নিজে প্রশ্ন করিও না। আমি জানি তুমি পর্য্যটক। কোন কারণে—যে কারণেই হউক—তুমি নিজের যথার্থ নাম গোপন করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছ। তোমার সেই নামটী বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

যু। দেশ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে আমি ইম্পিরিয়াল্ চ্যান্‌সারি হইতে একখানি পরোয়ানা লই। সেই পরোয়ানার সাহায্যে আমি ইচ্ছানুযায়ী সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি। তাহাতে আমার নাম "থ্যামেল্" বলিয়া লিখিত আছে। আমি একজন যৎসামান্য লোক—দশজন নগরবাসীর মধ্যে আমিও একজন।

স-প। তোমার নাম "থ্যামেল্ই" হইল। যে নামই হউক সভার উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল। তুমি কোথায় যাইতেছিলে?

যু। রজেনথাল্ দুর্গে।

স-প। তোমাকে কিজন্য আহ্বান করা হইয়াছে জান?

যু। না।

স-প। এই কাগজখানি পাঠ কর। সভার জনৈক কর্ম্মচারী যুবকের হস্তে একখানি পার্চমেন্ট কাগজ দিইল। যুবক মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিল। পাঠান্তে ক্রোধান্ধ হইয়া কাগজখানি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "হাঁ পাঠ করিয়াছি।"

স-প। এই কাগজে তোমার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিইতে হইবে। তাহার পর তুমি স্বাধীনতা লাভ করিবে।

যু। যদি স্বাক্ষর না করি?

স-প। মৃত্যু দণ্ড হইবে। সভা অন্য কোন শাস্তি দান করে না।

যু। তুমি কাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ জান? যাহার জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ সে ব্যক্তি কে তুমি জান? যুবক তখন ভয়ানক উত্তেজিত।

স-প। সমস্ত জানি। ভীম-সভার সভাপতি কাহাকেও অনুনয় করিয়া কথা কহে না। সভা আজ্ঞা করিবে—অপরে সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। যাহাই হউক তোমাকে পুনরায় বলিতেছি আমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য কর, নচেৎ এই তরবারি ও রজ্জুর দিব্য—অনতিবিলম্বে তোমাকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।

যু। আমার স্থির প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিব না।

স-প। আর একবার ভাবিয়া দেখ।

যু। তিল মাত্র আবশ্যকতা নাই। আবশ্যক থাকে তুমি নিজে ভাবিয়া দেখ। আমি স্বীকার করি যে এক্ষণে আমি তোমাদের ক্ষমতাধীন। তোমরা অসংখ্য আমি একক। তোমরা যে আমার জীবননাশ করিতে সক্ষম সে বিষয়ে আমার কণামাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যদ্যপি তোমরা আমার সহিত পাশবাচরণ কব, নিশ্চয় জানিও তোমাদের অচিরাৎ ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে—নিশ্চয় জানিও জারম্যান্ ও রোম্যান্ রাজ্য হইতে তোমরা সমূলে উৎপাটিত হইবে।

স-প। তোমার দাম্ভিকতার পুরস্কার শীঘ্রই পাইবে। উপস্থিত সকলে শ্রবণ কর। হ্যামেল্ নামধারী এই যুবককে ভীমসভা আহ্বান করিয়াছিল। আমি কতকগুলি প্রস্তাব এই কাগজে লিখিয়া উহাকে স্বাক্ষর করিতে আজ্ঞা করি। কিন্তু যুবক কেবল স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে নাই, সভাকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছে। সভার উদ্দেশ্যের সহিত উহার তিলমাত্র সহানুভূতি নাই। অতএব আমি আজ্ঞা দিইতেছি যে উহাকে এই দণ্ডে—এই স্থান হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হউক। অদূরস্থ অরণ্যের একটী বৃহদাকার বৃক্ষের শাখায় উহার গলদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া ঝুলান হইবে। প্রাণবায়ু বাহির হইলে উহার মৃতদেহ বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান থাকিবে। শকুনি ও কাকে সেই মৃতদেহ সানন্দে ভক্ষণ করিবে। ঈশ্বর উহার আত্মাকে কুশলে রাখুন। সভাপতি এই-রূপে তাহার আজ্ঞা প্রচার করিয়া একখণ্ড রজ্জু সম্মুখে নিক্ষেপ করিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই ছয় জন দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ পুরুষ আসিয়া যুবককে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল। বন্ধন শেষ হইলে একজন সভাপতি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত রজ্জু হস্তে উঠাইয়া লইল। সভাপতি পুনরায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দেখিও যেন অবিলম্বে কার্য্য সমাধা হয়। আর দেখিও যেন সভার নিয়মানুযায়ী সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। হতভাগার মৃত্যু হইলে বৃক্ষে একখানি রজ্জু বেষ্টিত ছোরা গুঁজিয়া রাখিবে, যাহাতে লোকে জানিতে পারে যে সে ভীম-সভার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

যুবক সিংহনাদ করিয়া বলিল, "এই পৈশাচিক কার্য্যের ফল অচিরাৎ ভোগ করিতে হইবে। আমার স্থির বিশ্বাস, যে এই স্থানে যে শত শত লোক উপস্থিত রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একজনও যেন এই জঘন্য কার্য্যের বিবরণ জন সমাজে জ্ঞাপন করিবেন। আমার বিশ্বাস যে যদি ইহার মধ্যে একজনেরও শরীরে তিলার্দ্ধ মনুষ্যত্ব থাকে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।" সভাপতি যুবকের দাম্ভিকতা ও অকুতোভয়তা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন সে গর্জ্জন করিয়া বলিল—"তুমি সে আশা করিও না। যে ব্যক্তি ভীম-সভার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করিবে তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিইতে হইবে। যদি সেই ব্যক্তি সভার কোন সভ্যের বন্ধু কি ভ্রাতা কি সন্তানও হয়, তাহা হইলেও সে কথা প্রকাশ হইবে না।"

ঘাতুকেরা সভাপতির শেষ আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া যুবককে বহির্দেশে লইয়া যাইল। তৎকালীন তাহার চক্ষু আচ্ছাদিত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না—কারণ তাহার অন্তিম সন্নিকট।

চন্দ্রমা উদিত হইয়াছে—উপরে আকাশমার্গ, নিম্নে ধরাতল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে যুবক সেই ভীষণাকার দুর্গের বপ্রশ্রেণী ও শিখরদেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। কিন্তু দুর্গ কোথায় স্থিত কিম্বা দুর্গাধিকারী কে জানিবার সময় কিম্বা ইচ্ছা তাহার ছিল না। কে যেন তাহার অন্তঃকরণের স্তরে স্তরে হলাহল ঢালিয়া দিয়াছিল। পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবারও কোন উপায় ছিল না। ছয় জন দীর্ঘাকার সশস্ত্র যমদূত তাহাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইতে ছিল। যথা সময়ে সকলে সেই পূর্ব্বোক্ত অটবীতে প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর যাইয়া প্রধান ঘাতুক যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সম্মুখে ঐ যে ক্ষুদ্র গির্জাঘর দেখিতেছ ঐ স্থানে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর আর ঐ যে গগণ স্পর্শী পাইন বৃক্ষ দেখিতেছ—ঐ বৃক্ষে তোমাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে।" যুবক সেই নররাক্ষসের কথায় কোন উত্তর না দিইয়া বীরোচিত পদনিক্ষেপ করিয়া গির্জার বেদির সম্মুখে জানুপাতিয়া উপবেশনান্তর একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঘাতুকেরা তাহার চতুষ্পার্শ্বে উলঙ্গ তরবারি হস্তে দাঁড়াইল। প্রার্থনা শেষ হইলে যুবক নির্ভীকচিত্তে বলিল, "আমি মরিতে প্রস্তুত।" প্রধান ঘাতুক তাহার চিত্তস্থৈর্য্য দেখিয়া বলিল, "তুমি যথার্থ বীরপুরুষ।" যুবক বলিল, "যখন মরিতেই হইবে তখন বীরের ন্যায় কার্য্য করাই উচিত। ভীম-সভার দুরাত্মাদিগের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করা অপেক্ষা জীবন বিসর্জ্জন করা সহস্র গুণে শ্রেয়।" তাহার কথা শেষ হইবা মাত্র একজন ঘাতুক সম্মুখস্থ বৃক্ষের একটী বৃহৎ শাখার উপর দিয়া হস্তস্থ রজ্জুর একদিক ছুঁড়িয়া দিইল। অপর দিক ফাঁসের আকারে যুবকের গলদেশে সংলগ্ন হইল। প্রধান ঘাতুক রজ্জুর একদিক দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিল; অপর একজন যুবকের হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল। সকলে নিস্তব্ধ। কি ভয়ানক দৃশ্য! নিবিড় অরণ্য মধ্যে মধ্য নিশিতে ছয় জন মনুষ্য একত্র হইয়া একজন অসহায় লোকের প্রাণ বধ করিতেছে! অথচ তাহাদের স্থির বিশ্বাস যে তাহারা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিতেছে!! প্রধান ঘাতুক তাহার সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "সমস্ত ঠিক?" তাহারা সমস্বরে বলিল, "হাঁ ঠিক।" নরপিশাচ রজ্জু আকর্ষণ করিয়া যুবকের দেহ উর্দ্ধে তুলিবার জন্য উপক্রম করিতেছে এমন সময় জনৈক দীর্ঘাকার পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আগন্তুকের সমস্ত দেহ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত। আগন্তুক বজ্রনিনাদে বলিল, "এই মুহূর্ত্তে এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দাও।" চক্ষের পলক পড়িবার পূর্ব্বে আগন্তুক তড়িতবেগে কোষ হইতে তীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া রজ্জু দুই খণ্ড করিয়া দিইল। প্রধান ঘাতুক চীৎকার করিয়া বলিল, "ইহাকে বন্দী কর। এ ব্যক্তি নিশ্চয় ভীম-সভার বৈরী। ইহাকেও সমুচিত

শাস্তি দিইতে হইবে।" আজ্ঞা পাইবা মাত্র দুইজন যুবককে ধৃত করিল। অপর কয়জন পবনবেগে আগন্তুকের প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু সে এক পদও পলাইবার চেষ্টা না করিয়া অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিয়া পুনরায় সিংহনিনাদে বলিল, "তোমরা পাগল—নচেৎ আমাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতে না। আর এক পদ অগ্রসর হইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।" যুবক ভাবিতে ছিল যে তাহার উদ্ধারকর্ত্তা নিঃসন্দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলশায়ী হইবে। কিন্তু কি অদ্ভুত! ঘাতুকেরা তাহার সেই নিনাদ শুনিয়া নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন সকলেই এককালীন জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে!! পর মুহূর্ত্তে সকলের তরবারি হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। আগন্তুক তখন যুবকের সান্নিধ্যে আসিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিল। যে দুই জন তাহাকে ধরিয়া ছিল তাহারা উভয়েই আগন্তুকের স্পর্শ মাত্রে বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যুবক দেখিল যে আগন্তুক বিনা বল প্রয়োগে ছয় জন বলিষ্ঠ লোককে নিস্তেজ করিল। সে আরও দেখিল যে সেই ছয় জন ভীমাকার পুরুষ ভয়ে বিহ্বল হইয়া নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আগন্তুক যুবককে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "আমার সহিত আইস।" যুবক বলিল, "শীঘ্র চল নচেৎ বিপদে পড়িতে হইবে।" তাহার মনে তখন বাস্তবিক ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। যুবক কোন কথা না কহিয়া আগন্তুকের অনুসরণ করিল। কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া উভয়ে কেম্‌বার্গের নিকটবর্ত্তী হইল। আগন্তুক তখন যুবককে বলিল তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর আমি তোমার অশ্বটিকে লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া সে তড়িতবেগে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিল। যুবক একক হইয়া পুনরায় ভীত হইল। সে ভাবিল যে তাহাকে অচিরাৎ ভীম-সভার অনুচরদিগের হস্তে পতিত হইতে হইবে। কিছু পূর্ব্বে সে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিইতে বসিয়া ছিল। কিন্তু পাছে পুনরায় ধৃত হয় সেই ভাবিয়া যুবক শিহরিয়া উঠিল। সে একবার ভাবিল যে কোন উপায়ে একবার রজেন্‌থাল্ দুর্গে পৌঁছিতে পারিলে নিরাপদ হইবে। কিন্তু লড রজেন্‌থালের নামে সে যে পত্রখানি আনিয়াছিল সেখানি একটী ক্ষুদ্র ব্যাগে রক্ষিত ছিল। সেই ব্যাগটি আবার তাহার ঘোড়ার জিনে সংলগ্ন ছিল। পত্রখানি না পাইলে কোন ফলোদয় হইবে না—কারণ তাহার সহিত লড রজেন্‌থালের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না। সেই মুহূর্ত্তে আর একটী কথা যুবকের স্মৃতিপথে উদয় হইল। যখন সে পান্থনিবাসে প্রবেশ করে তখন সেই ব্যাগটি তাহার শয়ন কক্ষে রাখিয়া ছিল। ভীম-সভার লোক যখন তাহাকে লইয়া আসে তখন সে ব্যাগটি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। যুবক একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। তখন তাহাকে যমালয়ে যাইতে হইলেও যাইত কিন্তু রাশি রাশি অর্থের লোভ দেখাইলেও সে কিছুতেই কেম্‌বার্গ পান্থশালায় পুনরায় প্রবেশ করিত না। যুবক হতাশ্বাস হইয়া এই সকল বিষয় ভাবিতেছে এমন সময় অশ্বপদ শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ

করিল। যুবক ভাবিল ভীম-সভায় লোকেরা আসিতেছে; কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল তাহার জীবনদাতা একটী পবনসম দ্রুতগামী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিতেছে ও এক হস্তে তাহার অশ্বের বল্‌গা ধারণ করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। যুবকের সান্নিধ্যে আসিয়াই আগন্তুক বলিল, "অশ্বারোহণ কর।" যুবক তদ্রুপ করিল—অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়াই সে দেখিল যে তাহার ব্যাগটি যে স্থানে ও যে ভাবে ছিল অবিকল পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে!!

যু। কি আশ্চর্য্য, আমার ব্যাগ ও আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি সমস্ত আসিয়াছে?

আ। সমস্ত।

যু। আমার ত্রাণকর্ত্তার নাম জানিতে ইচ্ছা করি।

আ। কিছুদিন পরে পরিচয় হইবে। তোমার সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।

যু। কোথায় হইবে জানিতে পারি?

আ। রজেনথাল্ দুর্গে। তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে যাইতে পার? পথে তোমার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। সহস্র লোক সমবেত হইয়াও তোমার এক তিল অবধি ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই বলিয়া আগন্তুক তাহার দ্রুতগামী অশ্বকে ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত পাইবা মাত্র অশ্ব নিমিষ মধ্যে আরোহীসহ অদৃশ্য হইল।

## তৃতীয় অধ্যায়।

উইটেনবার্গ নগরের অনতিদূরে লর্ড রজেন্থালের দুর্গবেষ্টিত অট্টালিকা স্থিত। সেই বৃহদাকার অট্টালিকা বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎকালীন নির্ম্মিত ঐ শ্রেণীর বিস্তর দুর্গ ও অট্টালিকার ভগ্নাংশ অদ্যাবধি জারম্যান্ দেশের নদীতটে দেখিতে পাওয়া যায়।

রজেনথাল্ দুর্গের পরিধি প্রায় এক বর্গ মাইলের চতুর্থাংশ হইবে। দুর্গের ভিতর দেশ একটী ক্ষুদ্র সহর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেনানিবাস, শস্য ও অস্ত্রাগার এবং যুদ্ধকালীন আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন দুর্গের ভিতরে ছিল; এমন কি বহির্দ্দেশ হইতে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে দুর্গবাসীরা এক বৎসর কাল প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য বস্তু পাইতে পারিত।

লর্ড রজেন্থাল্ একজন গর্ব্বিত ও প্রবল প্রতাপশালী ব্যারন্। তাঁহার ভূসম্পত্তি প্রচুর ছিল; প্রজা ও দাসদাসী অসংখ্য; ধনাগার স্তূপাকার মুদ্রায় পূর্ণ। জগতে যাঁহার প্রচুর অর্থ আছে তিনি প্রতাপশালী—অর্থের সাহায্যে কি না হয়? রজেন্থাল্ও পার্থিব হিসাবে প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা থেরেসার শৈশবাবস্থাতেই আরক্‌ডিউক লিওপোল্ডের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। আরক্‌ডিউকও তখন

শিশু। কাউন্ট ম্যানফ্রেডের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিও রজেন্থালের ন্যায় প্রতাপশালী। উভয়ে প্রতিবেশী হইলেও উভয়ের মধ্যে ঐক্যতা কিম্বা সদ্ভাব ছিল না। এক সময় ম্যানফ্রেড্ থেরেসার পরিণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া এবং তাঁহার নামে বিস্তর কলঙ্ক থাকায় রজেন্থাল্ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। পরে যখন থেরেসার সহিত আরক্ডিউকের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইল তখন রজেন্থাল্ ম্যান্ফ্রেডের প্রস্তাবে কর্ণপাত অবধি করিলেন না। উভয়ের মধ্যে যে অসদ্ভাব ছিল ক্রমে তাহা শত্রুতায় পরিণত হইল।

সেই সময় হইতে উভয় দলস্থ অনুচরদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই কলহ ও বিবাদ হইত। স্থানীয় বিচারালয়ে উভয় পক্ষ হইতে প্রত্যহ অভিযোগ হইত। উইটেন্বার্গ অধিবাসীরা জানিত যে এক দিবস উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিবে।

থেরেসার জন্ম গ্রহণের কিছুকাল পরেই লর্ড রজেন্থালের প্রিয়পত্নী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। রজেন্থাল্ তাঁহার এক মাত্র দুহিতাকে এতদূর ভাল বাসিতেন, যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন না—মৃত্যুর পর থেরেসা তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে ইহা তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল।

এতক্ষণ আমরা গল্পের সূত্র ছাড়িয়া স্বতন্ত্র বিসয়ের কথা কহিতে ছিলাম। আর একটী কথা বলিয়া পুনরায় গল্প আরম্ভ করিব। থেরেসাও আরক্ডিউকের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক দিবসের নিমিত্তও সাক্ষাৎ হয় নাই। যখন আক্ডিউকের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর তখন লর্ড রজেন্থাল্ তাঁহাকে একবার দেখিয়া ছিলেন মাত্র।

লর্ড রজেন্থালের প্রাসাদের একটী সুসজ্জিত কক্ষে একখানি মহামূল্য কৌচের উপর সুন্দরী থেরেসা বসিয়া রহিয়াছে। সম্মুখস্থ দুইখানি নিম্ন আসনে থেরেসার দুই জন প্রিয় সহচরী আইডা ও মেরিয়া বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছে।

থেরেসার সৌন্দর্য্য অতুল—সর্ব্বতোভাবে দোষ শূন্য। অবয়ব সুগঠিত। পদক্ষেপ অগুরু—পরিপদ বিক্ষেপ তুল্য। থেরেসা পুষ্পরাশির উপর দিয়া চলিয়া যাইলে পুষ্প-রাশি মর্দ্দিত হয় না। থেরেসার মস্তক সুগঠিত। চাঁচর কুন্তলরাশি মস্তকের দুই পার্শ্ব হইতে ঝুলিয়া তাহার বদনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতেছে। রুচি বিশেষে পুরুষ রমণীকুলের সৌন্দর্য্যের বিচার করে। যে রমণী আমার চক্ষে সুন্দরী অপর এক জন হয়ত তাহাকে কিছুতেই সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিবে না। থেরেসার রূপ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সহস্র রমণীর মধ্যে থেরেসার রূপ সর্ব্ব প্রথমে দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করিবে। যাহাকে একবার দেখিলে দশবার দেখিতে ইচ্ছা হয় সে রমণী নিশ্চয় রূপবতী। থেরেসাকে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি সহস্র বার তাহাকে দেখিতে চাহিবেন।

এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে যাহা দেখিবা মাত্র চক্ষুদ্বয় ঝলসিয়া যায়। বহুক্ষণ সে সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অসম্ভব—যেন মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি। সে সৌন্দর্য্যের জাঁকজমক প্রচুর—কিন্তু অতিরিক্ততাপূর্ণ। সে সৌন্দর্য্যের লালিত্য নাই, মধুরতা নাই, সুরসতা নাই, বা কোমলতা নাই। পাঠক জানেন বসন্তের প্রাতঃকাল কি মধুর ও নয়ন তৃপ্তিকর! কিন্তু সেই মধুরতা এককালে প্রতীয়মান হয় না। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল ও হৃদয় উল্লাসিত হইল। প্রাতঃসমীরণ চতুর্দ্দিকে পরিমল ছড়াইতে আরম্ভ করিল, হৃদয় অধিকতর উল্লাসিত হইল। আবার সেই সময় শত শত বিহঙ্গম প্রাণ ভরিয়া সুমিষ্ট স্বরে গীত আরম্ভ করিল, আমি আমোদে মাতুয়ারা হইয়া বলিলাম জগতে চির বসন্ত বিরাজ করিলে কি চমৎকার হইত। থেরেসার রূপ এই জাতীয়। প্রথমে তাহার স্বর্গীয় মুখকান্তি আমাকে বিমুগ্ধ করিল। ক্রমে তাহার কুরঙ্গনয়নযুগল, সেই কুরঙ্গনয়নের মধুরতা মাখান সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ, কুন্তলরাশির স্বাভাবিক মনোহরতা, সুগঠিত অবয়ব—অবশেষে তাহার কণ্ঠস্বর আমাকে আকৃষ্ট করিল। থেরেসার রূপের সমষ্টি আমাকে বিমুগ্ধ করিল।

থেরেসার সহচরীদ্বয়, আইডা ও মেরিয়া, উভয়েই রূপসী। কিন্তু তুলনায় সমালোচন করিলে এইরূপ বলিতে হইবে যে তাহারা উভয়ে যতক্ষণ থেরেসার সন্নিকটে থাকিত ততক্ষণ তাহাদের রূপের স্বাভাবিক মাধুর্য্য স্পষ্ট অনুমিত হইত না। আমরা যে দিবসের গল্প লিখিতেছি সে দিবস থেরেসা বিষণ্ণ ভাবাপন্ন। থেরেসা সূচীকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। সখিদ্বয় চরকায় সূতা কাটিতে ছিল। কিছুক্ষণ পরে থেরেসা সখিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "অদ্য যে যুবক আমাদের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে তোমাদের কি মত?

আ। আমি তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি—তাও কিয়ৎক্ষণের জন্য। তিনি যে সুপুরুষ সে বিষয় নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত ও অত্যন্ত ম্লান বলিয়া বোধ হইল।

থে। কেম্‌বার্গে রজনীযোগে তাঁহাকে কোন বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সবিশেষ কোন কথা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। কথার আভাসে বোধ হইল, যে পথে তিনি বিপদ-গ্রস্ত হইয়া ছিলেন।

আ। দ্বারপাল ফ্রিটজ্ বলিল যে তিনি গত রজনীর শেষভাগে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হন্। তখন তাঁহার বদন অত্যন্ত মলিন ও শ্রীহীন।

থে। তিনি পথিমধ্যে নিশ্চয় কোন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।

আ। মেসার হ্যামেলের সামাজিক পদমর্য্যাদা কিরূপ?

থে। সে সম্বন্ধে আমি কিছু শুনি নাই। এই মাত্র শুনিয়াছি যে তিনি সদ্বংশজাত। প্রধান সচিব মহাশয় উহাঁকে একখানি পরওয়ানা দিয়াছেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত

আছে, যে তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন ও তাঁহার ইচ্ছামত একক যাইতেছেন। তিনি যেথায় ইচ্ছা যাইতে পারিবেন। জারম্যান্ সাম্রাজ্যের সমস্ত লর্ড, পিয়ার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে তিনি যেথায় যাইবেন যেন সমাদরে গৃহীত হয়েন।

আ। আমাদের প্রভুও নিশ্চয় তাঁহার যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিবেন।

থে। সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তুমি তাঁহার বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত এত-দূর উৎসুক হইয়াছ কেন ? তোমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে না কি ?

আ। প্রিয় সখি, তোমার যদি এরূপ ধারণা হইয়া থাকে—তাহা হইলে তুমি আমাকে সম্যক্ জান নাই। উঃ পুরুষ মাত্রেই কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক।

থে। সে কথা স্বীকার করি। সখি, তোমরা উভয়েই জান আমি নিজের পদমর্য্যাদা, বংশমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া, জনকের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া, সেই নিঃস্ব ভিখারীর সন্তানের রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে কতদূর ভাল বাসিয়াছিলাম ? অদ্যাবধি সে ভালবাসা এক তিলও কমে নাই।

আ। আমরা উভয়ে সমস্তই জানি। কিন্তু সখি, সেই অকৃতজ্ঞ যুবক তোমার ভাল-বাসা পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহার শরীরে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই।

থে। কিন্তু সখি, তাহার সম্বন্ধে মনের মধ্যে অকস্মাৎ কোন ধারণা করা উচিত নহে। আজ ছয় মাস হইল আমি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। পিতা এক দিবস আমায় বলেন যে ফষ্ট উইটেন্‌বার্গ হইতে পলায়ন করিয়াছে। আর একটী জঘন্য কথা তিনি বলিলেন। শুনিলাম ফষ্ট জনৈক নীচ কুলোদ্ভবা রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তোমরা উভয়েই সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলে !

আ। যখন পুরুষ মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক, তখন বিশ্বাস না করিবার কারণ কি ?

মে। আমিও সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া ছিলাম। তাহার কারণ এই যে গল্পটি অমূলক হইলে তোমার জনক কখন বলিতেন না।

থে। কিন্তু সখি, আমি সে গল্পের একটী কথাও বিশ্বাস করি নাই। জনকের কথা অবিশ্বাস করায় পাপ আছে স্বীকার করি। কিন্তু সখি, কে যেন সেই সময় আমার কর্ণকুহরে এই কথাগুলি প্রবেশ করাইয়া দিইল—"উইল্‌হেল্‌ম ফষ্ট জীবিত আছে। সে তোমা ভিন্ন অপর কাহাকে ভালবাসে না।" তাহার পর যে অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল শ্রবণ কর। তোমাদের স্মরণ হইবে এক দিবস অকস্মাৎ সংবাদ আসে যে রাজদ্রোহ এবং অন্য কতকগুলি ভয়ানক অপবাদে ফষ্টের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা হইয়াছে। আরও শুনিলাম যে সে ছয় মাসকাল কারাবদ্ধ ছিল। সত্য বলিতে কি সেই নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া আমি সমস্ত শূন্য দেখিতে ছিলাম। যদি আমার জীবন দিইয়া তাহাকে বাঁচাইতে হইত তাহাও করিতে প্রস্তুত ছিলাম।

মে। তবে তুমি এখনও তাহাকে সেইরূপ ভালবাস ?

থেরেসার অকৃত্রিম ভালবাসা দেখিয়া মেরিয়া বাস্তবিক আহ্লাদিত হইয়াছিল।

থে। সখি, সে ভালবাসা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। এখন সে দিবসের কথা শুন। আমি নিজের কক্ষে একখানি কৌচের উপর বসিয়া তাহার একখানি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি মনের সাধ মিটাইয়া নিরীক্ষণ করিতে ছিলাম। আইডার ভ্রাতা একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। আমি তাহার দ্বারা ফষ্টের একখানি ছবি প্রস্তুত করাইয়া লই। কিন্তু ফষ্ট সে বিষয় জানিত না। চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ছিলাম কবে আবার ফষ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এমন সময় মনে হইল ফষ্ট যেন একটী দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আমার প্রতি অনিমিষ দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। সে সময় আমার অন্তঃকরণে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে ফষ্ট অদৃশ্য হইল। কল্পনাশক্তি সম্মোহিত হইলে, যাহা অসম্ভব লোকে তাহা সত্য জ্ঞান করে। আমারও এরূপ হইয়াছিল নিঃসন্দেহ।

আ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঘটনা!

মে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য!

থে। হায়, আমি যেন একটী প্রীতিজনক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। সেই কয় মুহূর্ত্তে যেন স্বর্গ হস্তে পাইয়াছিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে ছিলাম। কিন্তু কিছু পরেই পিতা আসিয়া বলিলেন যে "অনতিবিলম্বেই ফষ্ট মানবলীলা সম্বরণ করিবে। এমন কি তাহার জীবননাশ করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছে।" সহস্র বৃশ্চিকের সমকালীন দংশন যেরূপ কষ্টকর, সেই কুসংবাদ আমার পক্ষে তদ্রূপ কষ্টকর বোধ হইল। দুঃখের আতিশয্য আমার হিতাহিত জ্ঞান কাড়িয়া লইল। আমি জ্ঞানহারা হইয়া পিতাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলাম। তাঁহাকে স্পষ্ট বলিলাম যে আপনিই নিরপরাধী ফষ্টের মৃত্যুর একমাত্র কারণ। কিন্তু তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিলেন। আমি তখন চেতনাশূন্য হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলাম।

আ। তুমি যখন অচৈতন্য হইলে, তিনি উচ্চস্বরে আমাদের উভয়কে ডাকিলেন। আমরা তোমাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইলাম। তুমি বহুক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলে।

থে। কিন্তু যখন সংজ্ঞা লাভ করিলাম তখন শুনিলাম যে প্রিয় উইল্‌হেলম্ পলায়ন করিয়াছে। কি উপায়ে বা কাহার সাহায্যে সে পলায়ন করে, সে কথা কেহই বলিতে পারিল না।

আ। অদ্যাবধি কেহ কিছু মাত্র অনুমান করিতে পারে নাই।

মে। আমি শুনিয়াছি যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

অ্যা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেকে স্বচক্ষে তাহাকে উইটেন্‌বার্গে দেখিয়াছে—কেহ কেহ তাহার সহিত কথোপকথনও করিয়াছে।

থে। জগদীশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ, যেহেতু তাঁহার কৃপায় ফষ্ট অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছে।

## চতুর্থ অধ্যায়।

থেরেসা তাহার সখিদ্বয়ের সহিত নিবিষ্টচিত্তে ফষ্টের সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে এমন সময় জনৈক সশস্ত্র সৈনিক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সৈনিক থেরেসাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে আসিবার নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন, কিন্তু আমি একটী অশুভ সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।" সৈনিকের নাম ডিউইটজ্—রজেন্‌থাল্ দুর্গের কাপ্তেন বা সৈন্যাধ্যক্ষ। তাহার কথা শুনিবা মাত্র থেরেসাও তাহার সখিদ্বয় কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া উঠিল। থেরেসা সেনাপতিকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া অশুভ সংবাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল।

ডি। গড়ের মধ্যস্থ যে বাটী আছে—আপনি শীঘ্র সেথায় গমন করুন। অনতিবিলম্বে আমাদের দুর্গের প্রাচীরে যাইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে। শত্রুকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা এই স্থানে অনায়াসে আসিতে পারে।

থে। শত্রু কে?

মে। কি সর্ব্বনাশ!

ডি। রজেন্‌থাল্ দুর্গ অনতিবিলম্বে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। কাউন্ট ম্যানফ্রেড্ একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। দুর্গের মধ্যভাগে থাকিলে আপনাদের কোনরূপ বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। আপনি এস্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন করুন। থেরেসা ডিউইট্‌জের হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পিতা কোথায়?" ডিউইট্‌জ্ বলিল তিনি দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন। তিনিই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আর আমাদের নবাগত অতিথি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলেই সংগ্রামপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। সেনাধ্যক্ষ এই বলিয়া সত্বর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। থেরেসাও তাহার সখিদ্বয় সেই মুহূর্ত্তে তাহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। ইতিমধ্যে কাউন্ট ম্যানফ্রেডের একজন দূত রজেন্‌থাল্ দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার হস্তস্থ বর্শায় একটী শ্বেতপতাকা উড়িতে ছিল। দূত প্রাচীরের নিম্নে আসিয়া লর্ড রজেন্‌থালের সহিত কথোপকথন করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিল।

লর্ড রজেন্থাল্ প্রাচীরের উপর হইতে দূতকে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কহিলেন। দূত বলিল "প্রবল প্রতাপশালী কাউন্ট ম্যান্ফ্রেড জানিতে ইচ্ছা করেন, যে হ্যামেল্ নামধারী জনৈক যুবক রজেন্থাল্ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে কি না? যদ্যপি উক্ত যুবক দুর্গে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে এই দণ্ডে কাউন্টের নিকট পাঠাইয়া দিইতে হইবে।" লর্ড রজেন্থাল্ বলিলেন "যুবক কাউন্টের নিকট অপরাধী হইতে পারে। কিন্তু সে আমার অতিথি। আমি কিছুতেই অতিথিকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিব না। এবং তাহাকে রক্ষা করিতে যদ্যপি আমার প্রাণ অবধি বিনষ্ট হয়, তথাপি আমি কাউন্টের অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করিব না। তুমি কাউন্টকে এই উত্তর দিইতে পার।" দূত বলিল "তাহা হইলে আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে বলিতেছি, যে তিনি আপনার ক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন এবং তিনি অনতিবিলম্বে আপনাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিবেন।" এই বলিয়া দূত প্রথানুযায়ী দক্ষিণ হস্তের লৌহনির্ম্মিত দস্তানা দুর্গ প্রাচীরের উপর সতেজে নিক্ষেপ করিল। রজেন্থাল্ বলিলেন "তোমার প্রভুকে বলিও যে আমি আহ্লাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধার্থ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব।" দূত সদর্পে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে যুবক অনুনয় করিয়া লর্ড রজেন্থাল্কে বলিল, "আমি ইচ্ছা করি না যে আমার নিমিত্ত কতকগুলি মনুষ্যের রক্তপাত বা জীবন নাশ হয়। আমি কাউন্টের নিকট কোন অপরাধ করি নাই। তবে কেম্বার্গ পান্থশালায় জনৈক ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধে নানা বিষয়ক কথোপকথন করিয়া ছিলাম। সেই ধর্ম্মযাজককে আমি সেই রাত্রিতেই অন্য এক স্থলে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিয়া ছিলাম।" রজেন্থাল্ বলিলেন, "আমি কোন কথা শুনিতে চাহি না। মেসার হ্যামেল্, তুমি আমার অতিথি; তোমাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সাম্রাজ্যের প্রধান সচিব পরওয়ানায় আজ্ঞা দিয়াছেন যে রাজ্যের সমস্ত দলপতিরা তোমাকে যত্ন করিবে। এক্ষণে দেখ আমি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি কি না? শত্রু যাহাতে পরাস্ত হয় এক্ষণে সেই চেষ্টা কর।" যুবক তাহার কটিদেশস্থ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া বলিল "যতক্ষণ জীবন থাকিবে যুদ্ধ করিব। লর্ড রজেন্থাল্, আপনি যথার্থ উদারচেতা। আপনার সাহসের পুরস্কার—।" যুবকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে রজেন্থাল্ তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া গড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন। কোথায় কি ভাবে সৈন্য স্থাপন করিতে হইবে ও কোন স্থান হইতে কামান চালাইলে শত্রুসেনা দলে দলে নিহত হইবে, এই সকল আদেশ তিনি প্রফুল্লচিত্তে ও নির্ভীকতার সহিত দিইতে লাগিলেন। তৎকালীন তাঁহাকে একজন পরিপক্ক যোদ্ধা বলিয়া বোধ হইল—যেন তিনি বিস্তর বার সমরক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। লর্ড রজেন্থালের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ হইবে। তাঁহার মুখাকৃতি অবলোকন করিলেই তাঁহাকে অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাঁহার মানসিক প্রবৃত্তিও ঐ প্রকারের ছিল। নিজের মর্য্যাদা রক্ষণার্থ মনুষ্য রক্তপাত করিতে

তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। শত্রু না জয়ী হয় এইটী তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। লর্ড রজেন্থাল্ যুদ্ধার্থে সৈনিকের বেশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার মহামূল্য শিরস্ত্রাণের উপর লোহিতবর্ণ পালকগুচ্ছ শোভা পাইতে ছিল। উজ্জ্বল ইস্পাতের কবচ তাঁহার দেহ রক্ষা করিতে ছিল। পদযুগল ইস্পাতের বুটজুতা দ্বারা রক্ষিত। কটিদেশে একখানি দৃঢ় শাণিত তরবারি ঝুলিতে ছিল। দক্ষিণ হস্তে একটী বন্দুক। সেনানায়ক ডিউইটজ্ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "প্রভু, আপনার আদেশ মত সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছে। যে দিক্ হইতে শত্রুসৈন্য আসিবার সম্ভাবনা, সেই দিকে বিংশতিটি কামান স্থাপন করা হইয়াছে। দুর্গের অন্যান্য ভাগও উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিন শত সাত জন সেনা দুর্গে উপস্থিত আছে। কিন্তু তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে। উইটেন্বার্গের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একজন লোককে পাঠাইয়াছি। অপর কয়জন লোক আপনার প্রজাবর্গকে সশস্ত্র হইয়া আসিতে বলিতে গিয়াছে। আমি একজন সৈনিককে কিছু পূর্ব্বে বর্হিদেশে গুপ্তচরের কাজ করিতে পাঠাইয়াছিলাম। এই মাত্র সে প্রত্যাগমন করিয়াছে। সে বলিল যে কাউন্ট ম্যানফ্রেড এক সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে আমাদের দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন।" লর্ড রজেন্থাল্ বলিলেন "সেনাপতি, যুদ্ধে জয় কিম্বা পরাজয় সৈন্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। সাহসের সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক। আজ দুই বৎসর কাউন্টের সহিত আমার মনান্তর হইয়াছে। এই দুই বৎসর কাল উভয় পক্ষে প্রত্যহ কলহ বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অদ্য বীরোচিত কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" ডিউইটজ্ বলিল "প্রভু, আপনার অধীনস্থ প্রত্যেক সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে। সে বিষয়ে আমার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। তবে যতক্ষণ না উইটেন্বার্গ হইতে সাহায্য আসে ততক্ষণ আমরা দুর্গ রক্ষা করিতে ও শত্রুবর্গকে হটাইতে চেষ্টা করিব। অতিরিক্ত সৈন্য আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা দুর্গ হইতে নিস্ক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিব।" সেনাপতির কথা শেষ হইবা মাত্র লর্ড রজেন্থাল্ বলিলেন "ঐ দেখ শত্রুসৈন্য সম্মুখস্থ অটবী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। আমি তাহাদের স্পষ্ট দেখিতেছি।" ডিউইটজ্ বলিল, "ঐ দেখুন কাউন্ট স্বয়ং তাহাদের নায়ক হইয়া আসিতেছেন। আমাদের কামানগুলি ঠিক স্থানে রক্ষিত হইয়াছে।" এই বলিয়া ডিউইটজ্ কিয়ৎক্ষণ শত্রুসৈন্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহারা কতদূরে আছে অনুমান করিয়া লইল। ডিউইটজ্ দেখিল তাহারা দ্রুতপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। সময় বুঝিয়া ডিউইটজ্ তাহার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিল। কিছুক্ষণ পরে প্রায় সহস্র সৈন্য অরণ্য অতিক্রম করিয়া আসিল। ডিউইটজের আজ্ঞা পাইবা মাত্র বিংশতি জনে বিংশতিটি কামানে অগ্নি প্রদান করিল। কামানের গর্জ্জনে রজেন্থাল্ দুর্গ কম্পমান হইল। বিংশতিটি গোলা অগ্রগামী সৈন্যদলের ঠিক মধ্যস্থলে গিয়া পড়িল।

লর্ড রজেন্‌থাল্‌ দেখিলেন শত্রুসেনা শ্রেণীভঙ্গ হইয়াছে। তখন তিনি সেনাপতিকে প্রশংসাবাদ করিয়া বলিলেন, "দেখ, শত্রুবর্গের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়াছে।" কিন্তু কাউন্টের সেনা সমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনভাগে শ্রেণী দিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পশ্চাতে কতকগুলি কামান সজ্জিত ছিল। এই ভাবে এক মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিয়া তাহারা পবনবেগে দুর্গাভিমুখে ছুটিল। লর্ড রজেন্‌থাল্‌ সেনাপতিকে বলিলেন "কাউন্ট যুদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রণকৌশল জানা থাকিলে তিনি বামদিক দিয়া অগ্রসর হইতেন।" ডিউইটজ্‌ বলিল, "প্রভু, আপনি কাউন্টের উদ্দেশ্য সম্যক্‌ বুঝিতে পারেন নাই। আমরা যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলাম না। সম্ভবতঃ কাউন্ট জানিতে পারিয়াছেন যে দুর্গে অল্পমাত্র সেনা আছে। আমার স্থির বিশ্বাস তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া দুর্গের প্রধান দ্বার আক্রমণ করিবেন। লর্ড রজেন্‌থাল্‌ বলিলেন, "ডিউইটজ্‌ তুমি একজন পরিপক্ক যোদ্ধা। চারিটী কামান ছোট ফটকের দিকে লওয়া হউক।" ইতিমধ্যে কাউন্টের একদল সৈন্য কামান লইয়া একটী উচ্চ স্থানে পঁহুছিয়াছিল। দুর্গ হইতে পুনরায় ভীষণ-নিনাদে আর কতকগুলি গোলা শত্রুসৈন্য মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। কাউন্টের সৈন্যেরাও পূর্ব্বোক্ত উচ্চ স্থান হইতে কতকগুলি কামান এককালীন প্রত্যুত্তর স্বরূপ ছুড়িল। একটী গোলা আসিয়া দুর্গের সম্মুখস্থ পরিখায় পতিত হইল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রজেন্‌থাল্‌ দুর্গ হইতে রাশি রাশি গোলা প্রতি মুহূর্ত্তে শত্রুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কাউন্টের দলস্থ কতকগুলি সৈন্য দুর্গ প্রাচীর অতিক্রমণ করিবার সিঁড়ি লইয়া নির্ভীকচিত্তে, প্রধান ফটকের প্রতি ধাবমান হইল। পূর্ব্বোক্ত উচ্চ স্থানে যে কামানগুলি রাখা হইয়াছিল, অগ্রগামী সৈন্যদল তদ্দ্বারা রক্ষিত হইতে লাগিল। রজেন্‌থাল্‌ দুর্গ হইতে তাহাদিগের মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে রাশি রাশি গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কাউন্টের সৈন্যদল তখন দানবের বল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ডিউইটজ্‌ দেখিল তাহারা ক্রমে দুর্গবেষ্টনকারী পরিখার নিকটে আসিয়া পঁহুছিল। কতক সৈন্য দুর্গস্থ সৈন্যদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল; অপরে তক্তার ভেলা ভাসাইয়া পরিখা পার হইবার আয়োজন করিতে লাগিল। দুর্গস্থ সৈন্যবর্গ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও তাহাদিগকে নিরস্ত বা ভগ্নোদ্যম করিতে পারিল না। হ্যামেল, ডিউইটজ্‌ এবং স্বয়ং রজেন্‌থাল যথেষ্ট বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু কাউন্টের সৈন্যসংখ্যা তিন গুণ অধিক হওয়াতে লর্ড রজেন্‌থালকে পরাজিত হইতে হইল। একদল শত্রুসৈন্য সিঁড়ির সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের উপর উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে দুর্গস্থ সৈন্যদিগের অন্তঃকরণে এক প্রকার অবর্ণনীয় আতঙ্কের উদয় হইল। ডিউইটজ্‌ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে উৎসাহ দিইতে পারিল না—তাহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আবার সেই সময় জনৈক সৈন্য আসিয়া লর্ড রজেন্‌থালকে সংবাদ দিইল, যে একদল শত্রুসেনা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া

দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লর্ড রজেন্থাল্ উচ্চস্বরে বলিলেন "সকলে সেই দিকে যাইয়া আমার কন্যাকে রক্ষা কর।" ডিউইটজ্ তখনও ভগ্নোদ্যম সৈন্যদিগকে একত্র করিবার চেষ্টা করিতে ছিল—কিন্তু তাহার উদ্যম সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইল। শত্রু-সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা দুর্গ প্রাচীরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহারা পলায়নোন্মুখ লর্ডের সৈন্যদিগকে ঘন ঘন আক্রমণ করিতে লাগিল। দুই জন হ্যামেলকে আক্রমণ করিল—কারণ যুবকের প্রতি তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যুবক ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত নির্গত হইতে ছিল। সেই সময় দুই জন আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। একজন যুবককে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তরবারি উত্তোলন করিল, কিন্তু সেই সময় একটী অদ্ভুত ঘটনা হওয়াতে যুবকের জীবন রক্ষা হইল। জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক সেই মুহূর্ত্তে দুর্গ প্রাচীরের উপর উপস্থিত হইল। সৈনিকের দেহ বর্ম্মাচ্ছাদিত ও মুখ আবরণ দ্বারা রক্ষিত। শিরস্ত্রাণের উপর শুক্লবর্ণ পালকগুচ্ছ শোভা পাইতে ছিল। যে দুইজন হ্যামেল্‌কে বধ করিতে উদ্যত হইয়া ছিল, অশ্বারোহী পবনবেগে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহার হস্তস্থ তরবারি দেখিবা মাত্র উভয়ে নিস্পন্দ হইয়া প্রাচীরের উপর হইতে নিম্নস্থ পরিখায় পতিত হইল। যুবকের জীবন দান করিয়া অশ্বা-রোহী কাউন্টের অপর সৈন্যদিগের প্রতি সবেগে ধাবমান হইল। সকলে চাক্ষুষ দেখিল যে আগন্তুক কাহাকেও তরবারি দ্বারা আঘাত করিতেছে না, অথচ যে দিকে সে উলঙ্গ তরবারি হস্তে ধাবমান হইতেছে, সকলে স্তম্ভিত হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান হইতেছে—যেন সকলে ভয়ে বিহ্বল হইয়া জড়ভাব প্রাপ্ত হইতেছে!! অশ্বারোহী ক্রমে প্রাচীরের এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে সে স্থানে কাউন্টের বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইয়াছে। এতক্ষণ তাহার মুখ হইতে একটী কথা অবধি নিস্সৃত হয় নাই। সেই স্থানে পঁহুছিয়াই অশ্বারোহী লর্ড রজেন্থালের পলায়নোন্মুখ সৈন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া ভীমনাদে বলিল, "শত্রুসৈন্য-দিগকে আক্রমণ কর—অক্লেশে জয়লাভ করিবে।" তাহার উৎসাহসূচক বাক্য শুনিয়া লর্ডের সৈন্যবর্গ অনিবার্য্য প্রচণ্ডতার সহিত শত্রুসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। কাউন্টের সেনাসমুহ এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাহারা প্রকৃত কাপুরুষের ন্যায় বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যে পরিমাণে তাহারা ভগ্নোদ্যম হইল সেই পরিমাণে লর্ডের সৈন্যদল উৎসাহপূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আগন্তুক স্বহস্তে একজনকেও বধ করে নাই—কিম্বা বধ করিবার অভিপ্রায়ে হস্তস্থ তরবারি অবধি উত্তোলন করে নাই। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে রজেন্থাল্ দুর্গ হইতে শত্রুসৈন্য বহিষ্কৃত হইল। কিন্তু যুদ্ধের আনুসঙ্গিক কতকগুলি শোকোদ্দীপক ঘটনা ঘটিয়াছিল। লর্ড রজেন্থাল্ যুদ্ধে জয়ী হইয়া যৎপরোনাস্তি সুখী

হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ পরেই শুনিলেন যে তাঁহার অধীনস্থ অনেকগুলি খ্যাতনামা যোদ্ধার প্রাণহানি হইয়াছে—শুদ্ধ তাহা নহে—তিনি আরও শুনিলেন যে একদল শত্রুসৈন্য তাঁহার প্রিয় দুহিতাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। শেষোক্ত সংবাদ শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

আর একটী অত্যদ্ভুত ঘটনা দুর্গস্থ সকলকে কৌতুহলাক্রান্ত করিয়াছিল। যে অশ্বারোহীর সাহায্যে লর্ড রজেন্‌থাল্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শেষে জয়লাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধ অবসান হইলে, তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। কি উপায়ে সে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল ও কোন সময়ে সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, কেহই বলিতে পারিল না।

অশ্বারোহীর সম্বন্ধে কেবল মাত্র স্যামেলের মনে সন্দেহ হইয়াছিল, যে ভীমসভাব ঘাতুকদিগের হস্ত হইতে যে ব্যক্তি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই কাউণ্টের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া ছিল। তাহার বিষয় যুবক মনে মনে আন্দোলন করিতে ছিল, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না। যুবক চিন্তা মগ্ন হইয়া রহিয়াছে এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া বলিল, "আপনাকে লর্ড রজেন্‌থাল্ মন্ত্রণা গৃহে আহ্বান করিয়াছেন। সেনাপতি ও অন্যান্য কতিপয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কাউণ্টের দুর্গ আক্রমণ করিবার পরামর্শ করিতেছেন।"

## পঞ্চম অধ্যায়।

সভাগৃহে সকলে সমবেত হইলে লর্ড রজেন্‌থাল্ বলিলেন, "বন্ধুগণ, দুর্বৃত্ত কাউণ্টের নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় তোমরা পাইয়াছ। থেরেসার সহচরী আইডা আমাকে বলিল যে যুদ্ধকালীন তাহারা যে গৃহে বসিয়াছিল, সেই গৃহে ছয় জন সশস্ত্র পুরুষ বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া থেরেসাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমাদের অতিথি কেবল উপলক্ষ মাত্র। দুরাত্মার প্রথমাবধি দুষ্টাভিসন্ধি ছিল। নচেৎ কোন বীরপুরুষ নারীর গাত্রে হস্তক্ষেপ করে? তোমরা সকলেই অবগত আছ যে থেরেসার সহিত আরক্‌ডিউক লিওপোল্‌ডের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।"

ডিউইটজ্ বলিল "প্রভু, কল্য প্রাতঃকালে উইটেন্‌বার্গ হইতে দুই শত সেনা আসিয়া পঁহুছিবে। আপনার প্রজারাও চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে আসিতেছে ও তাহারা সকলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে। কল্য সূর্য্য উদয় হইলে এক সহস্র দুই শত যোদ্ধা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। আপনি যদি অমত না করেন, তাহা হইলে আমি তাহাদের নায়ক হইয়া লেডি থেরেসাকে উদ্ধার করিব। যদি কৃতকার্য্য না হইতে পারি তাহা হইলে লিনস্‌ডরফ্ দুর্গের সম্মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" লর্ড

রজেন্‌থাল ডিউইটজ্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে "সম্ভবতঃ, ইতিমধ্যে সেই পামর থেরেসার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বিবাহ করিবে।" যুবক এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল; লর্ডের কথা শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কাউন্ট ম্যানফ্রেড কি জানেন না যে এই সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত লেডি থেরেসার বিবাহ হইবে?" লর্ড রজেন্‌থাল্ বলিলেন "কাউন্ট সে বিষয় সবিশেষ জানে। কিন্তু তাহার স্বভাব এতদূর উদ্ধত যে সে সম্রাটকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে সক্ষম। এই-রূপ জনশ্রুতি যে কোন গুপ্ত কারণে দেশস্থ বিস্তর ক্ষমতাবান লোকের সহিত কাউন্টের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, অধিক কি, সে প্রকাশ্য স্থানে ও সর্ব্ব সমক্ষে বলে যে স্বয়ং সম্রাট ম্যাক্‌সমিলিয়ান্‌ও তাহার বাক্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না!" লর্ড রজেন্‌থালের কথা শুনিয়া যুবক ক্রোধান্ধ হইল; তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল ও মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। যুবক আর ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া বলিল "কি! চাকরের এতদূর স্পর্দ্ধা?" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যুবক ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল "যাহাই হউক, অদ্য যে বিপদ ঘটিয়াছে তাহার মূলীভূত কারণ আমি। আমিই স্বয়ং কাউন্টের নিকট যাইয়া ও তাহাকে বুঝাইয়া, লেডি থেরেসাকে উদ্ধার করিব।"

র। কাউন্টের নিকট যাওয়ায় কিছু ফলোদয় হইবে না—কেবল নিজের জীবন দিতে যাইবে মাত্র। তুমি বলিতে পার কি অপরাধে কাউন্ট তোমার প্রতি এতদূর জিঘাংসু হইয়াছে?

ম্যা। আমি জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার কোন অনিষ্ট করি নাই। তবে কল্য রজনীতে কেম্‌বার্গ পান্থশালায় তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক ধর্ম্মযাজকের সহিত কথোপকথন করিয়া-ছিলাম। কাউন্টের সম্বন্ধে যে নানা প্রকার কুৎসিৎ জনরব শুনিতে পাওয়া যায়, আমি সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম মাত্র। সম্ভবতঃ কাউন্ট সমস্ত শুনিয়া ছিলেন; পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের উল্লেখ অবধি করিতে যুবকের সাহস হইল না।

র। আমি এতক্ষণে সমস্ত সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি। থেরেসাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবার জন্য কাউন্ট বহুদিবসাবধি চেষ্টা করিতে ছিল, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণ অভাবে, এতকাল তাহার সেই জঘন্য উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। আমি যে কিছুতেই অতিথিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিব না সে কথা কাউন্ট স্পষ্ট জানিত ও সেই বিশ্বাস অনুসারে মেসার হামেল্‌কে তাহার নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করে; আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে কাউন্ট আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে।

ডি। প্রভু, আপনি কাউন্টের জঘন্য উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিয়াছেন। যাহাই হউক এক্ষণে সঙ্কট রোগের তৎপর চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। অন্যায়কারীকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত। কালবিলম্বে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন না হইতে পারে।

র। এই বিবাদ তরবারির সাহায্যে মীমাংসা করিতে হইবে। কল্য প্রাতে থেরেসাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমরা কাউন্টের দুর্গ আক্রমণ করিব এবং আমি স্বয়ং সেনা-নায়ক হইয়া যাইব। এই বলিয়া লর্ড রজেন্থাল্ সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; উপস্থিত সকলেই তাঁহার মতের অনুমোদন করিল। সে রজনীতে ভোজগৃহে জনতা নাই, গীত-বাদ্য নাই—সমস্ত দুর্গ নিস্তব্ধ। পরদিবস যাহাতে যুদ্ধে জয় লাভ হয়, সেই বিষয় সকলে মনে মনে আন্দোলন করিতে ছিল।

বীরত্বের সমাদর বীরপুরুষেই করিয়া থাকে। যুদ্ধকালীন যুবকের অকুতো সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া ডিউইটজ্ যুবকের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত হইল। যুদ্ধের আয়োজন করিবার পূর্ব্বে যুবক ডিউইটজের সহিত দুর্গের চতুর্দ্দিকে পদচারণা করিতে করিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার মতে যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে?"

ডি। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে আমরা জয়লাভ করিব। স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতেছি এইরূপ ধারণার সহিত যদ্যপি সকলে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে কল্যই লর্ড রজেন্থালের পতাকা লিনস্ডর্ফ্ দুর্গের প্রাচীরের উপর উড্ডীয়মান হইবে।

হ্যা। লিনস্ডর্ফ্ দুর্গের দৃঢ়তা সম্বন্ধে রণকুশলজ্ঞ যোদ্ধাদিগের কি মত?

ডি। দুর্গ যে সুদৃঢ় সে বিষয় নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুর্গের কিয়দংশ এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে নির্ভীকতা ও কৌশলের সহিত আক্রমণ করিলে অনায়াসে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাইবে। বিশেষতঃ দুর্গের অনতিদূরে যে সহস্র সহস্র বহুকাল সমুৎপন্ন বৃক্ষরাজি আছে তাহার পশ্চাৎ হইতে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কামান ছুঁড়িতে পারা যায়।

হ্যা। দুর্গ ঠিক কোন স্থানে স্থিত?

ডি। কেম্বার্গ হইতে প্রায় সার্দ্ধ চারি ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে।

হ্যা। লিনস্ডর্ফ্ দুর্গের নিকট আর কোন দুর্গ আছে কি?

ডি। না। আপনি কি কাউন্টের দুর্গে কখন প্রবেশ করিয়া ছিলেন?

হ্যামেল্ স্পষ্ট বুঝিল যে লিনস্ডর্ফ্ দুর্গেই সে গিয়াছিল ও সেই স্থানেই ভীমসভার অধিবেশন স্থল। সভার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা যুবক ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল এবং সে জানিত যে সহস্র সহস্র লোক সভার গুপ্তচরের কার্য্য করিয়া থাকে—সম্ভবতঃ ডিউইটজও সভার একজন সভ্য। এই কথাগুলি মনে মনে আন্দোলিত করিয়া যুবক ডিউইটজের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "গর্ব্বিত কাউন্টের সম্বন্ধে যে সকল দুর্জ্ঞেয় ও বিস্ময়জনক গল্প শুনিতে পাওয়া যায় সে গুলি কত দূর সত্য?"

ডি। আমিও ঐ সদসদুপেক্ষক দুরাচারের সম্বন্ধে বিস্তর গল্প শুনিয়াছি। পূর্ব্বে কাউন্ট ম্যান্ফ্রেড সম্রাটের ফৌজে জনৈক নগণ্য, অখ্যাতনামা ও নিম্নপদধারী সেনা-নায়ক স্বরূপ নিযুক্ত ছিল

হ্যা। সে কত দিনের কথা ?

ডি। প্রায় বিংশতি বৎসরের কথা। বৃদ্ধ কাউন্টের দুইটী পুত্র ছিল—সেজিস্‌মণ্ড ও ম্যানফ্রেড। সেজিস্‌মণ্ড চিরকাল বদান্য ও সরলচিত্ত ছিল; কিন্তু ম্যানফ্রেড শৈশব হইতেই কুটিল, ধূর্ত্ত ও ষড়যন্ত্রকারী। কোন কারণ বশতঃ বৃদ্ধ কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডকে ত্যজ্যপুত্র করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে ম্যান্‌ফ্রেড তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষপান করাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। জনরব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে সেই দিবস হইতে ম্যান্‌ফ্রেড পৈত্রিক নিবাস হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহার বয়ঃক্রম তখন ত্রিশ বৎসর হইবে। জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে ম্যান্‌ফ্রেড সম্রাটের সৈন্যদলভুক্ত হইল। আমরা উভয়ে এক পল্টনে কার্য্য করিতাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক দিবসের জন্যও আমাদের মনের ঐক্যতা জন্মায় নাই—সত্য বলিতে কি, আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। আমি দেখিতাম যে তাহার কার্য্যাবলি ধূর্ত্ততা ও নিষ্প্রয়োজনীয় আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ কাউন্ট লোকান্তরিত হইলে, সেজিস্‌মণ্ড তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বেই সেজিস্‌মণ্ডের বিবাহ হইয়াছিল। কাউন্ট সেজিস্‌মণ্ডের পত্নী অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী ছিলেন। কাউন্টের সহিত বিবাহ হইবার বহু পূর্ব্বে তাঁহার জনক ও জননী মানবলীলা সম্বরণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার জনক জনৈক প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। সেই বিপুল ধনরাশি তাঁহার কন্যা বিবাহকালীন যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন। যথা সময়ে কাউন্ট সেজিস্‌মণ্ডের একটী কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছিল। কাউন্ট ও কাউন্টেস্‌ ইলডিগারডা সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা পরের সুখে সুখী হইতেন; অপরেও তাঁহাদের উভয়কে সুখী দেখিয়া সুখী হইত। কিন্তু তাঁহাদের ইতিহাসের শেষাংশ অতীব দুঃখোদ্দীপক।

হ্যা। আমি তাঁহাদের গল্পের শেষ অবধি শুনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি।

ডি। কাউন্ট ও কাউন্টেস্‌ পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিতে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুসুমে কীট প্রবেশ করিল। এক দিবস কাউন্ট মৃগয়া করিতে যাইলেন। প্রত্যাগমনের সময় উত্তীর্ণ হইল, অথচ তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। পরদিবস তাঁহার মৃতদেহ একটী জঙ্গলে পাওয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত—

হ্যা। তাঁহার হত্যাকারীরা ধৃত হয় নাই ?

ডি। না—মৃতদেহের সন্নিকটে একখানি রজ্জুবেষ্টিত ছোরা পড়িয়াছিল।

হ্যা। কি ভয়ানক! কাউন্টেস্‌ ও তাঁহার তনয়ার কি হইল ?

ডি। এইরূপ জনরব যে কাউন্টেস্‌ স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা করেন; কেবল তাহা নহে—তিনি স্বীয় তনয়াকেও

বিনষ্ট করেন! কাউন্ট, কাউন্টেস্ ও তাঁহাদের কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ম্যান্‌ফেড "কাউন্ট" উপাধি লাভ করিল। আমি কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডের গল্প করিয়া আর সময়ের অপব্যয় করিতে পারি না। এক্ষণে যুদ্ধের আয়োজন করিতে যাই। ডিউইটজ্ হ্যামেলের নিকট বিদায় লইল; যুবকও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া তাহার শয়নাগার অভিমুখে যাইল। যে বাটীতে তাহার শয়নকক্ষ ছিল তাহার উপরের তালায় উঠিবার সোপান শ্রেণীর সম্মুখেই একটী অলিন্দ ছিল। যুবক সেই স্থান দিয়া যাইতেছে এমন সময় রমণী মুখ নিঃসৃত কতকগুলি অস্ফুট ও বিলাপসূচক বাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের তাহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। যুবক সোপানমার্গে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় ক্রন্দন ধ্বনি তাহার শ্রুতিগোচর হইল। তাহার উপরে যাওয়া হইল না। জনৈক রমণী বিলাপ করিতেছে—হয়ত তৎকালীন তাহার সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছে। অলিন্দের দক্ষিণে একটী সুদীর্ঘ দরজা ছিল। সেই দরওয়াজার গাত্রে আর একটী ক্ষুদ্র দরওয়াজা ছিল। যুবক তাহার ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আশ্চর্য্য হইল। দরওয়াজার ভিতরের কক্ষটী রজেন্‌থাল্ দুর্গের উপাসনা গৃহ। বেদীর সম্মুখে জনৈক রমণী জানুপাতিয়া উপবিষ্টা। রমণী একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিতেছে; দুই চক্ষু হইতে দর দর বেগে অশ্রুপাত হইতেছে। যুবক সেই দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। রমণী ক্রন্দন নিবারণ করিয়া মৃদুস্বরে পুনবায় জগৎপিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "জগদীশ! প্রিয়সখি যেন নিরাপদে থাকে; লেডি থেরেসা কখন কাহার অপকার করেন নাই। মঙ্গলময়! যেন তাঁহার কোন অমঙ্গল না ঘটে।" প্রার্থনা শেষ হইবা মাত্র যুবতীর চক্ষুদ্বয় হইতে পুনরায় অশ্রু পতন হইতে লাগিল। হ্যামেল্ অনতিদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে ছিল। তাঁহার অন্তঃকরণে সেই সময় কত শত অভিনব ভাবেরই উদয় হইয়াছিল? যুবক সত্য সত্য রমণীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরেই যুবতী অন্যত্র যাইবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সেই নির্জ্জন স্থানে একজন অবৈধ প্রবেশকারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তখন হ্যামেল্ যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "এই গৃহে অনধিকার প্রবেশের নিমিত্ত আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি শয়নকক্ষে যাইতে ছিলাম, এমন সময় স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত বিলাপধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কে ক্রন্দন করিতে ছিল জানিবার অভিপ্রায়ে এই গৃহে প্রবেশ করিয়া ছিলাম। আপনি কে জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আপনার নামটী বলিলে বাধিত হইব।" যুবতী বলিল "আমার নাম মেরিয়া। প্রিয় সখির যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে সেই নিমিত্ত জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিতে ছিলাম।"

হ্যা। লেডি থেরেসার প্রতি তোমার অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

মে। শৈশব হইতে আমি লেডি থেরেসার সহিত একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছি। এক দিবসের নিমিত্ত তিনি আমার সহিত অনিষ্ট আচরণ করেন নাই। তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ যদ্যপি প্রগাঢ় না হয় তাহা হইলে আমি অত্যন্ত কৃতঘ্ন।

হ্যা। জগতপিতা নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

মে। মেসার হ্যামেল্, আমার বিশ্বাস যে প্রিয়সখি অচিরাৎ নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিবেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমার অন্তর্দাহক যাতনা অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। কিন্তু হায়, কাউণ্ট ম্যান্‌ফ্রেডের চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল অখ্যাতিবাদ শুনিয়াছি, তাহাতে কিরূপে আশা করিতে পারি যে সেই নররাক্ষস প্রিয় সখির সহিত অনিষ্টাচরণ করিবে না ?

হ্যা। লেডি থেরেসার উদ্ধার সাধনার্থ তাঁহার পিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে যোদ্ধাগণ আসিতেছে। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে কল্যই তোমার প্রিয় সখিকে দেখিতে পাইবে।

মে। মহাশয় কল্য যখন যুদ্ধযাত্রা করিবেন তখন আপনার কুশল ও জয় লাভের জন্য আমি কায়মনোচিত্তে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। এই বলিয়া যুবতী উপাসনাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মেরিয়ার সৌন্দর্য্য যুবককে বিমোহিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া মেসার হ্যামেলের অন্তঃকরণ নবভাবে পরিপূর্ণ হইল। রমণীর রূপ পুরুষের চক্ষুদ্বয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে; গুণ অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করে। মেসার হ্যামেল্ একজন যথার্থ বীরপুরুষ। সংগ্রামে তিনি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন: আবার অন্যত্র তিনি সৌজন্যতা ও কোমলতায় পরিপূর্ণ। তাঁহাতে বজ্রের কাঠিন্য আছে, আবার কুসুমের মার্দ্দবও আছে। মেরিয়ার সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ ও তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া মেসার হ্যামেল্ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন। রূপজ ও গুণজ মোহের সমবেত হইলে কে না আচ্ছন্ন হয় ?

সমস্ত রজনী দুর্গনিবাসীরা যুদ্ধের আয়োজন করিতে ছিল। কিন্তু সেই সময় অপর একজন লোক যাহাতে লর্ড রজেন্‌থালের সেনা সমূহ প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিতে বহির্গত না হয়, সেই চেষ্টা করিতে ছিল। সে ব্যক্তি কে ও তাহার চেষ্টা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়া ছিল, যথা সময়ে জানা যাইবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

যে সময় লর্ড রজেন্‌থালের সৈন্যবর্গ দুর্গ আক্রমণকারীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে মত্ত হইয়াছিল, সেই সময় কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডের একদল সেনা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া, দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। গড়ের মধ্যস্থ বাটীর একটী কক্ষে লেডি থেরেসা ছিল। কতিপয় দুরাচার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিল। থেরেসা তখন সংজ্ঞাশূন্য। দুইজন তাহাকে স্কন্ধদেশে উঠাইয়া বেগে পলায়ন করিল। অপর কয়েক জন লর্ড রজেন্‌থালের সৈন্যদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল।

দুর্গের বহির্দেশে আসিয়াই তাহারা থেরেসাকে একটী দ্রুতগামী অশ্বের পৃষ্ঠে রক্ষা করিল। যে ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে ছিল সে বামহস্তে থেরেসাকে ধারণ করিয়া পবনবেগে পলায়ন করিল।

সংজ্ঞালাভ হইলে থেরেসা অশ্বারোহীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" সে ব্যক্তি বলিল "অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত জানিতে পারিবেন। আপনি ভীত হইবেন না।" থেরেসা বুঝিল যে তাহার সহিত কথা কহিবার প্রয়োজন নাই।

অব্যবহিত কাল পরেই, অদূরে কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডের দুর্গের অত্যুচ্চ শিখরদেশ নয়নগোচর হইল ও যথা সময়ে থেরেসা ও তাহার অপহারকেরা দুর্গে প্রবেশ করিল। দুর্গের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া অশ্বারোহী এবং তাহার সঙ্গীরা অশ্ববেগ সম্বরণ করিলে, একজন সশস্ত্র সৈনিক আসিয়া থেরেসাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিল।

কাউন্টের দুর্গের মধ্যভাগে একটী প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদের চতুষ্কোণে চারিটী সোপান শ্রেণী ছিল। সৈনিক বাক্যোচ্চারণ না করিয়া থেরেসাকে তাহার অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিল। উপরের তালায় আসিয়া সৈনিক একটী কক্ষের আবদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল ও সেই মুহূর্ত্তে একটী বৃদ্ধা ভিতর হইতে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল।

বৃদ্ধার মুখাকৃতি নূতন ধরণের—সাধারণতঃ সেরূপ মুখাকৃতি বিরল। কার্ত্তান্তিকেরা মুখাকৃতি অবলোকন করিয়া লোকের অতীত ও ভবিষ্যৎ গণনা করেন; কিন্তু বৃদ্ধার মুখাকৃতি দেখিয়া কোনরূপ গণনা করা দুঃসাধ্য। ব্যক্তি বিশেষের মুখাকৃতি নিরীক্ষণ করিলে, তাহার মনোগত ভাব ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু বৃদ্ধার মুখাবয়ব গাঢ় মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলেও, তাহার অন্তঃকরণের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা দুরূহ। তাহার প্রকৃতি উদ্ধত কি নম্র নির্ণয় করা মনুষ্য ক্ষমতাতীত।

বৃদ্ধার পরিচ্ছদ ও বেশ বিন্যাসে জাঁকজমক নাই। কাউন্ট ম্যানফ্রেডের সংসারে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর কার্য্য করিত। সৈনিক বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ডেম্ উইনফ্রেড, যুদ্ধযাত্রাকালীন আমরা বলিয়াছিলাম যে যুদ্ধ অবসান হইলে লেডি থেরেসা আমাদের দুর্গে অতিথি স্বরূপ আসিবেন। এক্ষণে তুমি ইহাঁর তত্ত্বাবধারণ ও পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ কর। আমাদের প্রভুর আজ্ঞা যে তুমি ইহাঁর পদ ও মর্য্যাদানুযায়ী যত্ন করিবে।" সৈনিক গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিলে, বৃদ্ধা থেরেসাকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। থেরেসাও জীবন্ত পুত্তলিকার ন্যায় তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল। গৃহটী সুদীর্ঘ ও সুসজ্জিত; মধ্যস্থলে একটী মেজের উপর প্রচুর লোভনীয় ও সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত ছিল। বৃদ্ধা থেরেসাকে বলিল "প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শ্রম দূর করুন। যাহা আবশ্যক হইবে আমাকে আদেশ করিলেই পাইবেন। থেরেসা বলিল, "আমার একটী অনুরোধ আছে—রক্ষা করিলে বাধিত হইব। প্রথমে বল, কিজন্য আমাকে এই স্থানে আনা হইয়াছে?" বৃদ্ধা বলিল "আপনার পরিচর্য্যা করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।" থেরেসা নিকটস্থ একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিল। বলা বাহুল্য তৎকালীন তাঁহার মনোমধ্যে অগণনীয় ভীতি উৎপাদক চিন্তার উদয় হইতেছিল।

বৃদ্ধা পুনরায় বলিল, "গৃহের উত্তর দিকে যে দরওয়াজা রহিয়াছে উহার ভিতর দিয়া অপর কতকগুলি সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করা যায়। সেই কক্ষগুলি আপনার ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি অধিকক্ষণ নিকটে থাকিলে আপনি বিরক্ত হইবেন। অতএব এক্ষণে আমি নিজ কক্ষে চলিলাম। কিছু বলিবার থাকে বলুন।" থেরেসা বলিল, "আমি শয়নকক্ষে যাইব।" বৃদ্ধা "তথাস্তু" বলিয়া একটী দীপ হস্তে লইয়া ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কক্ষটি অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় কক্ষে আসিয়া বৃদ্ধা বলিল "এই আপনার শয়নাগার, ভিতরের কক্ষটি ভজনালয়।"

তিনটী কক্ষই সুন্দররূপে সজ্জিত; কিন্তু সমস্ত গৃহোপকরণ অতিশয় প্রাচীন। থেরেসা আর দেখিল যে কয়টি কক্ষ বহুদিবস হইতে ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু শীঘ্র ব্যবহৃত হইবে বলিয়াই যেন অত্যল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কৃত করা হইয়াছিল। কোথায় চিত্রবিচিত্র পুষ্পাধারে সুগন্ধ পুষ্পরাশি শোভা পাইতে ছিল, কোথায় বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পকর নির্ম্মিত পুত্তলিকা সকল রক্ষিত ছিল। শয়নাগারের অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতে ছিল।

বৃদ্ধা হস্তস্থ দীপ একটী মেজের উপর রাখিয়া বলিল, "আবশ্যক হইলেই আমাকে ডাকিবেন। আমি নিজের কক্ষেই থাকিব। কাউন্ট ম্যানফ্রেড মৃতপত্নীক; তাঁহার আবাসে আপনার পদোপচিত গৃহোপকরণ কিছুই নাই। অদ্য প্রাতে তিনি আমাকে বলেন যে লেডি থেরেসা আমাদের দুর্গে আতিথ্য স্বীকার করিবেন; সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে ইহাপেক্ষা সুন্দর আয়োজন করিতে সক্ষম হই নাই। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করিতেছি। বৃদ্ধার বক্তৃতার একটী কথাও থেরেসার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। থেরেসার চিত্তবৈকল্য দেখিয়া সে নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই থেরেসার কুরঙ্গ-নয়নযুগল হইতে দর দর ধারে অশ্রুপতন হইতে লাগিল; ঘন ঘন দীর্ঘোচ্ছ্বাসে বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতে লাগিল। গর্ব্বিত লর্ড রজেন্থালের একমাত্র সন্তান—জনকের আদরের দুহিতা—অদ্য দুশ্চরিত্র নরপিশাচ ম্যানফ্রেডের দুর্গে বন্দী।

থেরেসা ভাবিতে লাগিল "আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না। পিতা, পিতা, তোমার কি দশা হইল? তোমার দুর্গ শত্রুহস্তগত হইয়াছে; সৈন্যবর্গ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে; তোমার প্রিয় দুহিতা রাক্ষসনিবাসে আবদ্ধ। হায়, হায়, এক দিবসে কত প্রকার অনিষ্ট ঘটন হইল। দেখি যদি পলায়ন করিবার কোন সুযোগ থাকে। কিন্তু না—আমি জ্ঞান হারাইয়াছি, নচেৎ পলাইবার চেষ্টা করিতেছি কেন? ব্যাধ বিহঙ্গমকে পিঞ্জরে রাখিয়া পলাইবার পথ সাবধানের সহিত বন্ধ করিয়া রাখে।"

থেরেসা পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দুশ্চিন্তা তাহার অন্তঃকরণে উদিত হইল। থেরেসা ভাবিল "কোন কার্য্যে উৎসাহ-শূন্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দুষ্ট লোক কিয়ৎকালের নিমিত্ত যথেচ্ছাচারিত্বের সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু পরিণামে তাহারা বিপদে পতিত হয়। দুষ্ট লোকের সকল দুষ্টাভিসন্ধি সফল হয় না; কোন একটী সামান্য কারণে তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম নিষ্ফল হয়। এস্থান হইতে পলাইবার পথ না থাকিতে পারে; কিন্তু চেষ্টা করিতে হানি কি? যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে—যে নিরপরাধী—সে ক্ষণস্থায়ী বিপদে পড়িতে পারে; কিন্তু জগতপিতার কৃপায় সে নিশ্চয়ই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।"

থেরেসার ব্যথিত হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। যে ব্যক্তি সন্তরণ করিতে জানে না, সে জলমগ্ন হইবার কালীন তৃণগুচ্ছেরও সাহায্য গ্রহণ করে। থেরেসা মেজ হইতে প্রদীপ উঠাইয়া লইয়া কক্ষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। বসিবার গৃহের সজ্জা অতিশয় পুরাতন; গৃহটী বহুকাল ব্যবহৃত হয় নাই। শয়নাগারে যে সকল সামগ্রী ছিল সে গুলি বহুমূল্য, কিন্তু পুরাতন। সুন্দর সুন্দর কৌচ ও চৌকি ধূলিময়। মকমলের আচ্ছাদন কীটকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় কক্ষটী অতিশয় ক্ষুদ্র—প্রার্থনা-গৃহের ন্যায় সজ্জিত। মধ্যস্থলে একটী উচ্চ কাষ্ঠাসন; তাহার উপর বেদী। বেদীর দুই-পার্শ্বে দুইটী বহুমূল্য রৌপ্যনির্ম্মিত দীপাধার। কক্ষের এক দেওয়ালে একখানি বৃহৎ চিত্র ঝুলান, তাহাতে জনৈক সুপুরুষের আলেখ্য চিত্রিত। চিত্রখানি ধুলাচ্ছন্ন থাকায়, থেরেসা একখানি চৌকির উপর উঠিয়া রুমালের সাহায্যে ধুলা ঝাড়িয়া লইল। পরিচ্ছদ দেখিয়া থেরেসা বুঝিল যে আলেখ্য কোন মহদ্বংশজ ব্যক্তির হইবে। অপর দিকের দেওয়ালে জনৈক সুন্দরী রমণীর একখানি চিত্র ছিল। চিত্রকরের নৈপুণ্য

থেরেসাকে বিমোহিত করিল। থেরেসা একদৃষ্টে রমণী-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; "ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি" এই কথাগুলি তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল। থেরেসা ছবির নিম্নদেশ দুই হস্তে ধরিয়া নাড়িয়া পুনরায় একাগ্রচিত্তে রমণীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। "সমস্ত ধুলা ঝাড়িলে আরও স্পষ্ট দেখা যাইবে"—এই ভাবিয়া থেরেসা পুনরায় ছবির নিম্নদেশ ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ছবির পিছনের একটী গুপ্ত দরওয়াজা অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হইল।

বলা বাহুল্য উপরি উক্ত ঘটনা থেরেসার মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। সে ভাবিল হয়ত কোন লোক ভিতরের কক্ষ হইতে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবে। কিন্তু দুই তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইল, অথচ কেহ আসিল না। তখন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া থেরেসা অগ্রসর হইয়া দেখিল যে ছবির ফ্রেমের সহিত একটী স্প্রীং সংলগ্ন আছে। থেরেসা পুনরায় স্প্রীং টিপিয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া তাহার বসিবার কক্ষে প্রত্যাগমন করিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। যেদিক হইতে শব্দ আসিতে ছিল সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া থেরেসা দেখিল, যে যুবকের প্রতিমূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল—সেই যুবক তাহার নিকট সহাস্যে ও দ্রুতপদ নিক্ষেপে আসিতেছে! থেরেসা কৌচ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল—সম্মুখে উইল্‌হেলম্ ফষ্ট!! থেরেসার মস্তক ঘুরিতে লাগিল—থেরেসা আহ্লাদ ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে বাক্য নাই—মস্তক অবনত।

ফ। (স্বগত) দৈত্যের কথাই যথার্থ। থেরেসা নিশ্চয় অপরকে ভালবাসিয়াছে, নচেৎ মস্তক অবনত করিত না। আমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিতেছে না! স্ত্রী চরিত্র কি অদ্ভুত! (প্রকাশ্যে) থেরেসা—আমাকে দেখিয়া কি দুঃখিত হইয়াছ?

থে। ফষ্ট, ফষ্ট—থেরেসা আর কথা কহিতে সক্ষম হইল না—ঝাঁপাইয়া ফষ্টের বক্ষঃস্থলে পড়িল। ফষ্ট থেরেসাকে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

থে। উইল্‌হেলম্, প্রিয় উইল্‌হেলম্—

ফ। প্রিয়তমে।

থে। তুমি কিরূপে এখানে আসিলে বল? তুমিও কি হতভাগিনীর ন্যায় বন্দী?

ফ। [illegible] থেরেসা, লৌহ অর্গল আমার [illegible]রোধ করিতে পারে না।

থে। ফষ্ট, আমি জানি তুমি নির্ভীক; কিন্তু কি উপায়ে এই কারাগারে প্রবেশ করিলে?

ফ। থেরেসা, আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না। অধিকক্ষণ কথা কহিবার সময় নাই। দুরাচার কাউন্ট ম্যানফ্রেড অনতিবিলম্বে এই কক্ষে আসিবে।

থে। ফষ্ট, আমায় রক্ষা কর।

ফ। ভয়ে বিহ্বল হইলে ফলোদয় হইবে না। থেরেসা শুন, আমি তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে এই কারালয় হইতে লইয়া যাইতে পারি।

থে। ফষ্ট্, ফষ্ট, প্রিয় উইলহেলম্, আমি অনুনয় করিতেছি, আমাকে লইয়া চল।

ফ। থেরেসা, অনতিবিলম্বে ম্যানফ্রেড্ আসিয়া তোমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবে। যদি তুমি সম্মত না হও, তাহা হইলে সেই নরাধম তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও আবশ্যক হইলে, বল প্রয়োগ করিয়াও তোমাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু আমার এতদূর ক্ষমতা আছে যে, ইচ্ছা করিলে তোমাকে এই দণ্ডেই সেই দুরাচারের যথেচ্ছাচারিত্ব হইতে রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু থেরেসা, শপথ কর যে তুমি আমাকে বিবাহ করিবে। তোমার জনক কিছুতেই আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইবেন না। আমি তোমাকে যথায় ইচ্ছা লইয়া যাইব; শপথ কর, বিনা আপত্তিতে আমার সহিত যাইবে, আমি তোমাকে এই মুহূর্ত্তে কারামুক্ত করিব।

থে। ফষ্ট, আমি কি শুনিতেছি? আমি সমূহ বিপদে পড়িয়াছি; দুরাত্মা ম্যান্‌ফ্রেড্ নিশ্চয়ই আমার সহিত অসদাচরণ করিবে। প্রাণ যায় যাক্, কিন্তু ভয় হয় পাছে তদপেক্ষা মূল্যবান বস্তু হইতে বঞ্চিত হই। এরূপ সময়ে তুমি কিরূপে আমাকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করিতে চাহিতেছ?

ফ। আবশ্যকতা না থাকিলে এরূপ কথা বলিতাম না।

থে। ফষ্ট, জনকের সম্মতি ভিন্ন আমি কোন কার্য্য করিতে পারিব না। তাঁহাকে ত্যাগ করা—অসম্ভব—

ফ। তাহা হইলে আমিও তোমাকে উদ্ধার করিব না। শপথ কর, আমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিবে, এই দণ্ডে—ঐ শুন—দ্বারে কে আঘাত করিতেছে। আর এক মুহূর্ত্ত সময় নাই, এখনও শপথ কর—

থে। আমাকে রক্ষা কর—

ফ। নিশ্চয় রক্ষা করিব—শপথ কর—

থে। ফষ্ট, স্বেচ্ছায় জনকের অভিসম্পাত লইতে পারিব না। আমাকে ক্ষমা কর।

ফ। তবে আমি এক্ষণে চলিলাম; কিন্তু ভীত হইও না। কাউন্ট আসিয়া নিশ্চয়ই বিবাহের প্রস্তাব করিবে; তুমি দুই দিন সময় চাহিও। শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে।

থে। ফষ্ট আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে! আমার বর্ত্তমান অবস্থা কি শোচনীয়। থেরেসা আর কথা কহিতে পারিল না। দুই চক্ষু হইতে প্রাবৃটের ধারার ন্যায় অশ্রুপতন হইতে লাগিল। থেরেসা জানু পাতিয়া ভূমে উপবেশন করিয়া, করযোড়ে জগৎপিতাকে ডাকিতে লাগিল।

ফষ্ট যাইবার পর মুহূর্ত্তেই কাউন্ট ম্যানফ্রেড্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় কাউন্টের মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু থেরেসাকে হরণ করিয়া সে ক্ষতি অনেক পরিমাণে পূরণ হইয়াছিল। কাউন্টের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ কর্কশ। থেরেসার নিকটে আসিয়া কাউন্ট স্বীয় কর্কশ স্বর যতদূর সম্ভব মৃদু করিয়া বলিল, "আমাকে দেখিয়া জানু পাতিয়া ভূমে বসিলে কেন? আমি যদ্যপি প্রেমিক হইতাম, তাহা হইলে তোমার পদতলে জানু পাতিয়া বসিতাম। কিন্তু আমি প্রেমিক নহি—প্রেম শাস্ত্রে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। চিরকাল আমি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরিতেছি, আমার কথায় মিষ্টতা নাই। তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া পামর থেরেসার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে গৃহতল হইতে উঠাইল।

থে। (সক্রোধে) আপনার অভিপ্রায় কি?

কা। কি আশ্চর্য্য কথা! সুন্দরি, কল্য প্রাতে তোমার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আমাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইবে।

থে। আপনি প্রেমিক না হইতে পারেন, কিন্তু আপনার বিবেচনা-শক্তি আছে; আমি সম্প্রতি বিবেচনা শক্তি হারাইয়াছি—দুই দিন সময় ভিক্ষা চাহিতেছি। আমার বর্ত্তমান চিত্তচাঞ্চল্য শমিত হইলে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিবেন।

কা। কিন্তু দুই দিবস পরেই বিবাহ করিতে হইবে।

থে। আমি দুই দিনের অধিক সময় প্রার্থনা করি না।

কা। তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলাম।

## সপ্তম অধ্যায়।

রজনী অবসান হইয়াছে। প্রাতঃ সূর্য্যকিরণ ব্রকেন্ পর্ব্বতে পতিত হইয়া সমগ্র পর্ব্বতকে মনোহর সজ্জায় অলঙ্কৃত করিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বালুকাময় সমতল ভূমি; মধ্যস্থলে ব্রকেন্ পর্ব্বত। পর্ব্বতের শিখরদেশ অত্যুচ্চ—দেখিলে বোধ হয় শৈলরাজ স্পর্দ্ধার সহিত স্বীয় বিশাল কলেবর স্ফীত করিয়া গগন স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। পর্ব্বতের অভ্যন্তরে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি বিস্তর ধাতব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রকেন্ পর্ব্বত অসংখ্য পার্ব্বত্য নদীর উৎপত্তি স্থান। সেই সকল কল্লোলিনী নদী এক শিলা হইতে অপর শিলায় ঝাঁপাইতে ঝাঁপাইতে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। সে দৃশ্য নয়ন তৃপ্তিকর।

সেই নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতি সুন্দরীর শোভা নূতন ধরণের—দেখিলে হৃদয়ের অভ্যন্তরে উল্লাস ও ভয়ের যুগপৎ উদয় হয়।

পর্ব্বতের শিখরদেশ সমতল ভূমি হইতে চারি সহস্র ফুট উচ্চ। শিখর হইতে এক শত পঞ্চাশ মাইল পরিধি বেষ্টিত দেশ দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র য়ুরোপের এক শত ভাগের দুই ভাগ সেই বৃত্তের মধ্যস্থিত—সমগ্র য়ুরোপে কুত্রাপি ঈদৃশ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ব্রকেন্ পর্ব্বত হইতে দুইটী প্রধান নদী নির্গত হইয়াছে—ওডার ও ইল্‌সেনষ্টিন্। কালে সকল দ্রব্যই বিনষ্ট, রূপান্তরিত কিম্বা স্থানভ্রষ্ট হয়; ব্রকেন্ পর্ব্বতের গাত্রস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, স্থানে স্থানে স্থানচ্যুত হইয়া, অন্যত্র সরিয়া আসিয়াছে। সমতল ভূমি হইতে দেখিলেই হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়—যেন মস্তকের উপর গড়াইয়া পড়িবে। নদীদ্বয় সেই সকল শিলাখণ্ডের নিম্ন ও পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া, কোথায় বা অদৃশ্য হইয়া, ক্রমে সমতল ভূমে চলিয়া গিয়াছে। নদীতটে সুদৃশ্য ও পল্লবিত তরুরাজি-শোভা পাইতেছে; কিন্তু তাহার পরেই উভয় পার্শ্বস্থ শৈলমালার দৃশ্য ভীতি উৎপাদক।

একটী মাত্র বাক্য উচ্চারণ করিলে, চতুর্দ্দিক হইতে শত শত, সহস্র সহস্র বাক্য প্রতিধ্বনিত হইয়া, সমস্ত স্থানটী এক প্রকার অপার্থিব কলরবে পরিপূর্ণ করে; মনে হয় যে মনুষ্য মুখ নিঃসৃত বাক্যকে পরিহাস করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ দৈত্য দানব সেই স্থানে বাস করে।

পর্ব্বতের অঙ্গে যে সমস্ত দুর্গম ও অপ্রশস্ত পথ আছে, তাহাদের নিম্নদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর, বা "খাদ্," উপরে স্থানভ্রষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড ঝুলিয়া রহিয়াছে। পদস্খলন হইলে, কিম্বা উর্দ্ধদেশ হইতে এক খণ্ড শিলা গড়াইয়া পড়িলে, মনুষ্য দেহ পলকের মধ্যে বিহঙ্গমের ডিম্বের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়।

পর্ব্বতের প্রত্যেক গহ্বরেই মনুষ্যের চিরবৈরী, বিষধর সর্পকুলের আবাস। নদীতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে, ঘৃণার্হ ও বৃহদাকার ভেক সকল দলে দলে ক্রীড়া করিতেছে। অশুভ লক্ষণবিশিষ্ট কদাকার বিহঙ্গমকুল এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে উড়িয়া বসিতেছে। সর্পকুল মুখ নিঃসৃত "হিস্ হিস্" শব্দ এবং ভেকের এবং শকুনি জাতীয় কদাকার পক্ষিকুলের কর্কশধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত স্থানটী এক প্রকার ভীতি-উৎপাদক কলরবে পরিপূর্ণ করিতেছে।

পর্ব্বত শিখরে দুইটী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল। একজন নিস্পন্দ হইয়া সম্মুখস্থ অভিনব দৃশ্যাবলি নিরীক্ষণ করিতে ছিল। অপর আপনার বক্ষস্থলে বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া সঙ্গীর প্রতি কুটিলতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছিল—মুখে পূর্ব্বোক্ত সেই অপার্থিব হাস্য।

দৈ। কষ্ট, এখনও তোমার সেই মত ?

ক। নিশ্চয় ; আমার অভিপ্রায় এই, যে লর্ড রজেন্‌থালের সৈন্যবর্গ অদ্য কিছুতেই যুদ্ধযাত্রা না করে।

দৈ। তোমার অভিপ্রায় কি জানিতে চাহি না ; তুমি আজ্ঞা করিবে—আমি সেই আজ্ঞা পালন করিব।

ক। আমার আজ্ঞা এই, যে তোমাকে এরূপ একটী উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে লর্ড রজেন্‌থাল্ অদ্য কোনমতে যুদ্ধযাত্রা না করেন।

দৈ। আমি তোমাকে যথেষ্ট ক্ষমতা দান করিয়াছি। মনে করিলেই তুমি স্বচ্ছন্দে স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পার।

ক। সত্য কথা ; আমি মনে করিলেই এক মুহূর্ত্তে কাউন্টের সেনাসমূহ ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া থেরেসাকে উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু সতী নারীর অনিচ্ছায়, তাহার অন্তঃকরণের উপর কর্ত্তৃত্ব করা তোমার ও আমার ক্ষমতাতীত।

দৈ। স্বীকার করি।

ক। তবে বিলম্ব করিতেছ কেন ? রজেন্‌থাল্ সৈন্য অদ্য যুদ্ধযাত্রা না করিলে, আমি ছলে, বলে, থেরেসার অন্তঃকরণকে বশীভূত করিবার বিস্তর সময় পাইব ; আর বিলম্ব করিও না। তোমার যদি অন্য মত ছিল, তাহা হইলে আমাকে এখানে কিজন্য লইয়া আসিলে ?

দৈ। এখানে আনিবার উদ্দেশ্য এই যে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইলে, আমাকে এই স্থান হইতে তোমার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। অদূরে যে সকল দেশ দেখিতেছ তথায় চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে—দেশ নিবাসীরা সকলেই পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছে ; কিন্তু তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইলে, সেই শান্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে সমূলে উৎপাটিত হইবে।

দৈ। মনুষ্য রক্তপাত না হইলেই যথেষ্ট হইবে। অন্য যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটন হইবে, তন্নিমিত্ত আমি এক তিলও দুঃখিত হইব না।

দৈত্য "তথাস্তু" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিল—

ঝটিকার অধিষ্ঠাতা উপদেবতাকে সম্বোধন করিয়া, দৈত্য মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তৎকালীন তাহার ভীষণ মুখাকৃতি দেখিয়া, কষ্ট্ যৎপরোনাস্তি ভীত হইল। শনৈঃ শনৈঃ, উত্তর দিকের স্বচ্ছ নীলবর্ণ মেঘরাশি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিল। ধীরে, ধীরে, সেই মেঘরাশি অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল—চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন। কষ্ট্ তখন দৈত্যকে বলিল—"তুমি কেবল ঝটিকাকে আহ্বান করিলা, কিন্তু বিদ্যুত ও বজ্রাঘাত হওয়া আবশ্যক।

দৈ। অনিত্য দেহধারী মানব, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবারও ক্ষমতা বা সাহস আমার নাই, কেবল মাত্র তাঁহার ইচ্ছায় অশনিপতন ও বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। দৈত্য তখন ফষ্টের প্রতি খলতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছিল।

ফ। (শিহরিয়া) কিন্তু তোমার যতদূর ক্ষমতা আছে ততদূর পর্য্যন্ত আমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে চাও ; আর বিলম্ব করিও না।

দৈ। এখনও তোমার সেই মত ?

ফ। নিশ্চয়।

দৈ। এই দণ্ডেই তোমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিব। দৈত্য আর একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

উত্তর দিক হইতে যে সুশীতল বায়ু আসিতে ছিল, ক্রমে তাহা প্রচণ্ডতা প্রাপ্ত হইল। অবশেষে সেই বায়ু প্রবল বাত্যায় পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ নিনাদে লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। উক্ত ভয়ানক ঝটিকা এলব্ নদীর উভয় তটস্থ দেশ গুলিকে অর্দ্ধ ধ্বংশ করিয়া ছিল। স্যাক্সনি দেশের ইতিবৃত্তে, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত ঝটিকার বিষয় সবিস্তারে লিখিত আছে। পর্ব্বত শিখর হইতে ঝটিকার ভয়ানক উপদ্রব স্পষ্ট দেখা যাইল।

এক সহস্র মনুষ্য সমবেত হইয়া যে শিলাখণ্ডকে এক হস্তও সরাইতে পারে না, সেইরূপ সহস্র সহস্র শিলাখণ্ড নিমিষ মধ্যে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নিম্নে পতিত হইল। পতনকালীন, সহস্রবর্ষ সমুৎপন্ন বৃহদাকার সহস্র সহস্র পাইন্ বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতন জনিত শব্দ পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া, লক্ষ লক্ষ কামানের কর্ণবধিরকারী শব্দ অতিক্রম করিল। আবার যখন সেই বৃহৎ শিলাসমূহ গড়াইয়া নিম্নস্থ পার্ব্বত্য নদীর জলে পড়িতে লাগিল, তখন নদীর জল প্রস্রবণের আকার ধারণ করিয়া, সহস্র ফিট্ উচ্চে উঠিতে লাগিল—যেন পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে একটী নূতন আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হইতেছে। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এক স্থলে শত শত সুদৃঢ় ও অত্যুচ্চ পাইন্ বৃক্ষ ছিল ; পর মুহূর্ত্তেই সেই বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়া, পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া সড় সড় শব্দে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বৃহদাকার দেবদারু বৃক্ষ সকল, ঘূর্ণীবায়ুর প্রচণ্ডতায়, পালকের ন্যায়, শূন্যে ঘুরিতে লাগিল।

কল্লোলিনী নদীকুল, স্ফীত কলেবর ধারণ করিয়া এবং অপার্থিব কলরব করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল—সে সময় তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব।

সুন্দর সুন্দর নগর ও পল্লীগ্রামের অধিকতর শোচনীয় অবস্থা ঘটিল। বিস্তর সুদৃঢ় বাটীর ছাদ উড়িয়া গেল। ছয় মাস বয়স্ক শিশু যেরূপ সহজে, খেলিবার তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ বিস্তর বাসবাটী প্রবল বাত্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

ছয়ঘন্টা কাল সেই ভীষণ ঝটিকা বহিয়াছিল ; ঝটিকা আরম্ভ হইবা মাত্র ফষ্ট ব্রকেন্ পর্ব্বতের শিখরদেশ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া ছিল ; কিন্তু দৈত্য সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে ছিল—মুখে সেই অবোধ্য ও অপার্থিব হাঁসি।

## অষ্টম অধ্যায়।

ঝটিকা উত্থান হইবার পূর্ব্বে থেরেসা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ছিল। পূর্ব্ব দিবসের ঘটনাবলি স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে ছিল—তখনও তাহার মস্তক ঘুরিতে ছিল।

থেরেসা চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিল যে স্বপ্ন নহে—সমস্ত সত্য। মানবের পক্ষে সজ্জিত কারাগার আর বিহঙ্গমের পক্ষে স্বর্ণ-পিঞ্জর একই জিনিস। থেরেসা তাহার কারাগারের পূর্ব্বোক্ত গৃহোপকরণ সকল দেখিতে পাইল ; ক্রমে ফষ্টের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বিষয় তাহার স্মৃতিপথে আসিল। তাহার শোচনীয় অবস্থার সত্যতা বুঝিতে পারিয়া, থেরেসা মুখ হস্তাবৃত করিয়া শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ক্রন্দন করিবারই কথা ; নিজের ঘোর বিপদ ; তাহার উপর, জনকের কি দশা ঘটিয়াছে তাহা জানিতে না পারিয়া, থেরেসা একেবারে হতাশ হইল। দুর্ভাবনাকে মন হইতে দূরীভূত করিতে পারিলে কষ্টের আতিশয্য অনেক পরিমাণে লাঘব হয় ; এই ধারণার সহিত থেরেসা হস্তমুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্য সারিয়া অন্য বিষয় ভাবিতে বসিল—কিন্তু চিরশত্রু দুর্ভাবনা রাক্ষসী পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া, তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে দ্রবীভূত অনল ঢালিয়া দিল—সেই পূর্ব্বোক্ত বৃশ্চিক দংশন তাহাকে পুনরায় ব্যথিত করিল।

থেরেসা ভাবিতে লাগিল, "দুই দিবস—দুই দিবস—অতি অল্প সময় ; দুই দিবস পরেই, কাউন্টকে বিবাহ করিব কি না, স্পষ্ট বলিতে হইবে। ফষ্ট পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বানুরাগ হ্রাস পাইয়াছে। তাহার ভালবাসায় অকৃত্রিমতা নাই—নচেৎ সে এরূপ ভয়ানক বিপদে আমাকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিতে চাহিত না।"

থেরেসা তাহার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছে, এমন সময় বৃদ্ধা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে ; পার্শ্বের কক্ষে চলুন—আহার্য্য দ্রব্য মেজের উপর রাখিয়াছি।"

ইতিমধ্যে বহির্দ্দেশে প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতে ছিল ; গৃহাভ্যন্তরেও সেই প্রবল বাত্যার কর্ণবধিরকারী শব্দ প্রবেশ করিতে ছিল ; বৃদ্ধার কথা প্রথমে থেরেসার কর্ণে

প্রবেশ করে নাই। বৃদ্ধা পুনরায় কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া বলাতে, থেরেসা গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বের কক্ষে যাইল। আহার্য্য দ্রব্য প্রায় সমস্তই পড়িয়া রহিল—বৃদ্ধা বলিল "আমি বহু যত্নে রন্ধন করিয়াছি; আপনি ভাল করিয়া আহার করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইত। বোধ করি আমার উপস্থিতিতে আপনি বিরক্ত হইয়াছেন; কিন্তু অপরের সহিত কথোপকথন করিয়া সম্ভবতঃ সুখী হইবেন বলিয়াই আমি আসিতে সাহস করিয়াছি।"

থে। সুখী! ডেম্ উইন্‌ফ্রেড্, তুমি কি বলিতেছ? আমার পক্ষে এই অবস্থায় সুখী হওয়া কি সম্ভব? আমি অপরের গৃহে বন্দী; পিতা কি অবস্থায় আছেন জানি না; এই অবস্থায় সুখ?

বৃ। আপনি বন্দী সে কথা স্বীকার করি; কিন্তু যাঁহার দুর্গে আপনি রহিয়াছেন—সেই প্রবল প্রতাপশালী কাউন্ট ম্যানফ্রেড্ আপনাকে স্বীয় জীবনাপেক্ষা ভাল বাসেন, সত্য বলিতে কি—তিনি আপনার জন্য উন্মাদ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আপনি পাগলের ন্যায় নিজের স্বার্থ এতদূর উপেক্ষা করিতেছেন, যে কাউন্টের পরিবর্ত্তে, আপনি জনৈক সামান্য ও নিঃস্ব ছাত্রের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন!

থে। ডেম্ উইনফ্রেড, যে যুবকের কথা উল্লেখ করিলে, তাহার সহিত তোমার পরিচয় আছে কি?

বৃ। নাম শুনিয়াছি বটে; আরও শুনিয়াছি তিনি সুপুরুষ।—কিন্তু কি ভয়ানক ঝড় বহিতেছে!

থে। তাঁহাকে কখন দেখ নাই?

বৃ। কি আশ্চর্য্য! আপনি তাহার জন্য সত্য সত্য পাগল হইবেন দেখিতেছি। আমি কখন তাঁহাকে দেখি নাই। আমি এই দুর্গের বহির্দেশে কদাচ যাই না; দুর্গের ভিতর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা নাই।

থে। গত রজনীতে যখন কাউন্ট এই কক্ষে আসিয়া ছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে, কোন নূতন লোক দুর্গে আসিয়া ছিল কি?

বৃ। না; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, নূতন লোক কেহই আসে নাই। কিন্তু সত্য কথা বলার নিমিত্ত আমাকে মাপ করিবেন—আপনার অসম্বদ্ধ বাক্যগুলি শুনিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে যে আপনার মস্তকের ঠিক নাই।

থে। আর একটী প্রশ্ন আছে; এই কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার দুটী না একটী পথ আছে?

বৃ। একটী; যাহাই হউক, আমার বিশ্বাস যে গত রজনীতে আপনি নিশ্চয় কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এখনও সেই স্বপ্নের কথা আপনার মস্তিষ্কের ভিতরে মিশিয়া রহিয়াছে। আমার পরামর্শ শুনুন, আপনার ভাল হইবে।

থে। কি পরামর্শ ?

বৃ। সেই ভিক্ষুকের কথা ভুলিয়া, লিনস্‌ডফ্‌ দুর্গাধিপতির কথা অর্হর্নিশি ভাবুন।

থে। আমি তোমাকে পরামর্শ দিতে ডাকি নাই ; তবে যদি আমার উপকার করিবার ইচ্ছা থাকে, তুমি অনায়াসে করিতে পার।

বৃ। কি উপকার ? সাধ্যমত উপকার করিতে প্রস্তুত আছি।

থে। কল্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কাহারা পরাজিত হইয়াছিল ?

বৃ। এই সংবাদ শুনিলে আপনি সুখী হইবেন কি ?

থে। যদি শুনি যে আমার পিতা নিরাপদে আছেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সুখী হইব। এই কারাবাসজাত যন্ত্রণা অনেক লাঘব হইবে।

বৃ। আপনার জনক নিরাপদে আছেন। যখন প্রভূত পরাক্রমশালী কাউন্ট দেখিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে তখন তিনি সসৈন্যে দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার প্রভু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছিলেন, বৃদ্ধা সে কথা প্রকাশ করিল না। যে অদ্ভুত ও অবোধ্য উপায়ে কাউন্টের সৈন্য সমূহ প্রথমে জয়লাভ করিয়াও শেষে পরাজিত হইয়া, কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া ছিল, বৃদ্ধা সে কথাও শুনিয়াছিল ; কিন্তু থেরেসার সমক্ষে তাহা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল না।

থে। তবে পিতা নিরাপদে আছেন—তবে তিনি কখনই আমাকে এই নরককুণ্ডে অধিকক্ষণ থাকিতে দিবেন না।

বৃ। আপনি সে আশা করিবেন না। তিনি যুদ্ধ করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তাঁহার সৈন্যদল যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে এবং তিনি কিছুতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আপনার সহিত আমাদের প্রভুর বিবাহ হইলে, যাহাতে উভয় দলে সন্ধি স্থাপিত হয়, তিনি নিশ্চয় সেই চেষ্টা করিবেন। যাহার সৈন্যবল নাই ; যাহার ধনাগার লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে যুদ্ধসজ্জা করা বাতুলের কার্য্য।

বৃদ্ধার সহিত তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া থেরেসা শয়নাগার অভিমুখে গমন করিল। যখন কেহ বিপদগ্রস্ত হয়, ও সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন আশু উপায় দেখিতে না পায়, তখন অপরের—বিশেষতঃ কোন অপরিচিত লোকের—সান্নিধ্য তাহার ভাল লাগে না। নির্জ্জনে বসিয়া স্বীয় অবস্থার বিষয় আন্দোলন করিতে ইচ্ছা হয়। থেরেসা শয়নকক্ষে যাইল ; বৃদ্ধাও সময় বুঝিয়া আপনার কক্ষে প্রত্যাগমন করিল। ঝটিকার প্রচণ্ডতা সেই সময় অনিবার্য্য হইয়াছিল ; বৃদ্ধা তাহার কক্ষ ত্যাগ করিয়া, ভজনগৃহে যাইয়া প্রার্থনা করিতে বসিল—যাহাতে ঝটিকার দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট না ঘটে।

থেরেসা একাকী হইয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাও মুহূর্ত্তের নিমিত্ত। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে অনল জ্বলিতে ছিল তাহা চতুর্গুণ জ্বলিয়া উঠিল। থেরেসা ভাবিল যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইবে।

পূর্ব্ব দিবস যে রমণীর চিত্রপট দেখিয়া থেরেসা মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই চিত্রপট পুনরায় দেখিবার জন্য থেরেসা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

থেরেসা একদৃষ্টে চিত্রপটের প্রতি চাহিয়া রহিল; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার বোধ হইল প্রতিমূর্ত্তি জীবন্ত; দৃষ্টিতে সরলতা মাখান; অধরে ঈষৎ মধুর হাঁসি; সেরূপ হাস্য ব্যক্তি মাত্রের মুখ হইতে বাহির হয় না—যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে, সরলতা আছে তাঁহারই মুখ হইতে সেরূপ হাস্য বাহির হয়।

থেরেসা ভাবিতে লাগিল, "ইনি কে? ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি? মেরিয়ার সহিত ইহাঁর সাদৃশ্য কিরূপে হইল? মেরিয়ার মুখের ভাব ভঙ্গী সমস্ত ইহার মুখাবয়বে রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! অবিকল সেই চক্ষুদ্বয়, সেই কপাল, সেই মরালোপম গ্রীবা!! গর্ভজাত তনয়ার সহিত জননীর সাদৃশ্য সম্ভবে; দুই ভগ্নীর মধ্যে সাদৃশ্য সম্ভবে। কিন্তু মেরিয়া জনৈক সামান্য কৃষকের কন্যা, আর ইনি নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা। ইহাদের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য কিরূপে হইল?"

বহির্দ্দেশে লক্ষ লক্ষ দানববলে ঝটিকা বহিতে ছিল। থেরেসার চিত্রপট দেখা শেষ হইল; পুনরায় সেই পূর্ব্বোক্ত হৃদয়দগ্ধকারী দুর্ভাবনা তাহাকে আক্রমণ করিল। নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে মানবের মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। যে সময় দিবারাত্রি বৃষ্টি পড়িতে থাকে—কিম্বা ঝড় উঠিয়া চতুর্দ্দিক লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে, তখন সকলেরই মনের অবস্থা এতদূর খারাপ হয় যে কিছুই ভাল লাগে না। ক্ষুধা থাকিলেও আহার্য্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না; কোন কার্য্য না করিয়াও ক্লান্ত হইয়াছি মনে হয়; গল্প করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অথচ অপরের সান্নিধ্য ভাল লাগে না। থেরেসারও তদ্রূপ হইয়াছিল।

থেরেসা ভাবিল, "কি করিলে সময় কাটে?" কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে সেই গুপ্তদ্বারের কথা তাহার মনে উদয় হইল; থেরেসা নিজ কক্ষের দ্বারদেশে অর্গল সংলগ্ন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, সম্মুখে একটী প্রশস্ত পথ বা দরদালান দেখিতে পাইল। উভয় পার্শ্বের উচ্চ দেওয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে—তাহার ভিতর দিয়া কিঞ্চিৎ আলোক ভিতরে প্রবেশ করে। দরদালানের অপর প্রান্তে আর একটী দরওয়াজা ছিল। থেরেসা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল; ভিতর হইতে কোন শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন সে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া দরওয়াজা ঠেলিয়া ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিল।

কক্ষটি ক্ষুদ্র ; গৃহসজ্জা সকলি পুরাতন ; এক সময়ে কক্ষটি শয়নাগার রূপে ব্যবহৃত হইত—তাহাও বহুকালের কথা। পালঙ্কের কাষ্ঠ কীট কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে ; শয্যায় ও উপাধানে রাশি রাশি ধূলি পড়িয়া রহিয়াছে।

থেরেসা দেখিল যিনি সেই কক্ষে শয়ন করিতেন, তিনি কক্ষ ত্যাগ করিবার পর অপর কেহ তথায় প্রবেশ করে নাই। একটী মেজের উপর কতকগুলি ভোজন পাত্র ও তাহাতে খাদ্যাবশিষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে ; কাঁটা চামচ ও ছুরিতে মরিচা পড়িয়াছে ; ঘরের প্রতি কোন মাকড়সার জালে ভরিয়া গিয়াছে। গৃহের অবস্থা ভীতি উৎ-পাদক।

থেরেসা আরও দেখিল যে কক্ষের সমস্ত জানেলাতে সুদৃঢ় লৌহ গরাদিয়া বসান ; বহির্ভাগে জানেলার উপর হইতে প্রকাণ্ড কাষ্ঠের টব্ বসান। ভিতর হইতে বহির্দ্দেশ কিম্বা বহির্ভাগ হইতে কক্ষের ভিতর দৃষ্টিগোচর হয় না ; অধিক কি, জানা না থাকিলে, কাউন্টের দুর্গে সেই কক্ষটী ছিল কি না কেহই বলিতে পারিত না। থেরেসা স্পষ্ট বুঝিল, যে কক্ষটী গুপ্ত কারাগার স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

তখন তাহার মনে অগণনীয় ভীতিজনক ভাবের উদয় হইল ; থেরেসা স্বীয় অবস্থার বিষয় ভুলিয়া ভাবিতে লাগিল—"নিঃসন্দেহ কোন লোক এই কক্ষে আবদ্ধ ছিল। কাউন্ট ম্যানফ্রেডের অত্যাচারের কথা সকলেই জানে। হয়ত কোন নিরপরাধী লোক এই কক্ষে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই যে খাদ্যাবশিষ্ট রহিয়াছে, হয়ত সেই তাঁহার শেষ আহার।" ভাবিতে ভাবিতে থেরেসার হৃদয় ব্যথিত হইল। তখন সে নিজ কক্ষে আসিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু সেই সময় একটী পুরাতন আলমায়রা তাহার দৃষ্টিগোচর হইল ; আলমায়রার দুইটী দরওয়াজা উদ্ঘাটিত ছিল—ভিতরে রাশিকৃত জীর্ণ ও পুরাতন স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ। থেরেসা বুঝিল যে, সেই কক্ষে জনৈক স্ত্রীলোককে বন্দী করা হইয়াছিল। "সম্ভবতঃ কোন রমণী বন্দী ছিলেন, এবং তিনিই এই কক্ষে জীবন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন" এই সংশয় থেরেসাকে যৎ-পরোনাস্ত কৌতূহলাক্রান্ত করিল ; থেরেসা আলমায়রাটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল।

একটী ছোট দেরাজের ভিতর কতকগুলি কাগজ ছিল ; উপরের কাগজখানি ধূলি পরিপূর্ণ ; থেরেসা যত্নের সহিত ধূলা ঝাড়িয়া ভিতরের কাগজগুলি দেখিয়া তাহার অনুমানের সত্যতা বুঝিতে পারিল। জনৈক রমণী তাঁহার জীবনের শোকোদ্দীপক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন! থেরেসা সমস্ত ইতিহাস পাঠ করিবার নিমিত্ত একখানি চৌকির উপর উপবেশন করিল ; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভাবিল যে সে তাহার কক্ষ ত্যাগ করিয়া বহুক্ষণ একটী গুপ্তকক্ষে রহিয়াছে। বৃদ্ধার মুখাকৃতি তাহার মনে পড়িল ; রমণীর ইতিহাস তখন পাঠ করা হইল না। থেরেসা সযত্নে কাগজগুলি তাহার

পরিচ্ছদের ভিতর রাখিয়া ও পূর্ব্বোক্ত গুপ্তদ্বার পুনরায় বদ্ধ করিয়া, স্বকক্ষে প্রত্যাগমন করিল।

সেই সময় বহির্দ্দেশে, ঝটিকা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দেশ লণ্ডভণ্ড করিতেছিল। থেরেসা জগৎপিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রভু, এই ঝটিকায় যেন নিরপরাধী দীনহীন লোকের সর্ব্বনাশ না হয়; যাহারা সুদৃঢ় অট্টালিকায় বাস করে, তাহারা এক্ষণে নিরাপদে আছে; কিন্তু যাহারা পর্ণকুটীরে বাস করে তাহাদের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে।" থেরেসার প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহার কক্ষের দ্বার নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইল। থেরেসা উঠিয়া দাঁড়াইল—সম্মুখে উইল্‌হেলম্ ফষ্ট।

## নবম অধ্যায়।

থে। উইল্‌হেলম্! জগৎপিতা তোমার মঙ্গল করুন; তুমি অঙ্গীকারানুযায়ী আসিয়াছ—দেখিয়া আমি কতদূর আহ্লাদিত হইয়াছি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না।

ফ। থেরেসা, তুমি কি আমার বিষয় একবারও ভাবিয়াছিলে? সত্য বল, তুমি কি আমাব আগমন অপেক্ষা করিতেছিলে? ফষ্ট্ থেরেসাকে আলিঙ্গন করিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিল।

থে। নিষ্ঠুর, তোমার মনে এরূপ নীচ সংশয় কিরূপে উদয় হয়? যে দিবস তোমাকে প্রথমে দেখি, সেই দিবস হইতে অদ্যাবধি কবে তোমাকে ভুলিতে পারিয়াছি?

ফ। থেরেসা, প্রবঞ্চনা করিও না। যখন নিঃস্ব ফষ্ট্ উইটেন্‌বার্গ কারাগারে বিনা দোষে আবদ্ধ ছিল, তখন কি তুমি তাহার বিষয় ভাবিতে? তখন সেই ভিখারী তোমার স্মৃতিপথ হইতে একেবারে দূরীভূত হয় নাই কি?

থে। না—কখন না—এক মুহূর্ত্তের জন্যও না। আমি তোমার সম্বন্ধে নানাবিধ অযথা জনরব শুনিয়া ছিলাম। শুনিলাম তুমি জনৈক নীচবংশোদ্ভবা রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া উইটেন্‌বার্গ হইতে পলায়ন করিয়াছ; পুনরায় শুনিলাম যে তুমি অমিতব্যয়ী হইয়া ঋণজালে জড়িত হইয়াছ—শুদ্ধ তাহা নহে—তুমি নীচসঙ্গ ভালবাস এবং অর্থ-লোভে তোমার প্রাণের বন্ধুদিগের সহিত অত্যন্ত নীচ আচরণ করিয়াছ; আমি যখন এই সকল কথা শুনিতাম তখন বুঝিতাম যে আমার পিতা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত, এই সমস্ত মিথ্যা জনরব আমাকে শুনাইতেন। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, আমি জনরবের কথা বিন্দু বিসর্গও বিশ্বাস করিতাম না। তোমার প্রতি আমার

ভালবাসা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে এবং আমার বিশ্বাস যে তুমি আমা ভিন্ন অপর কোন রমণীকে ভালবাস না।

ফ। থেরেসা, থেরেসা, তোমার এই গল্প যদি যথার্থ হইত, তাহা হইলে—

থে। আমার গল্প কাল্পনিক? ফষ্ট্, তুমি কি নিষ্ঠুর! আমি কখন তোমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছি? আমার পবিত্র প্রণয়ের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে তুমি এক তিল প্রমাণ দেখাইতে পার?

ফ। (সক্রোধে) থেরেসা, থেরেসা, যে ছবিখানির প্রতি তুমি অহরহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে—

থে। সে কথা তুমি কিরূপে জানিলে?

ফ। থেরেসা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। তুমি নির্জ্জনে বসিয়া সেই ছবিখানি নিশিদিবা গাঢ় অনুরাগের সহিত ও অনিমিষ দৃষ্টে দেখিতে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে চুম্বন করিতে।

থে। সেই জন্য কি দাসী অপরাধী?

ফ। থেরেসা, তবে শুন; তুমি ভাবিয়াছিলে যে আমার সুনাম লুপ্ত হইয়াছে এবং আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভিক্ষুক হইয়াছি। সুতরাং তোমার হৃদয় অধিকার করিবার এরূপ একজন লোকের আবশ্যক হইয়াছিল যে লোক হীরকাভরণ দিয়া তোমাকে সাজাইতে পারে; যাহার অধীনে শত শত দাস দাসী নিযুক্ত আছে; যে ব্যক্তি রাজপ্রাসাদে বাস করে; এবং যাহার বাটীতে দিবারাত্রি ভোজ হয় এবং সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত লোক যাতায়াত করে। বল আমার অনুমান সত্য কি না? যদ্যপি এরূপ ধারণার সহিত তুমি আমাকে ভুলিয়া অপরকে ভাল বাসিয়া থাক এখনও বল—আজ্ঞা কর—আমি তোমার সমস্ত অভাব দূর করিব। মুকুটধারী সম্রাটের ঐশ্বর্য্য আমার ঐশ্বর্য্যের সহিত তুলনা হয় না।

ফষ্টের বক্তৃতা শেষ হইল; তখন সে ভয়ানক উত্তেজিত; তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে ছিল; মুখাবয়বে আত্মগরিমা প্রস্ফুটিত হইতে ছিল; সংক্ষেপে তাহাকে তৎকালীন দেখিলে প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট অপেক্ষা ধনবান ও ক্ষমতাশালী বোধ হইতে লাগিল। থেরেসা প্রথমে ভীত হইয়া ছিল; তাহার সন্দেহ হইল যে ফষ্ট্ জ্ঞান হারাইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পর থেরেসা বলিল, ফষ্ট্, তুমি ভাব যে আমি স্বার্থপর ও বৃথাভিমানী; হইতে পারে, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা আছে; কিন্তু যে দিবস হইতে তোমার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, আমি তোমাকে জনৈক নিঃস্ব বলিয়াই জানিতাম। এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া জানিলাম যে তুমি ধনবান; কিন্তু আমি তোমাকে নিঃস্ব জানিয়াই ভাল বাসিয়া ছিলাম। স্পষ্ট কথা বলিবার নিমিত্ত আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না। তুমি ছদ্মবেশে আমার প্রণয়ের

পাত্র হইয়াছিলে, আমিও তোমার সামাজিক পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করিয়া প্রাণ মন অর্পণ করিয়া ছিলাম।

ফ। হা, হা, হা। থেরেসা, আমি এক্ষণে কাহার নাম গ্রহণ করিব না; কিন্তু কোন লোক আমার সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে, কতকগুলি জঘন্য মিথ্যা অপরাধে আমাকে কারাবন্দী করে। সেই সময় থেরেসা, তুমি সেই পথের ভিখারীকে একেবারে ভুলিয়াছিলে। বল সত্য কি না?

থে। ফষ্ট্, তুমি কি নিমিত্ত আমাকে অপমান করিতেছ?

ফ। তুমি কিছু পূর্ব্বে সেই ছবির কথা স্বীকার করিয়াছিলে কি না?

থে। সহস্র বার স্বীকার করিব। সে জন্য কে আমাকে দোষী বলিবে? সেই কারণে, অপরে আমার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারে, কিন্তু ফষ্ট্, তুমি পার না।

ফ। না—আমি কেন পারিব? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তন্নিমিত্ত তোমাকে তিরস্কার করিতে পারে।

থে। প্রতিদ্বন্দ্বী।

ফ। (সগর্ব্বে) হাঁ প্রতিদ্বন্দ্বী—যাহার আলেখ্য তোমার জপমালা।

থে। কি অদ্ভুত! কি চমৎকার! ফষ্ট্, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং নিজেরই প্রতি-দ্বন্দ্বী!!

ফ। কি ভয়ানক প্রবঞ্চনা! থেরেসা, তুমি মানববেশে রাক্ষসী; তুমি নয়ন বিমোহনকারী বিষাক্ত ফল, তোমার মুখ দেখিলে পাপ হয়। পাপিয়সি, সত্য বল, তুমি আমার আলেখ্য কিরূপে পাইলে?

থে। (সক্রোধে) মহাশয়, অদ্য আপনি আমাকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর দিতে হইলে লর্ড রজেন্থালের দুহিতার পদ-মর্য্যাদার অপমান করা হয়। অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষা-রোপ করিতে সাহস করে নাই; কিন্তু আপনি করিয়াছেন। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর কখনই দিতাম না, কিন্তু লর্ড রজেন্থালের দুহিতা কখন অযথার্থ অপবাদ সহ্য করিবে না;—একথা আপনি স্থির জানিবেন। আপনার সমপাঠী অটোপিয়ানাল্লার নাম মনে আছে কি?

ফ। হাঁ, আমি অটোকে জানি। আমি আর জানি যে অটোর সহোদরা আইডা, তোমার সহচরী। আইডার দ্বারাই তোমার সহিত আমার পরিচয় হয়। তার পর?

থে। মহাশয় বোধ হয় জানেন, যে অটো একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর।

ফ। জানি।

থে। সেই অটোর দ্বারাই মহাশয়ের একখানি আলেখ্য চিত্রিত করিয়া লইয়াছিলাম। প্রভূত পরাক্রমশালী লর্ড রজেন্থালের দুহিতা হইয়া, যে নিঃস্ব ফষ্টকে ভাল বাসিয়া ছিলাম; সম্রাট ম্যাক্সমিলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র আরক্ডিউক্ লিওপোল্ডেকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া যে ফষ্টকে ভাল বাসিয়া ছিলাম, তাহার আলেখ্য সংগ্রহ করায় বৈচিত্র্য কি?

ফ। (বিনীতভাবে) প্রিয়তমে! তুমি জাননা, তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছে। সত্য কথা বল, মিথ্যা বলিও না। ভাব, তুমি জগদী—

থে। আমি জগদীশ্বরের সমক্ষে যেরূপ বলিব সেইরূপ বলিতেছি—

ফ। (কম্পিত কলেবরে) না বল, তোমার পিতার সমক্ষে। থেরেসা, আমাকে নিষ্ঠুর ভাবিও না। আমার প্রতি বাক্যে গুঢ় অর্থ আছে। ভাব, তোমার পিতা মৃত্যু শয্যায় তোমাকে আদেশ করিতেছেন, যে ফষ্টের প্রশ্নের সম্যক উত্তর দাও।

থে। ফষ্ট্, এ অপমান আমি কখনই সহ্য করিব না।

ফ। (উন্মাদের ন্যায়) থেরেসা, থেরেসা, থেরেসা, সেই ছবি এক্ষণে কোথায় আছে? আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাহি না—বল সেই আলেখ্য—কাহার?

থে। নিষ্ঠুর, সেই আলেখ্য আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই বলিয়া থেরেসা, তাহার বক্ষঃস্থল হইতে একখানি ক্ষুদ্র চিত্র বাহির করিয়া ফষ্টকে বলিল, "এই দেখ, কাহার আলেখ্য?"

ফ। (দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক প্রবঞ্চনা!! থেরেসা, প্রাণের থেরেসা, তুমি জান না, এই ভয়ানক প্রবঞ্চনায় কি ভয়াবহ পরিণাম ঘটিয়াছে।

থে। ফষ্ট্, আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি।

ফ। যদি জানিতাম যে এই চিত্রে আমার আলেখ্য চিত্রিত ছিল, তাহা হইলে কখনই এরূপ ঘটিত না। থেরেসা, থেরেসা—

থে। উইল্হেলম্, তোমার অসম্বদ্ধ কথায় সম্যক অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভালবাস, তবে বল, তুমি কি উপায়ে এই কারাগারে স্বেচ্ছামত প্রবেশ কর?

ফ। থেরেসা, যথা সময়ে সমস্ত জানিতে পারিবে। আমি এতক্ষণে জানিলাম যে তুমি এ অধমকে যথার্থ ভালবাস।—থেরেসা, তোমার প্রেম স্বর্গীয়। তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে ভুলিতে পার নাই।

থে। না ফষ্ট্, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তোমাকে ভুলি নাই।

ফ। থেরেসা, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব—অদ্যাবধি—এই মুহূর্ত্ত হইতে। প্রিয়তমে, আর তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে চাহিব না। আমার প্রতি তোমার

গাঢ় অনুরাগের সাহায্যে তোমাকে লাভ করিব—তোমার পিতার মত না থাকিলেও তুমি আমার পত্নী হইবে। থেরেসা, আমি তোমাকে এই দুর্গ হইতে নিরাপদে লইয়া যাইব। মধ্যরাত্রিতে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে; এই রজনীতেই রজেন্‌থাল্ দুর্গে তোমাকে লইয়া যাইব।

থে। প্রিয় উইল্‌হেলম্, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন—থেরেসা আর কিছু বলিতে পারিল না। ফষ্ট্ থেরেসাকে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিল—"মধ্যরজনীতে আসিব।" থেরেসা সতৃষ্ণ নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ফষ্ট কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, থেরেসা ভাবিতে লাগিল, "কি উপায়ে ফষ্ট্ লিনন্‌ডর্ফ দুর্গে বিনা প্রতিবন্ধকতায় প্রবেশ করে?"

## দশম অধ্যায়।

মধ্যদিবা—ঝটিকার প্রচণ্ডতা এক তিলও হ্রাস হয় নাই। দুর্গস্থ অন্য কেহ বিপদে পতিত হউক বা না হউক, নিজের কোন অনিষ্ট না ঘটে, তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনা করিয়া, বৃদ্ধা তাহার কক্ষে প্রত্যাগমন করিল। থেরেসা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন কক্ষে যাইলে পর, বৃদ্ধা পুনরায় ভজনাগৃহে প্রবেশ করিল।

থেরেসা দ্বারে অর্গল সংলগ্ন করিয়া একখানি কৌচের উপর শয়ন করিল। ফষ্টের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া তাহার চিত্তচাঞ্চল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। বিশেষতঃ ফষ্ট্ তাহাকে সেই রজনীতে নিরাপদে পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়া ছিল। সময় যাপন করিবার অভিপ্রায়ে থেরেসা পূর্ব্বোক্ত হস্তলেখ্য পাঠ করিতে বসিল। কাগজগুলির কিয়দংশ কীটকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং স্থানে স্থানে পাঠ করা হইল না; কিন্তু কিয়দংশ পাঠ করিয়াই থেরেসা বুঝিল যে কোন রমণী তাঁহার শোকোদ্দীপক গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।

* * * * * কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! আমার কপালে কি আছে ঈশ্বর জানেন। বিনা দোষে এই নরককুণ্ডে আবদ্ধ রহিয়াছি। পামর আমার সহিত কিরূপ আচরণ করিবে বুঝিতে পারিতেছি না। হয়ত নরপিশাচ আমাকে হত্যা করিবে; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, যেহেতু ইচ্ছা করিলে ইহার পূর্ব্বে আমার জীবন-নাশ করিতে পারিত; কিন্তু আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। ছয় ছয় সপ্তাহ এই কারাগারে কাটাইয়াছি; প্রতি পদক্ষেপজনিত শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি—মনে হয় কেহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে উৎপীড়ন করিবে; মধ্যে মধ্যে মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকে—

কিছুই দেখিতে পাই না আর কত প্রকারের নুতন নুতন শব্দই শুনিতে পাই। জগদীশ— আর কত কাল এ নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে? * * * * * কি ভয়ানক! সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা ও রজ্জু!! এতক্ষণে সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি। পামর স্বহস্তে না হউক, অপরের সাহায্যে তাঁহার জীবন নাশ করিয়াছে। পামর যদ্যপি আমার প্রাণের দুহিতাকে না কাড়িয়া লইত, তাহা হইলে এই দুর্বিসহ নরক যন্ত্রণা তুচ্ছজ্ঞান করিতাম। আমি কখন তাহার কোন অপকার করি নাই; তবে সে কেন আমার সহিত এরূপ পাশবাচরণ করিতেছে? আমার উচ্চপদ ছিল—ধনরাশি ছিল— অসংখ্য দাস দাসী ছিল? কিন্তু ঈশ্বর জানেন এক দিনের—এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে অহঙ্কার স্থান পায় নাই। আমি পর্ণকুটীরে যাইয়া স্বহস্তে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধ ও পথ্য দিতাম। আমার অধীনস্থ দাসদাসীরা যাহাতে সর্ব্বদা সুখে থাকে সেই চেষ্টা দিবানিশি করিতাম, কিন্তু * * * * * * * হায় হায় আর কি তনয়াকে দেখিতে পাইব? আর কি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিতে পাইব? আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না, মর্য্যাদা চাহি না,—রাক্ষস আমার কন্যাকে প্রত্যর্পণ করুক, আমি নির্জ্জন অরণ্যে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া বাস করিব। কিন্তু অদ্য প্রাতে নরপিশাচের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ যে আমার আশা কখনই ফলবতী হইবে না।

দুরাত্মা অম্লান বদনে সেই জঘন্য প্রস্তাব করিল। যাহার দুর্ম্মতি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হয়, সে বন্যপশু অপেক্ষা অধম। পাপিষ্ঠ কি সাহসে সেই পৈশাচিক প্রস্তাব করিতে সক্ষম হইল? দুরাত্মা স্পষ্ট বলিল যে লোকে জানে যে আমার মৃত্যু হইয়াছে—তবে যদি আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হই, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইব।

অহো, কি জঘন্য প্রস্তাব! পামরের মুখ নিঃসৃত কথা যথার্থ শুনিয়া ছিলাম কি না এখনও বিশ্বাস হইতেছে না। যদ্যপি আমি কলঙ্ক সমুদ্রে ঝাঁপাইতে পারি, তাহা হইলে আমার কন্যাকে ফিরিয়া পাইব, নচেৎ নহে। যাঁহাকে পতীত্বে বরণ করিয়াছিলাম—যাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতাম—যাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে অধীর হইতাম—আর যাঁহাকে ঐ নররাক্ষস বধ করিয়াছে—সেই দেবতুল্য স্বামীকে যেরূপ দেখিতাম, ঐ পশুকে সেইরূপ দেখিতে হইবে ও সেইরূপ ভাল বাসিতে হইবে! পাপাত্মার প্রস্তাব কি জঘন্য? এই প্রস্তাবে যদ্যপি সম্মত হই, তাহা হইলে কন্যাকে ফিরিয়া পাইব! দুরাত্মা আর বলিল যে বিবাহকালীন পার্শ্বের কক্ষে পুরোহিত বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিবে!!

কিন্তু যখন আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলাম, এবং তাহার গর্হিত কার্য্যাবলির কথা একে একে স্মরণ করাইয়া দিলাম, তখন পামর আমার প্রতি

তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে যে পুনরায় আমার সহিত সদাচরণ করিবে সে আশা নাই; পামর নিশ্চয়ই আমার জীবন নাশ করিবে। মনুষ্য পদশব্দ শুনিলেই মনে হয় কে আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে; সেই মুহূর্ত্তে জগৎপিতাকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করি। মরিতে আমার এক তিলও ভয় নাই, কিন্তু এক কারণে মরিতে ইচ্ছা হয় না—প্রিয় দুহিতা উঃ * * * * * * * মনে হয় যে আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত স্বাধীনতা লাভ করিব ও তনয়াকে পুনরায় দেখিতে পাইব। এ নরককুণ্ডে কেবল মাত্র সেই আশা আমাকে অদ্যাবধি জীবিত রাখিয়াছে, সেই আশায় নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতেছি। হিউগো প্রত্যহ আমার আহার্য্য দ্রব্য লইয়া আসে; সে ঐ নরপিশাচের অনুচর হইলেও আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র—কারণ তাহার প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে সে আমাকে মসীপাত্র লেখনী প্রভৃতি আনিয়া দিয়াছে। আমার শোকো-দ্দীপক গল্প কাহাকে শুনাইতে পারি না, কিন্তু সেই গল্প কাগজে লিখিয়া আমার মনের কষ্ট বহু পরিমাণে উপশমিত হয়। হিউগোর শরীরে দয়া আছে; তাহার সাহায্যে একদিন স্বাধীনতা লাভ করিলেও করিতে পারি—কিন্তু সে দুরাশা। * * * * * অদ্য হিউগোর পদদ্বয় ধরিয়া কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। কিন্তু সেই সময় সে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বোধ হয় হিউগোর পুত্র কন্যা আছে; সে আমার সহিত যথেষ্ট সদাচরণ করিতেছে; তবে সে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না বলিয়া আমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হয়। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেবল ঐ দরওয়াজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। হাঁ এতক্ষণে সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি; যখন হিউগো এই কক্ষে আসে তখন নিশ্চয়ই অপর কোন লোক দরওয়াজার পশ্চাতে অপেক্ষা করে—পাছে সে আমার সহিত কথোপ-কথন করে। নিশ্চয়ই সেই জন্য হিউগো কথা কহে না; কিন্তু তাহা হইলে সে আমাকে সহায়তা করিলেও করিতে পারে—কারণ আমার প্রতি তাহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে; না থাকিলে সে কখনই আমাকে কাগজ কলম আনিয়া দিত না। যদি আমার ধারণা সত্য হয় তাহা হইলে সুযোগ পাইলেই সে আমার সহিত কথা কহিবে।

কি আশ্চর্য্য! আমার এই কারাজীবনের গল্প যখন লিখি তখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি লাভ করি; কিন্তু লিখিবার উদ্দেশ্য কি? আমার মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, আমি সেই মুহূর্ত্তে তাহা বিবৃত করিয়া লিখি; এবং কাহার পদশব্দ শুনিলেই কাগজগুলি লুকাইয়া রাখি। সম্ভবতঃ যে পামর আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহারই আজ্ঞায়, অপর কোন নররাক্ষস আমার জীবন নাশ করিবে। আমি মরি ক্ষতি নাই; কিন্তু এই কাগজগুলি এক দিবস নিশ্চয়ই কোন লোকের হস্তে পড়িবে। সম্ভবতঃ

কাগজগুলি এমন কাহার হস্তে পড়িতে পারে, যিনি এই নরাধমকে নরহত্যা অপরাধে বিচারাধীন করিবেন। হায় পূর্ব্বে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি কাহাকে বলে জানিতাম না; কিন্তু পার্থিব সুখের সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে দুরবস্থার নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইলে—বিশেষতঃ বিনা কারণে—লোকের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

* * * * আর এক দিবস অতীত হইয়াছে। দুরাত্মা যখন আমার উত্তর শুনিয়া রোসকাষায়িত লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছিল, তখন আমি বাস্তবিক অত্যন্ত ভীত হইয়া ছিলাম। আমি বলিলাম "কি তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে? যে লোকের সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, দুষ্কর্ম্মের তালিকা করা দুরূহ, যাহার মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয়, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে? যে নরপিশাচ আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে?" পাপিষ্ঠ তদুত্তরে বলিল "সাবধান; আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তোমাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। তোমার স্বামী ভীম সভাকে অপমান করিয়া ছিল; উক্ত সভার আজ্ঞানুযায়ী তাহার জীবন নাশ করা হয়। বিনা দোসে ভীমসভা কাহাকে দণ্ড দেয় না।" আমি আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, সক্রোধে ও গর্জ্জন করিয়া বলিলাম "পামর, তুমি কি বলিতে চাও, যে সভা প্রথানুযায়ী বিচার করিয়া তাঁহার জীবন দণ্ড করিয়া ছিল?" দুরাত্মা আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া কর্কশ স্বরে বলিল "আমি তোমার সহিত বাক্যযুদ্ধ করিতে আসি নাই। তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমার প্রাণ হানি হইবে। আমি বলিলাম "যাঁহাকে—একমাত্র যাঁহাকে—প্রাণাধিক ভাল বাসিতাম—তিনি যখন নাই, তখন আমার জীবন ধারণ করিবার একতিলও আবশ্যকতা নাই।" দুরাত্মা কেবল মাত্র বলিল "তোমাকে তিন দিবস সময় দিলাম। পুনরায় যখন আসিব তখন খুব সাবধানে আমার প্রশ্নের উত্তর দিও।" * * * * * * অদ্য হিউগোর সহানুভূতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দেখিলাম। সে তাহার কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া সজল নয়নে বলিল "যদিও ইতিপূর্ব্বে আমি আপনার সহিত একটীও কথা কহি নাই, আপনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে আমি আপনার জন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখিত। কাউন্টের অনুচরদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী; কিন্তু কাউন্ট সতর্কতার সহিত সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি যখন এই কক্ষে আসি, তখন অন্য একজন দরওয়াজার সান্নিধ্যে অপেক্ষা করে। অদ্য সুযোগক্রমে একাকী আসিয়াছি বলিয়াই আপনার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতেছি।" আমি বলিলাম "হিউগো, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন; বল আমার কন্যা কোথায় আছে?" হিউগো বলিল "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কন্যা কুশলে আছে।"

* * * * * * * না, আর কোন আশা নাই; নরাধম নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিবে। জগদীশ্বরের নিকট এই নিবেদন, যে এই কাগজগুলি যেন আমার স্বামীর কোন বন্ধুর হস্তে পতিত হয়। এক্ষণে সুখের বিষয় এই যে আমার কন্যা কুশলে আছে; নরাধমকে তজ্জন্য আমি ধন্যবাদ দিতেছি।

মৃত্যুভয় দেখাইয়া পাপিষ্ঠ আমাকে কখন তাহার পাশব প্রস্তাবে সম্মত করিতে পারিবে না। কি ভয়ানক! আমার স্বামীর হত্যাকারীকে বিবাহ করিতে হইবে!! আর কিছুক্ষণ পরেই পামর আমার শেষ উত্তর শুনিতে আসিবে। আসে আসুক—আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

অদ্য চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখিতেছি। হিউগোর পরিবর্ত্তে অপর একজন অনুচর আহার্য্য দ্রব্য লইয়া আসিয়াছে; আমি তাহার পদদ্বয় ধরিয়া অনুনয় করিলাম, কিন্তু সে একটী বাক্যোচ্চারণও করিল না। একটী ক্ষুদ্র পক্ষী প্রতি দিবস প্রাতঃকালে ঐ জানেলায় বসিয়া তাহার সুললিত কণ্ঠস্বর শুনাইয়া আমাকে সুখী করিত; অদ্য সে পক্ষিটীও আসে নাই। বোধ হয় এই কক্ষ অচিরাৎ বধ্যভূমিতে পরিণত হইবে বলিয়া, পক্ষিটীও ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে।

আমার মস্তক ঘুরিতেছে; কি লিখিতেছি জানি না—অশ্রুপতনে কাগজখানি আর্দ্র হইয়াছে। মনে হইতেছে যে এই দুই মাস যে দুর্বিসহ নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি অদ্য তাহার অবসান হইবে। * * * * * * * * * * * * সেই অজ্ঞাত নাম্নী মহিলার ইতিহাসের অবশিষ্টাংশ থেরেসা পাঠ করিতে সক্ষম হইল না। থেরেসা ভাবিল "গল্পটি পাঠ করিলেই ইঁহাকে উচ্চ কুলোদ্ভবা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে লোক তাঁহাকে এরূপ উৎপীড়ন করিয়াছিল, সে নিশ্চয় মানব বেশধারী রাক্ষস। উঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ! পাঠ করিলে হৃৎকম্প হয়।"

শৈশবে থেরেসা কাউণ্ট ম্যানফ্রেডের চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তর জঘন্য গল্প শুনিয়া ছিল। কাউণ্ট ম্যানফ্রেডের অগ্রজ কাউণ্ট সিজিস্মণ্ড মৃগয়া করিতে গিয়া অরণ্যে ভীমসভার কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ছিলেন; সিজিস্মণ্ডের প্রিয়পত্নী কাউণ্টেস ইলডিগারডা ঐ ঘটনার কিছু পরেই আত্মহত্যা করেন; শুধু তাহা নহে—তিনি স্বহস্তে তাঁহার দুহিতার প্রাণনাশ করিয়া ছিলেন। ম্যানফ্রেডের অধীনস্থ লোকেরা এইরূপ জনরব সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া ছিল, কিন্তু কেহই সেই গল্প বিশ্বাস করে নাই। থেরেসা গল্পটি পাঠ করিয়া অনুমান করিল যে কাউণ্টেস্ ইলডিগারগাই গল্পের লেখিকা; তিনিই ম্যানফ্রেড কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ছিলেন; এবং সেই দুরাত্মাই তাহাকে গুপ্ত কারাগারে কিছুকাল রাখিয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া ছিল। ম্যানফ্রেডের চরিত্র

কলুষিত, সে ধারণা থেরেসার পূর্ব্ব হইতেই ছিল ; গল্প পাঠ করিয়া সেই ধারণা সহস্র গুণ দৃঢ়ীভূত হইল।

রাক্ষস নিবাস হইতে কি উপায়ে বহির্গত হইব এই ভাবনা থেরেসাকে অস্থির করিল। কখন ফষ্ট্ আসিবে, সেই বিষয় থেরেসা একাগ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিল।

## একাদশ অধ্যায়।

মধ্য রজনী উপস্থিত ; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ; দুর্গের ঘড়িতে গুরুগম্ভীর স্বরে এক দুই করিয়া বারটি বাজিল।

অস্থিরচিত্তে থেরেসা ফষ্টের আগমন অপেক্ষা করিতে ছিল। তাহার কক্ষের প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া ছিল, এমন সময় নিঃশব্দ পাদনিক্ষেপে ও সহাস্যে ফষ্ট্ আসিয়া বলিল "থেরেসা, দেখ আমি অঙ্গীকার পালন করিয়াছি।"

থে। প্রিয় উইল্‌হেলম্, আমি জানিতাম তুমি আসিবে, কিন্তু কি উপায়ে তুমি আমাকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইবে? দুর্গের চতুর্দ্দিকে রক্ষকেরা দিবানিশি ঘুরিতেছে ; তুমি কি করিয়া বিনা প্রতিবন্ধকতায় আমার নিকট আস বুঝিতে পারি না। ফষ্ট্, এই বিষয় আমাকে অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত করিয়াছে ; তোমাকে অনুনয় করিতেছি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

ফ। থেরেসা, অর্থের সাহায্যে কি না হয়? আমি উৎকোচ দিয়া দুর্গরক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়াছি। এক্ষণে আমার সহিত চল, আর সময় নষ্ট করিও না—ডেম্ উইন্‌ফ্রেড্ নিদ্রাভিভূত হইয়াছে।

থেরেসা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, ফষ্ট্ তাহার শীতান্তক বৃহৎ চোগা খুলিয়া থেরেসাকে আচ্ছাদিত করিল। থেরেসা যাইবার কালীন পূর্ব্বোক্ত হস্তলেখ্য সযত্নে পরিচ্ছদের ভিতরে লইয়া ছিল ; ফষ্ট্ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একতিলও ভীত হইও না ; আমার অনুগমন কর—কাহারও সাধ্য নাই যে আমাদের গতিরোধ করিতে পারে।" ফষ্ট্ অগ্রগামী হইল, থেরেসাও বিশ্বস্তচিত্তে তাহার অনুগমন করিল। বৃদ্ধা সুখে নিদ্রা যাইতে ছিল, তাহার কক্ষের পর যে দরদালান ছিল তথায় একজন সশস্ত্র সৈনিক পদচারণা করিতে ছিল। থেরেসা তাহাকে দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিল ; ফষ্ট্ তাহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া বলিল "ভয় পাইও না।" পরমুহূর্ত্তেই সে থেরেসাকে লইয়া সম্মুখস্থ সোপান শ্রেণীর নিকটে পঁহুছিল। থেরেসা দেখিল সৈনিক তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপও করিল না। আর একটী ঘটনা থেরেসাকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিল, গমনকালীন তাহাদের পদক্ষেপজনিত কোন শব্দ

শ্রুতিগোচর হইতে ছিল না, অথচ উভয়ে দ্রুতপদ বিক্ষেপে চলিতে ছিল। থেরেসার মনে এক প্রকার অবর্ণনীয় বিস্ময় উদিত হইল; তাহার মনে হইল সে অবিলম্বে মূর্চ্ছা যাইবে। ফষ্ট্ থেরেসার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল; পরমুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল; "অকারণে ভীত হইয়া ছিলাম" বোধে থেরেসা লজ্জিত হইল।

সোপান মার্গ হইতে অবতরণ করিয়া উভয়ে একটী বৃহৎ দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল; ফষ্ট্ অতি সহজে দরওয়াজা উদ্ঘাটন করিল এবং পরমুহূর্ত্তেই উভয়ে দুর্গের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন ঝটিকা অবসান হইয়াছিল; কাউণ্টের দুর্গ জ্যোৎস্নালোকে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া হাসিতে ছিল। থেরেসা প্রাঙ্গণ হইতে সেই ভীষণ দুর্গের উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকার স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া উভয়ে দুর্গের প্রধান দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ফষ্ট্ অবলীলাক্রমে দ্বারে সংলগ্ন প্রকাণ্ড লৌহ শৃঙ্খল ও অর্গল খুলিয়া থেরেসাকে বলিল "আর কোন ভয় নাই।" দুই জন প্রহরী চৌকিতে বসিয়া গল্প করিতে ছিল; তাহারা ফষ্ট্ কিম্বা থেরেসার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপও করিল না। থেরেসার মনে পুনরায় বহুবিধ সংশয় উদিত হইল। ফষ্ট্ সেই মুহূর্ত্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া দুর্গের বহির্দ্দেশে লইয়া যাইল। বাহিরে আসিয়া থেরেসা দেখিল সম্মুখস্থ পরিখা পার হইবার সেতু উপরে তুলা রহিয়াছে—পার হইবার অন্য কোন উপায় নাই। থেরেসা পুনরায় ভয়ে বিহ্বল হইল।

ফষ্ট্ তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ভয় পাইও না; নৌকার সাহায্যে পরিখা পার হইব।" থেরেসা দেখিল বাস্তবিক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে ছিল; ফষ্ট্ থেরেসাকে সযত্নে ধারণ পূর্ব্বক নৌকায় উঠিল—থেরেসা তখন সংজ্ঞাশূন্য। বিনা প্রতিবন্ধকতায় এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিবার আশা তাহার একতিলও ছিল না। মনের মধ্যে যুগপত ভয় ও আহ্লাদের উদয় হওয়াতে, থেরেসা চেতনাশূন্য হইল।

সংজ্ঞালাভ হইলে থেরেসা দেখিল তাহারা পরিখার অপর পারে পঁহুছিয়াছে; ফষ্ট্ তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "প্রিয়তমে, তুমি এক্ষণে স্বাধীন; চল তোমার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসি। অদূরে দুটী দ্রুতগামী অশ্ব রাখিয়া আসিয়াছি; অনতিবিলম্বে রজেন্থাল্ দুর্গে যাইব।"

কিছু দূর অতিক্রম করিয়া আসিয়া থেরেসা দেখিল এক স্থানে দুটী অশ্ব রহিয়াছে, কিন্তু কোন মনুষ্য তথায় ছিল না। ফষ্ট্ থেরেসাকে অশ্বপৃষ্ঠে রক্ষা করিয়া, স্বয়ং অপর অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক কশাঘাত করিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়ে অদৃশ্য হইল।

কিয়দ্দূর আসিয়া থেরেসা ফষ্টের প্রতি সরলতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "ফষ্ট্ তোমার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার মনে নানা প্রকার অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল; আমি বাস্তবিক ভয়ে বিহ্বল হইয়া ছিলাম।"

ফ। ভয়ের কারণ কি শুনিতে পাই না ?

থে। বিশেষ কারণ কিছুই ছিল না, কিন্তু—

ফ। কিন্তু কি ?

থে। না আমি বলিব না; বলিলে তুমি উপহাস করিবে।

ফ। না উপহাস করিব না; আমি জানি যে সময় বিশেষে মনুষ্য মাত্রেই কারণ অভাবেও ভীত হয়।

থে। যখন দুর্গ ত্যাগ করিয়া আসিতে ছিলাম, তখন মনে হইলে যে আমরা একটী অমানুষিক উপায়ে আসিতে ছিলাম; আমাদের পাদবিক্ষেপ জনিত শব্দ শুনিতে পাইলাম না; অধিক কি, মনে হইল তখন আমার নিশ্বাস পড়িতে ছিল না।

ফ। থেরেসা, মনে অকস্মাৎ আতঙ্কের উদয় হইলে ঐরূপ প্রায় ঘটিয়া থাকে; যাহাই হউক, এক্ষণে আমরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এ স্থানে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অগ্রসর হই চল; অর্দ্ধঘণ্টা সময়ের মধ্যে তোমার পিতার দুর্গে পঁহুছিব।

উভয়ে পুনরায় অশ্ব দুটীকে কষাঘাত করিয়া পবনবেগে গন্তব্য স্থান অভিমুখে যাইতে লাগিল। যথা সময়ে রজেন্‌থাল্ দুর্গের প্রধান দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়া থেরেসা তাহার উদ্ধারকর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ফষ্ট্, জগৎপিতা তোমার মঙ্গল করুন।" কিন্তু সে দেখিল ফষ্ট্ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। থেরেসা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি অকস্মাৎ কোন পীড়া হইয়াছে ?"

ফ। না—তাহা নহে। অকস্মাৎ একটী ক্ষোভজনক কথা মনে উদয় হওয়াতে এরূপ হইয়াছে। সে যাহাই হউক থেরেসা, এক্ষণে চলিলাম, হাঁসিমুখে বিদায় দাও। প্রবল প্রতাপশালী লর্ড রজেন্‌থাল্‌কে বলিও যে সেই নিঃস্ব ফষ্ট্ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, তোমার জনক শীঘ্রই রজেন্‌থাল্ দুর্গে একটী বৃহৎ ভোজ দিবেন; সেই উপলক্ষে দেশস্থ বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া উৎসবে যোগদান করিবেন। আমি বিনা নিমন্ত্রণে তোমার পিত্রালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিব; সেই দিবস পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

বক্তৃতা শেষ হইলে, ফষ্ট্ দুর্গ সমক্ষে একটী শিঙ্গা বাদন করিতে লাগিল; সেই মুহূর্ত্তে একজন প্রহরী দুর্গ প্রাচীরে আসিয়া বলিল, "তোমরা কে ? থেরেসা তাহার নাম

ব্যক্ত করিবা মাত্র দুর্গের দরওয়াজা উদ্ঘাটিত হইল; ফষ্ট বলিল "এক্ষণে বিদায়"। থেরেসা কোন উত্তর দিতে সক্ষম হইল না—তখন তাহার অশ্রুপতন হইতে ছিল।

থেরেসা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশে করিলে. ফষ্ট্ নিজ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অপর অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

উপরি উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে রজেন্থাল্ দুর্গনিবাসীগণ উৎসবে উন্মত্ত হইল; উইটেন্বার্গের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন।

সেই প্রাচীন দুর্গ বহুকাল পরে উৎসবের বেশবিন্যাস করিয়াছিল; দুর্গনিবাসীরা সকলেই ব্যস্ত; লর্ড রজেন্থালের সমস্ত সেনা দুর্গ প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল; ভোজগৃহ কুসম সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হাসিতে ছিল; রন্ধনশালায় নানাবিধ সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে ছিল; মদিরাগার হইতে ভৃত্যেরা আধারপূর্ণ করিয়া বহুমূল্য সুরা সংগ্রহ করিতে ছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিবার নিমিত্ত ডিউইটজ্ প্রথানুসারী একদল সশস্ত্র সৈন্যের নায়ক হইয়া দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে থেরেসা স্বীয় পদমর্য্যাদা পরিচায়ক একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ও তাহার প্রিয় সহচরীদ্বয় আইডা ও মেরিয়োকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অভ্যর্থনাগৃহে বসিয়াছিল। থেরেসা আসিবার পূর্ব্বে ষ্ণামেল্ সেই গৃহে একখানি সুন্দর কৌচের উপর বসিয়াছিল; থেরেসা আসিবা মাত্র ষ্ণামেল্ দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দেশাচার অনুযায়ী তাহার দক্ষিণ-হস্ত চুম্বন করিল। থেরেসা ও তাহার সখিদ্বয় উপবেশন করিলে পর, ষ্ণামেল্ মেরিয়ার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

থেরেসা যে কৌচে বসিয়াছিল তাহার সম্মুখের জানেলা হইতে দুর্গের তোরণ দ্বার দৃষ্টিগোচর হইত; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সেই দ্বার দিয়া ভিতরে আসিতে ছিলেন। থেরেসা সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদিগকে দেখিতে ছিল। থেরেসার মনে সুখ নাই—ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িতে ছিল; পাঠক সেই দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগের কারণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন—জনৈক অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি সেই রজনীতে দুর্গে আতিথ্য স্বীকার করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। থেরেসা তাহারই প্রতীক্ষা করিতে ছিল।

দুই তিন মুহূর্ত্ত পরেই লর্ড রজেন্থাল্ কতিপয় সম্ভ্রান্ত বন্ধু-সমভিব্যাহারে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; রজেন্থাল্ দেখিলেন তাঁহার প্রিয় দুহিতার মনে সুখে নাই; তখন তিনি তাহার নিকটে যাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "থেরেসা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে

তোমায় অভ্যর্থনা করিতে হইবে; কিন্তু তুমি বিষণ্ণ হইয়া থাকিলে সকলে কি মনে করিবে? তোমার মনে অসুখ থাকিলেও তোমাকে হাঁসিতে হইবে।

থে। পিতা, মনের ভাব গোপন করা মনুষ্যের ক্ষমতাতীত—যে পারে সে ভণ্ডতা শাস্ত্রে নিপুণ। কিন্তু আমি সকলকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিব—সে বিষয়ে কিছু মাত্র ত্রুটি হইবে না।

র। থেরেসা, সেই দুরাকাঙ্ক্ষ যুবককে না নিমন্ত্রণ করাতে তুমি অসুখী হইয়াছ—

থে। যে যুবক আপনার কন্যাকে রাক্ষসালয় হইতে উদ্ধার করে।

র। সে যে আমার মহদুপকার করিয়াছে, সে কথা আমি সহস্র বার স্বীকার করিব। পরদিবস প্রাতঃকালেই আমি ডিউইটজ্‌কে তাহার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম ও সে কি পুরস্কার প্রার্থনা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম। কাউন্টের দুর্গস্থ সমস্ত প্রহরীদিগকে সে নিশ্চয়ই উৎকোচ দান করিয়াছিল ও তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই তাহাকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সে কি উপায়ে এত অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হইল!

থে। পিতা, আমার বিশ্বাস ফষ্ট্ স্বীয় অবস্থা গোপন করিয়া আমার সহিত প্রথমে পরিচয় স্থাপন করিয়াছিল। যত দিন না আমি কোন বিশ্বাসযোগ্য বিপরীত প্রমাণ পাই, ততদিন আমার মনে এইরূপ ধারণা থাকিবে যে, ফষ্ট্ কোন কারণবশতঃ নিজের পদমর্য্যাদা গোপন করিয়া, ভিখারীর বেশ গ্রহণ করিয়াছে। পিতা, আমার স্থির বিশ্বাস যে ফষ্টের পদমর্য্যাদা আপনার অপেক্ষা উচ্চতর।

র। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত কলহ করিতে চাহি না। যে যাহার পক্ষপাতী সে তাহার দোষ গুণ যথার্থ বিচার করিতে কখনই পারে না। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণাই যথার্থ। সে যাহাই হউক, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি; আমার সামাজিক পদমর্য্যাদা আছে, তাহার কিছুই নাই; আমার প্রচুর অর্থ আছে, সে নিঃস্ব; কিন্তু সে আমার একটী মহদুপকার করিয়াছে; আমিও সেই নিমিত্ত ডিউইটজ্‌কে তাহার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম। কিন্তু সেই উদ্ধত যুবক প্রত্যুত্তরে বলিয়াছে "ডিউইটজ্, তোমার প্রভুকে বলিও যে তিনি আমার পূর্ব্ব দোষ ক্ষমা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি না; তিনি ভবিষ্যতে আমার উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু আমি তাঁহার নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করি না।" আমার স্থির বিশ্বাস হতভাগার মস্তিষ্ক দোষস্থ হইয়াছে—নচেৎ এ প্রকার অসার কথা কহিতে সাহস করিত না।

লর্ডের কথা শেষ হইবা মাত্র জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "উইটেন্‌বার্গ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মান্যবর মেসার কার্চার আসিয়াছেন।"

মেসার কার্চারের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ হইবে; মুখাকৃতি সুন্দর; কিন্তু তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ শঠতাপূর্ণ এবং ওষ্ঠপ্রান্তে এক প্রকার অভিনব ধরণের হাঁসি; সে হাস্য নিষ্ঠুরতা পরিচায়ক।

প্রধান বিচারপতি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র, লর্ড রজেন্থাল্ তাঁহার পদোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, গৃহের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন "আপনি জানেন যে আপনি যে হতভাগাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে কোন অমানুষিক উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে থেরেসা এখনও তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসে। থেরেসা বাস্তবিক মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে।

লর্ডের কথা শুনিয়া মেসার কার্চারের মুখাকৃতিতে যে ক্রূরভাব স্বভাবতঃ বিরাজ করিত তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল ও তৎপরিবর্ত্তে ভীতিসূচক ভাব লক্ষিত হইল। তিনি কেবল বলিলেন "লর্ড রজেন্থাল্, সে যুবকের সম্বন্ধে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ক্ষমতা বা সাহস নাই।"

র। তাহাকে পুনরায় কোন শাস্তি দিতে অনুরোধ করিতেছি না; সে থেরেসাকে কাউন্টের দুর্গ হইতে উদ্ধার করিয়া আমার মহদুপকার করিয়াছে; কিন্তু তাহাকে উইটেন্বার্গ হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

কা। যদি কেহ এই সসাগরা ভূমণ্ডল আমাকে দান করে, তথাপি আমি তাহার সংস্রবে থাকিতে পারিব না। আপনি কি জানেন না যে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া, সে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভীকচিত্তে রাজপথে বেড়াইতেছে? ফষ্ট্ আমাদের বিচারালয় ও ক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। সুতরাং আপনার জানা উচিত যে কোন বিশেষ গূঢ় কারণ না থাকিলে, তাহাকে এরূপ যথেচ্ছচারিত্বের সহিত কার্য্য করিতে দিতাম না।

র। সে কারণ কি জানিতে পারি?

কা। আমার মৃত্যু শয্যায় যদি আমার গুরু আসিয়া ঐ প্রশ্ন করেন তথাপি প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাহস হইবে না।

প্রধান বিচারপতি ফষ্টের সম্বন্ধে কথোপকথন শেষ করিবার অভিপ্রায়ে, অভ্যর্থনা গৃহের অন্য একদিকে গমন করিলেন; লর্ড রজেন্থাল্ও কতিপয় নবাগত সম্ভ্রান্ত লোককে অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রায় একশত সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইল; কতিপয় উচ্চ কুলোদ্ভবা যুবতী সৌন্দর্য্যের ছটায়, সমাগত সকলেরই নয়ন আকর্ষণ করিতে ছিলেন,—কিন্তু থেরেসার রূপ ও স্বর্গীয় মুখকান্তি সকলকেই বিমোহিত করিয়াছিল।

যথা সময়ে জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া সকলকে ভোজগৃহে আসিতে অনুরোধ করিল; প্রধান বিচারপতি থেরেসার হস্ত ধারণ করিলেন; অপর সকলে আপন আপন

পদমর্য্যাদানুসারে এক একজন মহিলাকে সমভিব্যহারে লইয়া ভোজগৃহ অভিমুখে যাই-লেন। হামেল থেরেসার প্রিয় সহচরী মেরিয়ার সঙ্গী হইল।

বলা বাহুল্য, ভোজগৃহ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও আলোকিত হইয়াছিল; মেজের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে রাশি রাশি সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত ছিল।

লর্ড রজেন্থাল্ সর্ব্ব প্রধান আসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার দক্ষিণে থেরেসা উপবেশন করিল। ফষ্ট্ বিনা নিমন্ত্রণে আসিবে অঙ্গীকার করিয়া ছিল; থেরেসা একে একে সকলকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু ফষ্ট্কে দেখিতে পাইল না। তাহাকে না দেখিতে পাইয়া থেরেসার হৃদয় ব্যথিত হইল, কিন্তু একটী কারণে থেরেসা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিল; কারণ তাহার ধারণা ছিল যে ফষ্ট্ তথায় উপস্থিত হইলে, তাহার জনক ক্রুদ্ধ হইবেন ও সম্ভবতঃ সকলের সমক্ষে তাহাকে তিরস্কার ও অপমান করিবেন।

চার্লস্ হামেল্ জারম্যান সাম্রাজ্যের প্রধান সচিবের নিকট হইতে লর্ড রজেন্থালের নামে পত্র আনিয়া ছিলেন; পাছে সেই পত্রের অপমান করা হয়, সেই কারণ রজেন্থাল্ কিছুতেই অতিথিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন নাই। তৎপূর্ব্বে হামেলের সহিত তাঁহার পরিচয় বা সাক্ষাৎ হয় নাই; তবে রজেন্থাল্ জানিতেন যে তাঁহার অতিথি নিশ্চয় উচ্চবংশজ। কিন্তু হামেল্ আপনার পদমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া সমাগত সম্ভ্রান্ত লোক-দিগের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া, মেজের এক প্রান্তে মেরিয়ার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

আহারকালীন সকলেই নানা বিষয়ক গল্প করিতে ছিল; কিন্তু হামেল্ মেরিয়ার সহিত মৃদুস্বরে প্রেমোচ্ছাস পূর্ণ গল্প করিতে ব্যস্ত! মেরিয়াও নিবিষ্টচিত্তে তাহার কথা শুনিতে ছিল। ক্রমে অধিক মাত্রায় সুরাপান আরম্ভ হওয়াতে সকলেই উল্লাসিত হইল; হামেল্ও মেরিয়ার প্রতি কেহ দৃষ্টি নিক্ষেপও করিল না; তাহারাও সুযোগ পাইয়া মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গল্প করিতে লাগিল। হামেল্ বলিল "অতি অল্প দিন হইল তোমার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার নম্র স্বভাব আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। মেরিয়া, আমি তোমাকে ভালবাসি; দুঃখের মধ্যে আমার ধনরাশি নাই, উচ্চ-বংশের গৌরব নাই; তবে আমার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে, যাহার সাহায্যে পরের দ্বারস্থ না হইয়া স্বাধীনভাবে দিনাতিপাত করিতে পারি। আর এক কথা—আমার নাম কখন কলঙ্কিত হয় নাই।

থে। মেসায় হামেল্, আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার অভিলাস ব্যক্ত করিয়া, তুমি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছ; কিন্তু স্মরণ রাখিও, আমি পিতৃ মাতৃ হীন; আমি শৈশবে সেই অবস্থায় জনৈক কৃষকের দ্বারা পালিত হই। লেডি থেরেসার মাতা দয়া করিয়া আমাকে——

শ্যা। চুপ—মেরিয়া, এখনও যদি তুমি সেই কৃষকের পর্ণ-কুটীরে বাস করিতে, এবং আমি যদি এই সাম্রাজ্যের রাজপরিবারের একজন রাজপুত্র হইতাম, তথাপি আমি আহ্লাদের সহিত তোমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতাম। এক্ষণে বল, তুমি এই সামান্য লোককে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ কি না?

মেরিয়া প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না—সে সময় তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু শ্যামেলের প্রতি সে এরূপ পবিত্র প্রেমপূর্ণ সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, যাহার দ্বারা শ্যামেল্ স্পষ্ট বুঝিল যে তাহার সহিত সম্মিলীত হইতে মেরিয়ার এক তিলও আপত্তি ছিল না। প্রেমিকদিগের ভাষা স্বতন্ত্র—কারণ তাহারা মনোগত ভাব বিনা লেখনী ও বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারে।

মেরিয়ার মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হইয়াছিল; আহ্লাদ, ভয় ও ভবিষ্যতের আশা ভরসা তাহাকে চিন্তা সাগরে ডুবাইতে ছিল; ভোজগৃহের জনতা তাহার ভাল লাগিল না—মেরিয়া শ্যামেলকে কিছু না বলিয়া অকস্মাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যুবক প্রেমমুগ্ধ হইয়া মেরিয়ার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে ছিল, এমন সময় একজন লোক তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিল; শ্যামেল্ ফিরিয়া দেখিল তাহার পার্শ্বের চৌকিতে যে ব্যক্তি বসিয়া ছিল, সে নাই, কিন্তু একজন যুবক সেই চৌকিতে বসিয়া রহিয়াছে; যুবকের সৌন্দর্য্য ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ তাহাকে আকৃষ্ট করিল; আগন্তুক সহাস্যে ও নিম্নস্বরে বলিল "আপনি মেরিয়াকে নিশ্চয় ভালবাসেন!"

শ্যা। (সক্রোধে) আপনার সে বিষয় জানিবার কি অধিকার আছে?

যু। অধিকার না থাকিলে এরূপ অভদ্রোচিত প্রশ্ন করিতাম না। সে যাহা হউক আপনার স্মরণ থাকিতে পারে কিছু পূর্ব্বে আপনি একটী ঘোর বিপদে পড়িয়া ছিলেন—অধিক কি আপনার জীবন নাশ হইবার এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ছিল না। সেই সময় কোন লোক আপনাকে রক্ষা করিয়া ছিল। আপনি কি তাহার নিকট ঋণী নহেন?

শ্যা। নিশ্চয়; যদি আপনার সহিত তাঁহার পরিচয় থাকে——

শ্যা। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে বাধিত হইব। এই দুর্গের প্রাচীরে সেই ব্যক্তিই দ্বিতীয় বার আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

শ্যা। তিনিই কি আমাকে দ্বিতীয় বার মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন?

যু। হাঁ তিনিই দুইবার আপনাকে রক্ষা করেন।

শ্যা। আমি তাঁহার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন তিনি কে?

যু। আপনি ইচ্ছা করিলেই এই মুহূর্ত্তে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন।

শ্যা। বলুন আমার জীবনদাতা কোথায়? বলুন তিনি কে? আমি যে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি ও আমি যে নিজের প্রাণ দিয়াও তাঁহার

উপকার করিতে প্রস্তুত আছি, তাহার অকাট্য প্রমাণ এই দণ্ডে দিতে প্রস্তুত আছি।

যু। আপনি যখন মেরিয়ার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন ও তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন, তখন আপনি অতি সহজেই সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন। আমিই দুই বার আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম।

হ্যা। মহাশয়, তবে আর বিলম্ব করিবেন না—শীঘ্র বলুন কি করিলে আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আপনার প্রত্যুপকার করিতে পারি।

যুবক তখন সহাস্যে পরিচ্ছদের ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া হ্যামেল্‌কে বলিল, "এইখানি পাঠ করুন।" পাঠান্তে হ্যামেল্ বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টে যুবককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবক বলিল "আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই সত্য, কিন্তু আপনি কে তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি দুইবার আপনাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছি, যদি আপনি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কাগজে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া দিন; আমার এই অনুরোধে স্বার্থ আছে সত্য, কিন্তু আপনি আমার এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিলে, আমি প্রত্যুপকৃত হইব। হ্যামেল্ বলিল "স্বাক্ষর করিতে আমার এক তিলও আপত্তি নাই; কিন্তু আমার কক্ষে আসুন—এখানে লেখনী কিম্বা মসীপাত্র নাই।

যু। আমার নিকট লিখিবার সরঞ্জাম সমস্ত আছে।

হ্যা। কিন্তু সকলে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিবে। বিশেষতঃ ভোজগৃহে কাগজ কলমের ব্যবহার করিতেছি দেখিলে, লর্ড রজেন্থাল্ ভাবিবেন যে আমরা উভয়ে সময় অনুপযোগী কার্য্য করিতেছি।

যু। ভুল, ভুল,—প্রধান বিচারপতি একটী গল্প বলিতেছেন, অপর সকলে নিবিষ্ট-চিত্তে গল্প শুনিতেছে; আমাদের প্রতি একজনও চাহিয়া দেখিতেছে না।

হ্যামেল্ তখন বিনা আপত্তিতে কাগজের নিম্নদেশে কি লিখিয়া যুবককে কাগজ প্রত্যর্পণ করিল; আগন্তুক কাগজখানি জনৈক লোকের হস্তে দিল। হ্যামেল্ বলিল "ও ব্যক্তি কে?" যুবক বলিল "ও ব্যক্তি আমার ভৃত্য।"

হ্যামেল্ যুবককে আর একটী প্রশ্ন করিতে উপক্রম করিয়াছে মাত্র, এমন সময়, ভোজগৃহের এক দিক হইতে ভীতিসূচক ও কর্ণবধীরকারী চীৎকার হইল; লর্ড রজেন্থাল্ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—উপস্থিত সকলেই স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উৎসবে কোন ব্যাঘাত ঘটিলে লোক মাত্রেই বিরক্ত হয়; রজেন্থাল্ দুর্গবাসীরা উৎসবে মাতিয়া ছিল, কিন্তু একটী ঘটনা হওয়াতে তাহাদের আনন্দে ব্যাঘাত জন্মিয়া ছিল। সে ঘটনাটি কি বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বের কথা কিছু বলা আবশ্যক। ফ্রামেল্ ও মেরিয়া মেজের এক প্রান্তে বসিয়াছিল; অপর প্রান্তে প্রধান বিচারপতি, লড রজেন্থাল্ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বসিয়াছিলেন। থেরেসা সহাস্যে সহিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত কথা কহিতে ছিল—কিন্তু সে হাস্য মৌখিক। ফ্রষ্ট্ ভোজগৃহে আসিবে কি না ও আসিলে লর্ড রজেন্থাল্ তাহাকে অপমান করিবেন কি না, এই দুই বিষয় তাহার কোমল অন্তঃকরণে হলাহল ঢালিয়া দিতে ছিল।

প্রধান বিচারপতি সুরাপান করিতে ব্যস্ত ছিলেন; অন্যান্য লোকও দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহাকে অনুকরণ করিতে ছিল; পান করিতে করিতে মেসার কার্চ্চারের হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটিত হইল—তখন তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি একটী চমৎকার গল্প জানি; যদি কাহার আপত্তি না থাকে গল্পটী বলিতে ইচ্ছা করি।"

লর্ড রজেন্থাল্ বলিলেন "আপনি যে গল্প বলিবেন তাহা শুনিতে কে আপত্তি করিবে? আপনি গল্প বলিলে আমরা অনুগ্রীহিত হইব।" রজেন্থালের কথা শুনিয়া সকলে এককালে নিস্তব্ধ হইলে, মেসার কার্চ্চার নিম্নলিখিত গল্পটী বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি ভিয়েনার সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে নোটারির কার্য্য করিতাম। জারম্যান্ সাম্রাজ্যের সমস্ত পুরাতন সেরেস্তা দলিল ও অন্যান্য কাগজ পত্রাদি আমার নিকটে থাকিত; প্রায় এক বৎসর কাল ঐ কার্য্য করিবার পর, এক দিবস সন্ধ্যাকালে, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের ভ্রাতা আর্ক্ ডিউক্ চার্লস্ আমাকে তাঁহার প্রাসাদে আহ্বান করিয়া পাঠান। একটী সুসজ্জিত হলে আর্ক্ ডিউক্, প্রধান সচিব ও অপর কতিপয় সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী বসিয়া ছিলেন; আমি তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে আর্ক্ ডিউকের প্রিয়পত্নী সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়াছেন ও উপস্থিত সকলে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অপেক্ষা করিতেছেন। রাজপরিবারের সন্তান সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইলে আমাকে রেজেষ্টারীতে লিখিয়া রাখিতে হইত। যে সুপ্রশস্ত হলের কথা বলিলাম তাহার তিনটী দরজা ছিল; যে সোপানমার্গ অতিক্রম করিয়া উপরের তালায় যাওয়া যায়, তাহার সম্মুখেই প্রথম দরওয়াজা; দ্বিতীয় দরওয়াজা দিয়া আর্ক্ ডাচেসের কক্ষে ও তৃতীয় দিয়া সূতিকাগারে যাওয়া যায়।

জারম্যানদেশে কোন রাজপুত্র কিম্বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে, কতকগুলি নিয়মাবলী পালন করিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, ধাত্রী নবপ্রসূত সন্তানকে পার্শ্বস্থ কক্ষে সমাগত সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট লইয়া যায়। তাহার পর নোটারিকে রেজেষ্টারীতে শিশুর জন্মের সময়, অবয়ব, মুখাকৃতি প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিতে হয়। নোটারির কার্য্য শেষ হইলে ধাত্রী শিশুকে পুনর্বায় সূতিকাগারে লইয়া যায়। সূতিকাগারের দ্বারে একজন সম্ভ্রান্ত সৈনিককে সমস্ত রজনী প্রহরীর কার্য্য করিতে হয়। যদি সেই সৈনিক সতর্কভাবে না থাকে, কিম্বা নিদ্রা যায় তাহা হইলে তাহাকে সমুচিত দণ্ড পাইতে হয়। সৈনিককে প্রহরীর কার্য্য করিতে দিবার উদ্দেশ্য এই যে নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র সৈনিকের তত্ত্বাবধারণে থাকিয়া যথা সময়ে সমরপ্রিয় ও রণকুশল হইবে।

প্রাতঃকালে প্রাসাদের সম্মুখে দুর্গস্থ সমস্ত সেনাগণ সমবেত হয়। যে সৈনিক রজনীতে প্রহরীর কার্য্য করে—সে নবজাত শিশুকে হস্তে ধারণ করিয়া উপরের জানেলা হইতে সমাগত সৈন্যবর্গকে দেখায় এবং সেই সময় দুর্গ হইতে কর্ণবধীরকারী কামানের আওয়াজ হইতে থাকে।

আপনারা যাহাতে আমার গল্প ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, সেই জন্য আমি পূর্ব্বোক্ত দেশাচারের কথা বিস্তারিত করিয়া বলিলাম। যে দিবসের কথা বলিতেছি সেই দিবস আমরা সকলে রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বোক্ত হলে প্রায় এক ঘণ্টা কাল নিস্তব্ধে বসিয়া রহিয়াছি এমন সময় প্রধান ভিষক আসিয়া বলিলেন, "ইম্পিরিয়াল্ হাইনেস্ আর্ক্ডাচেস্ একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন।" আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমি সর্ব্বজন প্রিয় ও সর্ব্বজন প্রশংসিত আর্ক্ডিউক্ লিওপোল্ডের জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি।

র। (সগর্ব্বে) যে রাজকুমার অতি শীঘ্রই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। জনকের কথা শুনিয়া থেরেসা একটী দীর্ঘোচ্ছাস ত্যাগ করিল।

প্রধান বিচারপতি পুনরায় গল্প বলিতে লাগিলেন; আর্ক্ডিউক্ চার্লস্ পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে নিজ অঙ্গুলী হইতে একটী বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরী লইয়া ভিষকরাজকে পারিতোষিক স্বরূপ দিলেন। উপস্থিত সকলেই নবপ্রসূত রাজকুমারের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ধাত্রী রাজশিশুকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের সমক্ষে লইয়া আসিল। আমার কার্য্য আমি শীঘ্র সম্পন্ন করিলাম। আর্ক্ডিউক্ নবজাত রাজকুমারকে অনিমিষদৃষ্টে দেখিতে ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রথানুযায়ী দুর্গে একজন দূত প্রেরিত হইল; দুর্গাধ্যক্ষ কিছুক্ষণ পরে একজন সৈনিককে সূতিকাগারের দ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন।

সৈনিকের নাম আল্‌রিক্ কাইনিস্ ; কাইনিস্ হাঙ্গেরি দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে।

কাইনিস্ দেখিতে সুশ্রী—সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ—কিন্তু কেন বলিতে পারি না—তাহাকে দেখিয়াই আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না ; সে কখন আমার কোন অপকার করে নাই—কিন্তু তাহাকে দেখিবা মাত্র আমার মনে নানাবিধ অবর্ণনীয় সংশয় উদিত হইল।

যথা সময়ে ধাত্রী রাজশিশুকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করিল—আল্‌রিক্ কাইনিস্‌ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দাঁড়াইল।

সেই রজনীতেই রাজপ্রাসাদে উৎসবের সহিত ভোজ হইল। আমি ভোজগৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া, সূতিকাগার অভিমুখে যাইলাম- সকলের তথায় যাইবার অধিকার ছিল না। সূতিকাগার দ্বারে কাইনিস্‌কে দেখিতে না পাইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম কাইনিস্ কি দুঃসাহসিক ! কারণ তাহার বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হইলে, সম্রাট তদ্দণ্ডেই তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিবেন। যাহাই হউক আমি নিঃশব্দে সূতিকাগার দ্বারে আসিলাম। বহির্দ্দেশ হইতে শুনিতে পাইলাম, ভিতরে দুই তিন জন নিম্নস্বরে ও সতর্কভাবে সহিত পরামর্শ করিতেছে ; রাজভিষক বলিল "মধ্য রজনীতেই কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে।" বৃদ্ধা ধাত্রী বলিল "হাঁ সেই সময় সকলেই নিদ্রিত হইবে।" কাইনিস্ বলিল "কিন্তু আমি পুরস্কার না পাইলে সম্মত হইব না।" ভিষক বলিল "এই যে বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়ক অদ্য সম্রাট আমাকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছেন, ইহা তোমার হইবে।" কাইনিস্ বলিল "তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে ; সূতিকাগারে প্রহরীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি সেনাপতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলে পর আপনি আমার নিকট এই প্রস্তাব করেন ; আপনার স্মরণ থাকিবে আমি তখন বলিয়াছিলাম যে, প্রচুর অর্থ পাইলে আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হইব।" ভিষক বলিল "কাইনিস্, যে মুহূর্ত্তে দেখিব তুমি-- বদল করিতে সক্ষম হইয়াছ-- যে মুহূর্ত্তে দেখিব তুমি আমার ভগ্নীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে এই বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়ক দিব ; নিশ্চয় জানিও আমার কথা অন্যথা হইবে না।"

আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ; আমি আর সে স্থানে দাঁড়াইতে সক্ষম হইলাম না। প্রধান বিচারপতির গল্প এতক্ষণে শ্রোতৃবৃন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—সকলেই গাঢ় মনোযোগের সহিত গল্প শুনিতে ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় পূর্ব্বে যে ব্যাঘাতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ব্যাঘাত ঘটিল। লর্ড বজ্রেনথাল যে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার পশ্চাত হইতে এক ব্যক্তি সবেগে আসিয়া সম্মুখস্থ মেজের উপর একখানি

তরবারি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল—তরবারির হাতল রজ্জুবেষ্টিত! লর্ড রজেন্‌থাল্ রোষ কষায়িত লোচনেও উচ্চস্বরে বলিলেন "যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে সে নিশ্চয়ই দুঃসাহসিক। যাহাই হউক, আমার আজ্ঞা এই যে, দুর্গের সমস্ত দ্বার অবিলম্বে বন্ধ করা হউক,—সেই পামর যেন কোন উপায়ে পলায়ন করিতে না সক্ষম হয়।" তাঁহার কথা শেষ হইবা মাত্র শত শত অনুচর চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তরবারির হাতলে একখানি লিপি সূত্র সংলগ্ন ছিল; তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টি কথা লিখিত ছিল——

এই তরবারি ও রজ্জুর দিব্য—রবিবার মধ্য-রজনীতে ওয়ালেনষ্টিন্ পর্ব্বতের উপর যে নেবুগাছ আছে তাহার নিকট একাকী ও নিরস্ত্র আসিবে। সাবধান যেন অন্যথা না হয়। "† † †"

ভীমসভার আহ্বান পত্র পাঠ করিয়া লর্ড রজেন্‌থাল্ চতুর্গুণ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যে যেকেহ এই দুরাচারকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, আমি তাহাকে তাহার আশাতীত পুরস্কার দিব। আমার ক্ষমতায় যতদূর ও যাহা কিছু আছে—আমি তাহা পুরস্কার স্বরূপ দিতে এক তিলও ক্ষুণ্ণ হইব না।"

ক্যামেলের পার্শ্বে যে যুবক বসিয়াছিল, সে উঠিয়া বলিল—"আমি সেই পামরকে ধরিয়া আনিব।"

র। কে কষ্ট্? আচ্ছা—আমার কোন আপত্তি নাই।

থে। কষ্ট্! সেই সময় থেরেসার কোমল অন্তঃকরণে কত প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল কে বলিতে পারে?

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উৎসবে পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাত ঘটাতে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যৎপরোনাস্তি উত্তেজিত হইয়া ছিলেন। সকলের দৃষ্টি কষ্টের প্রতি——চার্লস্ ক্যামেল্ সেই দিবস তাহার উদ্ধারকর্ত্তার নাম জানিতে পারিল। কষ্ট্ সকলকে স্ব স্ব আসনে বসিতে অনুরোধ করিয়া ভোজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সকলেই নিস্তব্ধ; কিয়ৎক্ষণ ভোজগৃহ জনশূন্য বোধ হইতে লাগিল। পাঁচ মিনিট অতীত হইলে, কষ্ট্ প্রত্যাগমন করিয়া বলিল "লর্ড রজেন্‌থাল্—আমি সেই দুরাচারকে ধৃত করিয়া আপনার সৈনিকদিগের জিম্মায় রাখিয়াছি"।

র। তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র; আমি অবিলম্বে অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য্য করিব, কিন্তু প্রথমে এই পামরকে উচিত মত শাস্তি দিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে প্রধান বিচারপতি মহাশয় এই স্থানে উপস্থিত আছেন। আমি তাঁহাকে দুই একটী

প্রশ্ন করিব। কি সাহসে ভীমসভা দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এইরূপে পত্রদ্বারা আহ্বান করে? সভার ক্ষমতা কি? সভার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আমরা কতদূর বাধ্য?

প্র—বি। জারম্যান্ সাম্রাজ্যের অনুমোদিত ধর্ম্মাধিকরণ ব্যতীত অপর কোন স্থানে কোন লোকের বিচার হইতে পারে না। ভীমসভার যথেচ্ছাচারিত্ব অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। সভার সভ্যগণ নিশ্চয় আমাদের প্রিয় সম্রাটের শত্রু।

র। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি কাউন্ট ম্যানফ্রেড এই লিপির লেখক। সেই পামর আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে না পারিয়া অবশেষে ভীমসভার সাহায্য লইয়া আমার প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিতেছে। (প্রধান বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া) আপনি বলুন যে দুরাচার পত্র লইয়া আসিয়াছে তাহাকে কি শাস্তি দান করিব!

প্র—বি। (ফষ্ট্‌কে) যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে সেই যে পত্রবাহক তাহার প্রমাণ কি?

ফ। সে সগর্ব্বে বলিতেছে যে, সে পত্র লইয়া আসিয়াছে। তদ্‌ব্যতীত তাহার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে ভীমসভার কতিপয় উচ্চপদস্থ সভ্যকর্ত্তৃক লিখিত পত্র ও দলিলাদি পাওয়া গিয়াছে।

প্র—বি। তাহা হইলে তাহাকে ভিতরে আনিবার প্রয়োজন নাই। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের সমক্ষে সেই গুপ্তহন্তা নরপিশাচকে আনিবার আবশ্যকতা নাই। (রজেন্‌থালকে) আপনি স্বচ্ছন্দে সেই পামরকে দুর্গের তোরণ দ্বারে ফাঁশি দিতে আজ্ঞা দিন। তাহার চরম দেখিয়া সভার অপর সভ্যগণ বুঝিতে পারিবে যে ভীমসভার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে ঘোরবিপদে পতিত হইতে হয়।

র। (সৈন্যাধ্যক্ষকে) ডিউইটজ্. তুমি এই মুহূর্ত্তে প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে চাও। ইতস্ততঃ করিও না—চিন্তা করিও না—এক তিলও দয়া প্রকাশ করিও না—যাও শীঘ্র যাও।

প্র—বি। না—কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করিও না। আর এই স্থানে যদি সেই পৈশাচিক সভার অন্য কোন সভ্য উপস্থিত থাকে, সে যেন এই হতভাগার চরম দেখিয়া অদ্য হইতে সাবধান হয়। ডিউইটজ্ মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া গেল। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনও সেই হতভাগার পক্ষ অবলম্বন করিয়া একটীও কথা কহিতে সাহস করিলেন না। কেবল লেডি থেরেসা তাহার জনকের প্রতি দয়ার্দ্র দৃষ্টি পাত করিতে লাগিল, কিন্তু গর্ব্বিত লর্ড রজেন্‌থাল্ ভ্রুকুটি করিয়া ইঙ্গিত করাতে, থেরেসা মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। রজেন্‌থাল্ তখন ফষ্ট্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি শপথ করিয়া ছিলাম যে, যে কেহ ইহাকে ধৃত করিবে আমি

তাহাকে পুরস্কার দিব ; আমি শপথ অনুযায়ী কার্য্য করিব। সকলে দেখুক যে লর্ড রজেন্থাল্ প্রয়োজন মতে শাস্তি ও পুরস্কার দান করিতে সদাই প্রস্তুত। কিন্তু তোমার স্মরণ থাকিবে আমার অঙ্গীকার সীমাবদ্ধ অর্থাৎ——

ফ। আপনি বলিয়া ছিলেন "আমার ক্ষমতায় যতদূর ও যাহা কিছু আছে তাহা পুরস্কার স্বরূপ দিতে আমি এক তিলও ক্ষুণ্ণ হইব না।

র। তোমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। ইতিপূর্ব্বে তুমি লেডি থেরেসাকে দুরাত্মা কাউণ্ট ম্যানফ্রেডের দুর্গ হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলে। তজ্জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। এক্ষণে তুমি কি পুরস্কার পাইলে সন্তুষ্ট হইবে শীঘ্র বল ?

ফ। পুরস্কার প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে আর একটী বিষয় উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। যে দিবস কাউণ্ট ম্যানফ্রেডের সৈন্যবর্গ আপনার দুর্গ আক্রমণ করে, সেই দিবস জনৈক অশ্বারোহী আসিয়া আপনাকে সাহায্য করিয়াছিল। সে ব্যক্তি না আসিলে আপনাকে নিঃসন্দেহ যুদ্ধে পরাজিত হইতে হইত।

র। হা হা হা হা—যুবক—তুমি নিশ্চয় কোন সূত্রে সেই অশ্বারোহীর গল্প শুনিয়াছ। তুমি কি বলিতে চাও যে তুমিই সেই ব্যক্তি ? তুমি নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

ফ। আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না। আমিই যে সেই ব্যক্তি তাহার শত শত অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি। অধিক দূর যাইতে হইবে না। (হ্যামেলকে সম্বোধন করিয়া) মহাশয়, আপনি যদি এই সম্বন্ধে কিছু জানেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

হ্য। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ইঁহারই বাহুবলে দুইবার আমার জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

র। (অনিচ্ছার সহিত) যুবক, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছ। তুমি তিনবার আমার পরম উপকার করিয়াছ। এক্ষণে কি পুরস্কার প্রত্যাশা কর শীঘ্র বল—বিলম্ব করিও না। আমি ঋণবদ্ধ থাকিতে চাহি না।

ফ। উত্তম কথা। উপস্থিত সকলে শ্রবণ করুন—যিনি পরাজিত হইয়াও আমার বাহুবলে তাঁহার শত্রুকে পদদলিত ও ছিন্নভিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন—যাঁহার কন্যার সতীত্ব নাশ ও জীবননাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল, এবং যিনি বিনা যুদ্ধে সেই এক মাত্র প্রিয় দুহিতাকে ফিরিয়া পাইয়াছেন—এই সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে ভীমসভার জনৈক দুর্বৃত্ত গুপ্তচর যাঁহার দুর্গে অবলীলা ক্রমে প্রবেশ করিতে সাহস করিল—এবং যিনি আমার সহায়তায় সেই দুরাচারকে শাস্তি দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন——তিনি যদ্যপি প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহার দুহিতাকে আমাকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে কি তিনি প্রচুর প্রত্যুপকার করিবেন ? আমার প্রার্থনায় অতিরিক্ততা দোষ আছে কি না আপনারা বিচার করুন।

র। (বিরক্তির সহিত) আমি স্বীকার করিতেছি তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ, কিন্তু স্মরণ রাখিও আমার প্রতিজ্ঞা সীমাবদ্ধ——

ফ। মহাশয়, তিনটী কারণ থাকায় আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক। আমি নিঃস্ব, প্রথম কারণ; দ্বিতীয়, লেডি থেরেসা আমাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইতে পারেন; তৃতীয়, তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

র। (সাহ্লাদে) তোমার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার বিপক্ষের উকিল ও তোমার বিরুদ্ধে এরূপ তর্ক করিতে পারে না।

ফ। অপেক্ষা করুন। ভিয়েনার অনতিদূরে অরোনার জগদ্বিখ্যাত দুর্গ স্থিত; সেই দুর্গের চতুর্দ্দিকে যোজনব্যাপী স্বর্ণগর্ভা ভূখণ্ড। সেই ভূসম্পত্তির সহিত আপনার সম্পত্তির তুলনা হয় না। যিনি সেই ধনরাশির অধিকারী তাঁহার উপাধি "কাউন্ট" এবং তিনি সমগ্র জারম্যান্ সাম্রাজ্যের ধনবান ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন গণনীয় ব্যক্তি—আপনি একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?

র। তুমি অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছ কেন? আমি জানি যে কাউন্ট অফ্ অরোনার উত্তরাধিকারী না থাকায় সেই বিপুল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বিষয় ও উপাধি ক্রয় করিতে পারে এরূপ লোক জারম্যানিতে একজনও নাই।

ফ। (সগর্ব্বে) যে নিঃস্ব যুবক মহাশয়ের সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই ভিক্ষুকই উক্ত সম্পত্তির অধিকারী। (প্রধান বিচারপতিকে) মহাশয়, আপনি পূর্ব্বে চ্যানসারীতে নোটারীর কার্য্য করিতেন। এই দলিল খানি অনুগ্রহ করিয়া দেখুন।

প্র—বি। (পাঠান্তে) দলিলে সম্রাটের স্বাক্ষর রহিয়াছে! আমি তাঁহার স্বাক্ষর ও মোহর সহস্র বার দেখিয়াছি।

র। কাউন্ট অফ্ অরোনা—আপনি এই রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। আপনি আমার প্রথম আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন; সম্ভবতঃ আমার কন্যাও আপনাকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে না; কিন্তু আমার তৃতীয় আপত্তি কিরূপে খণ্ডন করিবেন?

ফ। আর্কডিউক্ লিওপোল্ড আপনার দুহিতাকে বিবাহ করিবেন না।

র। কি! মিথ্যা কথা।

ফ। এখনই প্রমাণ দিতেছি। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে বোধ হয় জানেন যে কিছুকাল পূর্ব্বে আমি বিনা অপরাধে কারানিক্ষিপ্ত হইয়া ছিলাম কিন্তু কোন লোক দয়া করিয়া আমাকে কারামুক্ত করেন। তাঁহার অর্থরাশি স্তূপাকার করিলে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চতর হয়। আমাকে কারামুক্ত করিয়াই তিনি ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তিনিই আমার নিমিত্ত অরোনার কাউণ্টি ক্রয় করেন। ভিয়েনায় আর্ক্‌ডিউক্ লিওপোল্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

আর্ক্‌ডিউক্ স্বয়ং তাঁহাকে লর্ড রজেন্‌থাল্‌কে একখানি পত্র দিতে অনুরোধ করেন। পত্রবাহক এই গৃহেই রহিয়াছে। কাউণ্টের কথা (আর ফষ্ট্ নহে) শেষ হইবা মাত্র এক ব্যক্তি দ্রুত পাদনিক্ষেপে আসিয়া রজেন্‌থালের হস্তে একখানি পত্র দিল। রজেন্‌থাল্ গাঢ় মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বিরক্তির সহিত পত্রখানি মেজের উপর ফেলিয়া বলিলেন "আর্ক্‌ডিউক্ স্বেচ্ছায় সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতেছেন।" প্রধান বিচারপতি পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন "আর্ক্‌ডিউক্ এরূপ করিয়া তাঁহার মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন।" তিনি শুনিয়াছেন যে লেডি থেরেসা অপরকে ভালবাসিয়াছেন—শুদ্ধ তাহা নহে—আর্ক্‌ডিউক্‌ও অপর কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন।

ফ। লর্ড রজেন্‌থাল্, আপনার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছি, একথা আপনি এক্ষণে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?

র। কাউণ্ট অফ্ অরোনা, আমি তর্কে পরাজিত হইলাম।

কাউণ্ট তখন লেডি থেরেসার হস্ত চুম্বন করিলেন এবং উপস্থিত সকলে অন্তরের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে যে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে সে গুলি এত শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়াছিল যে নিমন্ত্রিত সকলে—কি স্ত্রী কি পুরুষ—কোন্‌টির বিষয় ভাবিবেন নির্ণয় করিতে পারিলেন না। প্রথম ঘটনা ঘটিবার পরেই দ্বিতীয় ঘটনা তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিল; কিয়ন্মুহূর্ত্ত পরেই তৃতীয় ঘটনাটি সম্মুখে উপস্থিত হইল—দ্বিতীয়ের বিষয় ভাবিবার সময় রহিল না। সকলে প্রথম বিচারপতির গল্প শুনিতে ছিলেন, কিন্তু ভামসভার গুপ্তচর আসিয়া মেজের উপর তরবারি নিক্ষেপ করিবা মাত্র, তাঁহারা সকলে গল্পের কথা ভুলিয়া গেলেন। পত্রবাহকের বিচার শেষ হইবা মাত্র ফষ্ট্ ও রজেন্‌থালের কথোপকথন পূর্ব্বের দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিল।

সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ এক এক পাত্র সুরাপান করিয়া ফষ্ট্ ও থেরেসাকে অভিবাদন পূর্ব্বক নাচঘর অভিমুখে যাইলেন। ফষ্ট্ কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বিদায় লইয়া দুর্গ বহির্দ্দেশে যাইল। দুর্গের পরিখার নিকট এক ব্যক্তি অপেক্ষা করিতে ছিল; সে ফষ্ট্‌কে দেখিয়াই বলিল "ফষ্ট্ তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে?"

ফ। হাঁ হইয়াছে—তিন দিবস পরে আমাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইবে। কিন্তু দৈত্য, তুমি আমাকে যে নূতন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়াছ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোন উপায় নাই? আমি অনুনয় করিতেছি——

দৈ। চুপ—আমার সে অভিপ্রায় কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবে না। হতভাগা মানুষদের নিয়মই এই—অতীতের বিষয় লইয়া ক্রন্দন করিবে এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চিততা লইয়া ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইবে!

ফ। ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ—অন্যের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ কি ভয়ানক! উঃ——

দৈ। বাতুল—তবে ভবিষ্যতের কথা কিজন্য ভাবিতেছ? তোমার বর্ত্তমান কি সুখের দেখ—তুমি থেরেসাকে লাভ করিয়াছ ও তাহার পিতার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ। প্রধান বিচারপতির মস্তকে তোমার ক্রোধজনিত অশনি পতন হইয়াছে।

ফ। অশনি পতন এখন হয় নাই—কিন্তু বিলম্বও নাই।

দৈ। তোমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতদূর অজ্ঞ দেখ। যে সময় ভীমসভার অনুচরেরা ফ্রামেলের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন আমি তাহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলাম—বল সত্য কি না? আবার যখন বজেনৃথাল দুর্গে সে দ্বিতীয় বার বিপদে পতিত হয়, তখনও আমি বলিয়া ছিলাম "ইঁহার প্রাণ রক্ষা কর।" পুনবায় যখন লিন্সভর্কের একদল সৈন্য থেরেসাকে লইয়া পলায়ন করিতে ছিল, তুমি তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ধাবমান হইয়াছিলে। কিন্তু আমি বলিলাম "না এরূপ করিও না।" মানব, যদি প্রথম হইতে আমার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে তাহা হইলে আমাকে সেই ভয়াবহ ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া সহস্র সহস্র নির্দ্দোষী লোককে গৃহশূন্য করিতে হইত না।

ফ। সয়তান—তোমার সকল কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? থেরেসার প্রেম সম্বন্ধে তুমি প্রথমে আমার সহিত প্রতারণা কর নাই? সেই ছবির কথা মনে নাই?

দৈ। সে বিষয় উত্থাপন করিবার প্রয়োজন কি? তোমার আত্মা এবং ঐ নশ্বরদেহ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আমার সম্পত্তি হয় সেই চেষ্টা করিয়া ছিলাম মাত্র। কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার দাস—তোমার সকল আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি ও করিব।

ফ। তিন দিবস পরে আমি লেডি থেরেসাকে বিবাহ করিব। কিন্তু দৈত্য তুমি যে কঠোর ও নিষ্ঠুর প্রস্তাব করিয়াছ তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আমি সর্ব্বতোভাবে অনিচ্ছুক। কি ভয়ানক প্রস্তাব! আমার প্রথম সন্তানকে তোমাকে উপঢৌকন দিতে হইবে!!

দৈ। আমাকে তিরস্কার করিতেছ কেন?

ফ। অপর কাহাকে তিরস্কার করিব?

দৈ। যখন নিজের আত্মা ও দেহ আমাকে যুগ যুগান্তরের জন্য বিক্রয় করিয়াছ তখন যদি কাহাকেও তিরস্কার করিতে হয় আপনাকে তিরস্কার কর।

ফ। হায় হায়, যদি সেই সময় সমস্ত ভাবিয়া দেখিতাম তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না।

দৈ। (সহাস্যে) সম্ভবতঃ ঘটিত না—সে যাহাই হউক তোমার বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক ভাবিয়া দেখ। আমার অনুমতি ব্যতীত তুমি কোন ভজনালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি জানিয়াছিলে যে থেরেসা তাহার পিতাকে ত্যাগ করিয়া তোমার সহিত পলায়ন করিতে কিছুতেই স্বীকার পায় নাই। সেই থেরেসাকে পাইবার নিমিত্ত পরে তুমি যাহা যাহা করিয়াছ—তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও ভদ্রোচিত তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান। কিন্তু এক্ষণে তুমি গির্জ্জায় যাইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক!

ফ। অনিচ্ছুক হইবারই কথা। তুমি বলিয়াছ যে আমি একবার মাত্র গির্জ্জায় যাইতে পারিব। থেরেসার সহিত বিবাহ হইলে পর আর একবারও যাইতে পারিব না। তাহার পর তুমি এই চাও যে আমার আত্মার উপর তোমার যে প্রভুত্ব আছে আমার প্রথম সন্তানের উপরেও সেই ক্ষমতা থাকিবে। কি ভয়ানক! তোমাকে কি আমি যথেষ্ট দিই নাই? সয়তান, আত্ম বিসর্জ্জন অপেক্ষা আর কি করিব? ইহাতেও কি তোমার উদর পূরণ হয় নাই?

দৈ। মানব, মানবকুলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিবার ক্ষুধা অত্যন্ত বলবতী, সে ক্ষুধার শেষ নাই—তৃপ্তি নাই।

ফ। উঃ কি ভয়ানক কথা! সয়তান যাহার বিবাহ এখনও হয় নাই, তাহাকে তুমি অঙ্গীকার করাইতে চাও যে, তাহার ভবিষ্যতে যে সন্তান হইবে সেই নবজাত শিশুকে তোমাকে উৎসর্গ করিতে হইবে?

দৈ। আমার মনের ভাব তুমি অবিকল বুঝিয়াছ।

ফ। কি ভয়ানক! সয়তান, নরকের অধিবাসীরা কি সকলেই তোমার ন্যায় নৃশংস, ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ও বিবেকশূন্য? হায়, হায়, আমি এই মুহূর্ত্তে যেরূপ অনুভব করিতেছি ও ভবিষ্যতে যাহা আমার ভাগ্যে ঘটিবে তাহা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিতেছি—যদ্যপি সকলে সেরূপ অনুভব করিতে ও জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরদ্রোহী সয়তানের সাহায্যে অতুল ঐশ্বর্য্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া—নিশ্চয় আজীবন কারারুদ্ধ থাকিতে এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতে স্বীকার পাইত।

দৈ। ফষ্ট—এখন দুঃখ করিলে ফল কি বল? তোমার বর্ত্তমান কি সুখের সে বিষয় ভাবিয়া দেখ। "অট্টালিকা" বলিলেও তোমার বাসবাটীর উপযুক্ত নাম হইল না। রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া সেই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে যতদূর সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে সেই বুদ্ধি কৌশল তোমার অট্টালিকা নির্ম্মাণ

করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। ভিতরে অসংখ্য সুসজ্জিত কক্ষ; শত শত দাস দাসী; আর যাহাপেক্ষা প্রিয়বস্তু জগতে তোমার কেহ নাই—সেই লেডি থেরেসা তোমার গৃহ-কর্ত্রী। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান সকল নানাবিধ ফুলফলে সজ্জিত হইয়া হাঁসিতেছে; সহস্র সহস্র বিহঙ্গম সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক মাতাইতেছে; ঝরণার জল ঝর ঝর শব্দে পড়িতেছে—ইহাপেক্ষা পার্থিব সুখ আর কি থাকিতে পারে?

ফ। তুমি একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর। আমি আর ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিব না। তুমি যাহা বলিবে তাহা করিব।

দৈ। এই কাগজে স্বাক্ষর কর। ফষ্ট্ স্বাক্ষর করিয়াই শিহরিয়া উঠিল। সয়তান ঈষৎ হাস্য করিয়া অদৃশ্য হইল। ফষ্ট্ দুর্গের তোরণ দ্বারে আসিয়া দেখিল প্রধান বিচারপতি সেই দিকে আসিতেছেন। দ্বারের সম্মুখেই ভীমসভার অনুচরকে ফাঁশি দেওয়া হইয়া ছিল। হতভাগার মৃতদেহ তখন শূন্যে ঝুলিতে ছিল। প্রধান বিচারপতি ফষ্ট্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভীমসভার সমস্ত সভ্যগণকে এইরূপ শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য।"

ফ। ঠিক কথা বলিয়াছেন। (সহাস্যে) আপনি বোধ হয় এই হতভাগাকে ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছেন?

প্র-বি। আমি? আমি ইহাকে কিরূপে জানিব?

ফ। আসুন দেখা যাক। এই দিক হইতে হতভাগার মুখ স্পষ্ট দেখা যাই-তেছে।

প্র-বি। (অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ—আমার সন্তান—আমার একমাত্র সন্তান!! (পতন)

ফ। পামর, এতদিনে তোমার ঋণ পরিশোধ করিলাম। মনে আছে—বিনা অপ-রাধে আমাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলে——শুদ্ধ তাহা নহে—আমার মৃত্যুদণ্ড দিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলে?

## ষোড়শ অধ্যায়।

পাঠক! পূর্ব্বের দৃশ্য অতি ভয়ানক—অন্যত্র আসুন। পবিত্র স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রেম দেখিবেন আসুন।

ভিয়েনা সহরের যে দিকে দীনদুঃখী লোক বাস করে—যে বিভাগের রাস্তা গুলি অপ্রশস্ত ও দুর্গন্ধময় সেই স্থানে একটী পুরাতন বাটীর এক কক্ষে হ্যামেল্ ও তাহার নববিবাহিত পত্নী মেরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। গৃহোপকরণ অতি সামান্য; মেজের

উপরে খাদ্যসামগ্রী অতি অল্প—কোন রকমে জীবন ধারণ করা যায়। কিন্তু পবিত্র প্রেম কি বস্তু! মেরিয়ার উত্তম পরিচ্ছদের জন্য লালসা নাই—উত্তম আহার করিব বলিয়া ইচ্ছা নাই, "অলঙ্কার দাও" বলিয়া স্বামীর উপর উপদ্রব নাই—তাহার জীবনের এক মাত্র সুখ—যে সুখে সে সর্ব্বদাই সুখী। কি সুখ? দিবানিশি তাহার স্বামী চার্লস্ হ্যামেল্‌কে দেখা—চক্ষু ভরিয়া দেখা ও তাহার সহিত কথোপকথন করা। হ্যামেল্‌ও অনিমিষ দৃষ্টে সেই দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। ভালবাসার যথার্থ প্রতিদান পাইলে কে না সুখী হয়? উভয়েই সুখী।

হ্যা। প্রাণাধিকে, আজ দশ দিবস আমরা ভিয়েনায় আসিয়াছি, কিন্তু সহর দেখিতে এক দিনও যাওয়া হইল না। অত্যন্ত আলস্য বোধ হওয়ায় যে কয়বার বাটীর বাহিরে গিয়াছিলাম তাহাও সহরের বহির্ভাগে—যেখানে লোকের যাতায়াত নাই ও দেখিবার কিছুই নাই।

মে। চার্লস্, সত্য বটে; কিন্তু তোমাকে দেখাই আমার প্রধান দেখা, আর কিছু দেখিবার ইচ্ছাও হয় না।

হ্যা। কিন্তু এরূপ নির্জ্জনে তুমি কতদিন থাকিতে পারিবে?

মে। চিরজীবন।

হ্যা। মেরিয়া তোমার প্রেম স্বর্গীয়; আমি তোমার সহিত যে প্রতারণা করিয়াছি সে কথার উল্লেখও তুমি করিলে না—পাছে আমার মনে কষ্ট হয়।

মে। চার্লস্, প্রতারণা—না কখন না—তুমি কখনই আমার সহিত প্রতারণা কর নাই।

হ্যা। এই গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেই প্রতারণা করিয়াছি কি না বুঝিতে পারিবে। রজেন্‌থাল্ দুর্গে যে রজনীতে আমি প্রথম বিবাহের প্রস্তাব করি তখন বলিয়াছিলাম যে ধনী না হইলেও আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে।

মে। যথেষ্ট কেন চার্লস্, আমাদের প্রচুর আছে। কি নাই? বাস উপযোগী বাটী আছে—জীবন ধারণ করিবার আহার্য্য দ্রব্য আছে।

হ্যা। আমি যে তোমার সহিত প্রতারণা করিয়াছি একথা তুমি স্বীকার করিবে না। দেখ ঘরে একখানি ছবি নাই, গৃহোপকরণ অতি সামান্য ও অল্প, অতি সামান্য লোক যেরূপ আহার করে আমাদেরও সেইরূপ আহার——

মে। চার্লস্, ঈশ্বর সাক্ষী, তুমি যদি আমাকে মহামূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ দাও এবং আমার সেবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র দাস দাসী নিযুক্ত কর, আমি ইহাপেক্ষা এক তিলও সুখী হইব না। আমার স্থির বিশ্বাস এই ভূমণ্ডলে আমার ন্যায় সুখী স্ত্রীলোক কেহ নাই। চার্লস্, তুমি ধনী না হইতে পার; কিন্তু আমি কি ছিলাম——দাসী—

স্মা। তুমি লেডি থেরেসার সহচরী ছিলে সত্য, কিন্তু তুমি আজীবন সুখে ছিলে।

মে। তবে তুমি আমার অন্তঃকরণ জানিতে পার নাই; যদি তুমি কৃষক হইতে, এবং আমাকে তোমার পত্নী হইয়া স্বহস্তে দাসীর কর্ম্ম করিতে হইত; যদি প্রতিদিন একবার আহার করিতে হইত; যদি যেখানে সেখানে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিতে হইত, তাহা হইলেও তুমি আমার মুখে সদাই হাঁসি দেখিতে পাইতে।

স্মা। মেরিয়া, তোমার নিস্বার্থ প্রেমের মূল্য নাই।

মে। যাহাকে যথার্থ ভালবাসি সে যদি ভিক্ষুক হয়, তথাপি তাহাকে বিবাহ করা উচিত; কিন্তু যাহাকে ভাল বাসিনা সে যদি সসাগরা ভূমণ্ডলের অধিপতি হয়, তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে।

স্মা। মেরিয়া, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। তুমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিয়াছ। এই গৃহে গৃহসজ্জা কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না;—গৃহস্থ দীপের আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু তুমি আমার সম্মুখে থাকিলে, আমাদের এই সামান্য গৃহ আলোকিত ও সুসজ্জিত বোধ হয়। আমি সুখী—সে সুখের সীমা নাই।

মে। নিশ্চয় জানিও আমি কখন তোমার দুঃখের কারণ হইব না।

স্মা। যাহাই হউক আমরা নিঃস্ব হইলেও, এরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। মধ্যে মধ্যে বাহিরে না যাইলে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানি হইতে পারে। এই সুপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে বিস্তর দ্রষ্টব্য জিনিষ ও গন্তব্য স্থান আছে। কাল প্রিয়ে, আমরা আর্ক্‌ডিউক্‌ লিওপোল্ডের রাজপ্রাসাদ দেখিতে যাইব। আর্ক্‌ডিউক্‌ এখানে না থাকাতে, সহরবাসীরা প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস রাজভবন দেখিতে পায়। মেরিয়া, তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিতে ভালবাস।

মে। আর্ক্‌ডিউক্‌ কিজন্য লেডি থেরেসাকে বিবাহ করিলেন না?

স্মা। এইরূপ শুনা যায় তিনি অপর কোন রমণীর গুণ ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন? আমার মতে তিনি ভদ্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে এই বিষয় লইয়া তাঁহার নামে দোষারোপ করে। তোমার মত কি?

মে। তিনি যথার্থ উদারচেতার ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

স্মা। আমারও ঐ মত। কাল প্রাতঃকালে আমরা রাজবাটী দেখিতে যাইব। দেখ আমরা সামান্য লোক বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত স্থানে যাইতে হইলে পরিচ্ছদের পারিপাট্য আবশ্যক। আমি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিব; তুমি বিবাহের দিবস যে পরিচ্ছদ পরিয়াছিলে তাহাই পরিবে।

প্রাতঃকালে উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিল। উভয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পথিক মাত্রেরই নয়ন আকর্ষণ করিল; জীবন যাত্রায় এরূপ সম্মীলন প্রায় ঘটে না।

রাজবাটীর তোরণ দ্বার অতিক্রম করিয়া উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল। একটী প্রকাণ্ড হল্‌ঘরে বিস্তর উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ও উপাধীধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমবেত হইয়াছিল। মেরিয়া হ্যামেলের হস্ত ধারণ করিয়া সেই হল্‌ঘর অতিক্রম করিল। তাহার পর উভয়ে মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরের তালায় উঠিল। সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ; প্রতি কক্ষে সুন্দর সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; মেরিয়া এক একটী করিয়া সকল গুলি দেখিতে লাগিল। দেখা শেষ হইলে হ্যামেল্‌ তাহাকে অপর একটী কক্ষে লইয়া যাইল। সে কক্ষটী অতি জাঁকজমকের সহিত সজ্জিত;—তাহার পরেই সূতিকাগার। হ্যামেল্‌ শেষোক্ত কক্ষের ইতিহাস মেরিয়াকে শুনাইল।——

এইরূপ জনরব, যখন বর্ত্তমান আর্ক্‌ডিউক্‌ জন্মগ্রহণ করেন, যে ভীষক সূতিকাগারের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইয়াছিল, সে তাহার ভগ্নীর নবজাত শিশুকে রাজকুমারের সহিত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যে সৈনিক কক্ষের দ্বারে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত ছিল তাহাকেও সে উৎকোচ দিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। মেসার কারচার তখন নোটারির কার্য্য করিতেন; তিনি সেই দুঃসাহসিক লোকদিগের পরামর্শ শুনিতে পান এবং তিনিই তাহাদিগকে ধরাইয়া দেন। পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট মেসার কারচারকে উইটেন্‌বার্গের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন——

মে। যিনি সেই রজনীতে রজেন্‌থাল্‌ দুর্গে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন।

হ্যা। হইবারই কথা—নিজের সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া!

মে। কিন্তু কাউণ্ট অফ্‌ অরোনা বোধ হয় জানিতেন না যে, সেই দোষী ব্যক্তি মেসার কারচারের সন্তান।

হ্যা। নিশ্চয় না—কারণ তিনি স্বয়ং আমাকে বলেন যে তিনি সে বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না। আমি তাঁহাকে যতদূর জানি তাহাতে তাঁহার উপর কোন সংশয় হয় না। হ্যামেল্‌ গল্প করিতে করিতে মেরিয়াকে প্রাসাদের অন্যান্য কক্ষে লইয়া যাইল। মেরিয়া রজেন্‌থাল্‌ দুর্গকে অট্টালিকা বলিয়া জানিত; এখন দেখিল যে তুলনা করিলে সে দুর্গ আর্ক্‌ডিউকের ভবনের নিকট পর্ণ-কুটীর। সর্ব্বত্র মনোহর কারপেট, গালিচা, ঝিনুক ও রৌপ্যের কাজ করা সুন্দর সুন্দর চৌকি, কৌচ, আয়না, ঝাড়, ফুলদান প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। মেরিয়া বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইয়া ছিল, কিন্তু সে দেখিল যে তাহার স্বামী অবিচলিত চিত্তে বেড়াইতেছে—অবশেষে হ্যামেল্‌ মেরিয়াকে বলিল

আর একটী কক্ষ দেখিবার বাকি আছে; সে কক্ষে রাজবংশের সকলের আলেখ্য চিত্রিত আছে। যে আর্ক্‌ডিউকের কথা তুমি এতবার শুনিয়াছ তাঁহারও ছবি সেই ঘরে আছে। কিন্তু সাবধান, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া যেন আমাকে ভুলিও না।”

মে। চার্লস্‌ আমি এরূপ পরিহাস ভালবাসি না।

হ্যা। এইরূপ শুনিয়াছি যে আর্ক ডিউক্‌ যখন শিশু, তখন তাঁহার পিতা থেরেসার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে পর আর্ক্‌ডিউক্‌ তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নীকে দেখিবার নিমিত্ত রজেন্‌থাল্‌ দুর্গে গমন করেন; কোন কারণ বশতঃ তিনি স্বীয় নাম ও পদমর্য্যাদা গোপন করিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিয়া রজেন্‌থাল্‌ দুর্গে আতিথ্য স্বীকার করেন। তথায় গিয়া তিনি শুনিলেন যে লেডি থেরেসা অপরকে ভালবাসিয়াছেন; কিন্তু সেখানে অপর একটী অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না রমণীকে দেখিয়া তিনি মোহিত হন ও অবশেষে তাহাকে বিবাহ করেন——

মে। চার্লস্‌ চার্লস্‌, একি দেখিতেছি? এ ছবি কার? কি সাদৃশ্য! শীঘ্র বল— তোমার ছবি এখানে কিরূপে আসিল? মেরিয়া কাঁপিতে ছিল ও নিশ্চয় পড়িয়া যাইত; কিন্তু হ্যামেল্‌ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিল—প্রিয়তমে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ এ ছবি এখানে কিরূপে আসিল। তবে শুন তোমার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে ও পুরস্কারের সময় সন্নিকট; অদ্যাবধি সকলে জানিবে যে তুমি জারম্যান্‌ সাম্রাজ্যের আর্ক্‌ডিউক্‌ লিওপোল্‌ডের প্রিয়পত্নী; প্রাণাধিকে, অদ্য হইতে তোমার মস্তকে মুকুট শোভা পাইবে।

মে। আর্ক্‌ডিউক্‌ লিওপোল্‌ড আমার স্বামী! মেরিয়ার আর বাক্যোচ্চারণ হইল না; সে লিওপোল্‌ডের পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল ও তাঁহার হস্তদ্বয় ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

লি। প্রিয়তমে, উঠ; তোমার কঠোর পরীক্ষা লইয়াছি; কিন্তু পুরস্কার চতুর্গুণ পাইবে। চল সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিব যে অদ্য হইতে তুমি এই রাজপ্রাসাদের কর্ত্রী। তুমি ভাবিও না যে আমি তোমাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছি; যে পুরোহিত আমাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন তিনি আমাকে জানিতেন এবং আমি গির্জার রেজেষ্টা-রীতে নিজের যথার্থ নাম স্বাক্ষর করিয়াছি; এক্ষণে আমার সহিত আইস। লিওপোল্‌ড তাঁহার পত্নীকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত নাচ ঘরে প্রবেশ করিলেন; তথায় যাইবা মাত্র দুই পার্শ্বস্থ সৈনিকেরা উভয়কে অভিবাদন করিল; উপস্থিত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণ স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। পুরুষেরা প্রথানুযায়ী স্ব স্ব মস্তকাবরণ তুলিয়া লইলেন এবং মহিলাগণ মস্তক অবনত করিয়া উভয়কে সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

## সপ্তদশ অধ্যায়।

ইতিমধ্যে কাউণ্ট ও কাউণ্টেস্ অফ্ অরোনা ভিয়েনার অনতিদূরে তাঁহাদের অট্টালিকায় গিয়াছিলেন। থেরেসার সুখের সীমা ছিল না—থেরেসার অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ সহানুভূতি, দয়া এবং কোমলতায় পূর্ণ; কুসমের মার্দ্দব অপেক্ষা তাহার হৃদয় অধিকতর কোমল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন থেরেসা শুনিল যে চার্লস্ হ্যামেল্ই আর্ক্ ডিউক্ লিওপোল্ড্ এবং যখন সে জানিতে পারিল, মেরিয়া জারম্যান্ সাম্রাজ্যের আর্কডাচেসের পদ লাভ করিয়াছে, তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। বলা বাহুল্য উভয় পরিবারের মধ্যে অতি শীঘ্র নৈকট্য স্থাপিত হইল, ফষ্ট্ লিওপোল্ডকে দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া ছিল; লিওপোল্ডও তজ্জন্য ফষ্টের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিলেন; মেরিয়াও থেরেসাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত ও প্রাণের তুল্য ভাল বাসিত। কাউণ্ট ও কাউণ্টেস্ সদা সর্ব্বদা আর্ক্ ডিউকের প্রাসাদে আসিতেন; লিওপোল্ডও মধ্যে মধ্যে মেরিয়াকে সমভিব্যহারে লইয়া কাউণ্টের ভবনে যাইতেন। সম্রাট্ ম্যাকস্মিলিয়ান্ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন; যদিও মেরিয়ার কুল, শীল, পদমর্য্যাদা কিছুই ছিল না, তত্রাপি সম্রাট ভাবিলেন যে, যখন লিওপোল্ড মেরিয়াকে পাইয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছে—তখন সে সম্বন্ধে কোন আন্দোলন না করাই যুক্তিসঙ্গত।

দুইটী পরিবারই সুখের সাগরে ভাসিতে ছিল; কিন্তু জগৎ পদ্ধতি চমৎকার ও অবোধগম্য; ফষ্টের অন্তঃকরণে নরকের কীট প্রবেশ করিয়া ছিল; তাহার আত্মা অনলে পুড়িতে ছিল—ফষ্ট্ অসুখী!

ফষ্ট্ সয়তানের শিষ্য, সুতরাং সে অতি শীঘ্রই প্রতারণা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিল। সে এমন ভাবে তাহার মনের অবস্থা গোপনে রাখিত, যে থেরেসা কিছুতেই বুঝিতে পারিত না যে, তাহার স্বামীর ন্যায় অসুখী লোক ত্রিভুবনে নাই; কিন্তু কিছু পরে যখন ফষ্ট্ জানিতে পারিল যে তাহার প্রিয়পত্নী গর্ভবতী হইয়াছে তখন তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। ফষ্ট্ সেই সময় আর শুনিল যে মেরিয়াও গর্ভবতী; বলা বাহুল্য লিওপোল্ড সেই সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুই জনের সুখে কতদূর প্রভেদ—স্বর্গ ও নরকের। ফষ্ট্—এক দিবস তাহার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ললাটে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কাঁদিতে

"আমার ন্যায় হতভাগা পৃথিবীতে আর কেহ নাই; আমার সন্তান ভূমিষ্ট হইবে, সকলে আনন্দোৎসবে মাতিবে; আমাকেও তাহাতে যোগদান করিতে হইবে; কিন্তু আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে হলাহল প্রবেশ করিবে—কি ভয়ানক! নিরপরাধী শিশু;

তোমার নৃশংস জনক তোমার পরকালের সর্ব্বনাশ করিয়া রাখিয়াছে। আমি জানিতাম এই কয়েক বৎসর অতীত হইলে—মৃত্যুর পর—আমার শাস্তি হইবে ; কিন্তু দেখিতেছি এখন হইতেই দারুণ নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল। নিজের সুখের জন্য কি ভয়ানক পাপাচরণই করিয়াছি ? ইচ্ছা করে একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি,—সেই জগৎপিতা ব্যতীত আমাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে ? কিন্তু হায় তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবারও ক্ষমতা আমার নাই। (চিন্তা করিয়া) না, আমি যাহাতে এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই সেই চেষ্টা করিব ; আমি কোন ধর্ম্ম যাজকের নিকট যাইয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিব, তিনি নিশ্চয়ই আমার সন্তানের পরিত্রাণের জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন।" ফষ্টের কথা শেষ হইবা মাত্র তাহার পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি অপার্থিব স্বরে বলিল "যে মুহূর্ত্তে তুমি সেই ধর্ম্ম যাজকের বাটীতে যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার অধীন হইবে। মনে নাই কি শপথ করিয়াছ ?

ফ। সয়তান ! না ডাকিলে তুমি কি নিমিত্ত আস ?

দৈ। তোমার সন্তান হইবে জানিতে পারিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি।

ফ। উঃ কি ভয়ানক ! পামর, এই কি পরিহাস করিবার সময় ? যে পরিমাণে আমার অধঃপতন হইতেছে সেই পরিমাণে তোমারও আনন্দের বৃদ্ধি হইতেছে !! যাও দূর হও, এই মুহূর্ত্তে যাও। সয়তান এক পদও সরিল না ; তখন ফষ্ট্ উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া একখানি উলঙ্গ তরবারি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। দৈত্য পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল ; ফষ্ট্ তাহাকে আক্রমণ করিলে সে কেবল মাত্র দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলন করিল——পলকের মধ্যে তরবারি দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দৈত্য তখন ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া বলিল—তোমরা কিছু দিনের জন্য জগতে লীলাখেলা করিয়া যথা সময়ে অবসর গ্রহণ কর—তোমাদের দেহ নশ্বর—জগতে তোমাদের স্থিতি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—বাতুল, তুমি কি ভাবিয়াছ যে মানবকুল যে নিয়মাধীন আমিও সেই নিয়মাধীন ?

ফ। দৈত্য তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ—আমি নিশ্চয় বাতুল। এক্ষণে দেখিতেছি যে তোমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। ফষ্ট্ আর বাক্যোচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না—মস্তক অবনত করিয়া স্বীয় শোচনীয় অবস্থার কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল ; কিয়ৎক্ষণ পরে জনৈক অনুচর আসিয়া বলিল "আর্ক্ ডিউক্ লিওপোল্ড আসিয়াছেন।" ফষ্টের চৈতন্য হইল—সে তদ্দণ্ডেই স্বীয় মনোগত ভাব গোপন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল। কে বলিবে তখন তাহার হৃদয়ে শত শত উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করিতে ছিল ? প্রতারণা শাস্ত্রে ফষ্ট্ অত্যল্প সময়ের

মধ্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। আর্ক্‌ডিউক্ গৃহাভ্যন্তরে আসিয়াই বলিলেন প্রিয়বন্ধু, আমি ও মেরিয়া পূর্ব্বে কোন সম্বাদ না পাঠাইয়া তোমার প্রাসাদে আসিয়াছি, কারণ আমরা জানি যে আমরা যখনই আসিব তখনই তুমি আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবে। মেরিয়া থেরেসার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে– কিন্তু আমি অপেক্ষা না করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। আসিবার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য আছে; পৃথিবীতে বোধ হয় আজ আমার তুল্য সর্ব্বতোভাবে সুখী লোক কেহ নাই; তুমি আমার প্রাণের বন্ধু—তোমাকে মনের কথা না বলিলে বন্ধুত্বার অপমান করা হয়।

ফ। তুমি আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, আমাকে—যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছ—আমি আর্ক্‌ডিউক্ লিওপোল্‌ডের সর্ব্ব প্রধান বন্ধু, ইহা আমার পক্ষে বাস্তবিক গৌরবের বিষয়; তুমি সুখী হইলে যে আমিও সুখী হইব তাহা নিঃসন্দেহ।

লি। অদ্য আমি সর্ব্বতোভাবে সুখী। আর্ক্‌ডাচেস্ কিছুকাল পরেই সূতিকাগারে প্রবেশ করিবে।

ফ। সত্য কথা? তবে আজ আমারও সুখের সীমা নাই; বন্ধুবর, যে কারণে আজ তুমি সুখী, আমিও সেই কারণে সুখী।

লি। তবে আমি গত রজনীতে যে সুখস্বপ্ন দেখিয়া ছিলাম তাহা সত্য হইবে। কে যেন আমাকে বলিল এক দিনে, এক সময়ে আমাদের প্রিয় পরিবারদ্বয় সূতিকাগারে প্রবেশ করিবে—আমার একটী পুত্র সন্তান এবং তোমার একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবে। তাহার পর বোধ হইল বহুদিবস অতীত হইয়াছে—তোমার কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে ও আমার পুত্র রূপে গুণে শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়াছে; পুনরায় পট পরিবর্ত্তন হইল—দেখিলাম আমার পুত্র তোমার কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া গির্জায় প্রবেশ করিল ও যথা সময়ে তাহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই সময় বাস্তবিক আমার আহ্লাদের সীমা ছিল না—ভাবিলাম সেই দিবস হইতে আমাদের উভয় পরিবার মধ্যে চিরনৈকট্য স্থাপিত হইল।

ফ। প্রিয়বন্ধু, তোমার স্বপ্ন সত্য হউক; যদি হয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

লি। সেদিন কবে আসিবে? কিন্তু যে দিবস প্রাণের মেরিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করিবে, সে দিবস আমাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে।

ফ। তোমার শেষ কথার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

লি। তুমি কি সে গল্প শুন নাই? তবে শোন—যে দিবস আমি প্রিয় মেরিয়াকে প্রথমে রাজভবনে লইয়া আসি, সে দিবস আমি তাহাকে সেই গল্প প্রথম বলিয়াছিলাম; যে রজনীতে রজেন্‌থাল্ দুর্গে উৎসব হইয়াছিল, সেই সময় প্রধান বিচারপতি মহাশয়ও ভোজগৃহে সেই গল্প বলেন; কিন্তু আমরা উভয়ে অন্য কোন বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকায়

তুমি সে গল্প শুনিতে পাও নাই। ভাল কথা—সেই রজনীতে যখন তুমি আমার পত্র-খানি লর্ড রজেন্থালের হস্তে দিয়া বলিলে যে, তোমার জনৈক অনুচর দিবারাত্রি ভ্রমণ করিয়া ভিয়েনা হইতে সেই পত্র লইয়া আসিয়াছে, তখন আমি বাস্তবিক অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া ছিলাম। উপস্থিত কেহই জানিত না যে আমি "শ্যামেল্" নাম গ্রহণ করিয়া স্বশরীরে তথায় উপস্থিত ছিলাম। যাহাই হউক আমার জন্ম গ্রহণকালীন সূতিকাগারে যে ভয়ানক ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমি সবিস্তারে বলিতেছি শ্রবণ কর। গল্প শেষ হইলে উভয়ে মেরিয়া ও থেরেসার সহিত একত্র হইয়া দিবসের অবশিষ্টাংশ গল্প করিয়া অতিবাহিত করিলেন। ফষ্ট্ সূতিকাগারের গল্প মনে মনে অবিরাম আন্দোলন কবিতে ছিল।

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

মনুষ্য কতকগুলি নিয়মাধীন: আজ আমি কোন প্রিয় বস্তু পাইবার জন্য পাগল—কিসে, কি উপায়ে, কি করিলে, সেই বস্তু পাইব দিবানিশি সেই চেষ্টা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একবার সেই বস্তু হস্তে পাইলে, পূর্ব্বের সেই চেষ্টা ও সেই আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

ফষ্ট্ থেরেসাকে ভালবাসিত—নিশ্চয়ই, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তাহার মনের যে ভাব ছিল এক্ষণে আর সে ভাব নাই; প্রেম আছে, ভালবাসা আছে, সহানুভূতি আছে, কিন্তু পূর্ব্বের সে আতিশয্য নাই, প্রখরতা নাই—অথচ সেই ফষ্ট্ থেরেসাকে পাইবার জন্য এক সময় যাহা করিয়াছিল তাহা মনুষ্য করে নাই—ঈশ্বরদ্রোহী সয়তানকে অনন্তকালের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন!

ফষ্টের বিবেকশক্তি ছিল কি না সন্দেহ; আত্মা নিরন্তর জর্জ্জরিত ও পীড়িত; মনে এক তিলও সুখ নাই। কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না। তাহার ভবিষ্যৎ নরক তিমিরাচ্ছন্ন; সে কথা ফষ্ট্ ব্যতীত অন্য কেহই জানিত না; সকলেই জানেন নিজের দুঃখের কথা কোন সহৃদয় বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে, সেই দুঃখ বহু পরিমাণে উপশমিত হয়। ফষ্টের এইরূপ একটী লোকের অভাব হইয়াছিল।

তাহার প্রাসাদে প্রত্যহই ধুমধামের সহিত ভোজ নৃত্য গীত হইত; প্রত্যহ শত শত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণ তাহার নিকট আসিতেন; সহস্র সহস্র অপরিচিত সম্ভ্রান্ত লোক তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক। অথচ দুইটী বিষয় সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে একজন পুরোহিত

নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু ফষ্টের বাটীতে ধর্ম্মযাজক নামায় কেহ প্রবেশ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ—ফষ্ট্ স্বয়ং কখন কোন উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করে নাই। ক্রমে জন সাধারণ সকলেই এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল।

এক দিবস কথা প্রসঙ্গে মেরিয়া সেই কথা উল্লেখ করায় থেরেসা বলিল "আমিও এই বিষয় মনে মনে বিস্তর আন্দোলন করিয়াছি। আজ প্রিয় ফষ্ট্‌কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব।"

এক দিবস প্রাতঃকালে কাউন্ট অফ্ অরোনার বিস্তৃত উদ্যান পুষ্পসজ্জা করিয়া অপূর্ব্ব বেশধারণ করিয়াছে। প্রভাত সমীরণ চতুর্দ্দিকে পরিমল বিতরণ করিতেছে—সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল সুস্বর ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক মাতাইতেছে। কাউন্ট বেশবিন্যাস করিয়া একটী কক্ষের বাতায়ন হইতে সেই শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন—পার্শ্বে স্থির সৌদামিনী—তাঁহার প্রিয়পত্নী থেরেসা বসিয়া রহিয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া থেরেসা তাহার স্বামীর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল "আগত রবিবার ভিয়েনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত সেণ্ট ষ্টিফেন্ গির্জ্জায় উপাসনা করিবেন—তদন্তে ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতাও করিবেন। আমার একান্ত ইচ্ছা আমরা উভয়ে তথায় যাইয়া ভবিষ্যৎ সন্তানের মঙ্গলার্থ জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিব।"

ফ। থেরেসা, আগত রবিবার আমার বিশেষ একটী কাজ আছে; আমাকে ক্ষমা করিও, আমি কিছুতেই যাইতে পারিব না। তুমি আর্ক্‌ডাচেসের সহিত যাইও।

থে। উইল্‌হেলম, উপাসনা মন্দিরে যাইবার জন্য পুনরায় তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। দেখ আমাদের বিবাহের পর এক দিনের জন্যও আমরা উভয়ে ধর্ম্ম-মন্দিরে যাইয়া একত্রে সেই মঙ্গলময়ের উপাসনা করি নাই। দেখ সেই পরমপিতা আমাদিগকে কতদূর সুখী করিয়াছেন—সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, অতুল ঐশ্বর্য্য, বন্ধুবল সকলই তাঁহার কৃপায় পাইয়াছি।

ফ। থেরেসা, তুমি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে প্রার্থনা করিও; তুমি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

থে। ফষ্ট্, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অবোধ শিশুর ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে। ছয় মাস পূর্ব্বে আমাদের কি অবস্থা ছিল? কিন্তু সেই করুণাময়ের করুণায় আজ আমরা কতদূর সুখী? দেখ, প্রধান বিচারপতি তোমার মৃত্যুদণ্ড দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন, কিন্তু তুমি তাহা হইতে রক্ষা পাইলে; যে সময় তোমাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইবার কথা ছিল, সেই সময় তুমি কারাগার হইতে পলাইতে সক্ষম হইলে; পরে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে——

ফ। থেরেসা, থেরেসা, আমি এ সকল কথা সবিশেষ জানি—

থে। তুমি আমার ভালবাসার পাত্র—তুমি আমার পূজ্য দেবতা। যদি কর্কশ-ভাবে কথা কহিয়া থাকি, ক্ষমা চাহিতেছি; কিন্তু তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সেই সর্ব্বময়ের কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে, আমাদের জীবন কখনই ঈদৃশ সুখের হইত না—

ফ। (পাগলের ন্যায়) থেরেসা, থেরেসা, আর না—

থে। (উঠিয়া) ফষ্ট্ এ কি? তুমি সরিয়া গেলে কেন? আমার সান্নিধ্য কি তোমার ভাল লাগে না? এই মাত্র যখন তুমি আমার নাম দুই বার উচ্চারণ করিলে, তখন তোমার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিলাম কেন? সত্য বল, ফষ্ট্, তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই?

ফ। বিশ্বাস নিশ্চয় আছে—কিন্তু ভয় হয়——

থে। বিশ্বাস আছে; আর অধিক শুনিতে চাহি না; তোমার কথা শুনিয়া কতদূর সুখী হইলাম বলিতে পারি না। তবে বল, আগত রবিবারে উপাসনা মন্দিরে যাইবে?

ফ। থেরেসা, না, আমি যাইতে পারিব না। অন্য সময়, যখন বিশেষ কোন কার্য্য থাকিবে না, তখন নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিব।

ফষ্ট্ বুঝিল যে থেরেসার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তাহার অন্তরের স্তরে স্তরে বৃশ্চিক দংশন করিতে ছিল—ফষ্ট্ কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে উদ্যানে আশ্রয় লইল। কিন্তু শান্তি কোথায়? আগ্নেয়গিরি হইতে ধূমোৎপন্ন হইল—"হায় হায়, আমি কি পাপিষ্ঠ, কি নরাধম। নরক বাস এখন হইতেই আরম্ভ হইল! থেরেসা, তুমি দেবী—হতভাগা তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত নহে। আমার নিশ্বাস লাগিলেও তুমি অপবিত্র হইবে। তবে কি থেরেসা আমাকে নাস্তিক বলিয়া জানিবে—না আমি মুক্তকণ্ঠে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব? না বলিতে পারিব না। প্রিয়তমা যখন বলিতে ছিল যে ঈশ্বরের কৃপায় আমি সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি ও তাঁহারই কৃপায় আমরা মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি—অহো তখন আমি ভয়ে কাঁপিতে ছিলাম; ভয় হইল পাছে সয়তান আসিয়া উচ্চস্বরে সমস্ত কথা বলে। যদি কোন সূত্রে থেরেসা জানিতে পারে যে মানবকুলের চিরবৈরী এবং ঈশ্বরদ্রোহী সয়তানের সহিত আমি সন্ধি স্থাপন করিয়াছি, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশই হইবে? হায়, আমি কেন জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলাম? এ দারুণ বৃশ্চিক দংশন আর সহ্য হয় না।"

উদ্যানের এক প্রান্তে একটী সুন্দর কাঁচের ঘর ছিল; উষ্ণ প্রধান দেশের নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ সেই ঘরে রক্ষিত ছিল; বৃক্ষগুলি শীত-কালেও গ্রীষ্ম ভোগ করিত—যেন স্বদেশেই রহিয়াছে। ফষ্ট্ সেই স্থান দিয়া যাইবার

কালীন ঘরের ভিতরে একটী রমণীমূর্ত্তী দেখিতে পাইল। আইডা পুষ্পচয়ন করিতে ছিল—সে জানিত না যে তাহার প্রভু—কাউণ্ট অফ্ অরোনা তাহাকে দেখিতে ছিল।

আইডা সুন্দরী, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; কিন্তু ফষ্ট্ সে সৌন্দর্য্য ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই—আজ প্রথম দেখিল ; ইতিপূর্ব্বে ফষ্ট্ থেরেসার সৌন্দর্য্যে উন্মাদ ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে আইডার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে—মুখের ভাবে—প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে—পবিত্রতা এক বিন্দুও নাই। পুষ্পচয়ন হইলে আইডা দেখিল—সম্মুখে ফষ্ট্! উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিল—চারিচক্ষু পলকের জন্য মিলিত হইল। ফষ্ট্ বুঝিল—আইডা তাহাকে দেখিয়া ভীত কিম্বা লজ্জিত হইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু সে ক্রুদ্ধ হয় নাই। তখন সে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—আইডা এই সুন্দর পুষ্প গুলিকে বিনা কারণে লজ্জা দিতেছ কেন? দেখ, তুমি নিকটে থাকায় উহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনুমিত হইতেছে না।

আ। দাসীর সহিত পরিহাস করা অনুচিত।

ফ। পরিহাস নয়—আমি শপথ করিতেছি, পরিহাস নয়। আইডা, তোমাকে যে একবার দেখিবে সে নিশ্চয়, শত বার, সহস্র বার, দেখিতে চাহিবে।

আ। আপনি আমার সহিত এইরূপ কথা কহিয়া, লেডি থেরেসাকে অপমান করিতেছেন ; তিনি এ বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিলে আমার অমঙ্গল হইবে। আপনি কি আশা করেন যে আমি আপনার এই সকল কথা সহাস্যে শুনিব?

ফ। যদি অনুগ্রহ করিয়া সহাস্যে ও প্রফুল্লচিত্তে কথা গুলিকে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহা হইলে আমি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইব।

আ। ওঃ বুঝিয়াছি ; আপনি আমার সতীত্বের পরীক্ষা লইতেছেন। আপনি জানিতে চান যে আপনার প্রিয় পত্নীর সখিকে লোভ দেখাইয়া অসৎপথে লইয়া যাওয়া সম্ভব কি না? আপনি এই দণ্ডে অন্যত্র যান—আমাকে আর কষ্ট দিবেন না।

ফ। আইডা, তুমি বুঝিতে পার নাই—আমি শপথ করিয়া কহিতেছি—আমি তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি।

আ। উঃ—স্বপ্ন—স্বপ্ন—

ফ। স্বপ্ন নহে—সত্য—সহস্র বার সত্য। আইডা, এক্ষণে আমরা উভয়ে উভয়ের অন্তরের কথা বুঝিয়াছি ; কিন্তু প্রথমে বল আমার প্রতি তোমার ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে কি না?

আ। ঘৃণা—অসম্ভব ; এই মাত্র বলিতে চাহি যে যদি আমার বুদ্ধি কিম্বা হিতাহিত জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই আপনার নিকট হইতে নক্ষত্রবেগে পলায়ন করিতাম ; কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই, হৃদয়ে বল নাই, আর অধিক কি বলিব?

আইডা বিষ-বৃক্ষের বীজ রোপণ করিল—যথা সময়ে ফল ফলিবে। পাপিষ্ঠা এক মুহূর্ত্ত জ্ঞান হারাইল; সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিল ফষ্ট্ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতেছে।

ফ। আইডা, তুমি আমায় ভালবাস কি না?

আ। বহুকাল হইতে—এবার আইডা ঋণ শোধ করিল। অবশেষে বলিল "হায় আমি কি করিলাম—আপনি নিশ্চয় আমাকে নারীকুল কলঙ্কিনী ভাবিয়া মনে মনে ঘৃণা করিতেছেন।"

ফ। না—তা নয়; শুন আইডা, লোকে জানে আমি পরম সুখী, কিন্তু আমার জীবনে সুখ নাই। আমার অন্তরে নরকানল অবিরাম জ্বলিতেছে—সে যন্ত্রণার শেষ নাই—উঃ! তুমি, কেবল মাত্র তুমি, মনে করিলে আমাকে কিয়ৎ পরিমাণেও সুখী করিতে পার। আমি থেরেসাকে ভালবাসি সত্য বটে—কিন্তু আমার গুপ্ত দুঃখের কাহিনী তাহাকে কিছুতেই জানাইতে পারিব না। সে কথা জানিলে থেরেসার ইহজীবন বিষাক্ত হইবে—তাঁহার আত্মা জর্জ্জরিত হইবে—বৃক্ষের উপর অশনি পতন হইলে যেরূপ হয় তাহারও সেই দশা হইবে। আইডা, তুমি আমাকে ভালবাস—তোমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব; কিন্তু সাবধান, ভয় পাইও না এবং যাহা বলিব তাহা কাহারও নিকট তিলার্দ্ধ প্রকাশ করিও না। পুরস্কার স্বরূপ কি দিব জানি না—আপনাকে অর্পণ করিলাম—দেখিও, তোমাকে সুখী করিব।

আ। আপনার কথা শুনিয়া আমি বাস্তবিক ভীত হইয়াছি।

ফ। ভীত হইয়াছ? তাহা হইলে যখন তোমাকে সেই গুপ্ত কথা বলিব তখন তুমি নিশ্চয় মূর্চ্ছা যাইবে। যে যাহার ভালবাসার পাত্র সে তাহার নিজের গুপ্ত দুঃখের গল্প তাহাকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হয়।

আ। আমি চিরজীবন নির্ভীক ও অজেয়। কেবল মাত্র প্রেম আমাকে পরাজয় করিতে পারে; যদি আপনার কোন শত্রু এই স্থানে এক্ষণে উপস্থিত হয়, আর যদি আপনি আমার হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়া তাহার জীবন নাশ করিতে অনুমতি করেন, আমি এই মুহূর্ত্তে তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বসাইয়া দিতে পারি।

ফ। এতক্ষণে বুঝিলাম তুমি যথার্থ নির্ভীক।

আ। তবে সেই গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া বলুন।

ফ। না এখানে নয়; সে ভয়ানক কথা সূর্য্যালোক থাকিতে বলিব না—অন্ধকার রজনীতে—যখন সকলে নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিবে—সেই সময় বলিব। আইডা, মধ্য রাত্রিতে সেণ্ট ষ্টিফন্ গির্জ্জার দ্বারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও—আসিতে পারিবে কি?

আ। দেখিবেন—নিশ্চয় যাইব। ফষ্ট্ পুনরায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল। আইডা বিদায় লইয়া প্রাসাদাভিমুখে গমন করিল।

## উনবিংশ অধ্যায়।

রজনী তমসাচ্ছন্ন—প্রবল ঝটিকার উত্থান হইয়াছে।

ভিয়েনার প্রকাণ্ড দুর্গ ও রাজবর্ত্ম দিয়া ভীষণ নিনাদে ঝটিকা বহিতেছে—আকাশ নিবিড় কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন—চন্দ্রমা ও তারকারাজি দেখা যাইতেছে না। পথে জন মানব নাই। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে—সেই আলোকে সেন্ট ষ্টিফন্ গির্জ্জার অত্যুচ্চ চূড়া মধ্যে মধ্যে নয়ন গোচর হইতেছে।

রাজবর্ত্মের একদিক হইতে জনৈক রমণী সমস্ত অবয়ব আবৃত করিয়া গির্জ্জার দ্বারে আসিল—সেই মুহূর্ত্তে একজন পুরুষ অপর দিক হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

ফ। আইডা?

আ। ফষ্ট্?

ফ। আইডা, তোমার যথার্থই সাহস আছে। সত্য বল, এই অন্ধকার রজনীতে এখানে আসিতে তোমার হৃৎকম্প হয় নাই?

আ। তাহা হইলে আসিতাম না।

ফ। অতি উত্তম কথা। আচ্ছা আমি তোমায় যেখানে লইয়া যাইব যাইবে?

আ। সেই জন্যই আসিয়াছি। আমি তোমাকে ভালবাসি—ইহা ব্যতীত অন্য কিছু জানিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করি না। বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই—গন্তব্য স্থানে যাই চল! ফষ্ট্ অগ্রসর হইল—পশ্চাতে আইডা। উপাসনা মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে আসিয়া ফষ্ট্ একটী ক্ষুদ্র দ্বার উদ্ঘাটন করিল; উভয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে আইডা সে দ্বার রুদ্ধ করিল; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ফষ্ট্ আর একটী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বলিল "এইবার সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নিম্নে যাইতে হইবে—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, প্রদীপ জ্বালিতে হইবে"; আইডা দেখিল ফষ্ট্ স্বীয় পরিচ্ছদের ভিতর হইতে এক ক্ষুদ্র ল্যান্‌টান্ বাহির করিয়া জ্বালাইল। কি উপায়ে সে অগ্নির সৃষ্টি করিল আইডা বুঝিতে পারিল না।

ফ। আইডা, এ স্থানটী কি ভয়ানক? এক প্রকার দুর্গন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্র আক্রমণ করিতেছে—মৃতদেহ পচিলে যেরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়। এখনও মুক্তকণ্ঠে বল, নিম্নে যাইতে পারিবে কি?

আ। নিশ্চয় যাইব। আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া চল।

ফ। আইডা, তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতেছে। উভয়ে প্রেমোচ্ছাসপূর্ণ গল্প করিতে করিতে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ভূগর্ভ স্থিত একটী প্রকাণ্ড হলে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত পূতিগন্ধ চতুর্গুণ বোধ হইতে লাগিল; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উভয়ে একটী অপ্রশস্ত বারান্দায় আসিল; বারান্দা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে যাইয়া আর একটী সোপানশ্রেণীর সম্মুখে উভয়ে উপস্থিত হইল; ফষ্ট্ তখন বলিল "আমরা এক্ষণে ভূগর্ভে আসিয়াছি—স্থানটী অতি ভয়ানক।"

আ। হইতে পারে—কিন্তু যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছি, সেই পথ দিয়াই পুনরায় বর্হিদেশে যাইব।

ফ। সত্য; আমরাও অনতিবিলম্বে ফিরিয়া যাইব।

আ। আগে সেই গল্প শুনিব—পরে প্রত্যাগমনের কথা মুখে আনিও।

ফ। সমস্ত বলিব—আরও অগ্রসর হও। দেখিও শেষ মুহূর্ত্তে উৎসাহ শূন্য হইও না।

আ। প্রিয়তম, গল্প বলিতে আর বিলম্ব করিতেছ কেন। ফষ্ট্ তখন নিম্নদেশে যে সমাধি স্থান ছিল তাহার উপর হস্তস্থ দীপ তুলিয়া ধরিল। কি ভয়ানক! শত শত মৃতদেহ স্তূপাকার পড়িয়া রহিয়াছে; কোনটী অস্থিসার হইয়াছে; কোনটী কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কোনটী সেই দিবস নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র—ভয়ানক দৃশ্য! কোথায় একটী ছিন্ন হস্ত, কোথায় ছিন্ন পদ, কোথায় বা সদন্ত মুণ্ড—যেন মরিয়াও জীবিত রহিয়াছে।

আইডা সেই দৃশ্য দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভয় পাইল না। ফষ্ট্ বলিল—এই স্থানে উপবেশন কর। আমার গল্প বলিবার এই উপযুক্ত স্থান। আইডা বসিলে, ফষ্ট্ গল্প আরম্ভ করিল।

ফ। আমি যে অসুখী সে কথা তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অসুখের কারণ জানিতে পারিলে, বুঝিতে পারিবে কিজন্য আমি তোমার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তোমার সাহস আছে, হৃদয়ে বল আছে—তুমিই সেই অসুখ দূর করিতে পারিবে। কিন্তু তোমাকে কি নিমিত্ত এই পার্থিব নরককুণ্ডে লইয়া আসিয়াছি—শ্রবণ কর। আমার দুঃখের কাহিনী শুনিলে তোমার মস্তক ঘুরিতে থাকিবে ও অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিবে। ভয়ানক—অতি ভয়ানক—কথা শুনিতে হইবে বলিয়াই তোমাকে এই ভয়ানক স্থানে লইয়া আসিআছি।

আ। আমি সেই ভয়ানক কথা শুনিতে প্রস্তুত; নিশ্চয় জানিও আমি এক তিলও ভীত হইব না।

ফ। (চুম্বন করিয়া) প্রথমে শপথ কর, সে কথা কোথাও বা কখন কোন লোকের নিকট ব্যক্ত করিবে না—আমি জানি ও তুমি জানিবে মাত্র, আমি যে কয় দিবস এই

নরলোকে থাকিতে পাইব, তোমাকে ভালবাসিব, তুমিও আমার দুঃখের সময় আমাকে সান্ত্বনা করিবে।

আ। প্রিয় উইল্‌হেলম্‌, আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি—সে ভালবাসার শেষ নাই। তুমি আমাকে কি গুপ্ত কথা বলিবে জানি না, কিন্তু এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, যে যদি জানিতে পারি যে তুমি মহা পাষণ্ড কিম্বা নরহত্যাকারী—তথাপি আমার ভালবাসা এক তিল কমিবে না—গুপ্ত কথা প্রকাশ করা দূরের কথা।—আর বিলম্ব করিও না—

ফ। তবে শুন; কিছুকাল পূর্ব্বে আমার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল; বিনা অপরাধে আমি কারানিক্ষিপ্ত হইয়া ছিলাম—শুধু তাহা নয়—দুরাত্মারা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে স্থির করিয়াছিল। আমি থেরেসাকে তখন ভালবাসিতাম ও তাহাকে পাইবার জন্য উন্মাদ হইয়া ছিলাম। এক দিকে অকাল মৃত্যু—অপর দিকে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ; লোভে পড়িয়া, কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া—অবশেষে সয়তানকে আত্মা বিক্রয় করিলাম। হায়, তখন বুঝিলাম না যে তদপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে ভাল ছিল—

আ। সয়তানকে আত্ম-বিসর্জ্জন!

ফ। আইডা, তুমি শিহরিয়া উঠিলে কেন? তবে তুমি আমাকে ঘৃণা কর?

আ। না—কখনই না।

ফ। এখন তুমি বুঝিতে পারিবে কিজন্য আমি অসুখী। এই নিমিত্তই আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি; যদি কেহ আমাকে এক্ষণে সয়তানের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে, আমি পুনরায় উইটেন্‌বার্গ কারাগারে যাইতে প্রস্তুত আছি। চব্বিশ বৎসর কাল সয়তান আমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবে—তাহার পর যুগ যুগ—অনন্ত কালের জন্য আমি তাহার ইচ্ছাধীন হইব।

আ। ফষ্ট্‌, তুমি দুরাকাঙ্ক্ষ ও সাহসী; তজ্জন্য আমি তোমাকে প্রশংসা করি; আজ প্রশংসা ও প্রেম সম্মিলিত হইল—ফষ্ট্‌, আমি তোমার—সর্ব্বতোভাবে তোমার।

ফ। তোমার কথায় আমি কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই; সয়তানের নিকট আমি অঙ্গীকার করি যে আমি কোন উপাসনালয়ে কিম্বা কোন ধর্ম্ম-যাজকের নিকটে যাইতে পারিব না। যখন থেরেসার সহিত আমার বিবাহ হয় তখন গির্জ্জায় যাইবার জন্য তাহার নিকট আমায় অনুমতি লইতে হইয়াছিল; কিন্তু সেই নৃশংস মানবকুলবৈরী আমাকে দ্বিতীয়বার অঙ্গীকার করাইয়া তবে অনুমতি দিয়াছিল। সে বড় ভয়ানক কথা—আমার প্রথম পুত্রের আত্মা তাহাকে উৎসর্গ করিতে হইবে!!

আ। ভয়ানক, ভয়ানক!

ফ। আইডা, আইডা, তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, যেন থেরেসা কন্যা সন্তান প্রসব করে—আমি অতি হতভাগ্য—প্রার্থনা করিবারও ক্ষমতা আমার নাই।

আ। আমি দিবানিশি সেই প্রার্থনা করিব।

ফ। তবে এক্ষণে এই জঘন্য স্থান ত্যাগ করিয়া যাই চল।

## বিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে যে যে ঘটনাগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার তিন মাস পরে, এক দিবস, জনৈক যুবক অরোনা প্রাসাদের সন্নিকটস্থ একটী স্থানে উপস্থিত হইল। যুবকের পরিচ্ছদ মলিন—যুবক পথশ্রান্ত, তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধার্ত্ত। তাহার মুখাকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দুর্ভাবনায় বিনষ্ট হইয়া ছিল, তাহার দৃষ্টিতে জ্যোতি নাই; যুবক বিমর্ষ-ভাবাপন্ন—আর চলিতে অক্ষম। অরোনা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া যুবক একটী নিভৃত স্থানে উপবেশনান্তে নিম্নলিখিত আত্মগতভাষণ করিল :—

আজ ত্রিশ মাইল পথ চলিয়া এই স্থানে আসিয়াছি; একটী কপর্দ্দকও সঙ্গে ছিল না—কেবল মাত্র প্রবাহের জলপান করিয়া জীবিত রহিয়াছি; ইহার পূর্ব্বেও প্রতি দিবস বিশ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছি; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমার হৃদয়ের বল এক তিলও কমে নাই—দরিদ্র হইলেই যে নিস্তেজ হইতে হইবে তাহার কিছু অর্থ নাই। আমি জানিতাম যে অরোনা প্রাসাদে পঁহুছিলেই আমার প্রিয়ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং ভগ্নি আমাকে কখনই অনশনে দিনাতিপাত করিতে দিবে না। কিন্তু যদি আমি নিজের ক্ষমতায় আবশ্যক অনুযায়ী উপার্জ্জন করিতে পারিতাম তাহা হইলে ভগ্নির আশ্রয় কখনই লইতাম না। আইডা শৈশব হইতে অহঙ্কার ও উচ্চাভিলাষে পরিপূর্ণ; কিন্তু আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া, সে নিশ্চয়ই দয়ার্দ্র হইবে; ফষ্ট্ ও আমি সমপাঠী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে ফষ্ট্ আর সে ফষ্ট্ নাই—ঈশ্বরের কৃপায় আজ সে কাউন্ট অফ্ অরোনা। যদিও ফষ্ট্ আমাকে সমাদরে না গ্রহণ করে, ভগ্নি নিশ্চয়ই আমার দুঃখ দূর করিবে। আজ তিন মাস হইল মাতা এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; আমার যাহা কিছু ছিল তাঁহার সমাধি ক্রিয়ায় ব্যয় করিয়াছি; যদি মৃত ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্নেহের সন্তানাদি পৃথিবীতে কিরূপে দিনাতিপাত করিতেছে দেখিতে পান, তাহা হইলে আমার স্বর্গীয় মাতা আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া কি ভাবিবেন? কিন্তু আমি জগদীশ্বর ও মনুষ্যের সমক্ষে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে অলসতা, অমিতব্যয়িতা কিম্বা লম্পটতা আমার দুরবস্থার কারণ নহে; আমি আজ পথের ভিখারী সত্য, কিন্তু আমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।

যুবক কিয়ৎ পরিমাণে মনের ভাব লাঘব ও বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনরায় প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইল; চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত—দূর হইতে প্রাসাদের আলোকরাশি নয়নগোচর হইতেছে; সন্নিকটে একটী কৃত্রিম হ্রদ ও হ্রদের পার্শ্বেই একটী সুন্দর আরাম কক্ষ; যুবক দেখিল সেই কক্ষে একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে—কক্ষটী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত; যুবক আরও দেখিল কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে কক্ষাধিকারী বিরক্ত হইবেন কি না এই বিষয় যুবক ভাবিতেছে, এমন সময় মনুষ্য কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দুই একটী কথা শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল—এবং কোন কারণ বশতঃ অধিকতর মনোযোগের সহিত কথোপকথন শুনিতে লাগিল; বিশেষ কারণ না থাকিলে যুবক কখনই এরূপ নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিত না। যুবক শুনিল :—"আইডা, তুমি কি পরামর্শ দাও?" যুবক শিহরিয়া বলিল "কি! ফষ্ট্ ও আইডা এই নিভৃত স্থানে কিজন্য?" যুবক পুনরায় শুনিল :—

আ। প্রিয়তম, আমি তোমাকে কি পরামর্শ দিতে পারি? যে কোনমতে হয়, আমার কলঙ্ক গোপন করিতে হইবে।

ফ। তুমি যদি মনে মনে কোন উপায় স্থির করিয়া থাক বল—তুমি যেরূপ বলিবে আমি সেইরূপ করিব। আমার প্রচুর অর্থ আছে; অর্থের সাহায্যে কি না হয়?

আ। এ কলঙ্ক গোপন করিতেই হইবে; কিন্তু কি উপায়ে তাহা আমি জানি না।

ফ। দুটী উপায় আছে; কিছুকাল পরে তোমার অবস্থা গোপন করিবার কোন উপায় থাকিবে না; সুতরাং তোমাকে কিছুকালের জন্য কোন দূরদেশে যাইয়া নির্জ্জনে থাকিতে হইবে; নচেৎ অপর একটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এ দেশের বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক নির্ধন হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সম্ভ্রম আছে, উপাধি আছে, আত্মাভিমান আছে; কিন্তু অর্থাভাবে তাহারা নির্জীব হইয়া রহিয়াছে। প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইলে, তাহাদের মধ্যে একজন নিশ্চয় তোমাকে বিবাহ করিতে স্বীকার পাইবে; ভিতরে যে বন্দোবস্ত থাকুক না কেন, প্রকাশ্যে তোমাকে সে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিবে, তুমিও তাহাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিবে।

আ। এইরূপ করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়; বিশেষতঃ ভিয়েনায় বিস্তর উপাধিধারী ভিক্ষুক আছে; ভাগ্য সংশোধন করিবার নিমিত্ত তাহারা সাহ্লাদে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে।

যুবক পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের প্রথমাংশ শুনিয়া ভাবিল সে অপর কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল, কিন্তু কিছু পরে যখন তাহার প্রতীতি জন্মিল যে তাহার

প্রিয় ভগ্নি কুলটা, তখন তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ; ক্রোধে অধীর হইয়া যুবক—অগো ! তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধার্ত্ত—সবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র আইডা ফষ্টের জানুদেশ ত্যাগ করিয়া গৃহতলে পতিত হইল—ফষ্ট্ বলিল "অটো পিয়ানাল্লা !"

## একবিংশ অধ্যায়।

কক্ষমধ্যে ইতিপূর্ব্বে পৈশাচিক প্রেমের অভিনয় হইতে ছিল ; অটো ভিতরে আসিবা মাত্র পট পরিবর্ত্তন হইল।

অটোর দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না ; একখানি কোচের উপর বসিয়া আইডাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভগ্নি, ভগ্নি, আজ কি কুক্ষণে এই নরকে প্রবেশ করিয়াছিলাম ? উঃ, কি ভয়ানক কথা শুনিলাম ? আমার অবস্থা কি ? আমি কপর্দ্দক হীন দীন দুঃখী ; উইটেন্‌বার্গ হইতে পদব্রজে ভিয়েনায আসিয়াছি—কি আশায় ? ভগ্নী আমার দুঃখ দূর করিবে ; পথে কৃষকদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিয়াছি—তাহাও অধিকাংশ জলের সাহায্যে ; এক এক দিন এক টুকরা রুটি খাইয়া পথ চলিয়াছি। এক দিবস একজনকে অনুরোধ করায়, সে বিরক্তির সহিত তাহার ভক্ষাবশিষ্ট রুটি আমার দিকে নিক্ষেপ করিল—লোকে কুকুরকেও তদপেক্ষা যত্ন প্রদর্শন করে। কিন্তু মনকে এই বলিয়া শান্তনা করিলাম যে প্রিয় ভগ্নি আইডার এ কষ্ট নাই ; আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন, আইডা সুখে আছে—আমরা উভয়ে পিতৃ মাতৃহীন বটে, কিন্তু আইডাকে রক্ষা করিবার ভার উপযুক্ত হস্তে পড়িয়াছে।

আ। পিতৃ মাতৃহীন ! পিতা বহু দিবস হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন জানি, কিন্তু মাতা—মা—

অ। যে মা তোমার সদ্‌গুণ ও সচ্চরিত্রের কথা কহিয়া, সকলের নিকট স্পর্দ্ধা করিতেন—

আ। অটো, অটো, বল—মাতা কুশলে আছেন ?

অ। তিনি নরলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; জগদীশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিই যে তাঁহাকে তোমার অধঃপতন দেখিতে হয় নাই।

আ। মা—মা—উঃ—(আইডা অটোর পদতলে বসিয়া পড়িল।)

অ। আমাকে অনুনয় করিলে কি ফল ? জগৎপিতাকে স্মরণ কর। (ফষ্ট্‌কে) আমার ভগ্নিকে আর কিছু বলিবার নাই, তবে আপনার সহিত দু একটী কথা আছে। আপনার মান, সম্ভ্রম, অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার পাশব প্রকৃতি—উঃ মনে করিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে ; আপনার মুখ দর্শন করাও উচিত নহে।

ক। অটো, অতীত লইয়া আন্দোলন করায় ফল কি? আমি ক্ষতিপূরণ করিব।

অ। উন্মাদের প্রলাপ—ক্ষতিপূরণ! ধিক্! কি সাহসে একথা মুখে আনিলেন? এই সসাগরা পৃথিবীর সমগ্র ধনীর অর্থরাশি একত্র করিলে—এই স্বর্ণগর্ভা পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে লক্ষ লক্ষ কুবেরের ধন সমাধিস্থ রহিয়াছে, সে সমস্ত একত্র করিলেও, আপনি ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবেন না। নারীর সতীত্বের মূল্য নাই—সে সতীত্বমনির প্রভা স্বর্গীয়; পৃথিবীর যাবৎ মহামূল্য হীরকখণ্ড একত্র করিলেও সে প্রভা দেখা যাইবে না। যে কক্ষ সতীত্বদীপে আলোকিত, যদ্যপি একবার সে দীপ নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ হীরকখণ্ড দ্বারাও সে কক্ষ পূর্ব্ববৎ আলোকিত হইবে না। আমি নিঃস্ব; আমার অঙ্গে শীত নিবারক বস্ত্র নাই—উদরে অন্ন নাই—ভবিষ্যৎ অন্ধকার; কিন্তু আপনি যদি এই মুহূর্ত্তে আমাকে প্রচুর ধন দান করেন ও উচ্চ পদস্থ করিয়া দেন, তথাপি ঐ হতভাগিনীর নিমিত্ত, আমার অন্তঃকরণে সুখের সঞ্চারও হইবে না। পাপিয়সী কি উপায়ে কলঙ্ক গোপন করিবে সেই পরামর্শ করিতে ছিল—উঃ—

ফ। অটো, তুমি অত্যন্ত কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিতেছ। স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে তোমার মতের পরিবর্ত্তন হইবে।

অ। এরূপ কথা আপনার মুখ হইতে বাহির হওয়াই উচিত ও সম্ভব। ভাবিয়া দেখিব—কি ভাবিয়া দেখিব? অনন্ত কাল ভাবিলেও কি আমার মত পরিবর্ত্তিত হইবে? হাঁ আমি বুঝিয়াছি—মহাশয় ধনী ও প্রবল প্রতাপশালী; আপনি নিশ্চয় ভাবেন যে আপনার ন্যায় মহৎ লোক যদ্যপি আপনার স্ত্রীর দাসীর সতীত্ব নাশ করেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন দোষ করা হয় না—পুতুল খেলা। হয়ত আপনি এরূপও ভাবিতেছেন যে আমার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়া, মহাশয় আমাকেও যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন!! কিন্তু হায়, কি দুঃখের বিষয়—এই জগতে অনেক নরপিচাস পিতা ও ভ্রাতা আছে—যাহারা অর্থ লোভে—নিজ নিজ কন্যা ও ভগিনীদিগকে—ধনশালী দ্বিপদ পশুদিগের হস্তে স্বচ্ছন্দে অর্পণ করে। কিন্তু মহাশয়, আপনি আমাকে—সেই শ্রেণীভুক্ত করিবেন না। যাহা হউক, বৃথা বাক্যব্যয় করায় ফল কি? (চিন্তা করিয়া) আপনি ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন?

ফ। নিশ্চয়—বল কি করিলে তুমি সন্তুষ্ট হইবে?

অ। আমি পথশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধাতুর; আমাকে এক পাত্র সুরা এবং এক-খানি তরবারি আনাইয়া দিন; কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেই দেশাচারানুযায়ী, মহাশয়কে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিব—যাহার পক্ষে ধর্ম্ম আছে সে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে।

ফ। হা হা হা—তুমি কি বলিতেছ? বিহঙ্গমের অণ্ড চূর্ণ করিতে যে সময় লাগে, তোমাকে বধ করিতে তাহাপেক্ষা কম সময়ের আবশ্যক হইবে।

অ। হইতে পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হইলেই যে যুদ্ধে জয়ী হইবেন তাহার স্থিরতা কি?

ফ। (অবজ্ঞা সূচক হাস্য করিয়া) ভাল কথা, কিন্তু যদি আমারই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার ভগ্নির দশা কি হইবে?

অ। সত্য কথা; দেখুন আপনাকে কাউণ্ট বলিয়া সম্বোধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না—আপনাকে কি বলিব বুঝিতে পারিতেছি না—আমি বুদ্ধিশক্তি হারাইয়াছি; ফল কথা এই যে যদি যুদ্ধে আপনাকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি একটী অজাত শিশুর পিতার প্রাণনাশ করিব; অথচ যদি দেশাচার, লোকাচার ও স্বীয় মান সম্ভ্রম পদ দলিত করিয়া কাপুরুষের ন্যায়—অপমানিত হইয়াও, বিনা যুদ্ধে, এই পৈশাচিক স্থান হইতে চলিয়া যাই ও লোকে সেই কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কেহ আমার মুখ দর্শন করিবে না।

ফ। অটো, স্থির হইয়া শুন; আমি অঙ্গীকার করিতেছি আমার যতদূর সাধ্য ক্ষতি-পুরণ করিব।

অ। আচ্ছা তাহা হইলে আমি যেরূপ বলিব লিখিয়া দিন। ফষ্ট্ লিখিতে বসিলে, অটো বলিল এইরূপ লিখুন:—

আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি আইডা পিয়ানাল্লার গর্ভস্থ শিশুর জন্মদাতা; উক্ত শিশুর ভরণ পোষণার্থ আমি সার্দ্ধ দুই সহস্র মুদ্রা——

ফ। সার্দ্ধ দুই সহস্র! আমি পঁচিশ সহস্র দিতে প্রস্তুত আছি।

অ। ক্ষমা করিবেন; যাহাতে আইডা ও তাহার শিশুর ভরণপোষণ হইতে পারে আইডা সেই সাহায্য লইবে—এক্ষণে জগতপিতার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে ঐ শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় উপার্জ্জনে তাহার মাতাকে ভরণপোষণ করিতে সক্ষম হয়। লিখুন.——

সার্দ্ধ দুই সহস্র মুদ্রা দান করিলাম। আমার মৃত্যুর পর আমার উত্তরাধিকারী কিম্বা আমার বিষয় সম্পত্তির তত্বাবধারক যে কেহ থাকিবে ঐ টাকা আইডা পিয়ানাল্লার হস্তে দিবে।

ফ। আর কিছু লিখিবার আছে?

অ। কেবল স্বাক্ষর বাকি।

ফষ্ট্ স্বাক্ষর করিলে, অটোও স্বনাম স্বাক্ষর করিল--কারণ অন্য কোন সাক্ষী উপস্থিত ছিল না। কার্য্য সমাধা হইলে অটো তাহার ভগ্নিকে বলিল "আইডা, এই কাগজখানি সাবধানে রাখিও—হয়ত অ.ত শীঘ্রই প্রয়োজন হইবে।"

আ। তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। এই বলিয়া আইডা কাগজখানি ভূতল হইতে উঠাইয়া সাবধানের সহিত পকেটে রাখিয়া দিল।

অ। শিশুতে বুঝিতে পারে, তুমি পারিলে না? কাউণ্ট অফ অরোনা, আপনি এইবার একপাত্র সুরা ও একখানি তরবারি আনাইয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

আ। ভাই, আমার কথা শুন, ক্ষান্ত হও।

অ। আর 'ভাই' সম্বোধন করিও না। আমাদের নিষ্কলঙ্ক নাম কলঙ্কিত হইয়াছে; আমি যাহা করিব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না। (ফষ্ট্‌কে) আপনি সহজে আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন, না আমাকে কটুবাক্য প্রয়োগ কিম্বা প্রথমে আপনার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া, উত্তেজিত করিতে হইবে?

ফ। ততদূর করিতে সাহস করিও না; কিন্তু শেষ বার বলিতেছি, ভাবিয়া কাজ করিও—আমরা অজ্ঞাতসারে যেরূপ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কীট পদদলিত করি, তোমায় আমি সেইরূপে বধ করিতে পারি।

অ। আপনি কতকগুলি অসার কথা কহিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু আমি এক তিলও ভীত নহি।

ফ। তবে নিম্নের কক্ষে যাও। মেজের উপর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা আছে—পান করিও আর সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে তরবারি দেখিতে পাইবে সেইখানি লইয়া নিম্নে অপেক্ষা করিও। আমি অনতিবিলম্বে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

অ। বাধিত হইলাম; আইডা, এই শেষ সাক্ষাৎ—যদি জয়ী হইতে পারি, তাহা হইলে কোন দূরদেশে যাইয়া, তোমা কর্ত্তৃক যে নাম কলঙ্কিত হইয়াছে, সে নাম গোপন করিয়া, অন্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, দিনাতিপাত করিব। আর একটী কথা—মাতা মৃত্যুকালীন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন; আশা করি সেই আশীর্ব্বাদে তোমার চরিত্র সংশোধিত হইবে। বিদায়—এই বলিয়া অটো বাহিরে যাইল।

আ। অটো, অটো, ভাই, আমার কথা শুন, তুমি কি করিতেছ? যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ—সে কে জান না—বলি শুন——

ফ। আইডা, তুমি নিশ্চয় গুপ্তকথা প্রকাশ করিবে।

আ। ফষ্ট, তুমি অটোর প্রাণনাশ করিবে না বল?

ফ। (চিবুক ধরিয়া) নিশ্চিন্ত থাক পুতুল খেলা করিতে যাইতেছি। ফষ্ট্‌ দ্রুত পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইল; আইডা একখানি সোফায় শয়ন করিয়া তাহার মাতার মৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিল; অটোর কথা স্মরণ করিয়াও দুই বার বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া দুটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—পাপিষ্ঠার মনে কিয়ৎক্ষণের জন্য স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল; কিন্তু কোন একটী

বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, সে তাহার জননী ও ভ্রাতার কথা একেবারে বিস্মৃত হইল।

সোফা হইতে উঠিয়া, গৃহতলে পদচারণা করিতে করিতে, আইডা ভাবিতে লাগিল, "আজ যে কাগজখানি পাইয়াছি এখানি আমার পক্ষে একখানি বিশেষ আবশ্যকীয় দলিল—কারণ ফষ্ট্ ইহাতে স্বীকার করিয়াছে যে সে আমার গর্ভস্থ শিশুর পিতা। এই দলিল হইতে আমার বিস্তর উপকার হইবে—দেখি এইবার আমার উচ্চ আশাগুলি সফল হইবে কি না? ফষ্ট্ তোমাকে আমি যথার্থ ভালবাসি—কিন্তু তোমার দ্বারা আমাকে ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম লাভ করিতে হইবে। ফষ্ট্ এখনও ফিরিল না কেন? দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে এত অধিক সময় লাগে না—বিশেষতঃ ফষ্ট্ কখনই পরাজিত হইবে না—সেই ভয়ানক অপার্থিব শক্তি তাহাকে সতত রক্ষা করিতেছে। * * * থেরেসা জানে তাহার স্বামী বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে ভিয়েনায় গিয়াছে; আর্কডিউক্ লিওপোল্ড ও মেরিয়া আজ প্রাসাদে আসিয়াছে—থেরেসা তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে এক্ষণে ব্যস্ত। মেরিয়া, মেরিয়া, সেই মেরিয়া, আজ—আর্কডাচেস্! ঐ কথা যখন মনে পড়ে, আমি ক্রোধে অধীর হই—সত্য বলিতে কি মেরিয়ার সৌভাগ্যই আমার অধঃপতনের প্রধান কারণ। কেবল মাত্র উচ্চপদ লাভ করিবার আশায় আমি দারুণ গর্হিত কার্য্য করিয়াছি; আমি বুঝিলাম যে ফষ্ট্ একবার আমার নিকট তাহার গুপ্তকথা বলিলেই, সম্পূর্ণরূপে আমার হস্তগত হইবে।" আইডা মনে মনে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে, শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ কবিতেছে, এমন সময় ফষ্ট্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; আইডা জিজ্ঞাসা করিল "তাহাকে প্রাণে মার নাই?"

ফ। না—পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলাম মারিব না; ভূতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষঃদেশে উপবেশন করিয়া বলিলাম "শপথ কর আর আমাদের বিরক্ত করিব না।" অটো বলিল "না"; তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

আ। শুনিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম।

ফ। এখানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই; কল্য সন্ধার সময় এই কক্ষে সাক্ষাৎ হইবে—সেই সময় তোমার বিবাহের কথা পুনরায় উত্থাপন করিব।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বসন্তকাল—বৃক্ষরাজি নব পল্লবিত হইয়া নব কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে; পুষ্প বৃক্ষ সকল নব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া হাসিতেছে—কিন্তু মনে বড় ভয়, স্বার্থপর মনুষ্য তাহাদের বড় সাধের অলঙ্কার অপহরণ করে।

একদিন সন্ধ্যাকালে, আইডা ও ফষ্ট্ পূর্ব্বোক্ত সেই কক্ষে একখানি বহুমূল্য ইন্দ্রিয় সুখোত্তেজক কৌচে বসিয়া গল্প করিতেছে; একটী মেজের উপর নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও পাত্রপূর্ণ মদিরা শোভা পাইতেছে। ফষ্ট্ বলিল, দেখ, যতদূর কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে, ততদূর আমরা নিশ্চয় সিদ্ধকাম হইয়াছি বলিতে হইবে; থেরেসাকে আর্ক্ ডিউকের ভবনে পাঠাইয়াছি—কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম যে দুইজনে এক স্থানে প্রসব হইলে থেরেসার বিস্তর সুবিধা; কারণ যদি থেরেসার অকস্মাৎ কোন পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজভিষক তাহার চিকিৎসা করিতে পারিবেন; তুমি বোধ হয় জান যে আমি তাহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা ঢালিয়া দিয়াছি—আমি তাহাকে যেরূপ করিতে বলিব সে সেইরূপ করিবে। আর দেখ, উভয়েই এক সময়ে গর্ভবতী হয়—এক সময়ে দুজনেরই প্রসবের সময় উপস্থিত! সে স্থলে আমার স্থির বিশ্বাস উভয়েরই সন্তান এক সময়ে ভূমিষ্ঠ হইবে। আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলাম আমি চিকিৎসকদ্বয় ও ধাত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিতে সক্ষম হইব।

আ। তুমি ইচ্ছা করিলে সম্রাট ম্যাক্সমিলিয়ানের মুকুট ক্রয় করিতে পার; কিন্তু আমি আর এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না; কল্য প্রত্যুষে তোমার প্রিয়পত্নীর অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি লইয়া, আমাকে আর্ক্ ডিউকের প্রাসাদে যাইতে হইবে।

ফ। তবে এই শেষবার বলি, যাহা যাহা বলিয়াছি স্মরণ রাখিও; যদি শিশুদ্বয় আমাদের ইচ্ছামত জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে শেষ রক্ষা করা তোমার উপর নির্ভর করিবে।

আ। কিন্তু পুত্র কন্যায় বদল করা কিরূপে হইবে?

ফ। সে বিষয় ভাবিও না। ভীষকদ্বয় যাহা বলিবে তাহা সকলেই বিশ্বাস করিবে। তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আ। আর একটী প্রশ্ন আছে; যে সৈনিক সূতিকাগারে প্রহরীর কার্য্য করিতে নির্ব্বাচিত হইবে, তাহার সম্বন্ধে কি করিবে স্থির করিয়াছ?

ফ। তোমায় কি পূর্ব্বে বলি নাই যে আমি ইচ্ছা করিলেই অদৃশ্য হইতে পারি? থেরেসাকে কি করিয়া লিনস্ডর্ফ দুর্গ হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলাম?

আ। বুঝিয়াছি—তুমি সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতেছ কি না জানিবার জন্যই প্রশ্ন করা; কারণ তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইলে আমার সুখের সীমা থাকিবে না।

ফ। আইডা, তুমি যে আমার মঙ্গলাকাঙ্খিনী—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কল্য আর্ক্ ডিউকের প্রাসাদে সাক্ষাৎ হইবে।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

পূর্ব্বোল্লিখিত কথোপকথন হইবার এক সপ্তাহ পরে প্রাসাদে হুলস্থুল পড়িয়াছে; সন্ধ্যা আগত প্রায়—আর্ক্ ডাচেস্ ও কাউণ্টেস্ অফ্ অরোনা অতি শীঘ্র মাতৃত্বে পদার্পণ করিবেন।

প্রসিদ্ধ ভিষক, ডক্টর ডোরেন্‌বার্গ, মেরিয়ার কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন। সেই কক্ষে আর্ক্‌ডিউক্ জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ডক্টর ডোরেন্‌বার্গ রাজপরিবারের চিকিৎসক। অপর একটী কক্ষে থেরেসা রহিয়াছে; ভিয়েনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও খ্যাতনামা চিকিৎসক ডক্টর লাট্‌জেন্ সেই কক্ষে বসিয়া আছেন। আইডা থেরেসার সন্নিকটে বসিয়া আছে—থেরেসার কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলেই তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতেছে—যত্নের ত্রুটি নাই। থেরেসা বলিল, "আইডা, তুমি না থাকিলে কে আমায় এরূপ যত্ন করিত?" আইডা মনে মনে হাসিল।

পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ হলে লিওপোল্‌ড, ফষ্ট্, প্রোথোনোটারি ও অন্যান্য কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সূতিকাগারে কার্য্য করিবার জন্য যে ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল, ফষ্ট্ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত, তাহাকেও উৎকোচ দান করিয়া ছিল।

আর্ক্‌ডিউক্ ফষ্ট্‌কে একটী জানেলার নিকট ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, আমাদের উভয়ের অন্তঃকরণে আহ্লাদ, ভয়, সন্দেহ ও অনিশ্চিততা যুগপৎ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত সমকালীন ঘটনা! নিশ্চয় জানিও ইহাতে জগদীশ্বরের——ও কি—তুমি চমকিয়া উঠিলে কেন? অকস্মাৎ কোন পীড়া হইল নাকি? ফষ্ট্ যে জগৎপিতার পবিত্র নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, লিওপোল্‌ড কি করিয়া বুঝিবে?

ফ। না—তা নয়; মধ্যে মধ্যে আমার মস্তকে অকস্মাৎ বেদনা ধরে—যাক্, এক্ষণে আমি সুস্থ হইয়াছি। তুমি কি বলিতে ছিলে?

লি। বলিতে ছিলাম কি আশ্চর্য্য সমকালীন ঘটনা! আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে একজনের পুত্র ও আর একজনের কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

ফ। তাহা হইলে, তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে তাহা প্রত্যক্ষরে সত্য হইবে। বাহিরে কিসের গোলমাল হইতেছে?

লি। বুঝিয়াছি; দুইজন সৈনিক সূতিকাগার দ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিবার জন্য এই মাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছে ও অন্য সকলে আনন্দসূচক ধ্বনি করিতেছে।

ফ। দুইজন?

লি। হাঁ দুই জন; আমি যে সময় ভূমিষ্ঠ হই সেই সময় একজন সৎ অসৎ উপেক্ষক চিকিৎসক উৎকোচ লইয়া যে জঘন্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে গল্প তোমার স্মরণ থাকিবে?

ফ। বিলক্ষণ স্মরণ আছে; ভরসা করি এবার সেরূপ বিশ্বাসঘাতক লোক কেহ উপস্থিত নাই।

লি। না—প্রথমতঃ ডক্টর ডোরেন্‌বার্গ অতি ভদ্রলোক; আমি তাঁহাকে পিতৃতুল্য দেখি ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি।

ফ। ডক্‌টর ডোরেন্‌বার্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য। (বোধ হইল ফষ্ট্‌ ঈষৎ হাঁসিয়া ছিল)

লি। তাহার পর, ধাত্রী ডেম্‌ হারডারকে উৎকোচ দিয়া বশ করা দুঃসাধ্য।

ফ। নিশ্চয়। (ফষ্ট্‌ দত্ত স্বর্ণের গন্ধ তখনও ডেম্‌ হারডারের হস্তে ছিল)

লি। আর একজনের পরিবর্ত্তে দুই জন সৈনিক নিযুক্ত করিয়াছি।

ফ। সুবন্দোবস্ত। (ফষ্ট্‌ মনে মনে হাঁসিয়া বলিল) "অধিকন্তু ন দোষায়।"

লি। আবার শুন—চিকিৎসক, ধাত্রী ও সৈনিকদ্বয়কে আমি অবিশ্বাস করি না সত্য; তথাপি যাহাতে কোনরূপ অশুভ ঘটন কিছুতে না হইতে পারে, সেই নিমিত্ত, আমি স্বয়ং এই স্থলে রজনী অতিবাহিত করিব।

ফ। অতি উত্তম কথা, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমিও উপস্থিত থাকিব।

লি। আপত্তি—অসম্ভব? সেই মুহুর্ত্তে ডেম্‌ হারডার নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে মেরিয়ার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া থেরেসার কক্ষাভিমুখে চলিল; পথিমধ্যে আইডার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল; আইডা বলিল "থেরেসা জিজ্ঞাসা করিতেছে মেরিয়া কিরূপ আছে" এই ছল করিয়া তোমার নিকট আসিতে ছিলাম।

হা। আমিও ঐ ওজর করিয়া তোমার কাছে আসিতে ছিলাম। খবর কি বল?

আ। লেডি থেরেসার একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

হা। আর্ক্‌ডাচেস্‌ একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। ডক্‌টর ডোরেন্‌-বার্গ আর্ক্‌ডাচেস্‌কে বলিয়াছেন "আপনার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।"

আ। ডক্‌টর লাট্‌জেন্‌ও লেডি থেরেসাকে বলিয়াছেন "আপনার একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু পরেই ডক্‌টর ডোরেন্‌বার্গ আর্ক্‌ডিউকের নিকট আসিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিলেন "আপনার একটী পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিছু পরেই ডক্‌টর লাট্‌জেন্‌ আসিয়া কাউণ্ট অফ্‌ অরোনাকে বলিলেন আপনার একটী কন্যা জন্মিয়াছে।" সুসংবাদ আনিবার নিমিত্ত, ভীষকদ্বয়, দুটী সুন্দর ও বহুমূল্য উপ-ঢৌকন পাইলেন। তখন লিওপোল্‌ড ফষ্টের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "প্রিয়বন্ধু—আমার স্বপ্ন সত্যই হইল।" বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমার সন্তান তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। এখন হইতে তাহাদের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইল।"

ফ। ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় কি হইতে পারে।

নোটারি ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরগণ সময়োচিত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে একজন দূত দুর্গ হইতে পূর্ব্বোক্ত দুই জন সৈনিককে সমভিব্যহারে লইয়া আসিল—তাহারা আসিয়াই সূতিকাগার দ্বারে দণ্ডায়মান হইল।

লিওপোল্ডের আনন্দের সীমা ছিল না; ডাক্তারের অনুমতি পাইলেই তিনি সূতিকাগারে যাইয়া প্রিয়পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিবেন; কখন তিনি সেই অনুমতি পাইবেন অপেক্ষা করিতে ছিলেন। আর ফষ্ট্? একটী দুষ্কর্ম্ম করিলে তৎসঙ্গে আর কতগুলি দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়। হতভাগা সয়তানকে ঠকাইবার নিমিত্ত তাহার প্রিয়বন্ধু আর্ক্‌ডিউকের সহিত ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বসিয়াছে—তাহার উপর বুঝিতেছে—যে তাহার সন্তান আজন্ম অপরের সংসারে থাকিবে ও অপরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। সেস্থলে তাহার মনে আনন্দ কোথায়? কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সয়তানের শিষ্য ফষ্ট্ প্রতারণা শাস্ত্রে অদ্বিতীয়। ফষ্ট্ সহজে—অতি সহজে—তাহার মজ্জাগত নরক যন্ত্রণা গোপন করিয়া, সকলের সমক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল—না করিলে নয়।

কিছুক্ষণ পরে ডেম্ হারডার সযত্নে নবকুমারীকে দুই হস্তোপরি রক্ষা করিয়া, আর্ক্‌ডিউকের নিকট আনিল—তাহার পশ্চাতে ডক্‌টর ডোরেন্‌বার্গ। লিওপোল্ড সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন; ডোরেন্‌বার্গ সেই মুহূর্ত্তে বলিলেন—এই ঘরের বায়ু অত্যন্ত শীতল ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি হানিকর। ডাক্তারের কথা শুনিয়াই লিওপোল্ড ধাত্রীকে তদ্দণ্ডে শিশুকে সূতিকাগারে লইয়া যাইতে বলিলেন; ধাত্রীও তদ্দণ্ডে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। লিওপোল্ড ডাক্তারকে বলিলেন—"আমি সসাগরা রাজ্যের লোভ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমার সন্তানের তিলার্দ্ধ অনিষ্ট হয় এরূপ কার্য্য করিতে পারি না। এক্ষণে আপনি নোটারিকে যাহা যাহা লিখিবার বলিয়া দিলে বাধিত হইব।"

মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অবসর পাইয়া ফষ্ট, কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া, ডাক্তারকে বলিল "আপনি চতুরতা ও কৌশলের সহিত ধাত্রীকে সূতিকাগারে ফিরাইয়া দিয়াছেন; লিওপোল্ড এক মুহূর্ত্তের অধিক তাহার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পায় নাই।

ডো। কিন্তু দ্বারদেশে দুই দুই জন সৈনিক রহিয়াছে!

ফ। কিছু ভয় নাই—আমি উভয়কেই বশীভূত করিব—অর্থের সাহায্যে কি না হয়? ফষ্ট্ যে ইচ্ছা করিলে অদৃশ্য হইতে পারিত সে কথা ডাক্তারকে বলিতে সাহস করিল না। রেজেষ্টারীতে নবকুমারের নাম "ম্যাক্সমিলিয়ান্" বলিয়া লিখিত হইল। সম্রাটের সম্মানার্থে, লিওপোল্ড সন্তানের ঐ নাম দিয়াছিলেন।

* * * * * * * * * * * *

মধ্যরজনী; পূর্ব্বোক্ত হল্‌ঘরে ফষ্ট্ ও লিওপোল্ড দুইখানি চৌকিতে বসিয়া গল্প করিতেছেন; সম্মুখের মেজের উপর নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে।

সৈনিকদ্বয় প্রস্তর খোদিত মূরদের স্থায় নিষ্পন্দভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘর আলোকময়; রৌপ্যনির্ম্মিত দীপ সমূহ হইতে আলোক রাশি, মেজের উপরে স্ফটিক পাত্রে রক্ষিত পদ্মরাগ মনিবর্ণ সুরায় পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতেছে; লিওপোল্ড বলিলেন, "সম্প্রতি, তুমি ভাই, আমা অপেক্ষা সুখী; কারণ তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা তোমার কন্যাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছ; কিন্তু আমি সে সুখে বঞ্চিত; কল্য প্রাতঃকালে পুনরায় আমার প্রিয় সন্তানকে দেখিতে পাইব। লেডি থেরেসা নিশ্চয়ই তাহার কন্যাকে দেখিয়া পরম সুখী হইয়াছে?

ফ। নিশ্চয়ই হইবার কথা; কিন্তু প্রসবের কিছু পরেই ডক্টর লাট্জেন্ থেরেসাকে নিদ্রাকর্ষণকারী একটী ঔষধি খাওইয়াতে বাধ্য হইয়া ছিলেন—থেরেসা এখনও নিদ্রিত।

লি। হাঁ—একথা তুমি বলিয়াছিলে বটে; কিন্তু আমার নিজের মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকায়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। আমি অত্যল্প সময়ের জন্য কক্ষান্তরে যাইতেছি; তুমি ভাই, কিছুতেই অন্যত্র যাইও না—আমি এখনি ফিরিয়া আসিব।

ফ। আমাকে সতর্ক করিবার প্রয়োজনতা এক তিলও নাই। লিওপোল্ড সহাস্যে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; ফষ্ট্ও সেই মুহূর্ত্তে পরিচ্ছদের ভিতর হইতে একটী ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া আর্ক্ডিউকের স্ফটিক পাত্রে জলের স্থায় এক প্রকার তরল পদার্থ ঢালিয়া দিল। ফষ্ট্ তখন অত্যন্ত সুখী—তাহার আনন্দের সীমা নাই। হত-ভাগা মনে মনে বলিল—'এইবার সয়তানকে ঠকাইয়াছি'" কিয়ৎক্ষণ পরে লিওপোল্ড প্রত্যাগমন করিলে ফষ্ট্ বলিল "আশা করি আর্ক্ডাচেস্ নির্ব্বিঘ্নে আছেন?"

লি। এত ভাল অবস্থা, যে ডক্টর ডোরেন্বার্গ প্রিয়তমার সহিত কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ফ। এস ভাই, উভয়ে ডক্টর ডোরেন্বার্গের "স্বাস্থ্য পান" করি।

লি। ডোরেন্বার্গ ও লাটজেন্ উভয়ের।

উভয়ে স্ব স্ব পাত্রে সুরা ঢালিয়া পান করিলেন—পলকের মধ্যে দুইটী পাত্র শূন্য হইল। পরে উভয়ে নানা বিষয়ক গল্প করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আর্ক্ডিউকের চক্ষুদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—আর এক, দুই, তিন মুহূর্ত্ত—আর্ক্-ডিউক্ নিদ্রাভিভূত।

কিছুপরে ফষ্ট্ সৈনিকদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল "সমস্ত রজনী তোমাদের সতর্কতার সহিত চৌকি দিতে হইবে—সুতরাং ক্লান্তি হরণের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে লঘু আহার করা আবশ্যক। আর্ক্ডিউকও এই কথা বলিয়া নিদ্রা গিয়াছেন; তিনি যতক্ষণ নিদ্রিত থাকিবেন আমি তোমাদের সহিত জাগিয়া থাকিব—তিনি উঠিলে

পর আমি নিদ্রা যাইব। ঐ মেজের উপর প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য ও সুরা আছে—যাহা ইচ্ছা খাইতে পার—আর দেখ—খুব সতর্ক থাকিও—আমি বাহিরে যাইতেছি—এখনি ফিরিয়া আসিব।”

সৈনিকদ্বয় সাহ্লাদে ফষ্টের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল।

পর মুহূর্ত্তে ফষ্ট্ তাহার নবজাত শিশুকে বক্ষোপরি রাখিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করিল; সৈনিকদ্বয় কিছুই দেখিতে পাইল না; কিঞ্চিৎ পরেই সে লিওপোল্ডের কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বাহিরে আসিল—তখনও সৈনিকদ্বয় তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ফষ্ট্ হল্ঘরে প্রত্যাগমন করিয়া সৈনিকদ্বয়কে আর একপাত্র সুরা পান করিতে অনুমতি দিল—পানান্তে উভয়ে পুনরায় সূতিকাগার দ্বারে দণ্ডায়মান হইল।

প্রাতঃকালে লিওপোল্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেশাচার অনুযায়ী উপরের একটী জানেলায় একজন সৈনিক নবকুমারকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া দাঁড়াইল—নিম্নের প্রাঙ্গণে দুর্গের সমস্ত সৈন্য সমবেত হইয়াছিল—তাহারা গগনভেদী-রবে রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিল। তৎপরে শিশু তাহার মাতৃ সন্নিধানে আনীত হইল; আর্ক্‌ডাচেস্ তাহাকে স্বীয় গর্ভজাত পুত্রজ্ঞানে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন। থেরেসাও প্রাতঃকালে উঠিয়া মেরিয়ার কন্যাকে আপনার জানিয়া বক্ষোপরি ধারণ করিয়া চুম্বন করিল।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে যে যে ঘটনাগুলি লিখিত হইয়াছে তাহার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে—১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ! প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে—এবার পুরাতন অভিনেতা বটে—কিন্তু নূতন স্থান, নূতন দৃশ্য।

ইতালির কাম্‌পেনিয়া বিভাগে নেপল্‌স সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, বহুজনাকীর্ণ, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রধান সুন্দর সহর। সহরটি বিস্তৃত নেপল্‌স উপসাগরের বক্ষঃস্থল হইতে উঠিয়া এক দিকে পোরটিসি অপর দিকে মাইসেনো অবধি স্বীয় বৈভব জগৎকে দেখাইতেছে; সমুদ্রকূলে, অনতিদূরস্থ উন্নত স্থানে এবং পশ্চাৎ বিভাগস্থ শৈল-শ্রেণীর উপরে অসংখ্য অট্টালিকাও মনোহর উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে।

* তিন লক্ষ লোক ঐ সহরে বাস করে—তাহাদের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ চব্বিশ সহস্র লোক উপায়ী; অবশিষ্ট লোকের অবস্থা অত্যন্ত হীন। অনেকের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই।

* বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ৪॥০ লক্ষ।

সহরের পশ্চাৎভাগে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরস্থ উদ্যান গুলির সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। বাস্তবিক উক্ত প্রদেশে চিরবসন্ত বিরাজমান—শীতের দৌরাত্ম্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃক্ষাবলী চিরকাল নব-পল্লবিত—হরিতাবৃত।

অতি প্রত্যুষে ভূমধ্য সাগর হইতে স্নিগ্ধকর শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া সহর ও সহরবাসীদিগকে নবজীবন দান করে—আবার সূর্য্যদেব অস্ত যাইলে পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে মন্দ মন্দ সুগন্ধ বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়।

নেপল্‌স্ নগরের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে প্রত্যুষেই দেখা উচিত; দিবাভাগে যে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের কর্ণবধীরকারী কলরব শুনিতে পাওয়া যায়, প্রত্যুষে সে কলরব নাই; ভূমধ্য সাগরের রাজ্ঞীর ন্যায়, নেপল্‌স—সহাস্যে অথচ গাম্ভীর্য্যের সহিত—সম্মুখস্থ বিস্তৃত জলরাশি, উপসাগর, অন্তরীপ, দ্বীপ নিরীক্ষণ করিতেছে, উপরে নয়ন-স্নিগ্ধকরী নীলাকাশ—সূর্য্যোদয় হইল—সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বচ্ছনীলাকাশও স্বর্ণরঙ্গে রঞ্জিত হইল।

নেপল্‌সের পূর্ব্বদিকস্থ দৃষ্টি পরিচ্ছেদক বৃত্তের সীমায় নানাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট পর্ব্বত-সমূহ বিরাজ করিতেছে—সেই পর্ব্বত সমষ্টির মধ্যস্থলে সুপ্রসিদ্ধ ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়-গিরি—সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বীয় প্রাধান্য জগৎকে জানাইতেছে। নিকটস্থ শৈল-সমূহ ভিসুভিয়াসের পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে—যেন একটী প্রকাণ্ড দানবের পার্শ্বে একদল বামন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিসুভিয়াসের নিম্নদেশ বৃহৎ বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নগর, রম্য আরাম উদ্যান, ও সুন্দর পল্লী-বেষ্টিত; উক্ত প্রদেশের স্বাভাবিক উর্ব্বরতা ও সৌন্দর্য্য স্থানটিকে বাস্তবিক পার্থিব স্বর্গ করিয়া তুলিয়া ছিল; কিন্তু পর্ব্বতের অধিত্যকার আর এক ভাব - নিম্নদেশের শাম্যমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি। পর্ব্বতের গাত্র দিয়া স্থানে স্থানে দ্রবীভূত ধাতব পদার্থ নদীর আকারে গড়াইয়া গিয়াছিল; সে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।

খৃষ্টের ১৪৯৫ অব্দ, মে মাসের প্রথম দিনে নেপল্‌স সহর কম্পিত ও তৎসম্মুখস্থ জলরাশি উদ্বেলিত হইয়াছিল—কারণ পূর্ব্ব রজনীতে উক্ত প্রদেশে ভয়ানক ভূমি-কম্প হইয়া ছিল ও পরদিন প্রাতঃকালে, সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে ভিসুভিয়াসের গর্ভ হইতে রাশি রাশি লোহিতোত্তপ্ত শিলাখণ্ড চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল; তাহার পরে সেই আগ্নেয় গিরির মুখ হইতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া ছিল—প্রথমে, তিন হাজার ফিট্ উচ্চ অগ্নিশিক্ষা নির্গত হইতে আরম্ভ হইল—তদুপরি নিবীড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি; অগ্নিশিখা হইতে যে অপার্থিব আলোক নির্গত হইয়া ছিল, তাহা অবর্ণনীয়; উত্তাপের কথাই ছিল না—কারণ যাহারা ঐ পর্ব্বত হইতে বিস্তর দূরে বাস করিত, তাহারাও সেই উত্তাপ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ছিল। সর্ব্বশেষে পর্ব্বতের মুখ হইতে নানা দিকে-গলিত ধাতব পদার্থ গড়াইয়া নিম্নদেশে পড়িতে আরম্ভ হইল;

প্রথমে শনৈঃ শনৈঃ, ক্রমে সবেগে পার্ব্বত্য নদীরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বোক্ত সেই মনোহর অট্টালিকা, উদ্যান ও শষ্যক্ষেত্র সকল পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল—রাজপ্রাসাদ ও পর্ণ-কুটীরের এক দশা হইল; প্রত্যেক বাটীর প্রথমে জানেলার কাঁচগুলি দ্রবীভূত হইল, পরে ছাদ পড়িয়া গেল—দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাটীগুলি ভস্মাবশিষ্ট হইল!

দলে দলে লোকে পলায়ন করিতেছে; স্ত্রীলোকেরা প্রাণাধিক পুত্র কন্যা ক্রোড়ে লইয়া চীৎকার করিতেছে ও দৌড়িতেছে—কেহ পলায়ন করিতে না পারিয়া পুড়িয়া মরিতেছে—ভয়ানক দৃশ্য!

যথা সময়ে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন—সেরূপ অমঙ্গলসূচক সূর্য্যোদয় অদ্যাবধি হয় নাই—গাঢ় রক্তবর্ণ সূর্য্য। সূর্য্যোদয়ের কিছু পরেই পর্ব্বতের মুখ হইতে উত্তপ্ত জল উঠিতে আরম্ভ হইল; একঘণ্টা কাল সেই জল সহস্র ফিট্ উচ্চে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে বন্যার ন্যায় ধাবমান হইল; তৎপরে রাশি রাশি ধুলা ও পাংশু উঠিয়া আকাশমার্গ অন্ধকার করিল—সূর্য্য দেখা যায় না! আবার ভূমিকম্প!!

বিশাল সমুদ্র পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল—জলরাশি উঠিতে লাগিল—তীরে সেই জলরাশি প্রতিঘাত হইল—লক্ষ বজ্রের শব্দ লোকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন—তখনও দূরে মলিনপ্রভ অগ্নিশিখা সকল শূন্যে ক্রীড়া করিতে ছিল। দেখিয়া বোধ হইল যেন পর্ব্বতের জঠর দেশ হইতে শত শত বৃহৎ অগ্নিময় সর্প গর্জ্জিয়া শূন্যমার্গে উঠিতেছে ও তাহাদের দ্বিশূল জিহ্বা বিস্তার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের ভিতর হইতে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড অত্যুচ্চে উঠিয়া সবেগে চতুর্দ্দিকে পড়িতেছে—যেন ভিতর দেশ হইতে একদল দানব পৃথিবী ধ্বংশ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে।

যে সময় নগরবাসীগণ আত্ম রক্ষার্থ—বাসবাটী, উদ্যান, কুটীর ও যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে ছিল—যখন সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ পুড়িয়া ছারখার হইতে ছিল, সেই সময় দুটী লোক অনায়াসে ও ধীরে ধীরে পর্ব্বতের উপর উঠিতে ছিল! উত্তপ্ত জলরাশি, গলিত ধাতব পদার্থের নদী, উত্তপ্ত পাংশু তাহাদের একটী কেশও দগ্ধ করিতেছে না!!

অকস্মাৎ একটী কর্ণবধীরকারী শব্দ হইল—সমুদ্র গর্জ্জন সে শব্দের সহিত তুলনায় তুচ্ছ। সেই শব্দ হইবার পরেই দুটী অত্যদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। সেই জলন্ত পর্ব্বতের চূড়া উপর দেশ হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইল ও মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর দেখা দিল; তৎপরেই লুক্রাইন্ হ্রদের জলরাশি স্ফীত হইয়া টলিতে লাগিল—যেন হ্রদের নিম্নে ভূমিকম্প হইতে ছিল। ক্রমে সেই উদ্বেলিত জলরাশির মধ্যদেশ হইতে শনৈঃ একটী পর্ব্বত সার্দ্ধ চারি শত ফুট ঊর্দ্ধে উঠিল! সেই পর্ব্বতের নাম মণ্টিনুভো।

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি অপর কেহ নয়—আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ফষ্ট্ ও সয়তান।

ফ। সয়তান, সত্য বল, যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহা তোমার কার্য্য।

দৈ। আমার সত্য—তোমারও বটে।

ফ। আমার! না, সয়তান, এরূপ সংহার করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

দৈ। (গর্জ্জন করিয়া) বটে? তবে যেবার ব্রকেন্ পর্ব্বতের উপরদেশ হইতে সেই ঝটিকার সৃষ্টি করি ও যে ঝটিকার দ্বারা একটী প্রদেশ লণ্ডভণ্ড হইয়া ছিল, সে বারও তোমার কোন দোষ ছিল না?

ফ। আমি স্বীকার করিতেছি সেবার আমার দোষ ছিল। তজ্জন্য আমি বাস্তবিক অনুতাপ করিয়া ছিলাম।

দৈ। তুমি নিজের দোষ স্বীকার করিয়া আমাকে বাস্তবিক সন্তুষ্ট করিয়াছ, কারণ নিজ দোষ গোপন করা মনুষ্যের স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; মনুষ্য স্পষ্ট জানে যে তাহারা একটী অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কিম্বা করিতেছে; অথচ তাহারা কিছুতেই নিজের দোস কিম্বা ভুল স্বীকার করিবে না; প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে একটী ক্ষুদ্র দৈত্য বাস করে—সেই দৈত্য লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিয়া তাহাদের পার্থিব সুখ লণ্ডভণ্ড করে।

ফ। সে কি?

দৈ। অহঙ্কার—তেজ; তোমার সমস্ত কার্য্যাবলীর ভিত্তি অহঙ্কার। এই দেখ একজন তাহার পরিবারের সহিত সুখে দিনাতিপাত করিতেছে—আবার দুই দিবস পরে দেখ উভয়ের মধ্যে কলহ চলিতেছে—সংসারে সুখ নাই। ইহার কারণ কি? যে দোষী, যে কলহের মূল, সে কিছুতেই নিজের দোস কিম্বা ভুল স্বীকার করিবে না—অহঙ্কার। একজন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাহার প্রাণের বন্ধুকে একটী রূঢ়কথা বলিল—সেই দিন হইতে বন্ধুত্ব ঘুচিল। যদি সে একবার বলিত "আমায় ক্ষমা করিও," তাহা হইলে এই চিরবিচ্ছেদ হইত না—কিন্তু ওকথা সে মুখে আনিতে পারিল না! এইরূপে দেখ, তোমাদের সংসারে, পুত্র পিতাকে ত্যাগ করিতেছে; কন্যা মাতাকে ত্যাগ করিতেছে; ভগ্নী ভ্রাতাকে ত্যাগ করিতেছে—এ সকল নিত্য ঘটনা।

ফ। আমি তোমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এখানে আসি নাই।

দৈ। কথা প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্র আসিয়া পড়িয়াছে; হাঁ, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে এই যে চতুর্দ্দিকে ধ্বংশ কার্য্য হইতেছে, ইহা আমাদ্বারা সাধিত হইয়াছে কি না? আমি বলিতেছি আমার দ্বারাও বটে কিন্তু তোমারও তাহাতে অংশ আছে।

ফ। কিসে?

দৈ। তোমার জন্যই আমি এই কার্য্য করিয়াছি—আমি তোমার দাস।

ফ। দাস নয়—প্রভু বল।

দৈ। না সম্প্রতি তোমার দাস—তুমি যাহা বলিবে আমাকে করিতে হইবে। তবে বাইশ বৎসর পরে নিশ্চয় তোমার প্রভু হইব। যাহা হউক আমি এই মাত্র যে কথা বলিলাম তাহাতে কিঞ্চিৎ কুটত্ব আছে; এক্ষণে আমি তাহা বিশদ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। কল্য সন্ধার সময় তুমি আমার রাজ্য দেখিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলে কি না? কিন্তু আমার রাজ্য দেখিলে. তুমি ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবে—এই যে সম্মুখের ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া তুমি ভীত হইয়াছে, এরূপ লক্ষ লক্ষ দৃশ্য সেখানে দেখিতে পাইবে। ফষ্ট্, তোমার ভবিষ্যৎ আবাস ভূমি অতি রম্যস্থান! এই জ্বলন্ত পর্ব্বত, ঐ দ্রবীভূত ধাতব পদার্থের নদী—এই ভয়ানক অন্ধকার—এই সকল দৃশ্য আমি পূর্ব্বে তোমাকে দেখাইলাম—দেখাইবার উদ্দেশ্য—এই যে, তুমি আমার রাজ্যে পৌঁছিয়া না শিহরিয়া উঠ! সেখানে তোমাকে অধিকতর ভয়ানক দৃশ্যাবলি দেখিতে হইবে। সেখানে অগ্নিময় সর্পকুল মানবদেহ নাগপাশে বদ্ধ করিয়া "হিস্ হিস্" শব্দ করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে তাহাদের দ্বিশূল জিহ্বা দ্বারা হতভাগাদের মুখদেশ লেহন করিতেছে; নাইল্ নদীরতটে ভীষণ কুম্ভীরগণকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ—আমার রাজ্যে যেরূপ লক্ষ লক্ষ কুম্ভীর দেখিতে পাইবে। সেই সকল কুম্ভীর আমার প্রজাদের লইয়া সদা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে; সাদরে কাহার নাসিকা কর্ত্তন করিতেছে; সযত্নে কাহার একটী হস্ত ছিঁড়িতেছে; অথচ হতভাগারা মরিতেছে না! তোমাদের পৃথিবীতে অনন্তকালব্যাপী যন্ত্রণা কোথায়? এ তোমাদের একটী অভাব বলিতে হইবে; কিন্তু আমার রাজ্যে সে অভাব নাই; একবার তথায় যাইলে আর অব্যাহতি নাই—যুগ যুগের জন্য—অনন্ত কালের জন্য—সুখে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

ফ। উঃ আর না—সয়তান আর শুনিতে চাহি না।

দৈ। এখনও আমার রাজ্য দেখিবার ইচ্ছা আছে?

ফ। নিশ্চয় দেখিব। সয়তান, তোমার রাজ্য দেখিবার নিমিত্ত কৌতুহল দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে; কিন্তু স্মরণ থাকে যেন সন্ধ্যাকালে আমাকে ভিয়েনায় যাইতে হইবে।

দৈ। তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে আমাকে সেইরূপ করিতে হইবে; তুমি জান আমি ইচ্ছা করিবা মাত্র যথায় তথায় যাইতে পারি—নেপল্‌স হইতে ভিয়েনায় যাওয়া তুচ্ছ কথা।

প্রবলবাত্যা আর বহিতেছে না—পূর্ব্বের সে ঘোর অন্ধকার নাই—সূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে—মধ্যদিবা। নেপল্‌স সহরের গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতেছে—

সহরবাসীরা, ঝটিকা দ্বারা নেপল্‌স্ সহরের কোন অনিষ্ট না হওয়াতে, গির্জ্জায় সমবেত হইয়া, জগদীশ্বরকে একমনে ধন্যবাদ দিতেছে।

যে প্রকাণ্ড গহ্বর হইতে দ্রবীভূত ধাতব পদার্থ নদীর আকারে বাহির হইয়াছিল, সেই গভীর গহ্বরের ধারে দৈত্য ফষ্ট্‌কে লইয়া আসিল। দৈত্য বলিল "ফষ্ট্ আমার রাজ্যে যাইবার এই একটী পথ—ইহার ভিতরে যাইতে পারিবে?

ফ। পারিব।

দৈ। দেখিও—ভয় পাইও না।

ফ। না—চল।

পর মুহূর্ত্তেই উভয়ে অদৃশ্য হইল।

## চতুর্বিংশ অধ্যায়।

যে দিবস ভিস্যুভিয়াস্ গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাৎ হয়, সেই দিবস ভিয়েনা সহরেও কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া ছিল।

ভিয়েনার একটী বিখ্যাত রাজবর্ত্মের সম্মুখে ব্যারন্ জারনিনের অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। ব্যারণের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর; এক সময়ে তাহাকে দেখিতে সুশ্রী ছিল; কিন্তু রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত মদ্যপান, বেশ্যাসঙ্গ, প্রভৃতি দোষে ব্যারণের পূর্ব্বের সে শ্রী ছিল না।

ব্যারণের মুখাকৃতি পাণ্ডুবর্ণ—চক্ষুদ্বয় বসিয়া গিয়াছে। অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ নীচ—আচার ব্যবহার ততোধিক।

অনেক লোক আছে যাহারা সভ্যতা কি তাহা জানে না; তাহাদের কথাবার্ত্তা অতি কর্কশ; অথচ তাহারা ভাল লোক—খুব ভাল। আমাদের ব্যারণ "ভাল লোক" না হইয়াও, এই শ্রেণীর লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দিত—অর্থাৎ খুব "সাদাসিদে" লোক—মনে খল কপট নাই—তবে কথাবার্ত্তা কর্কশ বটে—কিন্তু সে তাহার নয়—তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার দোষ।

অনেক উচ্চবংশীয় ধুরন্ধরেরা যৌবনে জুয়াখেলায় মাতিয়া থাকে। আমাদের ব্যারন্‌ও এক সময় অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং ভিয়েনার কতকগুলি চরিত্র হীন ধনী যুবকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ব্যারণের ইতিহাস সম্বন্ধে আরও দুএকটী বক্তব্য বিষয় আছে।

ব্যারন্ যখন শিশু, তখন তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়; শৈশব হইতে এক খুল্লতাতের তত্ত্বাবধারণে সে প্রতিপালিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে ভরণপোষণ করিতে খুল্লতাতের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হয় নাই—কারণ ব্যারণের পিতা যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি

রাখিয়া গিয়াছিলেন। ব্যারণের খুল্লতাত অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; ব্যারন্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিল তাহার খুল্লতাতের তত্ত্বাবধারণে তাহার বিষয় প্রায় চতুর্গুণ হইয়াছে—কেবল তাহা নহে—তাহার খুল্লতাতও মৃত্যুকালীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তিরও অধিকাংশ দান করিয়া গিয়াছিলেন। ব্যারণের বাল্যকাল হইতেই দেশ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা জন্মিয়া ছিল—বিশেষতঃ তুরস্ক দেশ। অধুনা ব্যাঙ্কের সাহায্যে—যেরূপ দেশবিদেশে টাকা পাঠাইবার সুবিধা হইয়াছে, তখন সেরূপ সুবিধা ছিল না; তৎকালে য়িহুদীরাই সমস্ত টাকাকড়ির কার্য্য চালাইত। খৃষ্টানেরা য়িহুদীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন ও করেন—অনেকে তাহাদের গুণ জানিয়াও তাহাদিগকে তুচ্ছতাচ্ছল্য ও অপমান করিতে ত্রুটি করেন না। ব্যারণ জারনিন্‌ও এই শ্রেণীর লোক ছিল; দেশ ভ্রমণ করিবার সময় ব্যারণ য়িহুদীদিগের সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া, নিজের সহিত প্রচুর অর্থ ও জহরতাদি লইয়া যাত্রা করিয়াছিল।

দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল—ব্যারণের কোন সম্বাদ নাই! ইম্পিরিয়াল চ্যান্‌সারীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অবশেষে সম্রাটকে জানাইলেন, যে ব্যারণ জারনিন্ দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ—তাহার কোন বন্ধুবান্ধব দ্বাদশ বৎসরের ভিতর একখানিও পত্র পায় নাই; দ্বাদশ বৎসর তাহার প্রজারা কর না দিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতেছে। ব্যারণের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, আইনানুসারে তাহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জারম্যান্ গবর্ণমেণ্টের হইল। তবে দলিলে লিখিত হইল যে যদ্যপি ব্যারণ কখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন যে তিনিই ব্যারণ জারনিন্ তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবেন। এই মর্ম্মে ঘোষণা জারি হইবার কিছু পরেই ব্যারণ ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিয়া, চ্যান্‌সারিতে তাহার বিষয়াদি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত, রীতিমত আবেদন পত্র দাখিল করিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাকে অতি সাবধানের সহিত পরীক্ষা করিয়া জানিলেন যে যথার্থ ব্যারণ থিওডোর জারনিন্ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে; প্রথমে ব্যারণ তাহার শৈশব হইতে দেশ ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্ব ইতিহাস, সঠিক বলিল; পরে তাহার কোথায় কি সম্পত্তি আছে ও তাহার প্রজাদিগের নাম বলিল, যে সকল বহুমূল্য জহরত লইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল, তাহারও কিয়দংশ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে দেখাইল; সর্ব্বশেষে তুরস্কদেশে ভ্রমণকালীন যে যে ঘটনা ঘটিয়া ছিল সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বলিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জানিলেন যে ব্যারণ কোন একটী কাল্পনিক রাজনৈতিক দোষে অভিযুক্ত হইয়া বহুকাল আরজরুমের কারালয়ে আবদ্ধ ছিল, ও সেই জন্যই এতকাল স্বদেশস্থ কাহাকেও পত্রাদি লিখিতে পারে নাই। তাহার পর তাহার পুরাতন অনুচরবর্গ আসিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিল "ইনিই আমাদের পুরাতন প্রভু।" পরীক্ষা শেষ হইলে ব্যারন্ তাহার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইল।

কিন্তু তাহার পরেই সে নবজীবন আরম্ভ করিল—অমিতব্যয়িতা, বেশ্যাসঙ্গ, জুয়াখেলা, মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি সেই জীবনের অঙ্গ হইল ; পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্যবর্গ বিনা কারণে পদচ্যুত হইল ও তাহাদের পরিবর্ত্তে কতকগুলি নূতন লোক নিযুক্ত হইল। ভিয়েনার কতকগুলি চরিত্র হীন ও অক্ষম ঋণী—অথচ সদ্বংশজ যুবক ব্যারণের প্রাণের বন্ধু হইল ; তাহারা ব্যারণকে অহর্নিশি ঘিরিয়া থাকিত—প্রত্যহ অর্থের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল—যথা সময়ে কলসীর জল ফুরাইল—ব্যারন্ নিঃস্ব ও তাহার বন্ধুগণ নিরুদ্দেশ !

যখন ব্যারণের ঘোর দুর্দ্দশা—বাস্তবিক তখন তাহার অবস্থা শোচনীয়—তখন ফষ্ট্ আসিয়া তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিল ; সূতিকাগারের অভিনয় শেষ হইয়া ছিল—আইডার সাহায্য আর ফষ্টের আবশ্যক ছিল না।

ফষ্ট্ তখন আইডার উপযুক্ত একটী "বর" খুঁজিতে ছিল ; ব্যারন্ অর্থলোভে ফষ্টের প্রস্তাব শুনিয়াই আইডাকে বিবাহ করিতে স্বীকার পাইল ও এক মাস পরে উভয়ের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর উভয়ে ছয় মাস একটী দূরবর্ত্তী স্থানে অন্য নাম গ্রহণ করিয়া কাটাইল। সেই স্থানে আইডার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ; কিন্তু পর দিবসেই কাউন্ট অফ্ অরোনার ঔরসজাত সেই শিশুর মৃত্যু হইয়া ছিল। শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে, আইডা তাহার স্বামীর সমভিব্যাহারে ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদি ফষ্ট্ আইডাকে অপরের হস্তে অর্পণ করিবে জানিত, তাহা হইলে তাহাকে নিজের জীবনের গুপ্ত ইতিহাস কিজন্য বলিল ? ফষ্ট্ আইডাকে নিশ্চয় ভালবাসিত—কিন্তু সে ভালবাসা শুদ্ধ রূপজমোহজনিত ; আইডা অবিবাহিত অবস্থায় ফষ্টের সহিত প্রত্যহ গোপনে সাক্ষাৎ করিলে এক দিন না এক দিন লোকে জানিতে পারিবে ; সেই নিমিত্ত আইডার একটী স্বামীর প্রয়োজন হইয়া ছিল।

ব্যারণের প্রিয়পত্নী যাহা কিছু করিত, ব্যারণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিত না—সে আবশ্যক মত খরচ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিত।

যে সময় ব্যারণ ও আইডা এইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমে দিনাতিপাত করিতে ছিল, সেই সময়ের গল্প আমরা এক্ষণে লিখিতেছি—খৃষ্টের ১৪৯৫ অব্দ, মে মাস। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যে দিবস ভিস্যুভিয়াস্ হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া ছিল, সেই দিবস ভিয়েনা সহরেও দু একটী অভিনব ঘটনা ঘটিয়া ছিল।

ফষ্ট্ আইডাকে কতকগুলি সুন্দর ও বহুমূল্য অলঙ্কার প্রেরণ করিয়া ছিল ; এক দিবস আইডা তাহার কক্ষে বসিয়া অলঙ্কারগুলি দেখিতেছে, এমন সময় তাহার দাসী জারট্রুড্ কম্পিত কলেবরে আসিয়া বলিল, "মাবনন্ হল্‌ঘরে একজন অপরিচিত

লোক আসিয়াছে—সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জিদ্ করিতেছে।” আইডা তাহার ভ্রাতা অটো আসিয়াছে মনে করিয়া সভয়ে বলিল “লোকটী কিরূপ দেখিতে?”

জা। খর্ব্বাকার, স্থূল, লোহিতবর্ণ শ্মশ্রু—দাড়ির সহিত চিরুনির জন্মে সাক্ষাৎ হয় নাই।

আ। আমি এরূপ কোন লোককে জানি না; সে নিশ্চয় ভুলক্রমে হেথায় আসিয়াছে।

জা। না ভুলক্রমে আসে নাই; সে সিংহদ্বারে আসিয়া প্রথমে দ্বারপালকে বলিল ব্যারণের সহিত তাহার বিশেষ কার্য্য আছে; দ্বারপাল বলিল, তিনি বাহিরে গিয়াছেন; তখন সেই বর্ব্বর তাহাকে ধাক্কা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে আহার্য্য দ্রব্য ও সুরা আনিতে বলিল; কেহ তাহার আজ্ঞা পালন না করাতে সে ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল——

আ। (সক্রোধে) তুমি এখনি চাকরদিগকে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বল,—যাও বিলম্ব করিও না।

জা। লোকটার হস্তে একগাছি প্রকাণ্ড যষ্টি রহিয়াছে—আর তাহার কোমরবন্ধে দুটী পিস্তল ঝুলিতেছে।

আ। কিন্তু সে কি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছে?

জা। হাঁ—সে আমাকে বলিল—তোমাদের প্রভুর বিবাহ হইয়াছে কি? আমি “হাঁ” বলাতে সে বলিল তবে আমি ব্যারণেসের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আইডা তখন অনিচ্ছায় বলিল “আচ্ছা আমি হল্‌ঘরে যাইতেছি।” হল্‌ঘরে আসিবা মাত্র আগন্তুক ব্যঙ্গচ্ছলে বলিল “তুমি কি ব্যারেণস্ জারনিন্?”

আ। হাঁ—তুমি কে?

আগ। তুমি আমার কিরূপ সমাদর কর প্রথমে দেখিয়া পরে আমি কে—শত্রু কি মিত্র--বলিব। সে সব কথা ব্যারন্ আসিলে হইবে; তুমি আমাকে রোষকষায়িত লোচনে দেখিতেছ—কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার স্বামী—আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিবেন; আমরা শৈশব হইতে বন্ধু—তাঁহার ফিরিবার বিলম্ব কি?

আ। তিনি আসিয়াই তোমাকে নিশ্চয় ভৃত্যদিগের দ্বারা বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

আগ। হা হা হা—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক,—কিন্তু তোমার ন্যায় সুন্দরীর সহিত আমি কর্কশ আলাপ করিতে অনিচ্ছুক—হা হা।

আ। তুমি আমার সহিত এরূপ অভদ্র আচরণ করিতে সাহস কর? যাও, এই মুহূর্ত্তে বাটীর বাহিরে যাও,—নচেৎ—

আগ। আচ্ছা আমি এখনি যাইতেছি; কিন্তু আমি সন্ধ্যার পরেই পুনরায় আসিব; তুমি অনুগ্রহ করিয়া তোমার গুণবান স্বামীকে বলিও যে তাহার প্রিয়বন্ধু সারম্যান্ দেখা করিতে আসিয়াছিল ও পুনরায় আসিবে।

আ। আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি পুনরায় আসিলে অপমানিত হইবে।

আগন্তুক তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া শীস দিতে দিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। যাইবার সময় দ্বারপালের মস্তকে তাহার হস্তস্থ সেই প্রকাণ্ড লগুড়ের একটী ঠোকর মারিয়া চলিয়া গেল। দ্বারপাল মনে মনে কটুকাটব্য বর্ষণ করিতে লাগিল।

আইডা ভয়ানক অপমানিত হইয়া, স্বামীর প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতেছিল; প্রায় এক ঘণ্টা পরে ব্যারণ ফিরিয়া আসিল—চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ—অস্থির পদক্ষেপ—মুখ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

দ্বাররক্ষক বলিল—"ব্যারণেস্ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" ব্যারণ বলিল "আমার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিতেছি"; ব্যারণের মেজাজ ও মানসিক ভাব কোন কারণে তখন ভয়ানক বিকৃত। সেই সময় আইডাও জারট্রুড্ তাহার সম্মুখে আসিল।

আ। তুমি আসিয়াছ খুব ভাল হইয়াছে; আজ দ্বাররক্ষক ও অপরাপর দাস দাসীর সম্মুখে—আমার নিজ বাটীতে বসিয়া আমি ভয়ানক অপমানিত হইয়াছি; সে ব্যক্তি পুনরায় আসিবে বলিয়া গিয়াছে; তাহাকে নিশ্চয় উচিত মত দণ্ড দিতে হইবে।

ব্যা। (বিদ্রুপের সহিত) কি সর্ব্বনাশ, কি ভয়ানক, আপনাকে অপমান করিয়াছে?

আ। হাঁ—ভয়ানক অপমান।

ব্যা। কে সে লোক? তাহার নাম বলে নাই?

আ। সারম্যান্।

ব্যা। ওঃ—যাক্ যাক্; ও কিছুই নয়—অপমানই নয়। সারম্যান্, সারম্যান্—মহাশয়াকে অপমান করা কখনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। মোট কথা সে আসিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তাহার সহিত আমার বিশেস গোপনীয় কাজ আছে।

এই বলিয়া ব্যারন্ সবেগে নিজ কক্ষাভিমুখে যাইল ও কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সকলে দেখিল সারম্যানের নাম শুনিবা মাত্র ব্যারণের "নেশা" ছুটিয়া গিয়াছিল।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্বামীর জঘন্য ব্যবহার দেখিয়া, আইডা চিত্রার্পিতের ন্যায় হলঘরে দাঁড়াইয়া রহিল; সারম্যানের নাম শুনিবা মাত্র ব্যারণের যে ভাবান্তর হইয়া ছিল, তাহা হইতে সে স্পষ্ট বুঝিল যে সেই অসভ্য সারম্যান্ তাহার স্বামীর সম্বন্ধে কোন বিশেষ গুপ্ত কথা নিশ্চয় জানে। সম্ভবতঃ তাহারা উভয়ে গোপনে কোন দুষ্কর্ম্ম করিত—নয় উভয়ের মধ্যে টাকা কড়ির কোনরূপ সংস্রব ছিল—কিম্বা উভয়েই মদ্যপায়ী বলিয়া, প্রাণের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আইডা মনে মনে এই কথাগুলি আন্দোলন করিতেছে, এমন সময় হলের দরজা অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হইল ও সারম্যান্ টলিতে টলিতে ভিতরে প্রবেশ করিল; আইডাকে দেখিয়াই সারম্যান্ বলিল, "সুন্দরি, তোমার স্বামী—আমাদের মান্যবর ব্যারন্, ফিরিয়া আসিয়াছেন কি? যদি আসিয়া থাকেন, আমাকে শীঘ্র তাঁহার নিকট লইয়া চল; পথশ্রান্ত হইয়াছি—সুরাপান না করিলে মরিয়া যাইব।" আইডা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল "হাঁ, তাঁহার আজ্ঞা—যে তুমি আসিলেই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।" সারম্যান্ সহাস্যে বলিল "কি পাপ! "তাঁহার," "সম্মুখে," এ সব বড় বড় লম্বা লম্বা কথাও শুনিতে হইল? যাহাই হউক, আপাতক তিনি হইয়া অবস্থায় আছেন—সজ্ঞানে কি?" আইডা গর্জ্জন করিয়া বলিল "তুমি সাবধান সহিত কথা কহিতে চাও।" আইডা আর দাঁড়াইতে পারিল না; দ্রুত পদনিক্ষেপে ব্যারণের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"একটা অসভ্য ছোটলোক আসিয়া আমাকে অপমান করিতেছে, আর তুমি স্বচ্ছন্দে চুপ করিয়া রহিয়াছ?" আইডার পশ্চাতে সারম্যান্! ব্যারণ উঠিয়া বলিল—"আমাকে ক্ষমা কর; সারম্যান্ কোন হানি করিবে না; সারম্যান্ এস ভিতরে এস।"

সারম্যান্ সহাস্যে বলিল "আমি যে সমাদরে গৃহীত হইব সে কথা পূর্ব্বেই জানিতাম; দেখ বন্ধু, তোমার প্রিয়পত্নী বিনা কারণে আমার উপর বিস্তর কটূকাটব্য বর্ষণ করিয়াছেন; একবার মনে করিলাম আমার ওষ্ঠদ্বয় ঐ সুন্দর গণ্ডদেশে ঘর্ষণ করিয়া মোহর করিয়া দিই—যদি বাক্য বন্ধ হয়—বুঝলে?"

ব্যা। সারম্যান্, চুপ—ঈশ্বরের দিব্য, চুপ—তোমার পায়ে পড়ি।

সা। (ব্যারণকে) দেখুন, আমার সম্প্রতি কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু আপনার অবকাশ হইলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; আমি এ বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিব। আইডা ক্রোধে অধীর হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় শুনিল সারম্যান্ বলিতেছে—"ব্যারন্, না কি তোমার ছাই ভস্ম উপাধি হইয়াছে, দেখ, এই মেয়েমানুষটা আমাকে যা খুসী গালাগালি দিয়াছে—ইহাকে উচিত মত দণ্ড দিতে হইবে।"

আইডা কেবল মাত্র তাহার দাসীকে বলিল "দেখ, এই ছোট লোকটা চলিয়া যাইলেই, আমাকে সম্বাদ দিবে।"

এক ঘন্টা অতীত হইলে আইডা জারট্রুড্‌কে জিজ্ঞাসা করিল "লোকটা গিয়াছে?"

জা। না; ব্যারন্ একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।

আ। এই ঘরে আসিতে বল। পর মুহূর্ত্তেই ব্যারন্ আইডার কক্ষে প্রবেশ করিল।

আ। আজ যে যে ঘটনা হইয়াছে তাহার কারণ আমি এই দণ্ডে শুনিতে চাই। একটা অসভ্য ছোটলোক প্রথমে তোমার অনুপস্থিতিতে ও পরে তোমার সমক্ষে আমাকে অপমান করিল—তুমি সেই লোককে কোনরূপ শাস্তি না দিয়া আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিলে!

ব্যা। আমি কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে অপারক; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে তুমি যদ্যপি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর, তাহা হইলে সারম্যান্ ভবিষ্যতে কখন এ বাটীতে পদার্পণ কিম্বা তোমাকে বিরক্ত করিবে না।

আ। কি অনুরোধ শুনি।

ব্যা। টাকা চাই—অল্প নয়—বিস্তর টাকার দরকার। আমার একটী কপর্দ্দকও নাই।

আ। সেই লোকটা এখনও আছে কি?

ব্যা। আছে—তাহার কিছু টাকার আবশ্যক হইয়াছে; কাউন্ট অফ্ অরোনা তোমার ইচ্ছাধীন—তুমি মনে করিলেই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

আ। এই লোকটা নিশ্চয় তোমার সম্বন্ধে কোন গুপ্ত কথা জানে; নচেৎ তোমার উপর এতদূর প্রভুত্ব করিতে পারিত না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পামর স্বচ্ছন্দে তোমার সমক্ষে তোমার স্ত্রীকে অপমান করিল।

ব্যা। (সহাস্যে) স্ত্রী কি রকম?

আ। ভিতরে যে বন্দোবস্তই থাকুক, লোকে জানে আমি তোমার স্ত্রী, কারণ আমাদের বিবাহ অনুমোদিত প্রথায় সম্পন্ন হইয়া ছিল; সুতরাং তুমি আমাকে রক্ষা করিতে অবশ্য বাধ্য।

ব্যা। স্বীকার করি—কিন্তু সে কথাটা মনে আছে কি? আমি এক দিনের নিমিত্তও স্ত্রীর উপর স্বামীর যে কতৃত্ব আছে সে কর্ত্তৃত্ব চালাইতে পারিব না; তোমার কোন গুপ্ত বিষয় জানিতে চাহিব না; আর তুমিও আমার কোন গুপ্তকথা জানিতে পারিবে না।

আ। কিন্তু আমি কিছুতেই টাকা দিব না।

ব্যা। পুনরায় বলিতেছি বিবেচনা করিয়া কথা কহিও, নচেৎ বিপদে পড়িবে;

আমি সারম্যানের নিকট ঋণী; আজ আমাকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। যদি আমার অনুরোধ না রক্ষা কর, আমি নিশ্চয়——

আ। কি?

ব্যা। আমি নিশ্চয় কাউণ্টের নিকট যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিব।

আ। যদি তিনি সাহায্য না করেন?

ব্যা। তাহা হইলে কোন ধনী য়িহুদীর নিকট আমার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিব। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই বাটীর একটীও গৃহোপকরণ থাকিবে না।

আ। তুমি নিশ্চয় মনুষ্য-হত্যা কিম্বা অন্য কোন ঘোর দণ্ডার্হ কার্য্য করিয়াছ—সারম্যান্ সেই কথা নিশ্চয় জানে।

ব্যা। কি? তুমি আমাকে অপবাদ দিতেছ? যদিও আমি কোন গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকি, তুমি কোন সাহসে আমাকে তিরস্কার করিতেছ? কিছু পূর্ব্বে তুমি দাসী ছিলে—পরে তোমার প্রভুকে সতীত্ব-রত্ন বিক্রয় করিলে; আর তোমার গর্ভজাত সেই জারজ-সন্তানের কথা মনে পড়ে কি? তুমি না করিয়াছ কি?

আ। চুপ চুপ—না—আর আমি তোমাকে তিরস্কার করিব না—এই চাবি লইয়া আমার দেরাজ খুলিয়া যত টাকা আবশ্যক লও।

ব্যারন্ চাবি লইয়া প্রফুল্লচিত্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; কিছু পরেই জারট্রুড্ আসিয়া আইডাকে বলিল "সারম্যান্ চলিয়া গিয়াছে।" আইডা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"সময় হইয়াছে, আর বিলম্ব করিব না।" ইঙ্গিত করিবা মাত্র জারট্রুড্ গৃহের বাহিরে যাইল; আইডা তখন স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ একটী ব্যাগ্ পকেটে লইয়া, শীত-নিবারক পরিচ্ছদ দ্বারা দেহ ও মুখ আচ্ছাদিত করিয়া, বাটীর বাহিরে যাইল।

কতকগুলি অপরিষ্কার, জনমানবশূন্য ও অপ্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম করিয়া, আইডা একটী পুরাতন বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বাটীর দরজা বন্ধ ছিল—উপরের ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতে ছিল—বহির্দ্দেশ হইতে সেই দীপের ক্ষীণালোক দেখিয়া, আইডা দ্বারদেশে করাঘাত করিল।

কিছুক্ষণ পরে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—একটী বৃদ্ধা দীপ হস্তে ভিতরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া আইডা ভিতরে প্রবেশ করিল; বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিল।

উভয়ে উপরের ঘরে আসিলে, আইডা গৃহোপকরণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল।

ঘরের একদিকে নানাবিধ কাচের বাসন রাখিবার একটী কাষ্ঠাধার রহিয়াছে; ভিতরে রাশি রাশি শিশি ও বোতল সাজান রহিয়াছে; সবগুলিতেই নানা বর্ণের তরল পদার্থ রক্ষিত।

আর একদিকে একটী প্রকাণ্ড উনান রহিয়াছে—তাহার পার্শ্বে একটী মেজ, মেজের উপর কতকগুলি ধাতুদ্রবকরণের মুচী, ক্ষরণের পাত্র, বকযন্ত্র ও অন্যান্য রকমের রাসায়নিক যন্ত্র রহিয়াছে; মেজ ও পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠাধারের মধ্যে একটী বৃহৎ মারবেলের হামামদিস্তা রহিয়াছে। চিমনির আবর্ত্তনীর উপর একটী কাচের মুখস ছিল। গৃহের একটী কোণে একটী খাঁচায় কতকগুলি খরগস রহিয়াছে—খাঁচার পার্শ্বেই একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিন্ধুক—সিন্ধুকের ডালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। একদিকের দেওয়ালে একটী তাক—তাকের উপর কতকগুলি বৃহৎ কাচপাত্র সাজান; প্রত্যেক পাত্রের ছিপি মম দিয়া বদ্ধ—ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিবার পথ নাই; পাত্রের ভিতর সুরাসারে নিমগ্ন নানাবিধ দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থায় রহিয়াছে। একটীতে একটী শিশুর মৃতদেহ রহিয়াছে—দুইটী অবয়ব কিন্তু একটী মস্তক; আর একটীতে একটী প্রকাণ্ড মস্তকবিশিষ্ট শিশুর মৃতদেহ রহিয়াছে; অপর একটীতে একটী বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ সর্প রহিয়াছে; চতুর্থ পাত্রে একটী মণ্ডুক ভাসিতেছে—দেখিলে ঘৃণা হয়।

তাকের নিম্নদেশে একটী আলমায়রা—আলমায়রার দরজা কাচের। ভিতরে মনুষ্য-দেহের আভ্যন্তরিক অংশ সকল সজ্জিত রহিয়াছে; অকস্মাৎ দেখিলে মনে হয় একটী মৃতদেহ সবে মাত্র ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, কিন্তু সত্য সত্য তাহা নহে; সমস্ত অংশগুলি মমের নির্ম্মিত—অদ্ভুত অনুকরণ! হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্‌, প্লীহা, নাড়ী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি ঠিক যেন স্বাভাবিক অবস্থায় রহিয়াছে!!

বৃদ্ধার সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিবার আছে। বৃদ্ধার আকৃতি দীর্ঘ—সচরাচর সেরূপ দীর্ঘাকার স্ত্রীলোক দৃষ্টিগোচর হয় না। বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর, কিন্তু সে যুবতীর ন্যায় চঞ্চল ও কর্ম্মঠ।

বৃদ্ধার দৃষ্টিনিক্ষেপ অভিনব ধরণের; যতক্ষণ সে কাহার সহিত কথা কহিত ততক্ষণ সে অন্য কোন লোক কিম্বা বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না; চক্ষুদ্বয় যেন কাচের নির্ম্মিত। বৃদ্ধার নাম ফনটানা—জন্মস্থান ইতালি—ব্যবসা বিষ প্রস্তুত ও বিক্রয় করা।

উপরের কক্ষে আসিয়াই বৃদ্ধা আইডাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আজ কি চাই?"

আ। এমন একটী ঔষধ চাই, যাহা সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যু বিলম্বে হওয়া চাই।

ফ। আমার নিকট ঠিক জলের মতন এক প্রকার তরল পদার্থ আছে; তাহা পান করিলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।

আ। অত শীঘ্র মৃত্যু হইলে লোকে সন্দেহ করিবে।

ফ। পুরুষ না স্ত্রীলোক?

আ। স্ত্রীলোক; কিন্তু তাহার তত্ত্বাবধারণকারী বড় বুদ্ধিমান ও চতুর লোক। যদি কোন প্রকারে সে আমাকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে, আমার অমঙ্গল হইবে।

ক। বুঝিয়াছি; আপনার অভিপ্রায় এই যে সেই স্ত্রীলোকটী যেন ঠিক স্বাভাবিক কারণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, অথচ তাহার স্বামীর মনে কোনরূপ সন্দেহ না হয়?

আ। ঠিক।

ক। আচ্ছা আমি ইহার পূর্ব্বে যে ঔষধ দিয়াছিলাম——

আ। সে কথা যাক্; এখন এই স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ ব্যাগ্ দেখ; আমি যাহা চাই, যদি দিতে পার, এই ব্যাগ্ তোমার হইবে।

ক। নিশ্চয় দিব; এতক্ষণে (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা দর্শন করিয়া) আমার স্মরণ হইয়াছে; আমি আর একটা ঔষধ জানি, যাহা সেবন করিলে শরীর ক্রমিক দুর্ব্বল হয়; ক্ষুধা থাকিলেও খাইতে রুচি হয় না, দিবানিশি তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে থাকে; অথচ জর কিম্বা অন্য কোন রোগের চিহ্নও লক্ষিত হয় না। সে ঔষধ একবার সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।

আ। আমি সেই ঔষধ চাই।

ক। আচ্ছা আমি আপনার সম্মুখেই ঔষধ প্রস্তুত করিব—কিন্তু প্রস্তুত করণোপায় দেখিয়া ভয় পাইবেন না। সিনিওরা ফনটানা তখন কতকগুলি শিশি মেজের উপর রাখিল ও একটী কাচপাত্রে দুই তিন রকম আরক মিশ্রিত করিল। তাহার পর খাঁচা হইতে একটী খরগস লইয়া বলিল "অদ্য রজনীতে একটী ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য এই খরগসগুলি ক্রয় করিয়াছি।" তাহার পর সিন্দুকের ডালা খুলিয়া বৃদ্ধা ভিতর হইতে অবলীলা ক্রমে কতকগুলি ভীষণ সর্প বাহির করিল। আইডা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "এই সর্পগুলির কি বিষ নাই?" বৃদ্ধা বলিল "ভয়ানক বিষ, একবার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে আর রক্ষা নাই; তবে আমার ইহারা কি করিবে? আমি এই মাত্র এক রকম তরল পদার্থে হস্ত ডুবাইয়াছি; সে দ্রব্যের গন্ধ কোন জাতীয় সর্প সহ্য করিতে পারে না।"

কিছু পূর্ব্বে বৃদ্ধা যে আরক প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার দুই বিন্দু খরগসটির গলার ভিতর ঢালিয়া দিল; খরগসটি কিয়ৎক্ষণ ঘরে দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ক্রমে মুমূর্ষু হইয়া পড়িল—আর এক মিনিট পরেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইল। বৃদ্ধা বলিল "খরগসটি ঠিক ষোল মিনিটে মরিয়াছে; এখনও আরকের তেজ রহিয়াছে—আপনি একটু সরিয়া বসুন।" আইডা তদ্রূপ করিল।

বৃদ্ধা তখন মুখে কাচের মুখস দিয়া, উনানের অগ্নিতে বাতাস দিতে লাগিল—তখন তাহাকে অবিকল ডাইনের মতন দেখাইতে ছিল; আইডা কষ্টের সহিত

তমসাচ্ছন্ন রজনীতে সমাধি স্থানে যাইতে সাহস করিয়াছিল, কিন্তু সেও বৃদ্ধার সেই সময়ের মুখাকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়াছিল।

উনানের উপর বৃদ্ধা যে বকযন্ত্র রাখিয়া ছিল, তাহার অভ্যন্তর হইতে বিষমিশ্রিত বাষ্প বাহির হইয়া প্রথমে আইডার নাসারন্ধ্রে ও পরে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল; আইডার মস্তক ঘুরিতে লাগিল—বাস্তবিক তাহার মাদকতা জন্মিয়া ছিল। আইডা নানা প্রকার ভীষণ দৃশ্য দেখিতে লাগিল, সিন্ধুকের ভিতর হইতে সর্পগুলি মুখ উত্তোলন করিয়া ঘন ঘন জিহ্বা বাহির করিতেছে—ও তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে; কাচ-পাত্রে যে কয়টি মৃতদেহ ছিল, সে গুলি ক্রমে জীবন্ত হইয়া—হস্ত পদ নাড়িতেছে ও চক্ষু উন্মীলন কবিতেছে—কোনটী হাঁসিতেছে; একটী আলমায়রার ভিতর হইতে একটী অস্থিসার মৃতদেহ বাহির হইয়া ঘরের ভিতর নৃত্য করিতেছে ও খিলখিল করিয়া হাঁসিতেছে; আর একটী জীবন্ত শব উনানের সম্মুখে বসিয়া কি প্রস্তুত করিতেছে।

আইডা সেই ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছে, এমন সময় সেই শবটি তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল "ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে।"

আইডা প্রথমে শিহরিয়া উঠিল ও ঘরের চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল "আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি ?"

ফ। এক ঘণ্টা।—

আ। ঔষধ কোথায় ?

ফ। এই নিন্। ছয় বিন্দু পান করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। ঔষধের বর্ণ, আস্বাদন এবং গন্ধ নাই—ঠিক জলের মতন। আইডা শিশিটি লইয়া, বৃদ্ধার হস্তে ব্যাগ্ দিয়া সত্বর সেই পৈশাচিক স্থান হইতে পলায়ন করিল।

## ষড়্বিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দিবস, অতি প্রত্যুষে, জনৈক যুবক শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল; যুবক চিত্রকর; ভিয়েনা সহরে একটী অতি পুরাতন বাটীর ক্ষুদ্রকক্ষে যুবক বাস করিত। যুবক প্রাতঃকালে আহার করিতে বসিল; এক টুকরা রুটি—জলজ শাক ও এক গেলাস জল খাইয়া উদরানল নিবৃত্তি করিল।

আহার শেষ হইলে, কক্ষে যে একখানি মাত্র চৌকি ছিল, তাহাতে বসিয়া যুবক ভাবিতে লাগিল—রুটির যে শেষ টুকরা ছিল তাহা উদরস্থ হইয়াছে; জল ও শাক ইচ্ছা করিলেই প্রয়োজন মত আনিতে পারিব; কিন্তু পয়সা না হইলে রুটি আসিবে না; তবে কি অনশনে মরিব? এই প্রকাণ্ড সহরে সহস্র সহস্র লোক লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু হায়, আমি জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিতেও অক্ষম!

সেই বৃদ্ধ চিত্রবিক্রেতা আমার হস্তাঙ্কিত একখানি চিত্র দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিয়াছিল; কিন্তু সে ধনী নহে—চিত্রখানি অতি অল্প মূল্যে পাইলে সে ক্রয় করিতে পারে। আবার এক কথা—এই যে একিলিসের চিত্র আঁকিতেছি, এখানি সম্পূর্ণ করিতে ঠিক এক মাস সময় লাগিবে; এই এক মাস কাল কি করিয়া জীবন ধারণ করিব? আইডার হস্তে বিস্তর টাকা আছে, কিন্তু যদি অনাহারে মরিতে হয়, তথাপি সেই পাপিষ্ঠার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব না। এক্ষণে এক কাজ করি—এই চিত্রখানি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করি; আর কিছু না হউক, মনে আনন্দের উদ্রেক হইবে; আর একটী কার্য্য করিতে হইবে; সেই বৃদ্ধ চিত্র বিক্রেতাকে চিত্রখানি দেখাইলে সম্ভবতঃ সে কিছু টাকা অগ্রিম দিবে। কিন্তু এক মাসের পূর্ব্বে চিত্রখানি কিছুতেই সম্পূর্ণ হইবে না। এদিকে ঘরে আহার্য্য দ্রব্য নাই—ক্রয় করিবার পয়সা নাই—পৃথিবীতে একজনও বন্ধু নাই! ঠিক সেই সময় একজন লোক যুবকের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দয়ার্দ্র স্বরে বলিল, "কি করিয়া জানিলে তোমার বন্ধু কেহ নাই?"

আগন্তুক বৃদ্ধ; তাহার সুমিষ্ট কথা, গাম্ভীর্য্য মাখান সুন্দর মুখশ্রী ও শাম্যমূর্ত্তি যুবকের চিত্তাকর্ষণ করিল; আগন্তুক বলিল "তুমি এত গাঢ় মনোযোগের সহিত চিত্রখানি দেখিতেছিলে, যে আমি আসিয়া দ্বারে বার বার করাঘাত করিলেও, শুনিতে পাও নাই। সুতরাং আমি অপেক্ষা না করিয়া ভিতরে চলিয়া আসিয়াছি।"

অ। "ভিতরে চলিয়া আসিয়াছি!" কিন্তু দরজা ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল।

আগ। কখনই ছিল না—এই দেখ এখনও খোলা রহিয়াছে।

অ। তবে আমি নিশ্চয়ই বন্ধ করিতে ভুলিয়া ছিলাম; মহাশয়, মনুষ্য মাত্রেই অহঙ্কারী একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি? তবে কেহ কম, কেহ বেশী।

আগ। অহঙ্কার! এতক্ষণে তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছি; আমি অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া তোমার দারিদ্র্যের পরিচয় পাইয়াছি—তজ্জন্য তুমি লজ্জিত হইয়াছ; কিন্তু তুমি কি সেই জন্য সত্য সত্য লজ্জিত হইয়াছ? তুমি কি অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ না? যাহার প্রচুর অর্থ আছে—তাহার কোনরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু যে দরিদ্র তাহাকে ভাগ্য সংশোধনের জন্য অনেক পরিশ্রম করিতে হয়—পরিশ্রমী দরিদ্র লোকই পৃথিবীতে মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করে। তুমি যদি দরিদ্র না হইতে, আমি কখনই তোমার নিকট আসিতাম না।

অ। আমি দরিদ্র আপনি কিরূপে জানিলেন?

আগ। আমি কিরূপে জানিলাম? তুমি কি অস্বীকার কর তুমি দরিদ্র? আগন্তুক আর কোন কথা না বলিয়া কক্ষের শূন্য দেওয়াল; একখানি মাত্র জীর্ণ চৌকি; জীর্ণ

খট্টাঙ্গ ও সর্ব্বশেষে অটোর ভিক্ষুকোপযুক্ত পরিচ্ছদের প্রতি পরে পরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় বলিল "তুমি কি অস্বীকার কর তুমি দরিদ্র ?

অ। ঈশ্বর জানেন, আমার অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই।

আগ। তোমার দরিদ্রতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ঐ নাম গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। আচ্ছা এই ছবিখানি সম্পূর্ণ করিতে কতদিন লাগিবে ?

অ। অন্যূন এক মাস।

আগ। আচ্ছা সম্মুখের রাস্তায় যে বৃদ্ধ চিত্র-বিক্রেতা থাকে সে কত টাকায় এই চিত্রখানি ক্রয় করিতে পারে ?

অ। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি ; আমার সহিত যে সেই চিত্র-বিক্রেতার কারবার আছে, আপনি কিরূপে জানিলেন ?

আগ। না জানিলে তোমার নিকট আসিলাম কেন ?

অ। তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, যে আপনি এই সামান্য কুটীরে পদার্পণ করিয়া আমাকে যার পর নাই বাধিত করিয়াছেন।

আগ। কুটীর বটে ; কিন্তু তোমাকে আর এখানে বাস করিতে হইবে না ; তোমার শরীরে যথেষ্ট গুণ আছে। মোট কথা, আমি এই ছবিখানি সম্পূর্ণ হইলে ক্রয় করিব ; পাঁচ সহস্র টাকা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হইবে কি না ?

অ। পাঁচ হাজার টাকা ! আমি দরিদ্র বলিয়া কি মহাশয়, আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন ?

আগ। হইতে পারে ; কিন্তু এই সার্দ্ধ দুই সহস্র টাকা অগ্রিম দিতেছি গ্রহণ কর, যে দিবস ছবিখানি সম্পূর্ণ করিবে, বাকি অর্দ্ধেক টাকা পাইবে।

দরিদ্রতার বৃশ্চিক দংশনে অটো এতদিন ছটফট করিতে ছিল ; আগন্তুককে ঈশ্বর প্রেরিত জ্ঞান করিয়া সে তাহার পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল নরলোকে কাহারও পদতলে কখন জানুপাতিয়া উপবেশন করিও না, এক্ষণে চিত্র ক্রয় করা একরকম শেষ হইল।

অ। কিন্তু পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা ! আশাতীত—স্বপ্নেও যাহা পাইতে আশা করি নাই। আমি জানি না——

আগ। যে এত টাকা লওয়া উচিত কি না ? তুমি ইতস্ততঃ করিও না—পাঁচ হাজার টাকায় তোমার বিস্তর উপকার হইবে—কিন্তু আমি যদি প্রত্যহ পাঁচ হাজার টাকা খরচ করি, আমার ক্ষতি হইবে না ; ও কথা আর উত্থাপন করিও না। তবে মনে করিলে তুমি অন্য রকমে প্রত্যুপকার করিতে পার।

অ। কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন; আজীবন আপনার আজ্ঞা প্রফুল্লচিত্তে পালন করিব।

আগ। ঐ দেখ? তোমার ভাষায় দখল আছে স্বীকার করি, কিন্তু সাবধান হইয়া কথার ব্যবহার করা উচিত—কারণ আমার সহিত তোমার পূর্ব্ব পরিচয় নাই। এখন যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; তুমি তোমার শয্যায় উপবেশন কর, আমি এই চৌকিতে বসিতেছি।

## সপ্তবিংশ অধ্যায়।

আগ। আমি যাহা বলিব তোমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে; আমি অপরিচিত ব্যক্তি বটে, কিন্তু তোমাদের পারিবারিক কোন কথা আমার অবিদিত নাই। তোমার নিজের কথা আমি জানি, সে প্রমাণ তুমি ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছ।

অ। না জানা থাকিলে অদ্য আপনার রাজকীয় বদান্যতার পরিচয় পাইতাম না।

আগ। সে কথা উত্থাপন করিও না; তুমি এই সহরে নামান্তর গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছ, কিন্তু তোমার যথার্থ নাম অটো পিয়ানাল্লা! তোমার ভগ্নি আইডা ও কাউন্ট অফ্ অরোনা যে রজনীতে একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া আমোদ করিতেছিল, তুমি সেই স্থানে কোন গতিকে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেখিয়াছিলে?

অ। দেখিবা মাত্র আমি সেই পামরকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম।

আগ। সত্য বটে; কিন্তু কাউন্ট তোমাকে পলকের মধ্যে পরাজিত করিয়াছিল।

অ। সত্য, কিন্তু আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে, আমি কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করি নাই। আমি তখন পথশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত——

আগ। আমি সব জানি; কাউন্ট তোমার বক্ষোপরি বসিয়া, তরবারির অগ্রভাগ তোমার গলদেশে রক্ষা করাতে, তুমি অঙ্গীকার করিয়াছিলে, যে ভবিষ্যতে কখন তাহাকে কিম্বা তোমার ভগ্নিকে বিরক্ত করিবে না।

অ। আপনি কি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন? সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে আপনি কিরূপে সমস্ত দেখিলেন বুঝিতে পারিতেছি না।

আগ। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই আমাকে তোমরা দেখিতে পাও নাই; আমি তোমাদের সন্নিকটেই ছিলাম।

অ। (চিন্তা করিয়া) যে পামর আমার ভগ্নির সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, আমি তাহার নিকট জীবন ভিক্ষা লইয়াছিলাম; সেস্থলে আপনি আমারসম্বন্ধে মনে মনে কি

ধারণা করিয়াছেন জানি না; কিন্তু স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে আমি সাধ্যমত তাহার দ্বারা ক্ষতি পূরণ করাইয়া লইয়াছিলাম; সে যে আইডার গর্ভস্থ শিশুর জন্মদাতা সে কথা স্বীকার করিয়াছে—ভবিষ্যতে আইডা ও তাহার সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে—আমি আর অধিক কি করিতে পারিতাম? অবশ্য সে মনে করিলে আমার জীবন নাশ করিতে পারিত—কিন্তু তাহাতে তাহার কি মঙ্গল হইত?

আগ। তোমার আচরণে দোষারোপ করিতেছি না; মনুষ্য মাত্রেই যতদিন সম্ভব পৃথিবীতে থাকিবার জন্য হাঁকপাঁক করে; কৃপণ যেরূপ তাহার ধনরাশি ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক, হতভাগা মানুষেও তদ্রূপ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছুক!

অ। আপনি যে দয়ালু ও উদারচেতা সে বিষয়ে আমার কণামাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু মানব জাতির উপর আপনার বিদ্বেষ দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।

আগ। এ বিষয় লইয়া তর্ক করিতে হইলে, আমাকে অনেক কথা বলিতে হইবে; কিন্তু এখন তর্ক করিবার সময় নহে; যাহা তোমাকে বলিব শ্রবণ কর। ফষ্টের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তুমি তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছ; তুমি স্বনাম গোপন করিয়া নামান্তর গ্রহণ করিয়াছ; দারুণ অন্ন কষ্টে পড়িয়াও তুমি তোমার পাপিষ্ঠা ভগ্নির নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর নাই; আরও দেখিতেছি নিজের অধ্যবসায়ে ও সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু আজ তুমি পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়াছ; এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? পরের উপকার করা অপেক্ষা সৎকর্ম্ম কি আছে?

অ। আমি পরের উপকার করিতে সদাই প্রস্তুত; অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষা লইলে বাধিত হইব।

আগ। লেডি থেরেসার সমূহ বিপদ উপস্থিত।

অ। যে পূজ্য মহিলার সহিত সেই নরপিশাচের বিবাহ হইয়াছে?

আগ। লেডি থেরেসা সে বিপদের কথা ঘুণাক্ষরেও জানে না; তুমি মনে করিলে তাহাকে রক্ষা করিতে পার; অথচ ফষ্ট জানিতে পারিবে না যে তুমি পুনরায় তাহার বাটীতে পদার্পণ করিয়াছ। অদ্য রজনীতে কোন লোক তাহাকে বিষপান করাইবে।

অ। কি ভয়ানক! অসম্ভব!!

আগ। অটো, তোমার ভগ্নি অসৎপথে প্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে সে সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে সক্ষম; সে যে এক সময়ে থেরেসার দাসী ছিল, সে কথা এখন একেবারে
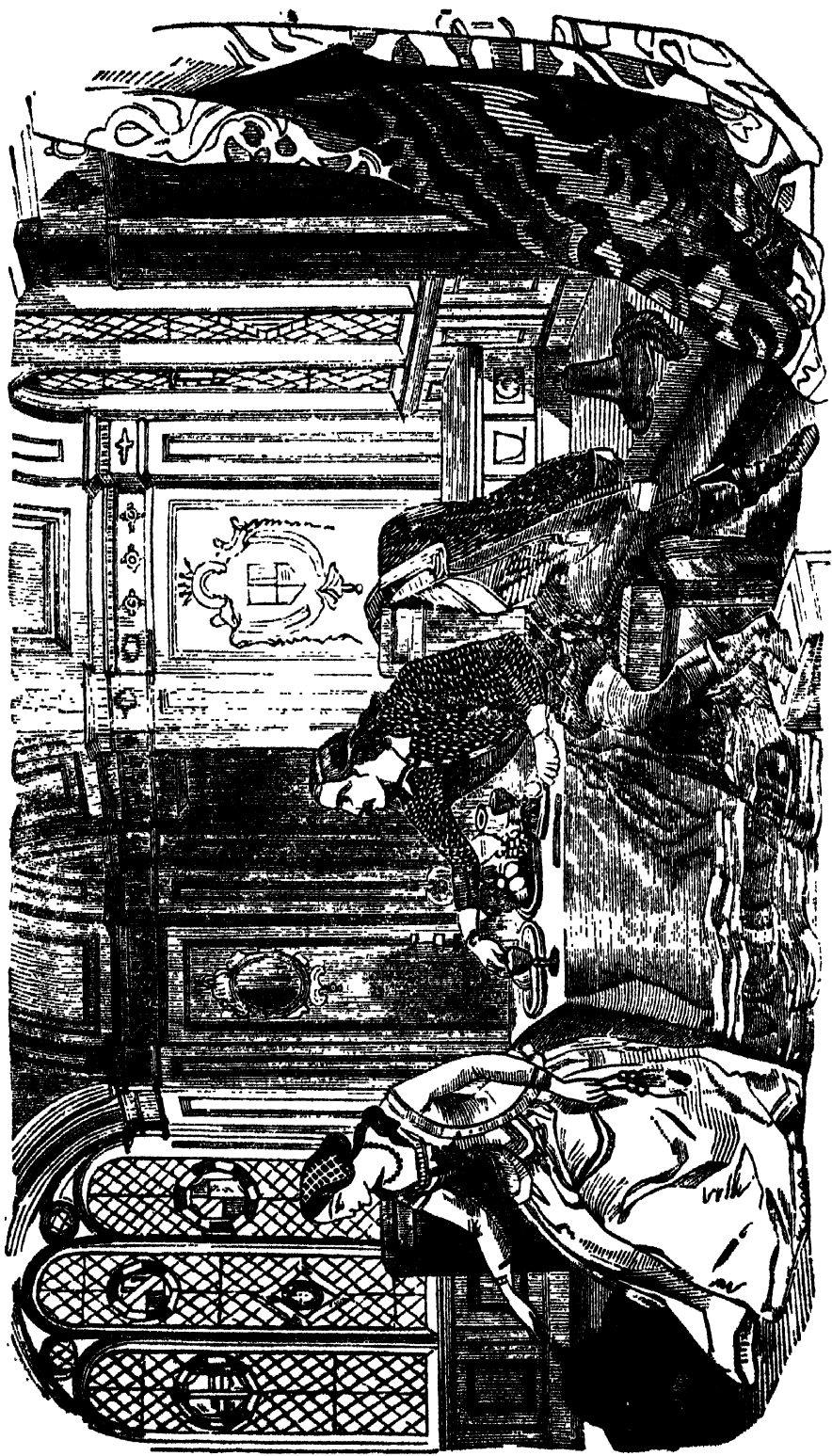
( অষ্টবিংশ অধ্যায় )

ভুলিয়া গিয়াছে; যতদিন থেরেসা জীবিত থাকিবে, সে দারুণ ঈর্ষানলে পুড়িতে থাকিবে— এখন বুঝিলে?

অ। কি সর্ব্বনাশ! আইডা, আইডা, উঃ কি শুনিতেছি?

আগ। অধীর হইও না—আমার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য কর।

অ। বলুন, শীঘ্র বলুন—বিলম্ব করিবেন না।

আগ। আইডা জানে, সে যে বিস ক্রয় করিয়াছে তাহার প্রতিবিষ নাই; কিন্তু এই যে ক্ষুদ্র শিশিতে তরল পদার্থ দেখিতেছ, ইহা পান করিলে মনুষ্য দ্বারা প্রস্তুত কোন প্রকার বিষ এক তিলও হানিকর হয় না।

অ। আমি স্বয়ং কাউন্টেসের হস্তে এই শিশি দিব।

আগ। বালক, বালক! প্রথমতঃ, থেরেসা সমস্ত কথা না শুনিলে কখনই স্বেচ্ছায় এই ঔষধ সেবন করিবে না; দ্বিতীয়তঃ, আইডার বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিলে, তাহাব সমস্ত জীবন দারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইবে।

অ। ফষ্ট্ একথা জানে?

আগ। না—সে থেরেসাকে ভাল বাসে; আইডার প্রতিও তাহার যথেষ্ট ভালবাসা আছে—কিন্তু পাশব প্রবৃত্তি সে ভালবাসার ভিত্তি।

অ। তাহা হইলে থেরেসার অজ্ঞাতসারে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে——

আগ। উপায় আছে। অদ্য রজনীতে কাউন্টের বাটীতে একটী ভোজ হইবে; আইডা নিশ্চয় থেরেসার পার্শ্বে বসিবে এবং তাহার গেলাসে সেই বিষ ঢালিয়া দিবে। বিষপান করিবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইতে হইবে। কল্য, ফষ্ট্ ভিয়েনায় কোন কার্য্য উপলক্ষে আসিবে; তুমি থেরেসার সহিত প্রত্যূষে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করিতে চাও; আর তুমি যদি তাহাকে অনুরোধ কর, যে তুমি যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, সে কথা যেন প্রকাশ না হয়, থেরেসা নিশ্চয় তোমার অনুরোধ রক্ষা করিবে।

অ। আমি নিশ্চয় যাইব—কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না।

আগ। যে স্থির প্রতিজ্ঞ, যে দৃঢ় সংকল্প, যাহার মনে বল আছে—সে ব্যক্তি সকল প্রকার দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।

অ। কিন্তু আমি শপথ করিয়াছি কাউন্টের কোন সম্পর্কে থাকিব না।

আ। না, তাহা নহে; তুমি শপথ করিয়াছ যে তাহাদের গুপ্ত প্রেম সম্বন্ধে কোন কথা লইয়া তাহাদের বিরক্ত করিবে না; তা ছাড়া, সকল সময়ে ঠিক শপথানুযায়ী কার্য্য করা সুকঠিন—সুকঠিন কেন—অসম্ভব। ভাব, তোমার ভগ্নি তোমার সমক্ষে থেরেসাকে ডানিউব্ নদীর জলে ঠেলিয়া দিতেছে; সেস্থলে শপথানুযায়ী কার্য্য করা উচিত, না থেরেসাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা উচিত?

অ। আপনার কথা শুনিয়া, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; কি অদ্ভুত! জগদীশ, সুখের মধ্যে এই, যে ভ্রাতা আজ ভগ্নির দুশ্চেষ্টা নিস্ফল করিতে যাইতেছে।

আগ। জগৎ পদ্ধতি রহস্যপূর্ণ; এখন আমি চলিলাম,—কিন্তু সতর্কতার সহিত কথা কহিও—আইডার কলুসিত চরিত্রের কথা জানিতে পারিলে, থেরেসার জীবন অশনি দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় হইবে। খুব সাবধানের সহিত কথা কহিবে; কল্য সন্ধ্যার সময় পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।

আগন্তুক যাইলে পর, অটো কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চিন্তা মগ্ন হইয়া রহিল; আইডার অধঃপতন তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল। মনের উদ্বেগ কিঞ্চিৎ কমিলে, অটো শিশি হইতে এক বিন্দু ঔষধ লইয়া জিহ্বায় দিল—আস্বাদন জলের ন্যায়।

## অষ্টবিংশ অধ্যায়।

পরদিবস মধ্যাহ্নে, থেরেসা তাহার কক্ষে বিষণ্ণ মনে একাকী বসিয়া ছিল; ঐশ্বর্য্য—কেবল মাত্র ঐশ্বর্য্য—থাকিলেই যদি লোকে সর্ব্বতোভাবে সুখী হইত, তাহা হইলে—থেরেসার সুখের সীমা থাকিত না; কতকগুলি কারণ একত্রীভূত হইয়া, তাহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। প্রথমতঃ ফষ্ট্ সদা সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিত না; "বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে" তাহাকে সর্ব্বদাই অন্যত্র যাইতে হইত; থেরেসা ভাবিত, যাহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই—যাহার ধনরাশি একত্র করিলে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের আকার ধারণ করে, তাহার ঘন ঘন অন্যত্র যাইবার আবশ্যকতা কি?

হায়, থেরেসা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই, যে আইডা তাহার সপত্নী (!) যে আইডা কিছু পূর্ব্বে তাহার নিকট দাসীর কার্য্য করিত। তাহার সরল হৃদয়ে এরূপ জঘন্য সন্দেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। থেরেসা আর দেখিত, ফষ্ট্ নিদ্রাভিভূত অবস্থায় হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিত, যেন সে প্রতি রজনীতেই দুঃস্বপ্ন দেখিত; দিবাভাগেও ফষ্ট্কে কখন কখন চিন্তামগ্ন দেখা যাইত—তখন তাহার মুখাকৃতি দেখিলে হৃদয়ে দুঃখের উদ্রেক হইত।

স্নেহময়ী পত্নী এই সম্বন্ধে তাহার স্বামীকে বহুবিধ প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু ফষ্ট্ তাহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না দিয়া, অন্য কথা কহিত।

আর একটী বিষয় থেরেসাকে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করিয়াছিল; ফষ্ট্ স্বেচ্ছায় এক দিনের নিমিত্তও তাহার কন্যাকে ক্রোড়ে লয় নাই, কিম্বা চুম্বন করে নাই; থেরেসা অনুরোধ করিলে কখন কখন তাহার অনুরোধ রক্ষা করিত; কিন্তু সে আদর মৌখিক ও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। আনুসঙ্গিক আর একটী বিষয় থেরেসার

কোমল হৃদয়ে হলাহল ঢালিয়া দিয়াছিল, যদিও থেরেসা কাহার নিকট সে কথা প্রকাশ করে নাই।

থেরেসা স্পষ্ট বুঝিতে পারিত যে ফষ্ট্ আর্ক্‌ডিউকের নবজাত পুত্রকে অত্যন্ত—প্রাণতুল্য—ভালবাসিত; (বাসিবারই কথা) কিন্তু থেরেসা বুঝিতে পারিয়াও, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত, যে "সকলেই সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হয়—সুতরাং আমারও নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কোনরূপ ভয়ানক ভ্রান্তি হইয়াছে। এডেলা আমার গর্ভজাত তনয়া; ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ মেরিয়ার গর্ভজাত—সুতরাং ফষ্ট্ যে এডেলাকে ভালবাসেনা, এরূপ ধারণা করা আমার পক্ষে উচিত নহে।" কিন্তু তত্রাচ, সময়ে সময়ে, তাহার মনে দারুণ সংশয় উদয় হইত। থেরেসা এডেলাকে যথেষ্ট স্নেহ করিত সত্য, কিন্তু একটী বিষয় দেখিয়া সে নিজেও বিস্ময়ান্বিত হইত; থেরেসা যখন ও যতবার ম্যাকস্‌মিলিয়ান্‌কে দেখিতে যাইত, তখন ও ততবার তাহার হৃদয় অকৃত্রিম অপত্যস্নেহে পরিপূর্ণ হইত—যেন এডেলার অপেক্ষা সে ম্যাকস্‌মিলিয়ান্‌কে অধিক ভালবাসে!

যখন এডেলা নিদ্রা যাইত, থেরেসা অনিমিষ লোচনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত; নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহাকে বক্ষে লইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিত; মিষ্ট কথা শুনাইত ও প্রাণ ভরিয়া আদর করিত—কিন্তু পরক্ষণেই সেই পূর্ব্বের ভাব তাহার মনে উদয় হইত—এডেলা যদি ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ হইত, তাহা হইলে সে সর্ব্বতোভাবে সুখী হইত!

ফষ্ট্ তাহার কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকিত না বলিয়া, থেরেসা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিল; কিন্তু এডেলাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারিত না বলিয়া, থেরেসা মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইত। এই সম্বন্ধে বহুক্ষণ ভাবিয়াও, থেরেসা কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। আবার সেই সময় একটী অভিনব ঘটনা হওয়াতে, থেরেসা অধিকতর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

এক দিবস আর্ক্‌ডাচেস্ মেরিয়া কথা প্রসঙ্গে থেরেসাকে বলিলেন "জানি না কেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি ম্যাকস্‌মিলিয়ানের অপেক্ষা এডেলাকে অধিক ভালবাসি।" সে দিবস উভয়ে উভয়ের মনের কথা জানিতে পারিয়া, একঘণ্টা অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

হায়, প্রতারণা যাহার ব্যবসা, তাহাকে কত শত দুষ্কর্ম্মই করিতে হয়; একটী লুকাইতে শত শত দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়। ফষ্ট যে ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, মেরিয়া কিম্বা থেরেসা তাহার বাষ্পও জানিত না; উভয়ে অবশেষে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যে তাহাদিগের অপত্যস্নেহ সম্বন্ধে কোন কথা কাহার নিকট ব্যক্ত করিবে না। পাঠক, সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে লেডি থেরেসা দারুণ মনকষ্টে সময় অতিবাহিত করিতেন।

যে দিবসের কথা লিখিতেছি সেই দিবস থেরেসা বিমর্ষ ভাবাপন্ন হইয়া তাহার কক্ষে বসিয়া ছিল; একজন অনুচর আসিয়া বলিল "আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থী একজন ভদ্রলোক বাহিরের কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।" থেরেসার সৌজন্যতা স্বভাবদত্ত—সে তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিয়া আগন্তুক ভদ্র লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইল; আগন্তুককে দেখিয়াই থেরেসা বলিল "অটো তুমি আসিয়াছ; তোমাকে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি—মনে আছে তুমিই আমাকে কষ্টের একখানি সুন্দর ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলে? কিন্তু আমি এক কারণে তোমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট; আমরা সকলেই তোমার পুরাতন বন্ধু; অথচ তুমি আমাদের নিকট আসিতে চাও না—ইহার কারণ কি?"

অ। বিশেষ কারণ না থাকিলে, আপনাকে প্রত্যহই দেখিতে আসিতাম; একটী কারণ উল্লেখ করিব—আমি জাঁকজমক প্রিয় নহি; আমি জানি, আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে—কিন্তু যেখানে ধুমধাম ও আমোদের ছড়াছড়ি—সেখানে আসিতে আমার ভয় হয়। আর একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নির সম্প্রতি যে বিবাহ হইয়াছে—আমি সে মিলন হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি; অধিক কি আমার ইচ্ছা নহে, যে আমার ভগ্নি জানিতে পারে, যে অদ্য আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

থে। আচ্ছা তাহাই হইবে।

অ। আর যদি আপনার স্বামীকেও একথা না বলেন, তাহা হইলে যার পর নাই বাধিত হইব।

থে। তোমার ভয় এই যে পাছে আইডার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আমার স্বামী তোমার আসার কথা প্রকাশ করেন; আমার ইচ্ছা নহে—যে আইডা কোন সূত্রে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া অসুখী হয়—কিন্তু তাহার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হওয়া তোমার পক্ষে উচিত নহে।

অ। স্বীকার করি; কিন্তু দেখুন, জগতে প্রত্যেক সংসারে দু একটী লুকাই-বার বিষয় আছে; কেহই ইচ্ছা করে না, যে জন সাধারণ সেই সকল গুপ্তকথা শুনিতে পায়; আমি আর অধিক কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি; আপনি জানেন আমার অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ কোমল—কিন্তু ঘটনা সূত্রে আমার হৃদয় কঠিন হইয়াছে।

থে। অটো, আমি তোমাদের সাংসারিক কোন গুপ্তকথা শুনিতে চাহি না; যে অবস্থাতেই থাক—তোমাকে আমি চিরকাল বন্ধু বলিয়া আদর করিব।

অ। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন; অদ্য একটী বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে আমাকে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিতে হইয়াছিল; ভাবিলাম, যদি এত নিকটে আসিয়া,

আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি, তাহা হইলে আপনার সহিত যথেষ্ট অভদ্রাচরণ করা হইবে।

থে। তুমি আসাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু যখন আসিয়াছ কিঞ্চিৎ জলযোগ না করিলে যাইতে পাইবে না। থেরেসা তৎপরেই একজন অনুচরকে খাদ্য দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট সুরা আনিতে আজ্ঞা করিল—অটোও ঐ সুবিধা খুঁজিতেছিল; দুইজন ভৃত্য কিয়ৎক্ষণ পরে মেজের উপর প্রচুর আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য রক্ষা করিল।

সুযোগ বুঝিয়া অটো পকেট হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া, থেরেসার পাত্রে পূর্ব্বোক্ত সেই জলের ন্যায় আরক ঢালিয়া দিল—থেরেসা কিছুই জানিতে পারিল না। তাহার পর সে দুটী পাত্রে উৎকৃষ্ট রেনিস্ দেশীয় সুরা ঢালিয়া, একটী থেরেসার ও অপরটি নিজের সম্মুখে রক্ষা করিল; প্রথানুযায়ী, অটো তাহার প্রিয়জনবর্গের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য সম্মুখস্থ পাত্র হইতে সুরাপান করিল—প্রথানুযায়ী থেরেসাও তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিল।

পূর্ব্ব রজনীতে থেরেসা বাস্তবিক বিষপান করিয়াছিল; পরদিবস যদ্যপি অটোর সহিত সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার অকাল মৃত্যু হইত।

অটো সৌজন্যতার সহিত কাউন্টেসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল; গৃহে প্রত্যাগমনকালীন তাহার মনোমধ্যে একটী বিষয় জাগরূক ছিল—যে সম্ভ্রান্ত লোকটি তাহাকে আশাতীত অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার সাহায্যে সে থেরেসার জীবন দান করিতে সমর্থ হইল, তিনি কে?

সন্ধ্যার সময় অটো হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে ছিল—কিন্তু তিনি আসিলেন না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

# ফষ্ট্।

( সচিত্র )

রেনল্ড্‌স্ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অনুবাদক শ্রীবিপিনবিহারী বসু।

"This is not—or at least is not intended to be—a mere romance without any particular moral in view, but it is written to show the evil consequences of vice and the beauty of virtue. Faust is the type of all evil-doing persons, who morally, though not by written compact, *sell themselves to Satan.*"—REYNOLDS.
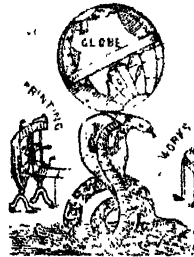
কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্লোবপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ১০২ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১৩০০ সাল।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে যে ঘটনা গুলি বিবৃত হইয়াছে, তাহার আট মাস পরে যে সকল অভিনব ও রহস্যপূর্ণ ঘটনা হইয়াছিল সেগুলি এইবার পাঠক জানিতে পারিবেন। খৃষ্টের ১৪৯৬ অব্দ।

এক দিন অপরাহ্নে ফষ্ট্ ও আইডা ভিয়েনার একটী নির্জ্জন পথে ভ্রমণ করিতেছিল—উভয়ের মুখে ভয়ানক গম্ভীর ভাব, উভয়েই কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

ফ। আইডা, সে কথা আমি তোমাকেও বলিব না; সেই ভয়ানক সময়ে যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা মনে পড়িলে এখনও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়! আমি যে কি সাহসে সেই ভয়ানক স্থানে গিয়াছিলাম বলিতে পারি না।

আ। আট মাস পূর্ব্বে এই ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু এতদিন তুমি সে বিষয়ের উল্লেখও কর নাই—তবে কি আমি তোমার বিশ্বাসের পাত্রী নহি?

ফ। তা নহে; অনেকবার মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে সমস্ত বলিব, কিন্তু প্রতিবারই মনের ভিতর এক প্রকার অবর্ণনীয় ভয়ের উদয় হইত; অধিক কি অদ্য সেই কথা উত্থাপন করিয়া নিজে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। প্রিয়তমে, আজ তোমাকে অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত আপনার, বলিয়া বোধ হইতেছে? বোধ হয় সেই জন্যই হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিও না; আমার ভবিষ্যৎ বাসস্থানের বিবরণ রমণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে।

আ। সে গল্প বলা যদি তোমার পক্ষে কষ্টকর হয় আমি তাহা শুনিতে চাহি না; তুমিও আর সে বিষয় উল্লেখ করিও না।

ফ। কি ভয়ানক! যেখানে থাকি, যাহাই করি, সে বিষয় দিবানিশি মনে জাগরূক রহিয়াছে।

আ। কিন্তু তজ্জন্য তুমি বিমর্ষ হইও না; দেখ এখনও তুমি বহুদিবস পৃথিবীতে থাকিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাইবে; উপভোগ্য বস্তু যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে অনায়াসে পাইবে।

ফ। আইডা, যখন স্পষ্ট জানিতেছি পাত্রের তলায় হলাহল রহিয়াছে, তখন সেই পাত্রে সুরাপান করিলে কি সুরার আস্বাদন পাইব, না মনে আনন্দ অনুভব করিতে পারিব? যে গোলাপের ভিতর বিষধর ক্ষুদ্র সর্প বাস করে, সে গোলাপের কি আঘ্রাণ লইতে প্রবৃত্তি হয়?

আ। সত্য বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিও তুমি যত কাল পৃথিবীতে থাকিবে, সয়তান ক্রীতদাসের ন্যায় তোমার সকল আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে—সত্য কি না? তুমি সয়তানকে এমন কোন ঔষধ আনিতে বল, যাহা সেবন করিবা মাত্র সেই সকল লোমহর্ষণকারী ঘটনা তোমার স্মৃতিপথ হইতে একেবারে দূরীভূত হইবে।

ফ। উত্তম পরামর্শ। এক্ষণে চলিলাম; আজ আমি ভয়ানক ব্যস্ত।

ফষ্ট্ চলিয়া যাইলে আইডাও স্বীয় ভবনাভিমুখে যাইল; বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া আইডা দেখিল একটী স্ত্রীলোক সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার মুখ আচ্ছাদিত। রমণীর পরিচ্ছদও বিদেশীয়; স্ত্রীলোকটি আইডার সম্মুখে আসিয়া সুন্দর ও নির্দোষ জ্যারমান্ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল এই বাটী কি ব্যারণ জারনিনের? আইডা বলিল "হাঁ, আপনি কি ব্যারণের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছেন?" স্ত্রীলোকটীর নাম আইরিন্ নোটারাস্।

আ। হাঁ, আমি ব্যাবণের সহিত সাক্ষাতাভিলাসেই আসিয়াছি। এই বলিয়া সে তাহার মুখমণ্ডল হইতে আচ্ছাদন সরাইয়া লইল; আইডা দেখিল রমণী যথার্থ সুন্দরী; তাহার বয়ক্রম অন্যূন ত্রিশ হইবে; চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত সুন্দর—কেশরাশি ততোধিক। তাহার মুখাকৃতিতে এক প্রকার অভিনব গাম্ভীর্য্য অঙ্কিত—দেখিলে মনে হয় রমণী মস্তকে মুকুট পরিধান করিয়া সিংহাসনে বসিবার জন্যই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—তাহার অবয়ব অবিকল গ্রীকদেশীয়; ওষ্ঠদ্বয় সিন্দুর রঙ্গে রঞ্জিত, ললাট সুগঠিত, গ্রীবা মরাল গ্রীবোপম; আইডা তাহার সৌন্দর্য্যের সমষ্টি ও বেশবিন্যাস দেখিয়া বুঝিল নোটাবাস্ নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা; আইডা সৌজন্যতার সহিত তাহাকে বাটীর অভ্যন্তরে আসিতে অনুরোধ করিল।

আইডা ভিতরে আসিয়া শুনিল ব্যারণ কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন; উক্ত সংবাদ পাইয়া সে অত্যন্ত প্রীত হইল; কারণ নবাগত স্ত্রীলোকটী কে এবং ব্যারণের সহিত তাহার কি প্রয়োজন ছিল জানিবার নিমিত্ত তাহার কৌতুহল জন্মিয়াছিল। আইডা তখন আইরিন নোটারাসকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিল "আমার স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাগমনেরও বিলম্ব নাই; আপনি স্বচ্ছন্দে এই কক্ষে অপেক্ষা করিতে পারেন।"

নো। আপনার আপত্তি না থাকিলেই হইল, তবে একটী প্রশ্ন করিবার আছে—আপনিই কি ব্যারণেস্?

আ। হাঁ আমিই ব্যারণেস্ জারনিন্।

নো। ( চিন্তা করিয়া ) আপনার রূপ আছে— আপনি যথার্থ রূপবতী—বয়ঃক্রম ও আমার অপেক্ষা অল্প ; তবে আর কি বলিব ? আইরিন্ কাঁদিতে লাগিল।

আ। আমি এখানে উপস্থিত থাকায় আপনার কোন অসুবিধা হইতেছে কি ? সম্ভবতঃ আমাকে দেখিয়া আপনার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইতেছে।

নো। সত্য বটে, যেহেতু আমি যাহাকে প্রাণপণে ভালবাসিতাম, তিনি আপনার সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন ; কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী আমি আপনার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে আসি নাই ; বিশেষতঃ আপনি আমাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনায় যারপর নাই বাধিত করিয়াছেন। তবে একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে ; আপনার স্বামীর মুখে কখন—এক দিনের জন্যও—আইরিন্ নোটারাসের নাম শুনিয়াছিলেন ?

আ। না।

নো। না শুনিবারই কথা, যে হেতু তিনি আমার পরিবর্ত্তে আর একটী ভালবাসার পাত্রী পাইয়াছেন। আমারই নাম অইরিন নোটারাস ; আপনার স্বামীর সহিত বহুকাল পূর্ব্বে আমার পরিচয় হইয়াছিল।

আ। আপনি যতদূর বলিলেন তাহা হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে ব্যারণের সহিত আপনার প্রথম প্রণয় হইয়াছিল ও যথা সময়ে সেই প্রণয় গাঢ় এবং অকৃত্রিম ভালবাসায় পরিণত হয় ; কিন্তু কোন কারণবশতঃ আপনার আশালতা অকালে শুষ্ক হইয়া যায়। ( সরল চিত্ত আইরিনের হৃদয়ের কথা জানিবার জন্য আইডা যথেষ্ট সৌজন্যতা ও ধূর্ত্ততার সহিত কথা কহিতেছিল ) আইডা পুনরায় বলিল "সত্য বলিতে কি আপনি আমার নিকট হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমি বাস্তবিক আপনার দুঃখে দুঃখী।"

নো। সত্য বলিতে কি, আমি আশা করি নাই যে আপনি আমার সহিত এতদূর সদ্ব্যবহার করিবেন। আমার পিতা একজন গ্রীক দেশীয় বণিক ; পনের বৎসর পূর্ব্বে আমারা ডামাস্কাসে বাস করিতাম ; সেই সময় জনৈক দেশপর্য্যটনকারী যুবক সিরিয়াদেশে দস্যু হস্তে পতিত হয়—আমার পিতা তাহাকে উদ্ধার করেন। যুবক দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দারুণ আঘাত পাইয়াছিল—এমন কি তাহার বাঁচিবার আশা ছিল না। সেই তুমুল যুদ্ধে তাহার অনুচরবর্গ সকলেই নিহত হইয়াছিল। আমার পিতা ডুলি করিয়া তাহাকে ডামাস্কাসে লইয়া আসেন ; আমি তাহার শয্যায় দিবানিশি বসিয়া থাকিতাম ও তাহার সুশ্রুসা করিতাম ; দিন আসে দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, তথাপি যুবক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল না ; বহু দিবস পরে তাহার শরীরে কিঞ্চিৎ বলের সঞ্চার হইল। প্রথম প্রথম আমি তাহার হস্তধারণ করিয়া আমাদের উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া যাইতাম ; এইরূপে এক বৎসর কাল

অতিবাহিত হইল। পরে যুবকের নামও উপাধি জানিতে পারিলাম; আর শুনিলাম যুবক বিপুল ধন রাশির ঈশ্বর। শৈশবেই দেশ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং যে দিবস সে পূর্ণবয়স্ক হইয়া নিজের সম্পত্তি বুঝিয়া পায়, তাহার পর দিবসেই সে দেশ পর্য্যটনে বাহির হয়। এক বৎসর কাল আমরা একত্রে ছিলাম—সুতরাং বলা বাহুল্য, সে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল এবং আমিও তাহাকে সেই হৃদয়ের অধীশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতাম। আমার পিতার নাম ডিমিট্রিয়াস্ নোটারাস; সিরিয়াতে তাঁহাকে সকলেই জানিত- তিনি বিপুল ধনের অধীশ্বর ছিলেন। এক দিবস উদ্যানে উভয়ে বায়ু সেবন করিতে ছিলাম, এমন সময় যুবক আমার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া, বলিল "অইরিন্, আমি তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি; তোমা ভিন্ন অন্য কোন রমণী অদ্যাবধি আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই—যদি তোমার অন্য মত না থাকে, তোমাকে বিবাহ করিব।" আইরিনের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল—আইডা বলিল "কোন কথা গোপন করিবেন না—আপনি স্বেচ্ছায় আমার কোন ক্ষতি করেন নাই; আমিও আপনার কোন হানি করি নাই।"

নো। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমার বয়ক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র; এক দিবস আমার পিতার নিকট ব্যারণ বিবাহের কথা উত্থাপন করায় তিনি সাহ্লাদে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—বিবাহের দিন স্থির হইল। সমস্ত দিবস আমরা একত্রে থাকিতাম; প্রত্যুষে উঠিয়া উদ্যানে ভ্রমন করিতাম ও ভবিষ্যৎ জীবনের কত গল্পই করিতাম! যে দিবস আমাদের বিবাহ হইবার কথা ছিল, তাহার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাকালেও আমরা একত্রে ছিলাম; সন্ধ্যার পর পিতা বিবাহের নিমিত্ত যে সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, দেখিতে ছিলাম।

প্রভাত হইল; সূর্য্য উদয় হইল; কিন্তু ব্যারণ ফিরিল না; সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়; তখন শুনিলাম যে অলঙ্কারাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাহাকে বাজারে যাইতে হইবে, কিন্তু পর দিবস সন্ধ্যার ভিতরেও ব্যারন্ ফিরিল না। আমি মর্ম্মান্তিক যাতনায় ছটফট করিতে ছিলাম—পিতাও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন; ব্যারণ কোথায় গিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাওয়া গেল না; তবে সে যে স্বেচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল সে ধারণা আমার কিম্বা পিতার এক দিবসের জন্যও হয় নাই।

ক্রমে দিন, মাস, বৎসর—বৎসরের পর বৎসর—চলিয়া গেল। তাহার পর পিতা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন; আমি যখন শিশু তখন মাতার মৃত্যু হইয়াছিল; সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার প্রচুর অর্থের অধিকারিণী হইলাম। এক একবার ভাবিতাম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু আবার

ভাবিতাম যে যদি সে জীবিত থাকে, ও তাহার ভালবাসা পূর্ব্ববৎ গাঢ় থাকে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় ডামাসকাসে ফিরিয়া আসিবে; তাহা হইলে, আমি যদি ভিয়েনায় যাই, তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার বিস্তর গোলযোগ বাধিবে। ডামাসকাসেই রহিলাম; নিরুদ্দেশ হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে ব্যারণ আমাকে একটী সুন্দর ও বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ দিয়াছিল; আমি দিবারাত্রি সেই অলঙ্কারটী দেখিতাম ও সর্ব্বদা নিকটে রাখিতাম।

এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইল; বলা বাহুল্য, আমার চিত্ত চাঞ্চল্য একদিনের নিমিত্তও হ্রাস পায় নাই, মনে নানা প্রকার সন্দেহ সর্ব্বদা উদয় হইত। আমাদের দেশীয় বিস্তর ধনাঢ্য যুবক বিবাহপ্রার্থী হইয়া আমাকে রাশি রাশি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যাহাকে আমার অন্তকরণ উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার সহিত যদি কখন সাক্ষাৎ হয়, তাহাকেই বিবাহ করিব নচেৎ চিরজীবন অবিবাহিতাবস্থাতেই থাকিব।

এক দিবস জনৈক গ্রীকদেশীয় বণিক বলিল যে, ব্যারণ জারনিন্ বার বৎসর কাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়া পাইয়াছে; আর শুনিলাম ব্যারণ দিবানিশি এক দল আমোদপ্রিয় চরিত্রহীন যুবকের সহিত সময় যাপন করিতেছে; শেষের সংবাদটী বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—যদিও শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। একবার ভাবিলাম এই বার বৎসরের এক দিন—এক মুহূর্ত্তের জন্যও—পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই; আমি যে এতকাল অবিবাহিত অবস্থায় রহিয়াছি ব্যারণ কিরূপে জানিবে? অবশেষে স্থির করিলাম যে, ভিয়েনায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়া তদ্দত্ত কণ্ঠাভরণ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া ডামসকাসে প্রত্যাগমন করিব।

দুটীমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলাম; কল্য সন্ধ্যাকালে ভিয়েনায় পৌঁছিয়া শুনিলাম ব্যারণের বিবাহ হইয়াছে। আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যকতা নাই—আপনি আমাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন—আমিও তজ্জন্য অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশা করি যদি পুনরায় কখন সাক্ষাৎ হয়, আপনি আমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবেন; এক্ষণে একটী সামান্য অনুরোধ আছে—যদি রক্ষা করেন বাধিত হইব। এই বাক্সের ভিতর সেই বহুমূল্য মুক্তার কণ্ঠাভরণ আছে; আপনার স্বামী প্রত্যাগমন করিলে বাক্সটী তাঁহার হস্তে দিয়া সমস্ত কথা বলিবেন।

আইডা সবে মাত্র বাক্সটী হস্তে লইয়াছে এবং আইরিন্ বিদায় গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় কক্ষের দরজা সহসা উদ্‌ঘাটিত হইল—পর মুহূর্ত্তে অনিশ্চিৎ পাদবিক্ষেপে ব্যারন্ ভিতরে প্রবেশ করিল। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

আইরিন্ ও আইডার মধ্যে কি ভয়ানক প্রভেদ! একজন অপরের ঠিক বিপরীত।

উভয়েই সুন্দরী; কিন্তু একজনের অন্তঃকরণ পবিত্র ভাবপূর্ণ আর একজন প্রতারণা শাস্ত্রে অদ্বিতীয়; আইডার বাহ্যিক আচার ব্যবহার দেখিলে হঠাৎ বোধ হইত সে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা—বাস্তবিক তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া, সকলেই প্রতারিত হইত এবং তাহার হৃদয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও কুঅভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিত না।

আইরিন্ সুন্দরী; কিন্তু তাহার নির্ম্মল স্বভাব, সৌজন্যতা, সহৃদয়তা ও অকপটতা দেখিয়া, সকলকেই তাহাকে প্রশংসা কবিতে হইত; তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল—অথচ সে থেরেসার ধূর্ত্ততাকে সহৃদয়তা বোধ করিয়া মন খুলিয়া সমস্ত কথা বলিল।

ব্যারণ কক্ষমধ্যে আসিবা মাত্র আইরিন্ চীৎকার করিয়া বলিল "ইনিই ব্যারন্ জারনিন্!" চীৎকার করিবার তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল; যাহাকে সে প্রথম ভালবাসিয়া ছিল এবং যাহার দীর্ঘকালব্যাপী অনুপস্থিতিতেও যে ভালবাসা এক তিলও হ্রাস পায় নাই, তাহাকে অকস্মাৎ দেখিয়া সে যে জ্ঞানহারা হইবে, বিচিত্র কথা নহে; নচেৎ সে কখনই ব্যারণের পত্নীর সমক্ষে চীৎকার করিত না।

কিন্তু আমাদের বহু সদগুণালঙ্কৃত ব্যারণ তখন কি করিলেন? আইরিনের কথা শুনিয়াই ব্যারন্ কর্কশস্বরে বলিল "এ মেয়েমানুষটা কে?"

আইরিন্ ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল "হায়! আমাকে ইনি চিনিতে পারেন নাই।" অশ্রু সম্বরণ করিয়া, আইরিন্ আইডার হস্ত হইতে বাক্‌সটি লইল। বাক্‌সর ভিতর হইতে সেই কণ্ঠাভরণ বাহির করিয়া ব্যারণকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমি মহাশয়ের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে বহুদূর হইতে ভিয়েনায় আসিয়াছি; আপনি বহুকাল পূর্ব্বে এই বহুমূল্য অলঙ্কারটি আমায় উপঢৌকন দিয়াছিলেন। এক্ষণে এ অলঙ্কারে আমার কোন প্রয়োজন না থাকায়, আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছি।"

আইরিণের কথা শুনিয়া, কি একটা বিষয় যেন ব্যারণের স্মৃতিপথে উদয় হইল; অনেক চেষ্টা ও উদ্যম করিয়া ব্যারণ তাহার স্মরণশক্তি মার্জ্জিত করিয়া লইল; তখন সে অর্দ্ধ স্ফুট—কিম্বা অস্ফুট—স্বরে বলিল "হাঁ মনে পড়িয়াছে—অনেকটা; তোমার নাম আইরিন্ নোটারাস্ না? হাঁ—এ অলঙ্কার—যাহাই হউক—শত্রুতায় দরকার নাই।"

ব্যারণের প্রথম প্রিয় সম্ভাষণ শুনিয়াই আইবিন্ ক্রন্দন করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পরেব কথাগুলি শুনিয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ হইল।

আইরিন্ এক দৃষ্টে ব্যারণকে দেখিতে লাগিল—ব্যারণ সে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ সহ্য করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আইডা মনোযোগের সহিত উভয়কে দেখিতে ছিল—তিনজনেই নির্ব্বাক।

কিছুক্ষণ পরে আইরিন্ পুনরায় উচ্চস্বরে বলিল—না—না—আমি ভুলিয়াছি; আমি যে ব্যারণ জারনিনকে প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলাম আপনি কখনই সে ব্যক্তি নহেন—আপনি কখনই ব্যারণ জারনিন্ নহেন।"

কে যেন আইরিন্‌কে উত্তেজিত করিয়া দিল—সে কণ্ঠাভরণ পরিচ্ছদের ভিতর রাখিয়া তড়িতবেগে কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইল; বাহিরে যাইবার সময় তাহাকে দরজা বন্ধ করিতে হইল না—কারণ সেই মুহূর্ত্তে—সারম্যান্ ভিতরে প্রবেশ করিল।

## তৃতীয় অধ্যায়।

সারম্যান্‌কে দেখিয়াই আইডা ক্রোধান্ধ হইল—সে জানিত সারম্যান্ তাহার বাটীতে পুনরায় পদার্পণ করিবে না।

সারম্যান্ আসিয়াই সহাস্তে ব্যারণকে সম্বোধন কবিয়া বলিল, "বন্ধু, আজ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? মদের অনাটন পড়িয়াছে না পকেটে একটীও কপর্দ্দক নাই—ব্যাপার কি?"

ব্যা। সারম্যান্, আবার এখানে কি জন্য আসিয়াছ?

সা। স্নেহ, স্নেহ,—মহাশয়কে না দর্শন করিলে ঘুম হয় না; সারম্যান্ তখন সম্মুখস্থ একখানি সোফায় শয়ন করিয়া আইডাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, সুন্দরি, মুখ ভেঙ্গাইতেছ কেন? অমন করিলে চাঁদমুখখানি বড়ই খারাপ দেখায়; আর আমার উপর রাগ করায় কোন ফল নাই—কারণ আমার রাগ নাই—মান হানির ভয় নাই—অপমান বোধ নাই—হা হা!

আ। (সক্রোধে) চাকরের চাকর! এতদূর স্পর্দ্ধা——

সা। হা হা হা—গালাগালি খাওয়া আমার অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ব্যারণ তুমি চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—আমি সম্প্রতি তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। চাকরদিগকে আহারের আয়োজন করিয়া দিতে বল।

আ। (ব্যারণকে) দেখুন, আপনাকে বলিবার কথা অধিক নাই—আর অধিক বলিতেও চাহি না; তবে কেবল মাত্র বলিতে চাহি যে, যগুপি এই লোক, উহার স্বেচ্ছানুযায়ী, আমাদের বাটীতে আর আসিতে পায়, আমি কখনই এখানে থাকিব না।

ব্যা। আইডা, আইডা, আমাকে বিরক্ত করিও না; এ সম্বন্ধে কাল তোমার সহিত কথা কহিব।

আ। না তাহা হইবে না—অদ্য এই দণ্ডে—যাহা হউক কিছু নিষ্পত্তি করিতে হইবে ; আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি যে—কোন কারণ বশতঃ—যে কারণই হউক, এই নীচলোক—তোমার উপর স্বচ্ছন্দে প্রভুত্ব করিতেছে ; আমি সে কারণ শুনিতে চাহি।

সা। সুন্দরি, অধিক বাক্য ব্যয় করিও না; করিলে আমিও এমন গুপ্তকথা প্রকাশ——

ব্যা। সারম্যান্, চুপ কর।

সা। আমি চুপ করিতেছি, কিন্তু তোমার পত্নীকে বল সে যেন আমাকে আর অপমান না করে ; কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমিও যেন কিছু জানি না? সেদিন যে কাউন্টেস্ অফ্ অরোনার দাসী ছিল, আজ সে ব্যারণেস্!

আ। তুমি এই দণ্ডে আমার বাটী হইতে দূর হইয়া যাও ; নচেৎ চাকরদিগের দ্বারা তোমাকে দূর করিয়া দিব।

সা। ব্যারণ, তুমি এই সব কথা শুনিয়াও চুপ করিয়া রহিয়াছ? আমি নিশ্চয় সব কথা——

ব্যা। সারম্যান, ক্ষান্ত হও ; আইডা, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি—ঘরের বাহিরে যাও। মেসার সারম্যান্ আমার প্রাণের বন্ধু ; আমার বাটীতে আসিলে সারম্যান্‌কে আমি উচিত মত অভ্যর্থনা করিব।

সা। ঠিক ঠিক। অতি উত্তম কথা।

আ। ধিক তোমাকে ; যে লোক তাহার সমক্ষে ও নিজ বাটীতে তাহার পরিবারকে অপমানিত হইতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে, সে অপদার্থ—সে কাপুরুষ ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও আমি এই ভয়ানক অপমানের প্রতিশোধ লইব—আমি এখনই চাকরদিগকে ডাকিয়া——

ব্যা। (নিম্নস্বরে) আইডা, বাতুলের ন্যায় কোন কার্য্য করিও না ; সারম্যান্ মনে করিলেই আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। আমার পতন হইলে, তোমার অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইবে, সে বিষয় ভাবিয়াছ কি?

আ। (নিম্নস্বরে) এই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত লোক কে আমি শুনিব?

ব্যা। সে কথা বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আ। আমি সমস্ত শুনিব—এই দণ্ডে।

ব্যা। আমি স্বেচ্ছায় কটু-উক্তি করিতে চাহি না—কিন্তু তুমি আমাকে উত্তেজিত করিতেছ ; তুমি যদি আমার সর্ব্বনাশের কারণ হও, নিশ্চয় জানিও, আমারও প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবে। তুমি যদি আমার বন্ধুকে পুনরায় অপমান কর, আমি নিশ্চয় বিচারালয়ে যাইয়া কোন একটী গুপ্তবিষয় প্রকাশ করিব। তাহা হইলে তোমাকে একটী জারজ-সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে——

আ। চুপ চুপ, আর শুনিতে চাহি না। ভবিষ্যতে তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করিব; আমি এই দণ্ডে গৃহের বাহিরে যাইতেছি—আইডা পলায়ন করিল।

ব্যারণ দেখিল আইডার উগ্রমূর্ত্তি হঠাৎ স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইল; কিন্তু সে স্থিরতা বাহ্যিক। নাইল নদীর স্থানে স্থানে শাম্য মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় না যে সেখানে কোনরূপ বিপদ ঘটিতে পারে; ঐ দেখ, পথিক নদী তটে প্রফুল্লচিত্তে নয়ন তৃপ্তিকর স্বাভাবিক দৃশ্যাবলি দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতেছে—অকস্মাৎ পথিক অদৃশ্য হইল; একটা ভীষণাকার কুম্ভীর তাহাকে লইয়া জলে নিমগ্ন হইল!

আইডার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ভয়ানক উত্তেজিত হইয়াছিল; কিন্তু অন্য একটী গুরুতর বিষয় সেই সময় তাহার মনে উদয় হওয়ায়, সে সারমান্ ও তাহার স্বামীর বিষয় ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া গেল।

ছয় মাস পূর্ব্বে আইডা থেরেসাকে বিষপান করাইয়াছিল—অথচ থেরেসার শরীরে কোন রোগ প্রবেশ করে নাই! থেরেসা মধ্যে মধ্যে বিমর্ষ হইত সত্য, কিন্তু সে যে শারীরিক কুশলে ছিল তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; আইডা আশা করিয়াছিল তাহার শারীরিক বল ক্রমিক ক্ষয় পাইবে—অথচ কেহ কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবে না; বৃদ্ধা আর বলিয়াছিল যে থেরেসার ক্ষুধা কমিয়া আসিবে, দিবানিশি সে তৃষ্ণায় ছটফট করিবে ও অবশেষে তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইবে।

"তবে কি বৃদ্ধা আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছে?" এই প্রশ্নটি আইডার মনে স্বভাবতঃ উদয় হইল; আইডা পুনরায় বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইল।

ফন্‌টানার বাটীর দ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু উপরের জানেলা হইতে আলোক দেখা যাইতেছিল; আইডা দ্বারে করাঘাত করিল, কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। আইডা পুনরায় করাঘাত করিল—এক দুই তিন চার মিনিট অতীত হইল—অথচ বৃদ্ধা দ্বার খুলিল না; আইডা তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সবলে দরজা ঠেলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল।

উপরে আসিয়া আইডা দেখিল বৃদ্ধার ঘর ধূমে পরিপূর্ণ—সে ধূমের আঘ্রাণ অত্যন্ত তীব্র; ধূমরাশি আইডার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল—আইডার মস্তক ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু বৃদ্ধা কোথায়? ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আইডা দেখিল সে একখানি চৌকিতে বসিয়া রহিয়াছে—বৃদ্ধা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! তাহার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত সেই বৃহৎ হামামদিস্তা রহিয়াছে; বোধ হইল বৃদ্ধা গাঢ় মনোযোগের সহিত কি চিন্তা করিতেছিল; আইডা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সিনিওরা ফন্‌টানা, আমি আসিয়াছি।" বৃদ্ধা কোন কথা কহিল না!

কথা কহিবে কে? রাক্ষসী কিছু পূর্ব্বে এক প্রকার নূতন বিষাক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল; অকস্মাৎ তাহার মুখের কাচ নির্ম্মিত আবরন খুলিয়া পড়াতে, সেই

তীব্র হলাহলের ধূমরাশি তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। মুহূর্ত্ত মধ্যে হতভাগিনী লীলা সম্বরণ করিয়াছিল।

জীবিত অবস্থায় বৃদ্ধাকে ডাইন বলিয়া ভ্রম হইত; তাহার মৃত অবস্থার মুখাকৃতি দেখিয়া আইডা শিহরিয়া উঠিল।

বৃদ্ধার মৃত্যুতে আইডা এক তিলও দুঃখিত হয় নাই; নিজের ক্ষতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সে বাটীর বাহিরে চলিয়া আসিল।

## চতুর্থ অধ্যায়।

মনুষ্যের সুখের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে কত সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটি দ্রব্যই সৃজন করিয়াছেন? যদি পৃথিবীর অধিবাসীরা সৎপথে থাকিত, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু হায়, মনুষ্যের কর্ম্মদোষে এই পৃথিবী নরক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ দেখিলাম উর্ব্বরা ভূমি খণ্ডে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে; শস্য সংগ্রহ করিবার সময় আগত প্রায়—কৃষকের মুখে হাসি ধরে না, কারণ সে যে দারুণ কায়িক পরিশ্রম করিয়াছিল, এইবার তাহার পুরস্কার পাইবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়—অতিতুচ্ছ কারণ বশতঃ—দুই দেশে তুমুলসংগ্রাম বাধিল; শস্যক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত হইল! দূরদেশ হইতে বণিক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছে; সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া, কিসে প্রিয় পরিবার ও পুত্র কন্যাগণ সুখে থাকিবে, সেই অভিপ্রায়ে, লোকটি প্রবাসে অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়াছিল। বহু কালের পর আজ আবার আত্মীয় বর্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু হায়, পথিমধ্যে মধ্য রজনীতে সে তস্কর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হৃত সর্ব্বস্ব হইল—কেবল তাহা নয়—অপর এক জন পশ্চাৎ হইতে তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া দিল। তাহার ও তাহার পুত্র কন্যাদিগের সকল আশা ভরসা জন্মের মতন ঘুচিল। আজ একটী দেশের ও দেশবাসীদিগের পূণ্য বলে বহু সদ্‌গুণালঙ্কৃত একটী রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজাবর্গকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন—দেশস্থ সকলেই সুখী; কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনে কি একটী জঘন্য ভাবের উদয় হইল এবং কিছু কাল পরে লোকে শুনিল, কনিষ্ঠভ্রাতা এক দল লোকের সাহায্যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সংগ্রামে হারাইয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়াছে; সমস্ত দেশ লণ্ডভণ্ড এবং প্রজাবর্গ প্রতিপদে উৎপীড়িত হইতেছে!

মনুষ্য সুখ হন্তারক কত সহস্র সহস্র কারণই আছে?

অর্থ উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত দিবারাত্রি, কত লোক কত অসদুপায়ই অবলম্বন করিতেছে? জীবন সংগ্রামে একজন খ্যাত নামা যোদ্ধা হইব—যে সে লোক হইলে হইবে না—আমাকে নেপোলিয়ান হইতে হইবে; এই ধারণা মস্তকে প্রবেশ করাইয়া, কত লোকই ঘুরিতেছে? কত লোকই একজন বড় লোকের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে? খোসামোদ, মিথ্যা কথা, মিথ্যাগল্প করিতেছে; প্রতিদ্বন্দীবর্গকে হটাইতেছে; ইহাপেক্ষা নীচ কার্য্য আর কি হইতে পারে; মনোযোগের সহিত দেখ, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা জগতে ছুটাছুটি, ঠেলাঠেলি, গোলমাল, চক্রান্ত, মারপিট ও চুরি ডাকাইতি হইতেছে।

সহস্র সহস্র বেদী হইতে ধর্ম্ম যাজকেরা উপদেশ দিতেছেন "সকলকে ভ্রাতার ন্যায় দেখিবে—অপরের দুঃখে দুঃখী হইবে—পরোপকার করিবে।" প্রতি বৎসর তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রার শ্রাদ্ধ হইতেছে; কিন্তু প্রতি বৎসর শেষ হইলে প্রত্যেক দেশের অধিবাসীগণের দুষ্কর্ম্মের তালিকা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হইবে; পৃথিবীর বয়ঃক্রম যত বৃদ্ধি হইতেছে, সর্ব্বত্র ঘোর অসভ্যতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কারনিওলা প্রদেশের একটী জঙ্গলের ভিতরে জনৈক আশ্বারোহী যাইতেছিল; উপরের কথাগুলি তাহারই মুখনিঃসৃত। ভিয়েনা সহরে বাস করিয়া, পিয়ানাল্লা দেখিল প্রত্যহই লোকে বহুবিধ দুষ্কর্ম্ম করিতেছে ও শাস্তি পাইতেছে, অথচ দুষ্কর্ম্মের হ্রাস নাই। অটো স্থির করিয়াছিল যে স্থানে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সেস্থানে থাকিব না; বলবান অরণ্যবাসী ও অকুতোভয় পর্ব্বতবাসীরা যথায় বাস করে সেই স্থানে বাস করিব; যাহাদের কথায় কপটতা নাই, কার্য্যে বক্রভাব নাই, যাহারা মিথ্যা কথা কহিতে শিখে নাই, তাহাদের সহিত একত্রে থাকিয়া আনন্দে দিনাতিপাত করিব।

অটো পূর্ব্বোক্ত সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির নিকট হইতে আশাতীত সাহায্য পাইয়াছিল; সেই টাকায় সে একটী সুন্দর ও বলবান অশ্ব এবং আত্ম রক্ষার্থ কতকগুলি অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিয়াছিল; ভিয়েনা হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে লোবেল্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কারনিওলায় আসিয়াছিল; লোবেল পর্ব্বতমালার কতকগুলি শৃঙ্গ চির তুষার মণ্ডিত; কারনিওলা হইতে জুলিয়ান্ আলপ্‌স নামক পার্ব্বত্য বিভাগে যাইয়া বাস করিতে অটো স্থির করিয়াছিল। অটো অনুমান করিয়াছিল, যে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া সে যাইতেছিল, তাহার দক্ষিণ প্রান্তে, ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছাছিবে। যে কৃষকের গৃহে অটো গত রজনী অতিবাহিত করিয়াছিল, সে তাহাকে গন্তব্য স্থানে যাইবার সোজা পথ বলিয়া দিয়াছিল; অটো ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে অরণ্য অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য বিভাগে পৌঁছছিল—অভিনব নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্য!

চৈত্র মাসের অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ রাশি পর্ব্বতমালার উপর পড়িয়াছে—এবং অদূরস্থ জুলিয়ান্ আলপ্‌সের তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ হইতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সেই সময় সুন্দর নিলাকাশে মেঘরাশি আসিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল ; তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গগুলি আর দৃষ্টিগোচর হয় না ; এক দল মেঘ গড়াইতে গড়াইতে একদিকে ছুটিল, পুনরায় সেই শৃঙ্গগুলি দৃষ্টিগোচর হইল ; পরক্ষণেই আবার এক দল মেঘ আসিয়া চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিল।

অরণ্য প্রান্তের অনতি দূরেই একখানি সুন্দর কুটীর ছিল ; অটো কুটীরাধিকারীর অনুমতি লইয়া সেইখানেই রাত্রি যাপন করিল। প্রত্যুষে উঠিয়া আহারাদি সমাপন করিয়া অটো নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি দেখিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল ; এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া সে একটী দুরারোহ পর্ব্বতের সন্নিকটে আসিল ; অতি কষ্টে ও সতর্কতার সহিত পর্ব্বতের উপর উঠিতে ঠিক দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়া ছিল—উপরে এক খণ্ড সমতল ভূমি। সে স্থানটির স্বাভাবিক শোভা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য—সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতগুলি এমন ভাবে স্থিত, যে হটাৎ মনে হয় একটী প্রকাণ্ড অর্দ্ধ গোলাকার নাট্যশালায় আসিয়াছি ; পর্ব্বতগুলির উপরে স্বচ্ছ নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে।

ক্রমে সূর্য্য কিরণ তুষারে প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল ; অটো তখন নাট্যশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ; কোথায় ক্ষুদ্র কল্লোলিনী নদীকুল দিশেহারা হইয়া ছুটিতেছে; কোথায় বা এক সময় নীহারচাপ স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে ; কোথায় বা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সরিয়া নিম্নে গড়াইয়া গিয়াছে। জনতা নাই, কলরব নাই, চতুর্দ্দিকে শান্তি ও গাম্ভীর্য্য বিরাজমান। অটো অগ্রসর হইল—কিঞ্চিৎদূর যাইয়া একটি পার্ব্বত্য রাস্তা সন্মুখে দেখিতে পাইল ; রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া দুইটী পর্ব্বতের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; অটো সেই পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইল। আবার নূতন নূতন দৃশ্যাবলি তাহার নয়নপথে পতিত হইল।

এক স্থানে হয়ত দ্রষ্টব্য কিছুই নাই, কিন্তু তৎপরেই রাস্তাটি ঘুরিয়া গিয়াছে ; সেই কোনটী ঘুরিয়া যাইবা মাত্র অটো সন্মুখে নূতন একটি শৈল শৃঙ্গ দেখিতে পাইল। আবার কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইলে পদতলে অতলস্পর্শ খাদ—গভীরতা দেখিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে।

এক স্থানে আসিয়া অটো দেখিল রাস্তাটি একটী পাহাড়ের কোন্ ঘুরিয়া একটী প্রকাণ্ড খাদে শেষ হইয়াছে—সে খাদটি ভয়ানক গভীর। অটো কিয়ত্ক্ষণ সেই স্থানটি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল ; খাদের একদিকে তাকের ন্যায় একটী পাহাড়ের দাড়া নাবিয়া গিয়াছে ; দাড়ার উপর সিঁড়ির ধাপ রহিয়াছে বোধ হইল ; অটো স্পষ্ট বুঝিল সোপানশ্রেণী মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত—কিন্তু সেই জনমানবশূন্য স্থানে কে আসিয়াছিল—আর কি অভিপ্রায়েই বা সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছিল ?

নিম্নে যাইবার জন্য অটোর কৌতূহল হইল। রাস্তার পরিসর দুই ফিট্ মাত্র—প্রবণতার কথাই নাই; একবার পদস্খলন হইলে, মৃত্যু নিশ্চয় ঘটিবে; কিন্তু সাহসে অটো অদ্বিতীয়; সতর্কতা ও ঈশ্বরদত্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উপর নির্ভর করিয়া, অটো সেই সিঁড়ি দিয়া নাবিতে লাগিল; নাবিবার সময় গহ্বরের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিল না—পাছে ভয়ে মস্তক ঘুরিয়া উঠে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে অটো সেই পূর্ব্বোক্ত তাকের নিম্নদেশে পৌঁছিল। তাকের নিম্নদেশে বৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রস্তর-নির্ম্মিত দেওয়াল; অটো বুঝিল সে একটী পার্ব্বত্য দুর্গের সন্নিকটে আসিয়াছে—তখন কৌতূহল এতদূর বলবতী হইল, যে সে কৃষকের কুটীরে প্রত্যাগমন করিবার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইল।

সেই নির্জ্জন স্থানে কে দুর্গ নির্ম্মাণ করিল এবং সেই জনমানবশূন্য স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজনই বা কি? এই দুই বিষয় অটো মনে মনে আন্দোলন করিতেছে, এমন সময় দেওয়ালের একটী ক্ষুদ্র জানেলা হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইল, ও পরমুহূর্ত্তেই অটো ভিতরে একটী মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইল; সে লোকটী অটোকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়, এ হতভাগাকে রক্ষা করুন, আমাকে এই কারাগার হইতে উদ্ধার করুন; বহুকাল এই নরককুণ্ডে আবদ্ধ রহিয়াছি।" অটো তাহাকে দেখিবা মাত্র আশ্চর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

অটো তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়া ছিল!

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একজন লোক তাহাকে সবলে ভিতরে টানিয়া লইল এবং আর একজন জানেলাটি বন্ধ করিয়া দিল।

## পঞ্চম অধ্যায়।

অটো লোকটিকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল; সে ভাবিতে লাগিল "নিশ্চয়ই সেই লোক; কিন্তু আমি যে দিবস ভিয়েনা হইতে আসি, সে দিবসও ইহাকে ভিয়েনায় দেখিয়া ছিলাম। আমি পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখিতে আসিয়াছি—কোন কার্য্য উপলক্ষে আসি নাই; আমি সুস্থির হইয়া ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু ইনি বলিলেন "বহুকাল এই নরককুণ্ডে আবদ্ধ রহিয়াছি।" কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। আমি যে দিবস ভিয়েনা হইতে আসি, ইনিও যদ্যপি সেই দিবস ভিয়েনা হইতে বাহির হইয়া থাকেন, আর যদ্যপি তাহার পরেই এই দুর্গে আনীত হইয়া থাকেন, তথাপি ইনি কিরূপে বহুদিবস এই স্থানে অতিবাহিত করিলেন? বোধ হয় কারাবদ্ধ হইয়া, ইনি বায়ু রোগগ্রস্ত হইয়াছেন।"

অটো চিন্তা নিমগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এমন সময়, দুর্গের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল ও ছয় জন সশস্ত্র বলবান লোক বাহিরে আসিয়া, তাহাকে বন্দী করিল—একজন তাহার চক্ষুদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিল।

অস্ত্রধারী পুরুষেরা অটোকে শূন্যে উঠাইয়া দুর্গের ভিতর লইয়া যাইল—সিংহদ্বার বন্ধ হইল। কিয়দ্দূর যাইয়া তাহারা অটোকে বলিল "এইবার হাঁটিয়া চল।"

সকলে একটী সোপান মার্গ অতিক্রম করিয়া উপরের তালায় পৌঁছিল—উঠিবার সময় অটো সত্তরটি ধাপ গুণিয়া ছিল।

উপরে আসিয়া অটোর সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন বলিল "উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে, এখানে কিয়তক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।" সেই মুহূর্ত্তে ভিতর হইতে একটী অরগ্যান্ বাজিয়া উঠিল এবং সমস্ত স্থানটী সেই হৃদয় উন্মত্তকারী বাদ্যে পরিপূর্ণ হইল; আবার সেই সময় অরগ্যানের বাদ্যের সহিত মনুষ্য কণ্ঠস্বর মিলিত হইল; অটো সেই সুন্দর পবিত্র গীত শুনিয়া মনে মনে জগদীশ্বরকে স্মরণ করিল; সে যে বন্দী সে কথা অটো তখন ভুলিয়া গিয়াছিল।

সঙ্গীত শেষ হইলে, একজন অটোকে বলিল "ভিতরে চল।" অটো সম্মুখস্থ উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিল। ক্রমে সে গৃহ অতিক্রম করিয়া সকলে একটী অনাবৃত স্থানে পৌঁছিল—অটো বুঝিতে পারিল সে একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গন অতিক্রম করিতে ছিল। প্রাঙ্গনের শেষে আসিয়া একজন কর্কশ স্বরে বলিল—"দূর কর ছাই, দরজা বন্ধ রহিয়াছে। কারলো, শীঘ্র চাবি লইয়া আইস; আমরা এইখানে অপেক্ষা করিতেছি।" আর এক জন বলিল "ফিরিয়া আসিতে অন্ততঃ দশ মিনিট সময় লাগিবে, কিন্তু ভয়ানক হিমপাত হইতেছে, এখানে দাঁড়াইলে নিশ্চয় অসুখ হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল "তবে ঐ জায়গায় চল; স্থানটি অতি খারাপ সত্য; কিন্তু উপরে আচ্ছাদন থাকায়, হিমপাত হইতে রক্ষা পাইব।" কারলো বলিল আচ্ছা আমি চাবি লইয়া ঐখানেই আসিতেছি।"

ছয় জন দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইল—কারলো অন্য দিকে যাইল। কিয়দ্দূর যাইয়া ছয় জন একটী আচ্ছাদিত স্থানে পৌঁছিল; একজন বলিল "কটা জমা হইয়াছে? দ্বিতীয় বলিল উনচল্লিশ; কাল অপরাহ্নে কারলো একটাকে বরফের ভিতর হইতে খুঁড়িয়া পায়।" প্রথম পুনরায় বলিল "আচ্ছা তোমরা কি সত্য সত্য বিশ্বাস কর যে এই হতভাগারা ভূত হইয়া নীহার স্তুপের উপর ঘুরিয়া বেড়ায় ও কখন কখন পথিকদিগের সম্মুখে আসে।" তৃতীয় বলিল "আমি ভাই বিশ্বাস করি; ইহারা এই পার্ব্বত্য প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহারা পথ প্রদর্শক সমভিব্যহারে না লইয়া পার্ব্বত্য বিভাগে বেড়াইতে আসে, তাহারা প্রায়ই পথ ভুলিয়া যায়; তখন এই হতভাগারা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়।" চতুর্থ বলিল "আমি যদি কখন অন্ধকারে এই রকম একটা ভূতকে দেখি, তাহা হইলে নিশ্চয় ভয়ে বিহ্বল হইয়া, খাদে গড়াইয়া পড়ি।" তাহার কথা শুনিয়া পঞ্চম

বিকৃত স্বরে বলিল "তোরা বড় ছেলে মানুষ—না হইলে ভূতে বিশ্বাস করিস? ভূত প্রেত কি সত্য সত্য আছে।" একজন তাহার কথা শুনিয়া বলিল "ফ্রিজ্ একটী প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক।" ফ্রিজ্ বলিল "নাস্তিক কিসে? আমি এই পার্ব্বত্যদেশে ৬০ বৎসর বাস করিতেছি—প্রত্যেক গুহা, নীহারস্তূপ, ও খাদ্ আমার জানিত—যদি এখানে ভূতের আবাস থাকিত, একদিন না একদিন, দেখিতে পাইতাম। যাক্ ওকথায় কাজ নাই—এই যে কারলো চাবি লইয়া আসিতেছে।"

অটো উপরি উক্ত কথোপকথন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল; সে তিন চারি বার চক্ষুর আচ্ছাদন খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। কারলো আসিলে, ফ্রিজ্ দরজা খুলিয়া অটোকে বলিল "যুবক আমার সঙ্গে আইস;" অটো ফ্রিজের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলে, অপর কয়জন বহির্দ্দেশ হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল; ফ্রিজ্ তখন অটোর চক্ষুদ্বয় অনাবৃত করিল—অটো দেখিল সে এক টী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া রহিয়াছে; একটী মেজের উপর প্রচুর আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য রহিয়াছে।

ফ্রিজ বৃদ্ধ—কেশরাশি শুভ্র—মুখাকৃতি দেখিলে ভয় হয়। ফ্রিজ্ অটোকে বলিল "যুবক, তুমি নিশ্চয় ভাবিতেছ যে কোন মনুষ্যক্ষমতাবহির্ভূত উপায়ে তোমাকে এখানে আনা হইয়াছে; কিন্তু সত্য সত্য তাহা নহে।"

অ। আমি এই মাত্র জানি যে সম্প্রতি আল্পাইন্ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে আছি; আর দেখিতেছি যে এই স্থানের অধিবাসীরা সুখপ্রিয় ও বিলাসী—কারণ মেজের উপর অসময়ের বিদেশীয় ফল ও ইতালি-দেশীয় পুষ্পরাশি শোভা পাইতেছে।

ফ্রি। হা হা হা—যাই হোক, এখন কিছু উদরে দাও; প্রাতঃকাল হইতে ভ্রমণ করিয়া নিশ্চয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ। উভয়ে গাঢ় মনোযোগের সহিত আহার করিতে বসিল; অটো দেখিল ঘরটির দেওয়ালে একটীও জানেলা নাই—একটী দরজা তাহাও বন্ধ। ছাদের উপর হইতে সূর্য্যালোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। সুতরাং ঘরটি দুর্গের কোন ভাগে স্থিত অটো অনুমান করিতে পারিল না।

ফ্রি। যুবক, তুমি ইতিপূর্ব্বে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নিশ্চয় আসিয়াছিলে।

অ। না; অদ্য প্রভাতে আমি আল্পাইন্ বিভাগে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলাম; এই আমার প্রথম আসা।

ফ্রি। তাহা হইলে তুমি কিরূপে ও কি সাহসে খাদের উপরের সেই দুর্গম ও অপ্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম করিয়া এখানে আসিলে?

অ। সে রাস্তাটি আমি দৈবযোগে দেখিতে পাই। নির্জ্জন স্থানে মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলাম।

ফ্রি। তোমার যথেষ্ট সাহস আছে দেখিতেছি।

অ। থাকিতে পারে; মোট কথা, আমি পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলি দেখিবার অভিপ্রায়ে এই প্রদেশে আসিয়াছি; সুতরাং, দ্রষ্টব্য যাহা কিছু আছে দেখা কর্ত্তব্য; সেই অভিপ্রায়ে আমি সেই দুর্গম রাস্তায় নাবিতে সাহস করিয়াছিলাম।

ফ্রি। আমার বিশ্বাস যে তুমি বিশ্বস্ত ও অকপট চিত্তে কথা কহিতেছ, আর তুমি যে এই প্রদেশে প্রথমবার আসিয়াছ, তাহাও আমি বিশ্বাস করি; আমাদের সহিত কিছুকাল একত্রে বাস করিলে, তুমি একজন পাকা পাহাড়ী হইবে। সে কথা এখন থাক; আর একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি; জানেলার ভিতর হইতে যখন তুমি সেই লোকটীর মুখ দেখিলে, তখন চীৎকার করিয়া উঠিলে কেন?

অ। আমি তাঁহাকে জানি।

ফ্রি। তাহা হইলে তাঁহার সহিত তোমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল?

অ। পরিচয় কোন কালে ছিল না—কারণ তাঁহার সহিত আমি কখন কথোপকথন করি নাই; তবে আমি তাঁহাকে জানি ও অনেকবার ভিয়েনায় দেখিয়াছি।

ফ্রি। ( চিন্তা করিয়া ) দেখ যদি তুমি শপথ কর যে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা কাহার নিকট বলিবে না, তাহা হইলে স্বাধীনতা পাইবে, নচেৎ এই স্থানে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

অ। শপথ করিতে কখনই পারিব না; বিশেষতঃ, তিনি আমার কুটুম্ব।

ফ্রি। কুটুম্ব! তোমার নাম কি?

অ। অটো পিয়ানাল্লা।

ফ্রি। বুঝিয়াছি; আচ্ছা, আমার একটী প্রস্তাব আছে শ্রবণ কর। আমি একজন দক্ষ পথপ্রদর্শককে পার্ব্বত্য প্রদেশের সীমায় তোমাকে পৌঁছিয়া দিতে বলিব; ভিয়েনায় যাইয়া যদি তোমার কুটুম্বকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তুমি শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিবে যে সে কথা কখন প্রকাশ করিবে না।

অ। সুন্দর প্রস্তাব, কিন্তু তাহা হইলে শপথ করিবার দরকার কি? কারণ, স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনিই তোমাদের নামে আদালতে অভিযোগ করিবেন, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না; কিন্তু ভিয়েনায় যাইয়া যদি তাঁহাকে না দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই গোলযোগ করিব।

ফ্রি। বেশ কথা, এক্ষণে এক পাত্র সুরা পান করিয়া শ্রান্তি দূর কর। অটো সুরা পান করিয়াই নিদ্রাভিভূত হইল; নিদ্রাভঙ্গ হইলে অটো দেখিল সে একটী নূতন স্থানে ঘাসের উপর শুইয়া রহিয়াছে—মধ্য দিবা—চতুর্দ্দিকে সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

"কোথায় আসিয়াছি? এই প্রশ্নটী অটো শতবার উচ্চারণ করিল।

জুলিয়ান্ আল্পস্ পর্ব্বতমালা দূরে দেখা যাইতে ছিল; সেই সময় সূর্য্য কোথায় রহিয়াছে দেখিয়া, অটো বুঝিল যে সেই শৈলমালা তাহার উত্তরে রহিয়াছে; কিন্তু সে যদি তখন কারনিওলায় থাকিত, তাহা হইলে উক্ত শৈল শ্রেণী তাহার দক্ষিণে থাকিত। অটো ভাবিতে লাগিল।—

তবে আমি কোথায় রহিয়াছি? বোধ হইতেছে যেন দীর্ঘকালব্যাপী একটী স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম; এখনও স্বপ্নের ঘোর রহিয়াছে। না হইলে কোন অস্বাভাবিক ও অপার্থিব বল আমাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে!

অটো পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটী কৃষক তাহার সম্মুখে আসিল—অটো দেখিল তাহার পরিচ্ছদ কারনিওলাবাসী-দিগের ন্যায় নহে। কৃষককে সম্বোধন করিয়া অটো জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, আমি কোথায় রহিযাছি?" প্রশ্নটি যে হাস্যোদ্দীপক অটো তখন বঝিতে পারে নাই। কৃষক বলিল "আপনি কৃষিজীবী বেন্‌ভেনুটোর শস্যক্ষেত্রে রহিয়াছেন; আমার নাম বেন্‌ভেনুটো।"

অ। তা বুঝিলাম, কিন্তু এদেশের—এ বিভাগের নাম কি?

বে। দেশ? বিভাগ? কেন ইতালি দেশ—কি চমৎকার প্রশ্ন? বেন্‌ভেনুটো অটোকে পাগল ভাবিয়া সত্বর পদে চলিয়া গেল—অটো নির্ব্বাক।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

অটো নিকটস্থ একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া একটী রম্য স্থানে উপবেশন করিল।

যখন সে ফ্রিজের সহিত একত্রে সুরাপান করিয়াছিল, তখন তাহার জ্ঞান ছিল, চৈতন্য ছিল,—তাহার পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল সকলি তাহার মনে ছিল; কিন্তু সুরাপান করিবার কত পরে সে সেই উদ্যানে আসিয়া ছিল, তাহা বিস্তর ভাবিয়াও অনুমান করিতে পারিল না; তবে ক্ষুধার উদ্রেক না থাকায় বুঝিল যে তাহার পূর্ব্ব দিন সেই ঘটনাগুলি হইয়াছিল। জামার পকেটে তাহার কাগজপত্র ও মুদ্রাপূর্ণ ব্যাগ্ দেখিয়া অটো বুঝিল যে ফ্রিজ কিম্বা তাহার সঙ্গীগণ তস্কর নহে।

কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিত্ত স্থিরতা লাভ করিয়া, অটো দূরস্থ একখানি কুটীরের অভিমুখে চলিল; কুটীরের সন্নিকটে আসিয়া অটো ভিতরে একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কৃষক-কন্যাকে দেখিতে পাইল—যুবতী চরকায় সূতা কাটিতে ছিল—তাহার নাম নাইনা।

কিয়ৎক্ষণ কুটীরের ভিতরে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবা মাত্র, কৃষক-কন্যা অহ্লাদের সহিত অটোকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিল ও তাহার সম্মুখে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য লইয়া আসিল।

আহার কালীন অটো কৃষক তনয়ার সহিত নানা বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিল; পাছে যুবতী বেনভেনুটোর ন্যায় তাহার অসম্বদ্ধ কথা বুঝিতে পারে, সেই ভয়ে, অটো সতর্কতার সহিত কথা কহিতে ছিল।

অ। সম্মুখস্থ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া কারনিওলায় যাইতে কত সময় লাগে?

না। তিন দিন; কিন্তু সোজা পথ থাকিলে অল্প সময়ে যাওয়া যায়।

অ। তিন দিন! কিন্তু সোজা পথ নাই ঠিক যান?

ন। না নাই, আমরা যখন কারনিওলায় যাই সেই পথ দিয়া যাই। সোজা পথ থাকিলে ঘুরিয়া যাইব কেন? এই যে পিতা আসিয়াছেন—ইনি আপনাকে ঠিক খবর দিতে পারিবেন।

অটো ফিরিয়া দেখিল কুটীরস্বামী ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে; কৃষক বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ। অটো তাহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করাতে, কৃষক কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন হইল; পরে অটোর প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "আমাকে এই প্রশ্ন করিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে না আপনি কেবল দেশ পর্য্যটন করিতে আসিয়াছেন? বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র কারনিওলায় যাইতে হইবে বলিয়া সোজা পথ অনুসন্ধান করিতেছেন।" অটো তখন কৃষককে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলি আনুপূর্ব্বিক বলিল। কৃষককে পুনরায় চিন্তামগ্ন দেখিয়া অটো বলিল "বোধ হয় আমার গল্পটী হাস্যোদ্দীপক ও কাল্পনিক বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি পুনরায় বলিতেছি গল্পটী সম্পূর্ণ সত্য।"

কৃ। আমি আপনার প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করিয়াছি; শুধু তাহা নহে আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনি সত্য কথা কহিয়াছেন।

অ। তবে তুমি সে পথ জান?

কৃ। হাঁ, মহাশয়!

ন। পিতা, একথা কিন্তু তুমি আমাকেও বল নাই।

কৃ। না কাহাকেও বলি নাই; এখন সমস্ত খুলিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। নাইনা, তোমার স্মরণ থাকিবে ছয় বৎসর পূর্ব্বে তোমার মাতা কারনিওলায় যাইয়া পীড়িত হয়, আমি সেই সংবাদ পাইবা মাত্র কারনিওলায় যাত্রা করিলাম; সেখানে যাইয়া এক মিনিটের নিমিত্ত তোমার মাতাকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তোমাকে এখানে একাকী রাখিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া কারনিওলা হইতে সত্বর প্রত্যাগমন করিতে হইল; তোমার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর দিবস প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম।

বলা বাহুল্য, আমার চিত্তচাঞ্চল্য সেই সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আসিতে ছিলাম—কিয়দ্দূর আসিয়া দেখি ঠিক পথ হারাইয়া অন্য পথে আসিয়াছি ! সম্মুখে প্রকাণ্ড খাদ আর সেই রাস্তা খাদে শেষ হইয়াছে ; তাহার পর আপনার ন্যায় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মনুষ্য পদ শব্দ পাইয়া এক ব্যক্তি ;—

অ। ঠিক, ঠিক।

কৃ। একটী ক্ষুদ্র জানেলা খুলিয়া; আমাকে বলিল "মহাশয়, আপনার শরীরে যদি এক তিল দয়া থাকে, আমাকে রক্ষা করুন ; এ নরক যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না—লেব্যাকের শাসন-কর্ত্তাকে বলিবেন যে ব্যারণ জারনিন্"—

অ। কি ব্যারণ্ জারনিন্ ? আর এই ঘটনা ছয় বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল ?

কৃ। ঠিক ছয় বৎসর পূর্ব্বে।

অ। অসম্ভব ! অসম্ভব ! আচ্ছা তোমার গল্প শেষ কর।

কৃ। কিন্তু সেই ব্যক্তি আর কোন কথা বলিবার অবকাশ পাইল না, কারণ সেই মুহূর্ত্তে একজন জানেলা বন্ধ করিয়া দিল ; আর তাহার পর মুহূর্ত্তেই ছয় জন সশস্ত্র বলিষ্ঠ লোক আমাকে বন্দী করিয়া ভিতরে লইয়া গেল ; একজন আমার চক্ষুদ্বয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। আমাকে একটী কক্ষের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহারা পরামর্শ করিতে লাগিল ; একজন বলিল "ইহাকে মারিয়া ফেল," আর একজন বলিল "না ইহাকে আজীবন বন্দী করিয়া রাখ" ; কিন্তু যে ব্যক্তির নাম ক্রিন্জ সে বলিল "তাহাতেই বা ফল কি ? এ ব্যক্তি সামান্য কৃষক—সেইরূপ করিলেই যথেষ্ট হইবে।"

পরামর্শ শেষ হইলে একজন আমার চক্ষুর আবরণ খুলিয়া লইল এবং অপর একজন আমার সম্মুখে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য ও এক পাত্র উৎকৃষ্ট সুরা লইয়া আসিল। ক্রিন্জ তখন আমাকে বলিল "সম্ভবতঃ তুমি আমাদের প্রবল প্রতাপের কথা জান না ; আমরা তোমার প্রাণহানি করিতে চাহি না ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে দিন এই ঘটনার একটী কথাও কাহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিবে, সেই দিন তোমার দারুণ অমঙ্গল ঘটিবে—বক্তা ও শ্রোতার প্রাণহানি হইবে ; সহস্র সহস্র সৈনিক তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না—এক্ষণে কিছু জলযোগ করিয়া বিদায় হও।"

আমার তখন ক্ষুধা ছিল না তবে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত এক পাত্র সুরা পান করিলাম। পর দিবস প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম আমার কুটীরের নিকটেই শুইয়া রহিয়াছি !

অ। আশ্চর্য্য ঘটনা ! আমিও ব্যারণকে সেই জানালায় দেখিয়া ছিলাম।

কৃ। কি ভয়ানক ! তবে তিনি এই দীর্ঘকাল কারাবদ্ধ রহিয়াছেন ?

অ। না, আমি তাঁহাকে কিছু পূর্ব্বে ভিয়েনায় দেখিয়াছিলাম। তিনি আমার ভগিণীপতি।

ক্র। তবে তিনি অসাবধানতা বশতঃ দ্বিতীয় বার ধৃত হইয়াছেন।

অ। না, তাহা কখনই সম্ভব নহে; প্রথমতঃ, যদি তিনি যথার্থই স্বাধীনতা লাভ করিতেন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় কখনই সেখানে যাইতে সাহস করিতেন না; দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতা লাভ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার উৎপীড়কদিগকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতেন।

ক্র। আমি এই ব্যাপার কিছুতেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না; এমন হইতে পারে, আমাকে যেরূপ ভয় দেখাইয়াছিল, দুরাত্মারা তাঁহাকেও——

অ। না। তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ব্যারণ জারনিন্ একজন বিখ্যাত লোক; তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর; মনে করিলেই তিনি সহস্র সহস্র সৈনিক সমভিব্যাহারে লইয়া দুরাত্মাদের দুর্গ আক্রমণ করিতে পারিতেন। সে যাহাই হউক ইহা নিশ্চয় যে ব্যারণ জারনিন্ এক্ষণে সেই দুর্গে বন্দী; কোন কারণে আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি—অধিক কি আমি তাঁহার সহিত একবারও কথা কহি নাই—কিন্তু দুষ্টের দমন আবশ্যক—আমি তাঁহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব।

ক্র। সে চেষ্টা কার্য্যে কতদূর পরিণত হইবে বলিতে পারি না। দুর্গটি এমন ভাবে স্থিত যে বাহিরের প্রাচীরের উপর একটী কামান রাখিলে, আক্রমণকারীর সহস্র সহস্র সেনা অত্যল্প সময়ের মধ্যে নিহত হইবে।

অ। স্বীকার করি, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য একটী গুপ্ত পথ আছে—নচেৎ আমাদের উভয়কে তাহারা কখনই নিদ্রাকর্ষণকারী ঔষধ সেবন করাইত না। সেই গুপ্তপথ দিয়া কারনিওলা হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদিগকে এখানে রাখিয়া গিয়াছিল।

ক্র। আমারও সেই ধারণা হইয়াছিল—এখনও সে ধারণা আছে।

অ। তুমি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ—নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থান তোমার অবিদিত নাই; উভয়ে মিলিয়া চেষ্টা করিলে সেই গুপ্ত পথ নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইব।

ক্র। মহাশয়, আমিও অনেকবার সেই গুপ্তপথ আবিষ্কার করিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু প্রথমতঃ সেই দুরাত্মাদের শেষ কথা আমার মনে জাগরুক ছিল; দ্বিতীয়তঃ, পথ আবিষ্কার করিলে আমার কি উপকার হইবে? তৃতীয়তঃ আমি বিপদগ্রস্ত হইলে নাইনার কি দশা হইবে; এই সকল ভাবিয়া আমি এত কাল ক্ষান্ত রহিয়াছি।

অ। শোন—আমি সেই পথ আবিষ্কার করিয়া তবে ক্ষান্ত হইব ; সৈন্যের সাহায্যে দুর্গ আক্রমণ করিলে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না ; প্রত্যহ এই পার্ব্বত্য বিভাগটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে দেখিতে, এক দিন নিশ্চয় সেই গুপ্তপথ দেখিতে পাইব। তুমি আমাকে সাহায্য করিবে কি না ?

কৃ। নিশ্চয় করিব, কিন্তু আপনি যদি দুর্গবাসীদিগের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করেন, আমি তাহাতে যোগদান করিতে পারিব না। আপনি যত দিন সেই পথ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবেন, আমি আপনাকে নিশ্চয় সাহায্য করিব।

অ। উত্তম কথা। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তোমার কুটীরে অদ্য রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছা করি।

কৃ। আপত্তি—অসম্ভব ; আমার নাম ম্যাজিনি—অতিথি সেবা করা আমার জীবনের ব্রত।

ম্যাজিনি তখন তাহার প্রিয় দুহিতাকে আহার্য্য দ্রব্য আনিতে বলিল। সুন্দরী নাইনা আহ্লাদের সহিত পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। আহার-কালীন অটো মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল—দুই প্রকার মোহ, রূপজ ও গুনজ।

আহার শেষ হইলে, অটো একটী সুন্দর পরিষ্কার কক্ষে রাত্রি যাপন করিল ; প্রত্যূষে অটো ও ম্যাজিনি পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখিতে বাহির হইল—নাইনা অটোকে বলিল "আপনি আমার পিতাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।"

## সপ্তম অধ্যায়।

সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব নাই—নীলবর্ণ কুয়াসা বাষ্পাকারে শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ; অদূরস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল তখনও কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডিত। অটো ও ম্যাজিনি একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, প্রকৃতির শোভা দেখিতে ছিল—সে শোভা হৃদয়োন্মত্তকারী এবং এক প্রকার অবর্ণনীয় গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ—দেখিলে মনে ভয় ও আহ্লাদ যুগপৎ উদয় হয়।

কারনিওলা পর্ব্বত-মালার উপত্যকা ভূমিতে বৃক্ষলতাদি বিরল, কিন্তু তাহার সম্মুখস্থ বিভাগটি তরুলতায় পরিপূর্ণ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি পর্ব্বতে অত্যুচ্চ বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে ; স্থানে স্থানে তৃণাবৃত ভূমিতল ও চির হরিতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাবলি রহিয়াছে।

একটী উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া, অটো ইতালির পার্ব্বত্য প্রদেশের জগদ্বিখ্যাত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে ছিল ; সেই সময় সূর্য্য উদয় হইল ; বোধ হইল

মুহূর্ত্ত মধ্যে পট পরিবর্ত্তিত হইল—বালসূর্য্য কিরণে পর্ব্বতগুলির নব শোভা প্রকাশ হইল—সে দৃশ্যের প্রচুর জাঁকজমক ও মনোহর ভাব বর্ণনাতীত।

ম্যাজিনি বলিল "এই পর্ব্বতের নিম্নদেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেও সেই গুপ্তপথে যাইতে পারিব না; যে যে স্থানগুলি অত্যন্ত ভয়ানক ও যেখানে যাইতে বিস্তর কায়িক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এরূপ স্থানে যাইতে হইবে; দুর্ভেদ্য জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইবে; দুস্তর ও দুর্গম পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে; গভীর খাদের নিম্নদেশে যাইতে হইব।"

অ। ঠিক কথা; কিন্তু দেখ, একটী বিষয়ের অনুসরণ করিলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইব।

ম্যা। কি বিষয়?

অ। তুমি যে দিবস সেই দুর্গে গিয়াছিলে, তাহার পরদিবস প্রাতে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়; তখন দেখিলে যে তুমি তোমার কুটীর হইতে তিন হাজার ফিট্ অন্তরে শুইয়া রহিয়াছ; গত কল্য প্রাতে আমারও যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়, দেখিলাম যে আমি একটী পুষ্পোদ্যানে শুইয়া রহিয়াছি—সে ভূমিখণ্ড তোমার কুটীর হইতে ঠিক তিন হাজার ফিট্ অন্তরে স্থিত; তাহা হইলে, এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, দুর্গবাসীরা আমাদের উভয়কে স্থানান্তরিত করিবার সময়, সর্ব্বাপেক্ষা সোজা যে পথ সেই পথ অবলম্বন করিয়া ছিল; সুতরাং যে জঙ্গলটি এই স্থানের পরেই স্থিত, সেই নিবিড় অরণ্য-মধ্যে আমাদের প্রথমে প্রবেশ করিতে হইবে—

ম্যা। আমিও ঐ কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম; এখন এক কাজ করিতে হইবে; সম্মুখস্থ পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে হইবে—কারণ নিম্নের স্থানগুলি অতিশয় মনোযোগের সহিত দেখিতে হইবে; এক একটী—স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে।

তখন উভয়ে সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিল—সম্মুখের দৃশ্য ভয়ানক! নিম্নে প্রকাণ্ড গহ্বর এবং বৃহদাকার শিলাখণ্ড সকল ঝুলিয়া রহিয়াছে; সে দৃশ্য একবার দেখিলে দ্বিতীয় বার দেখিতে ইচ্ছা হয় না—দেখিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয়।

ঠিক সেই সময় বরফের ন্যায় শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল—অটো ও ম্যাজিনি তখন সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের কণ্ঠাদেশে আসিয়াছিল। একদিকে একটী পার্ব্বত্য নদী শিলা হইতে শিলান্তরে লাফাইতে লাফাইতে নিম্নদেশে চলিয়া গিয়াছে—নদীর কর্ণবধীরকারী কলরব চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। বায়ুর শৈত্য অটো ও ম্যাজিনিকে অস্থির করিয়া তুলিল—বোধ হইল তাহাদের অস্থিভেদ করিয়া মজ্জাতে বরফের তীর প্রবেশ করিতে ছিল। তিন ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া উভয়ে আর একটী বিভাগে আসিল—আবার নূতন দৃশ্যাবলি! সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড খাদের অপর দিকে বৃহদাকার

শিলাখণ্ড সমূহ স্তূপাকারে উপরদেশে উঠিয়াছে—বোধ হয় এক খণ্ডের উপর আর এক খণ্ডকে সাজাইয়া রাখিয়াছে—সেই সর্ব্বতমালার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ গুলির পশ্চাৎ ভাগে চিরতুষার মণ্ডিত শৈলমালা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উত্তর ও দক্ষিণে কতকগুলি দুর্গম বন্ধুর ভূখণ্ড—উপরে পূর্ব্বোক্ত সেই নির্ঝরের কর্ণবধীরকারী কল্লোল—অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ম্যাজিনি বলিল "দেখুন, এই খাদের অপর দিকে যাইবার পথ নিশ্চয়ই আছে; সম্মুখের এই ঝোপে সম্প্রতি কোন লোক প্রবেশ করিয়াছিল; এই ক্ষুদ্র গাছগুলিকে সম্প্রতি ছিঁড়িয়াছে; (মনোযোগের সহিত দেখিয়া) ঠিক হইয়াছে—জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ—

অ। কি দেখিয়াছ শীঘ্র বল?

ম্যা। এই দেখুন একটী গূঢ়বর্ত্ম; এই পথ দিয়া যাইলে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিব কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এই পথটি একটী গুপ্তপথ; না হইলে পথের মুখ লতাপাতা দ্বারা আবৃত কেন? অদ্য ফিরিয়া যাই চলুন; কল্য প্রাতে এই স্থান হইতে পুনরায় অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিব।

অ। এখনি ফিরিব কি নিমিত্ত?

ম্যা। আমি মেঘ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি আর এক ঘণ্টার মধ্যে নীহার-বর্ষণ হইবে; সম্মুখস্থ শুষ্ক ভূমিখণ্ড সকল ও এই প্রকাণ্ড গহ্বর অত্যল্প সময়ের মধ্যে বরফে আচ্ছাদিত হইবে এবং বায়ুকর্ত্তৃক একত্রিত নীহাররাশি সম্মুখস্থ পর্ব্বত হইতে আসিয়া চতুর্দ্দিকে পড়িতে থাকিবে।

অ। আমার কথা শুন; এই গুহার অপর দিকে যাওয়া যায় কি না, দেখিয়া আসি চল; অধিক সময় লাগিবে না, অথচ একটী প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

অটোকে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া, ম্যাজিনি আর কোন আপত্তি করিল না; কতকগুলি পাইন্ বৃক্ষের নিম্নদেশে কিয়দ্দূর যাইয়া, উভয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল, সে গুহা মনুস্য হস্ত নির্ম্মিত নহে। গুহার প্রথম ভাগ অপ্রশস্ত—পরিসর দুই হস্ত মাত্র; ক্রমে গুহার উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া উভয়ে গুহার অপর দিকে যাইয়া সম্মুখস্থ প্রবণ ভূমিতে পৌঁছিল; সেই পাতুক ভূমির একধার দিয়া একটী তাক্ নিম্নে চলিয়া গিয়াছে; গুহাও গুহার নিম্নস্থ গভীর খাদ্ মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই।

ক্ষুদ্র মনুষ্য যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের শিল্প বিদ্যার পরিচয় দেয়, প্রকৃতি সে সকল যন্ত্রের সাহায্য লইতে ঘৃণা বোধ করে; ঐ দেখ, একটী কল্লোলিনী নদী ছুটিতেছে; কাহার সাধ্য তাহার গতি রোধ করে? অগ্রসর হইয়া দেখ, সেই নদী দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে! এক স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত

দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু অধুনা পর্ব্বতের চিহ্নও নাই—মুহূর্ত্তকালস্থায়ী ভূমিকম্প হওয়াতে পর্ব্বতগুলি অদৃশ্য হইয়াছে—তাহাদের পরিবর্ত্তে সেইখানে প্রকাণ্ড খাদ্ দেখা যাইতেছে! এক স্থানে শত শত অত্যুচ্চ পাইন্ বৃক্ষ স্পর্দ্ধার সহিত মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে—রজনীযোগে তাহাদের মস্তকোপরি অশনি পতন হইল—প্রত্যুষে সেই বৃক্ষরাজি ভস্মাবশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অদ্য একটী প্রকাণ্ড গভীর গহ্বর দেখিলাম—কল্য প্রাতে পর্ব্বত হইতে নীহার চাপ খসিয়া গহ্বরে পতিত হইল—গহ্বরটি সেই মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল।

পূর্ব্বোক্ত প্রবণ ভূমির নিম্নদেশে নির্ঝরের কর্ণবধীরকারী গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল; অটো ও তাহার পথ প্রদর্শক সেই অপ্রশস্ত পথ অবলম্বন করিয়া, নিম্নদেশাভিমুখে চলিল—পদস্খলন হইলে মৃত্যু স্থির নিশ্চিত।

অর্দ্ধ ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া, উভয়ে খাদের অপর দিকে আসিল—সেই স্থানে তাকের শেষ এবং একটী নূতন পথের আরম্ভ; পথটী আঁকিয়া বাঁকিয়া সম্মুখস্থ একটী উচ্চ পর্ব্বত ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে।

উভয়ে সেইস্থানে পৌঁছিবা মাত্র উপর হইতে কড় কড় নিনাদে বজ্র পতন হইল—সে নিনাদ চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উভয়ের কর্ণকূহর বধীর করিল। আকাশমার্গ দেখিতে দেখিতে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘাবৃত হইল—শীতল প্রবলবাত্যা বহিয়া উভয়কে কম্পান্বিত কলেবর করিল। ম্যাজিনি তখন বলিল—"এখন এখানে অপেক্ষা করিলে মৃত্যু হইবে—নীহার পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে।"

উভয়ে সত্বরপদে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল—প্রবলবাত্যা গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল; অটোর দুইবার পদস্খলন হইয়াছিল—ম্যাজিনি নিকটে না থাকিলে অটো নিশ্চয়ই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত।

প্রচণ্ড নীহারপাত উভয়ের দৃষ্টি রোধ করিয়াছিল; কেবল জগদীশ্বরের কৃপায় তাহারা কোন বিপদে পতিত হয় নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সেই প্রবল বাত্যার প্রচণ্ডতা হ্রাস পাইল অটো তখন বলিল "এইবার প্রত্যাগমন করিলে ভাল হয় না?" ম্যাজিনি বলিল "না, সমস্ত পথ বরফাবৃত হইয়াছে; এখন কেবল অগ্রসর হইতে হইবে।"

অ। কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হইলে নাইনা কি ভাবিবে?

ম্যা। জগৎপিতা তাহাকে কুশলে রাখিবেন; আমরাও বোধ হয় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি—এই দেখুন সম্মুখের দেবদারু বৃক্ষের গাত্রে মানব ত্রাণকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে একটী অঙ্গুলি খোদিত রহিয়াছে। আল্পাইন্ বিভাগে এই চিহ্ন দেখিলেই জানিবেন যে, সন্নিকটেই কোন আশ্রম আছে। অটো ও ম্যাজিনি এককালীন জানু পাতিয়া ভূমে উপবেশন করিয়া, একাগ্রচিত্তে জগৎপিতাকে স্মরণ করিল—

দ্বিতীয় খণ্ড সপ্তম অধ্যায়

একাগ্রচিত্তে জগৎপিতাকে ডাকিলে চিত্তোদ্বেগ কতদূর উপশমিত হয়, তাহা নাস্তিকে কি জানিবে ?

নাস্তিক, তুমি যাহাই বল না কেন, ধর্ম্ম-রহিত পাপীগণ, তোমরা যতই বিদ্রুপ কর না কেন—সাধু পুরুষ মাত্রেই স্বীকার করিবে যে, বিপদকালে জগৎপিতাকে কায়মনোবাক্যে ডাকিলে, হৃদয়ে চতুর্গুণ বলের সঞ্চার হয়। বিশেসতঃ, নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে—যেখানে মনুষ্য হস্ত-নির্ম্মিত একটীও দ্রব্য নাই—এবং যেখানে মনের মধ্যে আপনা হইতে ভক্তির উদ্রেক হয়—সে স্থানে জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলে মনে হয়, তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। প্রার্থনা শেষ হইলে, অটো বলিল "তুমি বলিলে যে, নিকটেই কোন আশ্রয় আছে ; কিন্তু যে দুরাত্মাদের দুর্গ আমরা অনুসন্ধান করিতেছি, যদি তাহারাই সেই আশ্রমের অধিকারী হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়িব।"

ম্যা। সত্য বটে, কিন্তু অন্য কোন উপায় নাই—এক্ষণে সেই বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে হইবে ; প্রথমতঃ, এই পথ অবলম্বন করিয়া যাইলে যে, তাহাদের দুর্গে পৌঁছিব, তাহার কিছু স্থিরতা নাই ; দ্বিতীয়তঃ, যদিও তাহাই হয়, তথাপি ইহা নিশ্চয় সে দুর্গটি এস্থান হইতে বহুদূরে স্থিত ; তৃতীয়তঃ, কোন আবৃত স্থানে না যাইলে, জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে।

অ। তবে চল—অগ্রসর হওয়া যাক্।

কিয়ৎক্ষণ চলিয়া উভয়ে সেই সঙ্কীর্ণ-পথ অতিক্রম করিয়া, অকস্মাৎ সম্মুখে একটী কুটীর দেখিতে পাইল ; কুটীরের দুই দিকে দুটী রাস্তা। এক দিকের রাস্তা পরিষ্কার ও প্রশস্ত—সম্মুখের একটী বৃক্ষের গায় একটী অঙ্গুলি খোদিত রহিয়াছে ; অপর দিকের রাস্তা অপ্রশস্ত ও জঙ্গল পরিপূর্ণ—উপরে বৃহদাকার শিলাখণ্ড ঝুলিয়া রহিয়াছে, দেখিলে ভয় হয়। ম্যাজিনি বলিল এই দুটী পথের মধ্যে যদি একটী সেই দুর্গে শেষ হইয়া থাকে, সে পথটি নিশ্চয় দক্ষিণ দিকের পথ—কারণ লোক ভুলাইবার জন্য বামদিকের রাস্তাটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। অটো বলিল "ঠিক কথা।"

ম্যাজিনি কুটীরের দ্বারদেশে করাঘাত করিল, কিন্তু কেহ উত্তর দিল না ; তখন সে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অটো দেখিল কুটীরটি দুই ভাগে বিভক্ত—ভিতরে জনমানব নাই ; গৃহোপকরণের মধ্যে একটী মেজ, এক দিকের একটী তাকের উপর কতকগুলি রন্ধন করিবার বাসন এবং এক কোণে স্তূপাকার শুষ্ককাষ্ঠ রহিয়াছে।

শীত নিবারণ করিবার নিমিত্ত, ম্যাজিনি কতকগুলি কাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল ; বাটী হইতে আসিবার সময় সে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য আনিয়া ছিল ; আহার শেষ হইলে

দ্বারদেশে অর্গল সংলগ্ন করিয়া, উভয়ে শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় তাহারা বহির্দ্দেশে মনুষ্য কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল; পর মুহূর্ত্তেই একজন লোক দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল।

## অষ্টম অধ্যায়।

ম্যাজ্জিনি দ্বার খুলিবা মাত্র, দুইজন বলিষ্ঠ পর্ব্বতবাসী একটী স্ত্রীলোককে ভিতরে লইয়া আসিল। শীত নিবারণ করিবার নিমিত্ত রমণী নিজ দেহ একখানি সুন্দর বহুমূল্য শালে আচ্ছাদিত করিয়াছিল—কেবল তাহার মুখের কিয়দংশ অনাচ্ছাদিত ছিল।

অটো অগ্নির সন্নিকটে একখানি কাষ্ঠাসন রাখিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল; ম্যাজ্জিনি আর কতকগুলি কাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল।

জুলিয়ান্ আল্পসের কারনিওলা বিভাগে পর্ব্বতবাসী-দ্বয়ের নিবাস; তাহাদের কর্ত্রী উপবেশন করিলে পর, একজন বলিল, "বাহিরে চল, অশ্বতরগুলির তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসি, বহুপূর্ব্বে এই কুটীরের সন্নিকটে একটী আচ্ছাদিত স্থান ছিল—এখন আছে কি না জানি না—যদি থাকে অশ্বতরগুলি শীতে কষ্ট পাইবে না।"

উভয়ে বাহিরে যাইল; রমণী অগ্ন্যুত্তাপে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, শালখানি খুলিয়া লইল—রমণী কে? পাঠক, রমণীর রূপের বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন—রমণী আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত——আইরিন্ নোটারাস্।

আ। আপনারা আমাকে এই কুটীরে আশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাধিত করিয়াছেন; তজ্জন্য আপনাদের সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। কিছু পূর্ব্বে যে প্রচণ্ড ঝটিকা উঠিয়াছিল, যদি সে সময় আমার সঙ্গীদ্বয় নিকটে না থাকিত, তাহা হইলে এই স্থানে নিশ্চয় আমার প্রাণ বিয়োগ হইত। আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি—সে দেশে এরূপ প্রচণ্ড শীত নাই।

ম্যা। আপনি বোধ হয় কারনিওলা হইতে ইতালিতে যাইতে ছিলেন; যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার পথ প্রদর্শকেরা নিশ্চয় পথ হারাইয়াছে।

আ। হাঁ, আমরা পথ হারাইয়াছি; আমার বিশ্বাসী ভৃত্যদ্বয় ভিয়েনায় রোগাক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়—আমি এক্ষণে ইতালিতে যাইতেছি; সেখানে দু এক দিবস থাকিয়া স্বদেশে যাত্রা করিব: আমার নিবাস সিরিয়াতে।

অ। আপনি সিরিয়ানিবাসী হইয়াও জারম্যান্ ভাষায় অতি সুন্দররূপে কথা কহিতে পারেন দেখিতেছি।

আ। কোন একজন লোক এক সময়ে আমাকে জারম্যান্ ভাষায় শিক্ষা দিতেন—আমিও মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিতাম। কিন্তু হায়, তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে পাইবার আশা চির জীবনের জন্য শেষ হইয়াছে; তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছে—সমস্ত সংশয় তিমিরাচ্ছন্ন! আইরিন্ কাঁদিতে লাগিল—সেই সময় তাহার অনুচরদ্বয় কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিল—একজন বলিল "সেই একচালা খানি এখনও আছে; অশ্বতর গুলিকে তাহার ভিতরে রাখিয়াছি—আপনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন কি?"

আ। হাঁ, অগ্নুত্তাপে শরীরে বলসঞ্চার হইয়াছে—বোধ হয় কল্য প্রাতে আমরা ইতালি অভিমুখে যাত্রা করিতে পারিব?

প—প্র। জগৎপিতার কৃপায় যদি কোন বিঘ্ন না ঘটে তাহা হইলে কল্য সন্ধ্যার সময় ইতালির সীমায় পৌঁছিতে পারিব; আমরা পথ হারাইয়া অন্যূন আট নয় মাইল অন্য পথে আসিয়াছি।

ম্যা। যদি কল্য প্রাতঃকালে তোমরা ঠিক পথে পৌঁছিতে পার, তাহা হইলে সন্ধ্যার সময় ইতালির সীমায় পৌঁছিতে পারিবে কি?

প—প্র। নিশ্চয় পারিব।

ম্যা। আমরা উভয়ে অদ্য প্রাতঃকালে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলাম; সূর্য্য অস্ত যাইবার বহুপূর্ব্বে এই কুটীরে আসিয়া ছিলাম; তবে আমাদের সঙ্গে অশ্ব কিম্বা অশ্বতর ছিল না—সমস্ত পথ পদব্রজে আসিয়াছি; পথে অসংখ্য বিঘ্ন ঘটিয়াছিল।

প—প্র। কারনিওলায় বয়োঃবৃদ্ধ পর্ব্বত-বাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে যে, এই বিভাগের একটী গুপ্তপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে জারম্যানির সীমা হইতে ইতালির সীমায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া যায়।

ম্যা। দেখ, তাহা হইলে, আমি ও আমার সঙ্গী সেই পথ নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিব; অধিক কি আমার বিশ্বাস, আমরা উভয়ে সেই পথের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি; কল্য প্রাতে এই কুটীরের দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন করিয়া চলিব।

প—প্র। তবে আমরা একত্রেই যাইব।

অ। না, সে পথ অতি দুর্গম—সে পথে অশ্বতর গুলি কিছুতেই যাইতে পারিবে না।

প—প্র। তাহা হইলে আমরা অন্য পথে যাইব; কিন্তু যখন আমার অবসর থাকিবে—আর ইতিমধ্যে যদি মৃত্যুগ্রাসে না পতিত হই—তাহা হইলে আমি সেই পথ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবই করিব।

অ। আমরাও যে যে স্থান দিয়া আসিয়াছি ও যে যে স্থান গুলি অতিক্রম করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি—তাহার সমস্ত তত্ত্ব তোমাদের বলিয়া দিব। কিন্তু আমি তোমাকে সেই উদ্যম হইতে নিরস্ত হইতে পরামর্শ দিতেছি, কারণ সে পথে দস্যুভয় আছে।

প—প্র। হা হা—বুঝিয়াছি; আপনার ভয় হইতেছে, পাছে আপনার জানিত সেই পথে আমরা অনধিকার প্রবেশ করি।

অ। তুমি ভাই ভুল বুঝিয়াছ; তুমি নিশ্চয় ভাবিয়াছ যে, আমিও আমার সঙ্গী, দেশ পর্য্যটকদিগকে পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখাইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করি—কিন্তু তাহা নহে; আমরা কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে সেই গুপ্ত দস্যুপূর্ণ পথ আবিষ্কার করিতে আসিয়াছি; সে স্থলে আমাদের দল বৃদ্ধি হইলে, আমরা ক্ষুণ্ণ হইব না; তোমরা যদ্যপি আমাদের সহিত একত্রে আইস, আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।

প—প্র। আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি সত্য সত্য ভুল বুঝিয়া রূঢ়বাক্য ব্যবহার করিয়া ছিলাম। আপনাদের অভিপ্রায় কি তাহা জানিতে চাহি না, কিন্তু সেই পথে যখন দস্যুভয় আছে জানেন, তাহা হইলে কি সাহসে আপনারা দুই জনে তথায় যাইতেছেন?

অ। "অভিপ্রায়" ঠিক কথা নহে—আমার বলা উচিত ছিল যে, কোন একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য, আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই পার্ব্বত্য বিভাগের একটী দুর্গে আমার একজন আত্মীয় কারাবদ্ধ রহিয়াছেন।

প—প্র। এ বিভাগে দুর্গ কোথাও নাই; তবে একটী ধর্ম্মশালা আছে। (চিন্তা করিয়া) সেটী পূর্ব্বে পার্ব্বত্য দুর্গ ছিল বটে। "ধর্ম্মশালা" কথাটি শুনিবা মাত্র, অটোর মনে সেই ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও অরগ্যানের সুমধুর বাদ্যের কথা উদয় হইল—অটো বলিল "আচ্ছা, সেই ধর্ম্মশালায় যাইবার কোন সোজা পথ আছে কি?"

প—প্র। আছে; যে পথ দিয়া লোকে কারনিওলা হইতে ইতালিতে সচরাচর যায়, সেই পথের এক স্থানে একটী রাস্তা আছে। সেই রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বে, ধর্ম্মশালা নিবাসী পুরোহিতেরা যত্নের সহিত অতিথী সেবা করিত; কিন্তু অধুনা তাহাদের সে যশ লোপ পাইয়াছে; দেশ পর্য্যটকেরাও অনিচ্ছায়—অর্থাৎ অনন্যোপায় হইলে—সে স্থানে আতিথ্য স্বীকার করে। আর সেই পুরোহিতেরা কি উপায়ে জীবন ধারণ করে কেহ বলিতে পারে না, কারণ তাহাদের ভূসম্পত্তি নাই, কৃষিকার্য্য নাই, মেষপাল নাই, প্রজা নাই!

অ। তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে কখন কোন দোষারোপ শুনিয়াছ?

প—প্র। না; এই মাত্র জানি তাহারা কাহার সহিত মিশিতে অনিচ্ছুক।

অ। দেখ ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা হইতে আমার একটী ধারণা দাঁড়াইয়াছে। আমি ইতিপূর্ব্বে পথে দস্যুভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ছিলাম; কিন্তু এখন বিশ্বাস হইতেছে যে সেই পুরোহিতেরাই দস্যু।

প—প্র। কিরূপে বুঝিলেন?

ম্যা। আমারও ঐ ধারণা।

অ। শুন; সমস্ত গল্প বলিতে অনেক সময় লাগিবে; মোট কথা এই, সেই ধর্ম্মশালায় জারম্যান্ সাম্রাজ্যের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোককে দুরাত্মারা বন্দী করিয়া রাখিয়াছে; এক দিবস পূর্ব্বে আমি ব্যারণ জারনিন্‌কে সেই স্থানে দেখিয়া ছিলাম।

আ। (উত্তেজিত হইয়া) কি ব্যারন্ জারনিন্! মহাশয় আর একবার বলুন——

অ। হাঁ ব্যারন্ জারনিন্‌কে দেখিয়াছিলাম।

আ। আচ্ছা, সেই নামের দুই জন ব্যাবন্ আছেন কি?

অ। তাহা আমি জানি না—যদিও আমি স্বচ্ছন্দে "না" বলিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবি—কিন্তু আপনার প্রশ্ন শুনিয়া আমার মনে একটী ভয়ানক সন্দেহ উদয় হইয়াছে। আপনার উক্ত প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় কি এক্ষণে বিবৃত করিয়া বলুন; একটী কথা গোপন করিবেন না; কারণ আমিও তাঁহাকে দেখিয়া অবধি মনে মনে সহস্র বার ভাবিয়াছি যে ব্যারণ জারনিন্ নামে দুই জন ব্যক্তি আছেন; উভয়ের মুখাকৃতি, দৈর্ঘ্য ও গঠন দেখিলে দুই জনকে যমজ বলিয়া বোধ হয়।

আ। আমার প্রশ্ন করিবার কারণ আদ্যোপান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। বহুকাল পূর্ব্বে থিওডোর ভন্ জারনিনের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল; ক্রমে সেই পরিচয় অকৃত্রিম প্রেমে পরিণত হয়—অধিক কি আমাদের পরিণয়ের দিন স্থির হইয়াছিল। যে দিবস বিবাহ হইবার কথা, তাহার পূর্ব্ব দিবসে থিওডোর নিরুদ্দেশ—সমস্ত ডামাস্‌কাস্ সহরে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল—অবশেষে শুনিলাম তিনি ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন; সেই সংবাদ পাইবা মাত্র আমি ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যে দিবস ভিয়েনায় পৌছিলাম, সেই দিবসেই, যে ব্যক্তি তাঁহার নাম ও উপাধী গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বিসয় সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যে স্ত্রীলোক একবার কোন পুরুষকে অন্তরেব সহিত ভাল বাসিযাছে, এবং বহুকাল সাক্ষাৎ না করিয়াও যাহার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, সে স্ত্রীলোক কখনই বাহ্যিক সাদৃশ্যে প্রতারিত হয় না। দীর্ঘকাল আমি তাঁহাকে দেখি নাই সত্য; সম্ভবতঃ, তাঁহার দৃষ্টি জ্যোতি হীন হইয়াছে; কেশরাশি শুক্ল হইয়াছে; ললাট কুঞ্চিত হইয়াছে; কণ্ঠস্বর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; গণ্ডদেশ বসিয়া গিয়াছে; সম্ভবতঃ তিনি অপর রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, কিম্বা ঘোর লম্পটের

ন্থায় দিনাতিপাত করিতেছেন; কিন্তু যদি একবার—এক মুহূর্ত্ত—অবিকল তাঁহার ন্থায় দশ সহস্র পুরুষের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই; আমি আমার সেই থিওডোরকে চিনিতে পারিব। আমি যাহাকে ভিয়েনায় দেখিয়া ছিলাম সে ব্যক্তি কখনই সে থিওডোর নহে।

অ। জগদীশ, এ কি শুনিতেছি! আপনার কথা শুনিয়া আমি ভয়ানক ভীত হইয়াছি। যিনি সেই দুর্গে বন্দী রহিয়াছেন, তাহাকে আমার বন্ধু ম্যাজিনি ছয় বৎসর পূর্ব্বে তথায় দেখিয়া ছিল; এক দিবস পূর্ব্বে যখন আমার সহিত তাঁহার দৈবযোগে সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলিলেন যে বহুকাল হইতে তিনি কারাবদ্ধ হইয়াছেন! আপনি যে থিওডোরের গল্প করিলেন তাঁহার সম্বন্ধে আর যাহা কিছু জানেন অনুগ্রহ করিয়া বলিলে অত্যন্ত বাধিত হইব—কারণ যে ব্যক্তিকে আপনি ভিয়েনায় দেখিয়া ছিলেন, সে ব্যক্তি আমার ভগ্নীপতি!

আ। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! সত্য বটে, আপনার সহিত আমার দৈবযোগে সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু এ ঘটনাটি নিশ্চয় ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে জানিবেন। আপনি বিশ্বাস করিয়া ছিলেন যে আপনার আত্মীয় কারাবদ্ধ হইয়াছেন এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইতে ছিলেন। আমিও ভিয়েনায় আমার থিও-ডোরের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে ছিলাম; আমার মনের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় সে কথা বলাই বাহুল্য—কারণ আমার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে থিওডোর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, এবং একজন প্রতারক কোন অদ্ভুত উপায়ে, তাহার বিষয় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছে। মনে করিয়া ছিলাম ভিয়েনায় কিছু দিন থাকিয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিব; কিন্তু ভাবিলাম যে সেই প্রকাণ্ড সহরের কেহই আমার পরিচিত নহে—সুতরাং আমার কথা সকলে অবিশ্বাস করিবে। কিন্তু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। কে যেন আমাকে বলিতেছে "থিওডোর জীবিত আছে।" জগৎপিতার ইচ্ছায় অদ্য আমরা একত্র হইয়াছি; তাহা না হইলে এই জনমানব শূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, আমার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিব—সমস্ত শুনিলে পর আপনি বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে সেই প্রতারককে একবার দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, সে কখনই থিওডোর ভন্ জারনিন্ নহে।

আইরিনের প্রত্যেক কথা অটো, ম্যাজিনি এবং তাহার অনুচরদ্বয়কে ব্যথীত করিয়া ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আইরিন্ পুনরায় বলিল "আপনারা যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি তাহাতে যোগদান করিব এবং যতদিন না আপনারা সফল মনোরথ হইতে পারেন, আমি কখনই এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব না। (অনুচরদ্বয়কে)

তোমাদের উভয়কে এই কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি; জগদীশ্বরের কৃপায় আমার ধনের অভাব নাই; যদি আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আশাতীত পুরস্কার পাইবে।”

উভয়েই সাহ্লাদে আইরিনের প্রস্তাবে সম্মত হইল। কিছু পরে একজন সম্মুখস্থ মেজের উপর প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য রক্ষা করিল।

আইরিনের আহার শেষ হইলে চারি জন পুরুষ একত্রে আহার করিতে বসিল; আহারান্তে সকলে অগ্নির চতুর্দ্দিকে বসিয়া, অটো ও ম্যাজিনির গল্প শুনিতে লাগিল। গল্প শেষ হইলে অটো বলিল “দুর্গবাসীরা সকলেই আমাকে ও ম্যাজিনিকে দেখিয়াছে; সুতরাং আমরা যদি অতিথি সাজিয়া সেখানে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয় বিপদে পড়িব; দুরাত্মারা নিশ্চয় আমাদের প্রাণ হানি করিবে; কিন্তু আপনাকে ও আপনার সঙ্গীদ্বয়কে তাহারা কখন দেখে নাই; আপনারা স্বচ্ছন্দে দুর্গের তোরণ দ্বারে যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারিবেন, কারণ যাহারা ধর্ম্ম-যাজকের ভাণ করে, তাহাদের পক্ষে অতিথি সেবা করা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মশালায় যাইবার যে প্রকাশ্য পথ আছে আপনারা সেই পথ দিয়া যাইবেন; আমি ও ম্যাজিনি ইতিমধ্যে দুর্গে যাইবার সেই গুপ্তপথ অনুসন্ধান করিব—এক্ষণে আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, আমরা সেই গূঢ়বর্ত্মের নিকটেই আসিয়াছি। সে যাহাই হউক, আপনি ধর্ম্মশালায় পৌছিয়া একজন অনুচরকে এই কুটীরে পাঠাইবেন; আমরাও অনুসন্ধান শেষ করিয়া এইখানে ফিরিয়া আসিব। পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার পরামর্শ করিব। সকলেই অটোর প্রস্তাব মনোনীত করিল; প্রারম্ভিক বন্দোবস্ত গুলি স্থিরীকৃত হইলে পর সকলে সেই কুটীরে শয়ন করিল।

সূর্য্যোদয় হইবা মাত্র, সকলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইল।

## নবম অধ্যায়।

পাঠক, প্রথমে আমরা আইরিন্ ও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের সমভিব্যহারে যাই চলুন। কারনিওলায় এক জাতীয় অশ্বতর জন্মায়, তাহারা অতি বন্ধুর, দুরারোহ ও সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য-পথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে—কখন তাহাদের পদস্খলন হয় না।

আইরিন্ ও তাহার পথ প্রদর্শকদ্বয় প্রত্যেকে এক একটী অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, যে স্থান হইতে পূর্ব্ব রজনীতে পথ হারাইয়া ছিল, সেই স্থান অভিমুখে চলিল। এক ঘণ্টার পরে তিন জন একটী সঙ্কীর্ণ ঢালুপথে পৌছিলে, একজন পর্ব্বতবাসী

আইরিন্‌কে বলিল "গত রজনীতে এই স্থানে আমরা পথ হারাইয়া ছিলাম ; আইরিন্‌ নিম্নস্থ গভীর খাদ্‌ দেখিয়া বলিল "কি ভয়ানক স্থান ! তোমরা কি জানিতে যে আমরা তিন জন এই ভয়ানক স্থানে আসিয়া ছিলাম ?

প—প্র। না ; জানিলে বোধ হয় আসিতাম না—তবে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি ; একবার পদস্খলন হইলে মৃত্যু স্থির নিশ্চয় সত্য বটে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা অশ্বতর পৃষ্ঠে রহিয়াছি, ততক্ষণ বিপদ ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই।

আ। ধর্ম্মশালায় যাইতে আর কত সময় লাগিবে ?

প—প্র। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছিব।

সেই সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিবার সময় আইরিন্‌ অশ্বতরগুলির তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল ; প্রথম প্রথম তাহার ভয় হইয়াছিল যে, খাদে নিশ্চয় গড়াইয়া পড়িবে ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে ভয় তাহার মন হইতে দূরীভূত হইল। আইরিন্‌ তখন প্রফুল্ল মনে চতুর্দ্দিকের সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল ; এক স্থানে একটী স্বচ্ছসলিল হ্রদ রহিয়াছে—সম্মুখস্থ তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতমালা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া হ্রদের স্বাভাবিক শোভা চতুর্গুণ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। আলপাইন্‌ বিভাগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য জগদ্বিখ্যাত—সে শোভা সম্যক্‌ বর্ণনা করা মনুষ্য ক্ষমতাতীত।

সন্ধ্যা হইলে তিনজনে ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইল ; দুর্গটি বৃহৎ—জুলিয়ান আল্পসের একটী পর্ব্বতের শিখরদেশে এমন ভাবে স্থিত যে বর্হির্দেশ হইতে সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে করুন পর্ব্বতের শিখরদেশে একটী ব্রহ্মাণ্ড গহ্বর—আগ্নেয় গিরির মুখের ন্যায় ; সেই গহ্বরের ভিতরদেশে দুর্গ নির্ম্মিত।

দুর্গ প্রাচীরের চতুর্দ্দিক স্বাভাবিক দেওয়াল দ্বারা রক্ষিত ; সুতরাং ভীষণবাত্যা উঠিলে দুর্গের এক তিলও হানি হইত না ; দ্বিতীয়তঃ, শত্রুপক্ষ কিছুতেই দুর্গ আক্রমণ করিতে সক্ষম হইত না, কারণ বর্হির্দেশ হইতে পর্ব্বত শিখরে উঠিবার কোন উপায় নাই। কেবল নিকটস্থ একটী পর্ব্বতের দুটী ফাট্‌ হইতে দুর্গের ধুম নির্গমনের নলগুলি দৃষ্টি-গোচর হইত ; যে পথ দিয়া আইরিন্‌ ও তাহার সঙ্গীদ্বয় আসিয়া ছিল, সেই পথের সহিত একটী ফাটের যোগ ছিল ; অপরটি একটী প্রকাণ্ড খাদে শেষ হইয়াছিল। দুর্গটি যে অজেয় সে কথা পাঠক সহজে অনুমান করিতে পারিবেন—কারণ উপরি উক্ত পথ ও খাদের উপর এক একটী কামান রাখিলে, সহস্র সহস্র বিপক্ষ-সৈন্য দুর্গের নিকটে আসিতে পারিবে না—আসিতে সাহস করিলে নিশ্চয় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।

ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, আইরিনের একজন অনুচর একটী লৌহনির্ম্মিত কড়া ধরিয়া টানিল ; সেই কড়ার সহিত ভিতরের একটী ঘণ্টার যোগ ছিল ; কড়া টানিবা মাত্র, ঘণ্টাটি বাজিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন লোক, প্রদীপ হস্তে লইয়া বর্হিদেশে আসিল। লোকটি ধর্ম্ম-যাজকের পরিচ্ছদ পরিয়াছিল—কিন্তু তাহার মুখের ভাবভঙ্গী লম্পটতায় পরিপূর্ণ। সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কি চাও?"

প—প্র। এই ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা করি।

ধ—যা। তোমরা কয়জন?

প—প্র। তিন জন।

ধ—যা। ভিতরে আইস; পথভ্রান্ত পথিকদিগের সেবা করা আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প—প্র। (নিম্নস্বরে) তোমার মাথা আর মুণ্ড।

ধ—যা। (উচ্চস্বরে) রভারিক্, এই পথ প্রদর্শকদ্বয়কে তোমার সহিত লইয়া যাও; ইহাদের অশ্বতর গুলিকে অশ্বশালায় রাখিতে দিবে এবং ইহাদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। (আইরিন্‌কে) আপনি আমার সহিত আসুন—আমাদের গৃহকর্ত্রী আপনার পরিচর্য্যা করিবে।

আইরিন্ সেই কপট-বেশধারী ধর্ম্ম-যাজকের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল; উভয়ে একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া একটী ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে আসিল; কক্ষের ভিতর একটী বৃদ্ধা একখানি চৌকিতে বসিয়া মোজা বুনিতে ছিল। ধর্ম্মযাজক বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ডেম্ মিল্‌ড্রেডা, এই মহিলা অদ্য রজনীতে আমাদের ধর্ম্মশালায় আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন—দেখিও যেন ইহাঁর পরিচর্য্যা করিতে কোন ক্রটি হয় না।" ধর্ম্মযাজক চলিয়া যাইলে, বৃদ্ধা আইরিন্‌কে উপরের তালার একটী সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া আসিল; আইরিন্ একখানি সোফায় উপবেশন করিলে বৃদ্ধা বলিল "আপনি কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।" বৃদ্ধা বাহিরে যাইবা মাত্র আইরিন্ ঘরটির চতুর্দ্দিক মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে বুঝিলে, অটো ও ম্যাজিনি যে ঘরে আসিয়া ছিল, সেই ঘরে সে বসিয়া রহিয়াছে! ঘরের একটীও জানেলা নাই—কেবল গৃহমধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবার একটী ছাদে পথ রহিয়াছে! তখন তাহার প্রতীতি হইল যে সেই রাক্ষসালয়ের কোন একটী কক্ষে থিওডোর নিশ্চয় আছে।

বৃদ্ধা প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য লইয়া প্রত্যাগমন করিয়া আইরিন্‌কে বলিল "আহার শেষ হইলে সম্মুখের কক্ষে শয়ন করিবেন।" আইরিন্ আহার্য্য দ্রব্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া, আত্মকথন আরম্ভ করিল:—

"জগদীশ, থিওডোর যদি এই স্থানে থাকে, তাহা হইলে আমাদের পুণর্ম্মিলনের যেন আর কোন ব্যাঘাত না ঘটে। পিতা, আমার অন্তঃকরণ নিষ্পাপ এবং আমি স্বার্থপর নহি; যদি থিওডোর অন্য কোন রমণীকে ভালবাসিয়া থাকে, আমি তাহাকে

২২

সুখী দেখিয়া সুখী হইব এবং তাহাদের উভয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিব; কিন্তু যাহাকে ভিয়েনায় দেখিয়াছি সে কখনই থিওডোর নহে—সে প্রতারক।" শেষ কথাটি উচ্চারণ করিয়াই আইরিন্ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কারণ ঠিক সেই সময় তাহার শয়ন কক্ষের দরজার নিকট হইতে অকস্মাৎ একটী শব্দ হইল; কিছু পরে আবার একটী শব্দ হইল; ইতিপূর্ব্বেই তাহার প্রতীতি হইয়াছিল যে, কতকগুলি নরপিশাচ ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সেই দুর্গে বাস করিত ও স্বার্থ সাধনের জন্য সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিত। সুতরাং শব্দ শুনিয়া আইরিন্ ভাবিল যে সেই দুরাত্মারা নিশ্চয় তাহার সহিত অসদাচরণ করিবে—তখন সে জানুপাতিয়া গৃহতলে উপবেশন পূর্ব্বক জগৎপিতাকে স্মরণ করিতে লাগিল। সেই সময় অকস্মাৎ দেওয়ালের একখানি তক্তা খুলিয়া পড়িল এবং দুইজন পুরুষ কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। আইরিন্ সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল "জগদীশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" আগন্তুকদ্বয়ের একজন বলিল—"কি আশ্চর্য্য, সেই কণ্ঠস্বর!" আইরিন্ও তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—দেখিল অটো ও ম্যাজিনি তাহার সম্মুখে!

## দশম অধ্যায়।

অটো ও ম্যাজিনিকে দেখিয়া আইরিন্ যে পরিমাণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল, তাহারাও আইরিন্‌কে দেখিয়া সেই পরিমাণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল—কেবল তাহা নহে—আইরিন্ যে ঘরে বসিয়াছিল, অটো ও ম্যাজিনি পূর্ব্বে সেই ঘরে আসিয়াছিল।

কিঞ্চিৎ পরে তিন জন প্রকৃতিস্থ হইয়া ঈষৎ হাস্য করিল—হাঁসিবারই কথা, কারণ তাহাদের মধ্যে কেহই আশা করে নাই যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

আইরিন্ কি উপায়ে ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়াছিল শুনিয়া, অটো তাহার নিজের গল্প বলিল :—

"আপনাদের সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পর, আমরা দুই জন কুটীরের দক্ষিণ-দিকের রাস্তায় অগ্রসর হইলাম; কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি রাস্তার উভয় পার্শ্ব তুষারাবৃত; দুই ঘণ্টা চলিয়া একটী ক্ষুদ্র উপাসনা মন্দিরে পৌঁছিলাম—মন্দিরের দুই পার্শ্ব দিয়া দুটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে—সে এক বিপদ! অবশেষে স্থির করিলাম আমি একটী পথ ও ম্যাজিনি অপরটি অবলম্বন করিয়া যাইব এবং কৃতকার্য্য হই বা না হই, পুনরায় সেই মন্দিরে প্রত্যাগমন করিব।

প্রায় দুই ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম রাস্তাটি ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম—অবশেষে দেখিলাম সেই সঙ্কীর্ণ পথটি একটী গহ্বরের মুখে শেষ হইয়াছে। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিলাম; যাইবার সময় বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া যাইতে ছিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া আমার গতিরোধ হইল—সম্মুখে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দরজা! বুঝিলাম কৃতকার্য্য হইয়াছি—জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সত্বর পাদবিক্ষেপে উপাসনা মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলাম। মধ্যাহ্নে সেই স্থানে পৌঁছিয়া দেখি ম্যাজিনি তখনও প্রত্যাগমন করে নাই—মনে নানাবিধ সংশয় উদয় হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল—চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নালোকে নববেশ পরিধান করিল—দূরে একটী মনুষ্যাকৃতি দেখিতে পাইলাম; অগ্রসর হইয়া দেখি ম্যাজিনি আসিতেছে—ম্যাজিনি বিমর্ষ। সে নিষ্ফল মনোরথ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া প্রত্যাগমন করিল। ম্যাজিনি যে যে স্থানে গিয়াছিল ও যে দারুণ কায়িক কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, সে কথা পরে বলিব। স্থূল কথা আমি সেই গুপ্তপথ অনুসন্ধান করিয়াছি শুনিয়া, সে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ম্যাজিনি বলিয়াছিল যে সে গুপ্তপথ অনুসন্ধান করিতে আমার সহায়তা করিবে, কিন্তু দুর্গবাসীদিগের সহিত কোন বিপক্ষতাচরণ করিবে না; কিন্তু আপনার শোকদ্দীপক গল্প শুনিয়া, সে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।"

আইরিন্ ম্যাজিনির প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল—ম্যাজিনি তাহার অর্থ বুঝিয়া মস্তক অবনত করিল।

অ। উভয়ে গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক স্থানে উপবেশন করিয়া, নিম্নস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলাম; কিছু পরে এই কক্ষের ভিতরে রমণী কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—কিন্তু একটী কথাও স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম না।

আ। তখন নিশ্চয় আমি ও গৃহকর্ত্রী কথোপকথন করিতে ছিলাম।

অ। নিশ্চয়—এখন বুঝিতে পারিতেছি, তখন পারি নাই। ম্যাজিনিকে বলিলাম দরজার সান্নিধ্য যাইলে হয়ত কাহারা কথা কহিতেছে বুঝিতে পারিব। সেই সময় কে যেন আমাকে বলিল "অগ্রসর হও"—হৃদয় আশা পরিপূর্ণ হইয়া উথলিয়া উঠিল; ম্যাজিনির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবা মাত্র, আমার পদস্খলন হইল—ম্যাজিনি আমার উপরে গড়াইয়া পড়িল এবং উভয়ে গড়াইতে গড়াইতে সবেগে দরজার উপর পড়াতে, একখানি তক্তা খুলিয়া গেল। আমরাও ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িলাম—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, আপনি জানেন।

আ। আমাদের অদৃষ্ট শুভ বলিতে হইবে, নচেৎ এরূপ দৈবঘটন হইত না; কিন্তু এখন কি করা কর্ত্তব্য? অদ্য রজনীতে অপর কেহ এই কক্ষে কখনই আসিবে না—সুতরাং পরামর্শ করিবার প্রচুর সময় আছে—সুযোগ পাইলে পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেও পারিব।

সুন্দরী আইরিনের প্রত্যেক কথা তাহার স্বর্গীয় প্রেম, অকপটতা, উদার চরিত্র, কৃতজ্ঞতা, নিস্বার্থপরতা ও সাহসের পরিচয় দিতেছিল ; যে রূপবতী রমণীর হৃদয় গুণ-রাশির আধার, তাহার রূপ স্বর্গীয় ; কেবল মাত্র রূপবতী হইলে, সে রূপের মূল্য অতি অল্প। অনেক কবি ও উপন্যাস রচয়িতা রমণীর প্রেমকে "ক্ষণিক" ও "পরিবর্ত্তনশীল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা ভ্রান্ত। নিস্বার্থপর রমণীর প্রেম স্বর্গীয়-- জগতে তাহার উপমেয় কিছু নাই ; বিলাসী রমণীর প্রেম, প্রেম নহে—মনোবিকার মাত্র।

যে রমণীর হৃদয় উন্নত—যাহার মনে পাপ প্রবেশ করে নাই—তাহার প্রেম, বিচ্ছেদে ও বিপদে, এক তিলও হ্রাস পায় না—সে রমণী স্বচ্ছন্দে ইহ জীবনের সকল সুখ ত্যাগ করিতে পারে। আইরিন্ উক্ত শ্রেণীর রমণী—তাহার হৃদয়ে প্রথমে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরে ব্যারণ জারনিনের নাম খোদিত ; জগদীশ্বরের পরেই ব্যারণ তাহার পার্থিব উপাস্য-দেবতা।

তিন জনে বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল ; অবশেষে অটো বলিল "আমরা উভয়ে গহ্বরের ভিতরে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব ; সকলে নিদ্রা যাইলে, লুক্কায়িত-ভাবে দুর্গটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিব।"

আ। না—তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে ; যে দুরাত্মারা জারম্যান্ সাম্রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোককে বিনা কারণে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, তাহারা নিশ্চয়ই দুঃসাহসী। যদি দুরাত্মারা আপনাদের দুই জনকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিবে—চিনিতে পারিলে আপনাদের প্রাণ বধ করিলেও করিতে পারে।

অ। তবে, আর একটী উপায় আছে। প্রভাত হইলে বৃদ্ধা নিশ্চয় আপনার নিকটে খাদ্য-দ্রব্য লইয়া আসিবে ; আমরা সেই সময় অকস্মাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সবলে গহ্বরে টানিয়া লইয়া যাইব—সেখানে ভয় কিম্বা প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, সমস্ত কথা জানিব।

আইরিন্ ও ম্যাজিনি শেষোক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিল ; আইরিন্ তখন ভিতরের কক্ষে যাইয়া শয়ন করিল ; অটো ও ম্যাজিনি সেই কক্ষেই রহিল—পালা করিয়া উভয়ে প্রহরীর কার্য্য করিয়া ও ঘুমাইয়া রাত্রি যাপন করিল।

দুর্গম ও দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া, আইরিন্ যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়া ছিল—সুতরাং শয়ন করিবার কিছু পরেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাকালীন আইরিন্ শত শত সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

আইরিন্ সুখে নিদ্রা যাইতে ছিল—জগতে কয়জনের সুখে নিদ্রা হয়? শিশুর নিদ্রা ও আইরিনের নিদ্রা এক জাতীয়। যাহার হৃদয় পাপে কলুষিত হয় নাই, তাহারই নিদ্রা সুখের।

## একাদশ অধ্যায়।

অত্যুচ্চ বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমের নীড় রহিয়াছে—ভিতরে শাবকগুলি সুখে নিদ্রা যাইতেছে; আইরিন্‌ও নির্দ্দোষী বিহঙ্গম শাবকের ন্যায় প্রত্যূষে একটী উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশস্থ বাটীর একটী কক্ষে সুখে নিদ্রা যাইতে ছিল—হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে—সুখের সীমা নাই।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আইরিন্ বাহিরের কক্ষে আসিল; অটো ও ম্যাজিনি গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করিল। আইরিন্ বলিল আমি যখন বলিব "এখন সময় কত?" সেই সময় আপনারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন।"

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা একখানি সুন্দর থালে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করিয়া, আইরিনের কক্ষে আসিল এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভরসা করি আপনার ভ্রমণজনিত কষ্ট দূর হইয়াছে।"

আ। হাঁ—আপনাদের ধন্যবাদ দিতেছি—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।

বৃ। আপনার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিয়াছি এবং আপনার অনুচর-দ্বয়েরও আহারের আয়োজন করিয়া দিয়াছি—এক্ষণে——

আ। হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি, আমি কখন চলিয়া যাইব জানিতে ইচ্ছা কর; অতিথিকে এত শীঘ্র শীঘ্র দূর করিয়া দেওয়া উচিত কি? আমার ধারণা ছিল যে, আল্‌পাইন্ বিভাগস্থ ধর্ম্মশালাগুলি, পথশ্রান্ত পথিকদিগের সুবিধার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মশালার ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ দেখিতেছি। যাহাই হউক, আমি এখানে আসাতে, যখন তোমাদের অসুবিধা হইয়াছে, তখন তোমাদের উচিত মত পুরস্কার না দিয়া এখান হইতে যাইব না।

বৃ। আপনার কথা শুনিয়া আমি বাস্তবিক ব্যথীত হইয়াছি; কিন্তু আমাকে তিরস্কার করা বৃথা, কারণ আমি পরের দাসী; প্রভুর আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে আমি বাধ্য; কিন্তু আপনি এরূপ ভাবিবেন না যে, আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি। আর আমার অন্তঃকরণ এতদূর নীচ নহে যে, আমি পুরস্কারের লোভে অতিথিকে গৃহে আশ্রয় দিব। প্রধান পুরোহিত ফাদার আন্‌সেল্‌ম্ অত্যন্ত দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারী—তাঁহার মুখ হইতে একবার মাত্র কোন আজ্ঞা বাহির হইলে, আমাদিগকে তদ্দণ্ডে সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হয়। আমি কি স্বেচ্ছায় এই নির্জ্জন স্থানে দাসীবৃত্তি করিতেছি—না অন্য কেহ করিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু আমার বাসবাটী নাই, অভিভাবক নাই, জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় নাই।

আ। তোমাকে বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি, যাহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর, তাহারা

কখনই ভদ্রলোক নহে ; তাহার সাক্ষী দেখ, আমি স্ত্রীলোক—সুতরাং দেশ ভ্রমণ—বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণকালীন, আমি পুরুষের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে পারি না ; কিন্তু তোমরা স্বচ্ছন্দে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছ !

সে যাহাই হউক ; আমি তোমার নষ্ট করিতে চাহি না—এখন সময় কত ?

আইরিনের কথা শেষ হইবা মাত্র, অটো ও ম্যাজিনি লম্ফ দিয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল ; অটো তড়িত বেগে আসিয়া বৃদ্ধার মুখ চাপিয়া ধরিল—ম্যাজিনি একখানি উলঙ্গ তরবারি খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। অটো বলিল "যদি নিজের জীবনের উপর কিছু মাত্র মায়া থাকে, একটীও বাক্যোচ্চারণ করিও না ; তোমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিব—যদি ঠিক উত্তর দাও, তাহা হইলে তোমার কোন অনিষ্ট করিব না ; কিন্তু যদি চীৎকার কর, কিম্বা আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দাও, তাহা হইলে স্থির জানিও, পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে। আর যদিও তোমার চীৎকার শুনিয়া, তোমার প্রভুর অধীনস্থ চোর ডাকাইতেরা এই গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও, তুমি রক্ষা পাইবে না, কারণ এই দরজার অপর দিকে যে গহ্বর—হা হা হা তুমি চমকাইলে কেন ?—আচ্ছা এখন যাহা বলি শুন ; সেই গহ্বরে আমাদের দলস্থ বার জন সাহসী ও বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষ অপেক্ষা করিতেছে ; আমি ইঙ্গিত করিলেই তাহারা পলকের মধ্যে কক্ষের ভিতরে আসিবে। সেই জন্য, আমি শেষ বার বলিতেছি—খুব সাবধানের সহিত কাজ করিবে।

দ্বাদশটি সাহসী ও বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষের কথা শুনিয়া, ম্যাজিনি প্রায় হাঁসিয়া ছিল—কিন্তু বৃদ্ধার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বার জন সশস্ত্র লোকে সত্য সত্য গহ্বরে লুকাইয়া ছিল। বৃদ্ধাকে যথার্থ ভীতা দেখিয়া, অটো তাহাকে একখানি চৌকিতে উপবেশন করিতে বলিল ; অটো জিজ্ঞাসা করিল "এই রাক্ষস-নিবাসে একজন লোক কারাবদ্ধ আছে কি না ?

বৃ। আছে ; কিন্তু মহাশয় ; আমাকে কোন শাস্তি দিবেন না—আমি যাহা কিছু জানি সমস্ত বলিব।

অ। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে, তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। ম্যাজিনি, তোমার তরবারি কোষে রক্ষা কর ; এ স্ত্রীলোকটি স্পষ্ট বুঝিয়াছে যে আমাদের সহিত প্রতারণা করায় কোন ফল নাই। (বৃদ্ধাকে) তাহা হইলে তুমি জান যে একজন লোক এই স্থানে কারাবদ্ধ আছেন ; আচ্ছা, তাঁহার নাম কি ?

বৃ। আমি তাঁহার নাম জানি না—তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি "আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে" রুদ্ধ আছেন—আমাকে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে হয় না, তবে শুনিয়াছি তিনি জারম্যানির জনৈক ধনবান ও সম্ভ্রান্ত লোক। আমি আর শুনিয়াছি, তাঁহার

বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ হইবে ও তিনি সুপুরুষ, তবে বহুকাল চিন্তাজ্বর—আক্রান্ত হইয়া ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছেন।

আ। তিনিই যে থিওডোর তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই; তিনি কত কাল এই স্থানে আছেন?

বৃ। আট বৎসর হইবে; যখন তিনি প্রথম এখানে আসেন, তাঁহাকে সতর্কতার সহিত ও গুপ্তভাবে দুর্গ মধ্যে আনা হইয়াছিল; কিন্তু লোকে সময়ে সময়ে অনিচ্ছায় গুপ্তকথা প্রকাশ করে। কারলো, কন্‌রেড্ ও অন্যান্য কতিপয় সৈনিকের নিকট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়া ছিলাম।

আ। অষ্ট বৎসরব্যাপী কারাজীবন! ভয়ানক, ভয়ানক!

অ। এই আট বৎসরের মধ্যে তিনি কি একবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন?

বৃ। না।

অ। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছে। (আইরিন্‌কে) যাহা ভয় করিয়া ছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। এখন জানিলাম, যে ব্যক্তি ভিয়েনায় ব্যারণ্ জারনিনের উপাধী গ্রহণ করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি আমার ভগিনীপতি—সে প্রতারক—সে জাল ব্যারণ্ জারনিন্।

আ। কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু আপনি দুঃখিত হইবেন না—আমি আপনার ভগ্নীকে বক্ষে করিয়া রাখিব—তাহার অন্য কোন পার্থিব অভাব থাকিবে না।

বৃ। (অটোকে) আপনি কি বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অ। আচ্ছা, যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ আছেন, অবিকল তাঁহার মতন দেখিতে, অন্য কাহাকে কখন দেখিয়াছ কি?

বৃ। না।

অ। কি দোষে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন বলিতে পার?

বৃ। উন্মাদ রোগগ্রস্ত হওয়ায়, তাঁহারই আত্মীয় স্বজনে তাঁহাকে এই স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আ। কি উন্মাদ! না না কখনই নহে——অসম্ভব!

অ। আপনি বিশ্বাস করিবেন না যে, তিনি সত্য সত্য উন্মাদ হইয়াছেন; দুষ্কর্ম্মান্বিত নীচাশয় লোকেরা স্বার্থ সাধনের জন্য, এইরূপ ছল করিয়াই থাকে। সে দিবস আমি তাঁহাকে দেখিয়া ছিলাম—তিনি কখনই উন্মাদ নহেন।

ম্যা। আমারও বিশ্বাস তিনি উন্মাদ হন নাই।

আ। ঈশ্বর করুন আপনাদের কথা সত্য হউক।

অ। তাহা হইলে, তিনি যথার্থ উন্মাদ কি না, তাহা জান না?

ব্র। না—কিন্তু আপনাদের কথা শুনিয়া আমারও বিশ্বাস হইতেছে যে, তিনি উন্মাদ নহেন এবং তাঁহার উৎপীড়কেরা তাঁহার যথার্থ পরিচয় গোপন করিয়াছে; কিন্তু হায়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে এই ধর্ম্মশালার পুরোহিতেরা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কি ভয়ানক! যাহারা দিবানিশি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করে—তাহারা দস্যু!

অ। প্রধান পুরোহিতের নাম কি?

ব্র। কাদার আন্‌স্লেম্‌।

অ। অর্থলোভ, অর্থলোভ, অর্থই যত অনর্থের মূল। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, ফ্রিজ্‌ এই সকল কথা জানে কি না বলিতে পার?

ব্র। না—কারণ ফ্রিজ্‌ স্বভাবতঃ অল্প কথা কহে—তাহাও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত।

অ। এখন আমি যাহা বলিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর; আমরা সেই কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে এই পৈশাচিক স্থান হইতে উদ্ধার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা দলবল লইয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমার সঙ্গীদিগকে এই দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলে, তোমরা সকলে নিশ্চয় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।

ব্র। না—তাহাদের ভিতরে আনিবেন না; ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

অ। আমিও রক্তপাত করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তুমি আমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ কি না? আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিব, কিন্তু সাবধান, বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে চেষ্টা করিও না; আর যদি তুমি সাহায্য কর, তাহা হইলে, আশাতীত পুরস্কার পাইবে।

আ। দেখ, আমার প্রচুর ধনরাশি আছে—আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিব; তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে, তোমার কোন অভাব থাকিবে না—তোমাকে এই জনমানব শূন্য স্থানে দাসীবৃত্তি করিয়া দিনাতিপাত করিতে হইবে না।

ব্র। আমি আপনাদের সাহায্য করিতে পারি এবং করিব। (অটোকে) কিন্তু আপনাকে আমার সহিত থাকিতে হইবে—যদি আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করি, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে উচিত মত শাস্তি দিবেন।

আ। তোমার প্রস্তাব বিবৃত করিয়া বল।

ব্র। এই বাটীর নিম্নের তালায় আমার ঘর; আপনি সেই ঘরে থাকিবেন; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আপনাকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় দিব। যে দরজা খুলিয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে যাইতে হয়, তাহার চাবি আমি সহজে আনিতে পারিব; তাহার পর কারাবদ্ধ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা সহজ হইবে।

অ। আচ্ছা, তুমি যে "আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের" কথা কিছু পূর্ব্বে বলিলে, তাহার এক সীমায় দৃঢ় ও উচ্চ দেওয়াল আছে কি না? আর সেই দেওয়ালে একটী মাত্র জানেলা আছে—কেমন?

বৃ। আপনি নিশ্চয় সে দেওয়াল ও জানেলা দেখিয়াছেন।

অ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি এই বাটীর সমস্ত গুপ্তপথ ও কক্ষ কোথায় আছে জানি। কিন্তু মনে কর, কারাবদ্ধ ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইল, তথাপি বিনা রক্তপাতে কি উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিব?

বৃ। রক্তপাত করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে দুই জন মাত্র সৈনিক প্রহরীর কার্য্য করে; আমি উভয়কে সুরাপান করাইয়া জ্ঞানহত করিব—সে ভার আমার। তবে এক কথা—আপনারা যদি সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে বড় সুবিধা হয়। যে কার্য্য গোপনে করিতে হইবে, সে কার্য্য অন্ধকারে করিলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়।

অ। আমি কোন বিষয়ে বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করি না।

বৃ। আপনার কথার অর্থ বুঝিয়াছি—আপনি নিশ্চয় ভাবিতেছেন, আমি আপনাকে বিপদে ফেলিব; দুর্ভাগ্যক্রমে, এমন কোন উপায় দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা আমি প্রমাণ দিতে পারি যে, আমার মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। আপনি সমস্ত দিবস আমার নিকটে থাকিবেন—যদি সেই সময়ের মধ্যে আমার উপর আপনার একতিল সন্দেহ হয়, আপনি সেই দণ্ডে আমার প্রাণ-বধ করিবেন।

অ। সত্য বটে, কিন্তু যখন তুমি কর্ম্ম উপলক্ষে ঘরের বাহিরে যাইবে—তখন আমি তোমার নিকটে থাকিব না।

বৃ। তাহা হইলে আর আমার কিছু বলিবার নাই। তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই জনমানব শূন্য স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা আমার এক তিলও নাই; পুরস্কার পাইলে আমি নিশ্চয় আপনাদের সহায়তা করিব।

আ। (অটোকে নিম্নস্বরে) বন্ধুবর, আপনি ইহার কথায় বিশ্বাস করুন।

অ। আচ্ছা, আমি তোমার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিব, কিন্তু (আইরিন্‌কে দেখাইয়া) ইনি কি ওজর দেখাইয়া এখানে সন্ধ্যা অবধি থাকিতে পাইবেন?

বৃ। আমি প্রধান পুরোহিতকে বলিব যে, যে রমণী গত রাত্রিতে ধর্ম্মশালায় আসিয়াছিলেন, তিনি অকস্মাৎ পীড়িত হইয়াছেন। পরে যাহা কিছু করিতে হইবে আমার দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে; কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা আছে।

অ। কি বল।

বৃ। আপনারা যখন এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন তখন আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবেন, কারণ প্রধান পুরোহিত নিশ্চয় বুঝিবে যে আমি আপনাদিগকে

সাহায্য করিয়াছি ; তাহা হইলে নরাধম আমাকে ভয়ানক শাস্তি দিবে—হয়ত আমার প্রাণ-বধ করিবে। (নিম্নস্বরে) ফাদার আন্‌স্লেম প্রবল প্রতাপশালী—কারনিওলার দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে সকলেই তাহাকে জানে ও তাহার নাম শুনিলে ভীত হয় ; এইরূপ প্রবাদ, জারম্যানিতে একটী গুপ্ত-সভা আছে—সে সভার প্রতাপের সীমা নাই ; শুনিতে পাই ফাদার সেই সভার একজন উচ্চ পদস্থ সভ্য। কোন লোক সভার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে, সভার অনুচরেরা গুপ্তভাবে তাহার প্রাণবধ করে——

ম্যা ঃ হাঁ দুরাত্মারা আমাকেও বলিয়াছিল যে, যদি কোন কথা প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমার মৃত্যুদণ্ড হইবে, অথচ যে লোক আমাকে বধ করিবে, তাহার নাম কিছুতেই প্রকাশ হইবে না।

অ। যাহারা ব্যারণ্‌কে কারাবদ্ধ করিয়াছে, তাহারা কে, এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমি কিছুতেই ভগ্নোদ্যম হইব না।

আ। আপনি কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

অ। জারম্যানিতে কতকগুলি রাজদ্রোহী গুপ্ত-সভা আছে ; তাহাদের সাহস ও ক্ষমতার সীমা নাই ; বিশেষতঃ তাহারা সকল কার্য্য অলক্ষিত-ভাবে নিষ্পন্ন করে বলিয়া, কেহ তাহাদিগকে দমন করিতে পারে না। এই দুর্গটি "ভীম সভার"—সভাই ব্যারণ্‌কে কারাবদ্ধ করিয়াছে।

আ। তবে কি আমরা ব্যারণ্‌কে উদ্ধার করিতে পারিব না ?

অ। তা নহে, সভার সভ্যগণ মনুষ্য—মনুষ্যকে মনুষ্য চিরকাল পরাজয় করিয়া আসিতেছে ; যাহাই হউক, এক্ষণে সভার বিষয় ভাবিলে কোন ফল হইবে না ; আপনি এই দণ্ডে এই স্থান পরিত্যাগ করুন ; আমরা যে কুটীরে সে দিবস রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, অদ্যও আপনি সেই কুটীরে থাকিবেন ; আমি ও ম্যাজিনি এখন চলিয়া যাইব—সন্ধ্যা হইলে দলবল লইয়া পুনরায় এই গহ্বরে আসিয়া অপেক্ষা করিব। (বৃদ্ধাকে) তুমি তখন দরজার নিকট আসিয়া ইঙ্গিত করিলেই আমরা এই কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিব।

বৃ। আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ঠিক সেই মতে কার্য্য করিব।

আ। অগ্রিম পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়কটি দিতেছি—কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে।

অ। আর একটী কথা ; আমরা চলিয়া যাইলে পর যদি (আইরিন্‌কে দেখাইয়া) ইনি তোমার দ্বারা কোনরূপ বিপদে পড়েন, তাহা হইলে তোমাকে ভয়ানক শাস্তি দিব।

বৃ। এখন আপনি আমাকে তিরস্কার করুন- ক্ষতি নাই—কিন্তু কল্য আপনাকে আমার প্রশংসা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ অধ্যায়।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

সন্ধ্যা আগত প্রায়; সূর্য্য কিরণের প্রখরতা নাই। সেই কিরণমালা নিহার স্তূপ-গুলির উপরে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু সৃজন করিয়াছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা অগ্রসর হইতেছে—ধীরে ধীরে দৃশ্যাবলি পরিবর্ত্তিত হইতেছে; দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল—ইন্দ্রধনুগুলির সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইল। চির-তুষারাবৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে অস্তগামী সূর্য্য কিরণেয় খেলা যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না।

এক একটী রশ্মি বরফের উপর প্রতিফলিত হইয়া, নাচিতেছে খেলিতেছে; আবার পর মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইতেছে; কোথায় বা ক্ষণিক উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতেছে; কোথায় বা নয়ন তৃপ্তিকর ইন্দ্রধনুর সপ্ত প্রকার রং সৃজন করিতেছে; প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন দৃশ্য দেখাইতেছে!

অটো এক স্থানে চিন্তা মগ্ন হইয়া বসিয়াছিল; তাহার মনে হইল সে কোন যাদুকরের রাজ্যে আসিয়া ছায়াবাজি দেখিতেছিল। ম্যাজিনি অটোকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল, "যাইবার সময় হইয়াছে।" অটো তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। গহ্বরে প্রবেশ করিবার সময় অটো ম্যাজিনিকে বলিল "তোমার তরবারি কোস হইতে বাহির কর, কি জানি বৃদ্ধা যদি আমাদের সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া থাকে। ম্যাজিনি বলিল "প্রাণ যায় ক্ষতি নাই, তবে বিনা যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিব না।"

গহ্বরের শেষে আসিয়া, অটো দরজা ঠেলিবা মাত্র, বৃদ্ধা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিল; উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল বৃদ্ধা ব্যতীত অপর কেহ ভিতরে নাই। বৃদ্ধা বলিল, "আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না; এই পত্রখানি পাঠ করুন।" অটো পড়িতে লাগিল——

আমি ধর্ম্মশালার বর্হিদেশ হইতে এই পত্রখানি লিখিতেছি; দ্বাররক্ষক দ্বারদেশ হইতে আমাদের দেখিতে পাইতেছে না। আমি একখানি শাল ধর্ম্মশালায় ফেলিয়া আসিয়া ছিলাম; বৃদ্ধা সেই খানি আমাকে দিবার ছল করিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে; আপনি ইহাকে বিশ্বাস করিবেন; ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন—এই আমার প্রার্থনা।—আইরিন্।

পত্র পাঠ করিয়া অটো বৃদ্ধাকে বলিল "এখন হইতে আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিব এবং নির্ভয়ে ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারিব। নিশ্চয় জানিও কার্য্য উদ্ধার হইলে তুমি আশাতীত পুরস্কার পাইবে।

বৃ। প্রথমে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি, কারণ আপনার সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না—সে স্থলে আমাকে প্রথমে

অবিশ্বাস করিবার আপনার যথেষ্ট কারণ ছিল। আপনি যখন আমার সহিত ভিতরে যাইবেন, তখন আপনার বন্ধু কোথায় থাকিবে?

অ। সুড়ঙ্গের ভিতর। ম্যাজিনি সুড়ঙ্গের ভিতরে যাইলে অটো বলিল "তোমার ঘরে যে সকল সশস্ত্র সৈনিক আছে, তাহারা আমার সহিত কোন অসদাচরণ করিবে কি?

বৃ। সে ভয় নাই।

অ। আমি ভীত হইবার লোক নহি; তাহারা আমাকে ইতিপূর্ব্বে একবার দেখিয়াছে; সেই জন্য বলিতেছি।

বৃ। কিছু দিবস পূর্ব্বে ফ্রিজ্‌ ও তাহার অধীনস্থ লোকেরা একজন যুবককে দুর্গের ভিতর ধরিয়া আনিয়াছিল; তখন তাহার চক্ষুদ্বয় বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল; আপনি কি সেই ব্যক্তি?

অ। হাঁ।

বৃ। তাহা হইলে আমি সে দিবস আপনাকে দেখিয়াছিলাম।

অ। আর একটী প্রশ্ন করিব। যে সকল লোককে তাহারা চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ধরিয়া আনে, এবং পুনরায় এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া বর্হিদেশে লইয়া যায় তাহাদের সংখ্যা কত হইবে?

বৃ। অধিক নহে; দশ বৎসরের মধ্যে চার পাঁচ জন লোককে আনিয়াছিল। এখন বাক্য ব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিবেন না, আমার সহিত আসুন। কিছু পরে অটো নিরাপদে বৃদ্ধার কক্ষে পৌঁছিল; বৃদ্ধা পুরোহিতের পরিচ্ছদ পরিয়া দুই হস্তে এক বোতল সুরা ও একখানি মাংসপিষ্টক লইয়া বলিল—"একটীও কথা কহিবেন না—যাহা কিছু করিবার আমি করিব, আমার সঙ্গে আসুন।" কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উভয়ে প্রথম প্রাঙ্গণে পৌঁছিল; প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া, উভয়ে একটী দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল; বৃদ্ধা চাবির সাহায্যে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে অটোকে লইয়া আসিল।

সেখানে দুই জন সৈনিক পদচারণা করিতেছিল—একজন বলিল "কে যায়? অপর সৈনিক বলিল "চুপ, একজন পবিত্র হৃদয় সাধু আসিতেছেন।" প্রথম সৈনিক বলিল "ফাদার, এই পাপীদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান্।"

বৃ। (সহাস্যে ও পরিহাসচ্ছলে) আমি সাধু পুরুষ কিম্বা পুরোহিত নহি—আমি একজন দুষ্ট ও পাতকী নারী মাত্র। কারলো, চুপ কর, কন্‌রেড, চুপ—আমি ডেম্ মিল্ ড্রেডা—কিজন্য ছদ্মবেশ পরিয়াছি এখনি জানিতে পারিবে।

প্র—সৈ। তোমার সঙ্গের লোকটি কে? অন্ধকারে সৈনিকদ্বয় অটোকে চিনিতে পারে নাই।

বৃ। এই যুবকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এক মাস হইল, হতভাগা বাক্‌শক্তি হারাইয়াছে। হতভাগা নিশ্চয় কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল; না হইলে, ঈশ্বর এরূপ কঠোর শাস্তি দিতেন না।

দ্বি—সৈ। সুখের বিষয়, এটি স্ত্রীলোক নহে; স্ত্রীলোক বাক্‌শক্তি হারাইলে বিষম বিপদে পড়ে—জিহ্বাই তাহাদের প্রধান সহায়।

বৃ। পরিহাস করিবার সময় আছে—এখন যাহা বলিতেছি শুন; আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের গির্জ্জায় যে পরম পবিত্র ক্রুস্ আছে, যুবক যদি তাহা একবার স্পর্শ করিতে পায়, তাহা হইলে উহার পাপ খণ্ডন হইবে ও পুনরায় কথা কহিতে সক্ষম হইবে। সেই জন্য আমি ইহাকে গির্জ্জায় লইয়া যাইতেছি,—গির্জ্জাঘরের চাবিটি আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য দাও।

প্র—সৈ। অসম্ভব—কিছুতেই পারিব না।

বৃ। আমি শপথ করিতেছি এ বিষয় অন্য কাহার কর্ণগোচর হইবে না—আর এই দেখ, তোমাদের জন্য এক বোতল উৎকৃষ্ট সুরা ও একখানি মুখরোচক মাংসপিষ্টক আনিয়াছি——

প্র—সৈ। কন্‌রেড্, এই দারুণ শীতে এক বোতল সুরা অতি উৎকৃষ্ট বস্তু না?

দ্বি--সৈ। অত্যুৎকৃষ্ট—কি ভয়ানক শীত?

প্র—সৈ। আমি ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।

দ্বি—সৈ। আমিও।

প্র—সৈ। তুমি কি বল?

দ্বি—সৈ। চাবির তাড়া অগ্রিম লইয়া, উহাকে চাবিটি দাও। প্রথম সৈনিক বোতল ও পিষ্টক লইয়া বৃদ্ধাকে বলিল "আমার সঙ্গে ঐ একচালা ঘরে চল; চাবির তোড়া সেখানে রহিয়াছে।" দুই জন সৈনিক ও বৃদ্ধা সেই ঘরের দিকে যাইল; অটো যে দিবস প্রথম দুর্গের ভিতর আসিয়াছিল, সেই দিবস ফ্রিজ্ তাহাকে একটী আচ্ছাদিত স্থানে কিয়ৎক্ষণের জন্য লইয়া আসিয়াছিল, কারণ সেই সময় বরফ পড়িতেছিল এবং কারলো চাবি আনিতে অন্যত্র গিয়াছিল। অটো এক্ষণে বুঝিল যে একচালা ঘরে সে আসিয়াছিল, সেই ঘরে সৈনিকদ্বয় ও বৃদ্ধা প্রবেশ করিয়াছে। ঘরের কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া অটো দেখিল ভিতরে বিস্তর মৃতদেহ ঝুলিতেছে! আল্‌পাইন্ বিভাগের প্রচণ্ড শীতে একটীও দেহ পচে নাই।

পার্ব্বত্য প্রদেশে বিস্তর পথভ্রান্ত পথিক নীহারস্তূপের নিম্নে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে। ধর্ম্মশালার সৈনিকেরা মধ্যে মধ্যে মৃগয়া করিতে যাইয়া, যে সকল মৃতদেহ দেখিতে পাইত, সেইগুলি দুর্গের ভিতরে আনিয়া সেই ঘরে রক্ষা করিত।

প্রথম সৈনিক চাবি আনিয়া বৃদ্ধাকে বলিল, "এই চাবি নাও, কিন্তু আমাদের সহিত সুরাপান না করিয়া যাইতে পাইবে না।"

বৃ। কি—আমি সুরাপান করিব? কিছুতেই পারিব না—কারণ সম্প্রতি আমি পাপক্ষয়ার্থ একটী ব্রত করিতেছি।

দ্বি—সৈ। তাহা হইলে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তোমার প্রতিনিধির কার্য্য করিতে হইবে; দু এক বিন্দু মুখে পড়িলে, বদ্ধজিহ্বা খুলিয়া যাইলেও যাইতে পারে।

বৃ। ছি—বালকের সহিত পরিহাস করিও না; এখন চলিলাম।

সৈনিকদ্বয় একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া সুরাপান করিতে নিযুক্ত হইল; বৃদ্ধা অটোর নিকট আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল "চতুরতার সহিত এই দুটী বন্যপশুকে বশীভূত করিয়াছি কি না বলুন? কিন্তু আর বিলম্ব করিবেন না।"

অ। কিন্তু ফিরিবার সময় আমরা তিনজন হইব—তখন তুমি উহাদের কি বলিবে?

বৃ। সে ভার আমার—উহারা সুরাপান করিয়া বহুক্ষণ নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে শুইয়া থাকিবে; আমি স্বহস্তে কোন মাদক দ্রব্য সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া উভয়ে আর একটী দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমরা?"

বৃদ্ধা তাহার প্রত্যুৎপন্নমতি হারাইয়া ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া, অটোকে বলিল—"সর্ব্বনাশ! ফাদার আন্‌শ্লেম্!!"

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৃদ্ধার কতরোক্তি শুনিয়া অটো বুঝিল তাহারা উভয়ে সমূহ বিপদে পতনোন্মুখ হইয়াছে; কি উপায়ে সেই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে, অটো ভাবিতে ছিল, এমন সময় ফাদার বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমার কণ্ঠস্বর বুঝিয়াছি; ডেম্ মিলড্রেডা, এ ছদ্মবেশ কেন? তুমি কোথায় যাইতেছ? তোমার সঙ্গী কে? শীঘ্র উত্তর দাও। বৃদ্ধা কেবল বলিল "আমাকে ক্ষমা করুন।"

ফাদার বলিল "তবে নিশ্চয় তোমার কোন দুরভিসন্ধি আছে; (অটোকে) মহাশয়, আপনি কে ও কি সাহসে এখানে অনধিকার প্রবেশ—হঠাৎ ফাদারের বাক্‌রোধ হইল।

ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, অটো উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার স্কন্ধদেশে ঝাঁপাইয়া পড়িল; পলকের মধ্যে ফাদার ধরাশায়ী হইল; অটো বুঝিয়াছিল যে

দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া না কার্য্য করিলে, পলায়ন করিবার কোন উপায় থাকিবে না।

ফাদার ধরাশায়ী হইলে, অটো তাহার বক্ষঃস্থলে বামজানু ও মুখের উপর বামহস্ত রাখিয়া, এবং দক্ষিণ হস্তে কোমরবন্ধ হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছোরা লইয়া বলিল, "যে মুহূর্ত্তে কথা কহিতে কিম্বা পলাইতে সাহস করিবে, নিশ্চয় জানিও এই তীক্ষ্ণ ছুরি তোমার হৃদয়ের রক্তপান করিবে; আমি এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। (বৃদ্ধাকে) তুমি ভয় পাইও না—স্বচ্ছন্দে এই দ্বার উদ্ঘাটন কর।" বৃদ্ধা সাহ্লাদে অটোর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যাইল।

অটো তখন ছুরিখানি দন্তে ধারণ করিয়া এক খণ্ড দৃঢ়রজ্জুর সাহায্যে ফাদারের হস্ত পদ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল—বন্ধন করিবার সময় তাহাকে সহস্র বার বলিয়াছিল "চীৎকার করিলেই মৃত্যুগ্রাসে পড়িবে।" অটোর বামজানু ফাদারের বক্ষের উপর একটী প্রকাণ্ড লৌহ-মুদ্গারের ন্যায় স্থাপিত হইয়াছিল—সে সময় ফাদারের চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে ছিল ও তাহার হৃদয়ে জিঘাংসা প্রবৃত্তি যতদূর সম্ভব উত্তেজিত হইয়াছিল; কিন্তু সে অটোকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, চীৎকার করিলেই ছুরির আঘাতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা মরিতে অত্যন্ত ভয় করে—ফাদার কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নিম্ন করিয়া বলিল "আমার প্রাণহানি করিও না।"

অ। যদি চুপ করিয়া থাক প্রাণহানি করিব না।

ফা। তোমার উদ্দেশ্য কি?

অ। চুপ নরাধম। আমি স্বভাবতঃ হিংস্র নহি, কিন্তু যদি আর একটী কথা কহিবে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে এই তীক্ষ্ণছুরি তোমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিবে। সাবধান, আমি যে প্রশ্ন করিব কেবল তাহার উত্তর দিবে।

বন্ধন শেষ হইলে অটো ফাদারকে টানিয়া লইয়া উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিল—বৃদ্ধা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়াছিল। বেদির দুই পার্শ্বে দুটী বাতি জ্বলিতে ছিল—ভিতরে অন্য কোন লোক ছিল না; অটো স্বভাবতঃ দয়ালু হইলেও সেই সময়ে তাহাকে নৃশংস হইতে হইয়াছিল; সে ফাদারের চোগা খুলিয়া লইয়া, তাহার বাক্য রোধার্থ মুখের ভিতরে কিয়দংশ প্রবেশ করাইয়া দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল। ফাদার তখন সর্ব্বতোভাবে বাকশক্তি ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া ভজনালয়ের এক কোণে জড়পদার্থবৎ পড়িয়া রহিল; বৃদ্ধা ফাদারের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত—সে স্পষ্ট দেখিল যে, যদি কোন উপায়ে ফাদার পলাইতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ-বধ করিবে। সুতরাং সে আগ্রহের সহিত অটোকে সাহায্য করিতে ছিল।

অটো ফাদারকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমরা শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব ; যদি দেখি তুমি পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছ, তাহা হইলে জল্লাদ যেরূপ হাঁসিতে হাঁসিতে নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তিদিগের মুণ্ডচ্ছেদ করে, সেইরূপে তোমার প্রাণবধ করিব।" উভয়ে তখন সম্মুখস্থ সোপানমার্গ অতিক্রম করিয়া নিম্নের তালায় আসিল ; নাবিবার সময় অটো সাতাত্তরটি সিঁড়ির ধাপ গুণিয়া বুঝিল যে, সেই সিঁড়ি দিয়াই সে আর একবার উপরে উঠিয়াছিল।

নিম্নের তালায় আসিয়া উভয়ে একটী প্রশস্ত রাস্তায় পড়িল—রাস্তাটি একটী আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে শেষ হইয়াছে ; প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া অটো সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ দেখিতে পাইল ; বৃদ্ধা বলিল "এই কক্ষে তিনি আছেন।" কক্ষের দ্বার একটী প্রকাণ্ড অর্গল দ্বারা বদ্ধ ছিল ; অটো অর্গল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কক্ষের ভিতরে একটী মেজের উপর প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত ছিল ; মেজের পার্শ্বেই একখানি চৌকিতে একজন লোক বসিয়াছিলেন—তিনি সুপুরুষ সত্য, কিন্তু তাঁহার মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অটোকে দেখিবা মাত্র তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমার বোধ হয় কিছু দিবস পূর্ব্বে আপনাকে এই দুর্গের বাহিরে দেখিয়া ছিলাম।"

অ। হাঁ, আপনি সেই সময় একটী অনুরোধ করিয়াছিলেন ; আমি এক্ষণে সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে আসিয়াছি।

ব্যা। কি কথা শুনিতেছি ? মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া ব্যঙ্গ করিবেন না ;——

অ। বাক্য ব্যয় করিবেন না—বিলম্ব করিবেন না—এই পুরোহিতের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন।

তিন জন সত্বর পদে গির্জ্জায় প্রত্যাগমন করিল ; অটো দেখিল ফাদারকে সে যে স্থানে ও যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিল—সে ঠিক সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। অটো তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "এখন তোমাকে এই অবস্থাতে থাকিতে হইবে, কারণ তোমাকে ছাড়িয়া দিলে আমরা বিপদে পড়িব ; তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, তোমাকে উচিত মত শাস্তি দেওয়া হয় নাই এবং আমিও স্বহস্তে তোমাকে কোন শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু স্থির জানিও বিচারালয় হইতে উচিত মত শাস্তি পাইবে।"

ফাদার সে সময় বাক্‌শক্তি হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মুখাকৃতিতে তাহার মনের ভাব স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল—নরপিশাচ পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র জন্তুর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। জগতে মনুষ্য কর্ত্তৃক যে সকল দুষ্কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, নরাধমের হৃদয়ে সেই সকল দুষ্কর্ম্মের সমষ্টি খুঁজিলে পাওয়া যাইত। অটো একবার মাত্র তাহার প্রতি ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

উপাসনা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার পূর্ব্বে অটো তাহার কটিস্থ তরবারি কোষ হইতে বাহির করিল ; সতর্কতার সহিত দ্বার খুলিয়া অটো দেখিল বর্হিদেশে কেহ নাই—সমস্ত স্থান নিস্তব্ধ।

মন্দিরের এক কোণে একটী ঝুড়িতে কতকগুলি সূত্রধারের যন্ত্র ছিল ; অটো তাহা হইতে একখানি কুঠার উঠাইয়া লইয়া, ব্যারণ্‌কে বলিল "মহাশয়, আমরা সশস্ত্র, কিন্তু আপনি নিরস্ত্র ; এই কুঠার খানি সঙ্গে রাখুন—আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনেক উপকারে আসিবে। ব্যারণ্‌ আগ্রহের সহিত কুঠারখানি গ্রহণ করিলেন ; অটো তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিল যে, কোন বিপদে পড়িলে, ব্যারণ্‌ কুঠারের ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া তিনজন দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল ; অটো তাহার সঙ্গীদ্বয়কে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সত্বর পদে এক চালা ঘরের অভিমুখে যাইল। সৈনিকদ্বয় সেই ঘরে একখানি কাষ্ঠাসনে, নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল—বৃদ্ধার দত্ত সুরাপান করিয়া উভয়েই সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল।

অটো বুঝিয়াছিল যে তাহাদের চলিয়া যাইবার কিছু পরে দুর্গবাসীরা ব্যারণের পলায়নের কথা নিশ্চয় জানিতে পারিবে এবং তাহারা বৃদ্ধা এবং সৈনিকদ্বয়কে বিশ্বাস-ঘাতকতা অপরাধে নিশ্চয় দণ্ড দিবে। কিন্তু বৃদ্ধা তাহার সহিত যাইবে, সুতরাং সৈনিকদ্বয়কে বিপদে পড়িতে হইবে। যাহাতে তাহারা বিপদগ্রস্ত না হয়, সেই অভি-প্রায়ে, অটো চাবিগুলি প্রথম সৈনিকের পরিচ্ছদের ভিতর রাখিয়া দিল ; তাহার পর তিনজন নিরাপদে সেই সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইল। অটো তখন উচ্চস্বরে বলিল "আমরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।" ব্যারণ্‌ বলিলেন জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ—তাঁহারই কৃপায় আমি এই রাক্ষস নিবাস হইতে বাহির হইতে পারিয়াছি।"

অটো সুড়ঙ্গের দরজা খুলিবা মাত্র ম্যাজিনি উলঙ্গ তরবারি হস্তে সম্মুখে আসিল ; অটো বলিল "বন্ধু, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে—ব্যারণ্‌কে উদ্ধার করিয়াছি।"

ম্যাজিনি বলিল "এই অর্দ্ধ ঘণ্টা যে কি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না ; মনে নানাবিধ সন্দেহ হইতে ছিল—সত্য বলিতে কি, আমরা কৃতকার্য্য হইব সে আশা করি নাই। কিন্তু এক্ষণে আমরা আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি।"

সুড়ঙ্গের ভিতর প্রথমে বৃদ্ধা প্রবেশ করিলে পর ব্যারণ্‌ এবং অটো তাহার অনুগমন করিল।

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্যারণের বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে—তাঁহাকে দেখিতে অতিশয় সুশ্রী। যদিও দীর্ঘকাল কারাবাস করিয়া তাঁহার মুখশ্রী ঈষৎ বিবর্ণ ও বিমর্শ ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সুদীর্ঘ চক্ষুদ্বয়ের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা এক তিলও হ্রাস পায় নাই।

তাঁহার অবয়ব সুগঠিত, ললাট প্রশস্ত, কণ্ঠস্বর কর্ণ-তৃপ্তিকর। কথাবার্ত্তা মার্জ্জিত ও মনোরঞ্জক। কিন্তু যে নরাধম ভিয়েনায় সেই সময় ব্যারণের বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে ছিল, তাহার অবয়ব, মুখাকৃতি ও দৈর্ঘ্য অবিকল ব্যারণের ন্যায়; এরূপ সাদৃশ্য অতি বিরল—দুই জনকে একত্রে দেখিলে যমজ বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রতারকের কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহার অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য সত্য; কিন্তু ব্যারণের অনুপস্থিতে কেহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া সে প্রভেদ ধরিতে পারে নাই। উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও, অটো যথার্থ ব্যারণ্‌কে দেখিয়াই বুঝিল যে, যে নরাধম তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিল—সে তাঁহার পাদুকা বহন করিবারও উপযুক্ত পাত্র নহে।

চন্দ্রালোক সেই দুর্গম পথটি আলোকিত করিয়াছিল; ম্যাজিনি ও বৃদ্ধা অগ্রে এবং অটো ও ব্যারণ্‌ তাহাদের পশ্চাতে চলিতে ছিল। অটো জিজ্ঞাসা করিল "আপনি যে যথার্থ ব্যারণ্‌ থিওডোর ভন্‌ জারনিন্‌ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই?"

ব্যা। আমিই সেই দূরদৃষ্ট ব্যারণ্‌; সে যাহাই হউক, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার না করিতেন, তাহা হইলে কতকাল যে সেই নরপিশাচগণ আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত বলিতে পারি না। আপনি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন—আমি কৃতজ্ঞ কি না তাহার প্রমাণ যথা সময়ে দিব; এক্ষণে আপনার নামটি বলিয়া বাধিত করুন—যখন জগদীশ্বরকে প্রার্থনা করিব তখনই আপনাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিব।

অ। আমি একজন চিত্রকর—আমার নাম অটো পিয়ানাল্লা। জগদীশ্বরের কৃপায় আমি চিত্র বিক্রয় করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়াছি—অন্ততঃ আমার কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন অভাবও নাই। আমার সম্বন্ধে অন্য কোন কথা এখন বলিবার সময় নহে; কিন্তু আপনাকে যে কত কথা বলিবার আছে তাহা বলিতে পারি না। আপনাকে সু ও কুসংবাদ উভয় শুনিতে হইবে—সুখের বিষয় এই যে সুসংবাদের অংশ অধিক।

ব্যা। প্রিয়বন্ধু—কুসংবাদ পরে শুনিব, অগ্রে সুসংবাদগুলি বলিয়া বাধিত কর। বহুকাল হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; বহুকাল এই দুর্গবাসী

দুষ্ট-লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিয়াছে—এখন তোমার মুখ হইতে সুসংবাদ শুনিতে পাইলে, তোমার নিকট যে কতদূর কৃতজ্ঞ হইব তাহা প্রকাশ করিয়া বলা আমার ক্ষমতাতীত।

অ। বহুকাল পূর্ব্বে আইরিন্ নোটারাস্ নাম্নী জনৈক গ্রীক্ রমণীর সহিত আপনার পরিচয় হইয়াছিল কি?

ব্যা। আইরিন্ নোটারাস্—প্রিয়বন্ধু, স্মরণ রাখিও প্রথমে সুসংবাদ শুনিতে চাহিয়াছি—আইরিন্ নোটারাস্—অহো! যাহার মুখ মনে করিয়া দীর্ঘকাল সকল যন্ত্রণা তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছি—অধিক কি—যাহার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া, অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছি!

অ। আইরিন্ জীবিত আছে; ডামাস্কাসে তাহার পিত্রালয়; সেই স্থানে আপনাদের উভয়ের হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছিল; আপনিও তাহাকে যে পরিমাণে ভাল বাসিয়াছিলেন, আইরিন্ও আপনাকে সেই পরিমাণে ভাল বাসিয়াছিল; স্বর্গীয় প্রেম শব্দটি অমর। এই দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদে আইরিন্ অপর কোন পুরুষকে হৃদয়ে স্থান দেয় নাই।

ব্যা। জগৎপিতা, আপনাকে ধন্যবাদ! আইরিন্ জীবিত আছে, আইরিন্ এখনও আমাকে ভালবাসে! অসম্ভব—বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছি। (চিন্তা করিয়া) না—স্বপ্ন কেন? উপরে চন্দ্র দেখিতেছি, সম্মুখে তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতমালা দেখিতেছি—আমি কথা কহিতেছি! (অটোকে) প্রিয়বন্ধু, ভাই, আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আমি শিশুর ন্যায় আচরণ করিতেছি; কিন্তু স্মরণ রাখিও যে যে ব্যক্তি বিনা কারণে দীর্ঘকাল—দারুণ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহার মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয় ও তাহার বুদ্ধি বৃত্তির স্বাভাবিক প্রখরতা কমিয়া যায়; স্বভাবতঃ সে কোন সুসংবাদ বিশ্বাস করিতে পারে না। আইরিনের সম্বন্ধে আর কি জান বল; তোমার সহিত তাহার পরিচয় আছে? তুমি তাহাকে শেষ কোথায় দেখিয়াছ?

অ। গত রজনীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ব্যা। (সাহ্লাদে) তবে কি আইরিন্ আমাদের নিকটে কোথাও আছে? উঃ আমার মনে একটী ভয়ানক সন্দেহ উদয় হইল! বল, বল, আইরিন্ কি সেই রাক্ষসদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে? তাহা হইলে দুর্গে ফিরিয়া——

অ। না—আপনার আইরিন্ নিরাপদে আছে; তিন ঘণ্টা পরে আপনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন।

ব্যা। তিন ঘণ্টা পরেই সাক্ষাৎ হইবে—সত্য বল?

অ। নিশ্চয়—আমার প্রত্যেক কথা সত্য জানিবেন।

ব্যা। ভাই, তোমার সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না সত্য; কিন্তু এ জগতে তোমার ন্যায় বন্ধু আমার আর কেহ নাই। তুমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমার নিকট প্রেরিত

হইয়াছ—তুমি আসাতে আমি স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি—কেবল তাহা নহে—আইরিন্, প্রাণের আইরিন্‌কে—কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাইব। আইরিন্! তোমার নিষ্পাপ হৃদয় পবিত্র প্রেমে পরিপূর্ণ; এখন বুঝিলাম স্ত্রীলোকের প্রেম স্বর্গীয়, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব সর্ব্বদা বিরাজমান।

ব্যারণের শেষ কথাগুলি শুনিয়া অটোর হৃদয় ব্যথীত হইয়াছিল—তখন সে তাহার দুশ্চরিত্রা ভগিনীর কথা ভাবিতেছিল।

ব্যা। অটো, আইরিনের সহিত কি সূত্রে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং আইরিন্‌ই বা কি নিমিত্ত এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়াছিল, সে কথা আমি এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি না। কি[illegible], এই ঘটনাগুলি আপনা আপনি ঘটে নাই; জগৎপিতার ইচ্ছা না হইলে কখনই এরূপ ঘটিত না। যাহাই হউক, সে গল্প আমি প্রিয় আইরিনের মুখ হইতে শুনিব—তাহার মুখনিস্সৃত গল্প শুনিলে আমি কতদূর আহ্লাদিত হইব তাহা প্রকাশ করিয়া বলা দুঃসাধ্য। বন্ধুবর, তুমি আমাকে যথার্থ সুসংবাদ দিয়াছ—এক্ষণে কুসংবাদগুলি বলিলে বাধিত হইব; আইরিন্ জীবিত আছে শুনিয়া আমার হৃদয়ে বল-সঞ্চার হইয়াছে—এক্ষণে আমি কুসংবাদ শুনিতে প্রস্তুত আছি।

অ। মহাশয়, আপনার যে প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা পরহস্তগত হইয়াছে।

ব্যা। আশ্চর্য্য কথা! দুর্গবাসী নরাধমেরা কতকগুলি দলিল প্রস্তুত করিয়াছিল এবং তাহারা প্রতিদিন আমাকে সেই দলিল গুলিতে নাম স্বাক্ষর করিতে বলিত; কিন্তু আমি জানিতাম যে নাম স্বাক্ষর করিলেই সমস্ত সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইবে; সুতরাং আমি স্বাক্ষর করি নাই—সেই নিমিত্ত দুরাত্মারা আমাকে কত ভয় প্রদর্শন করিত এবং দারুণ যন্ত্রণা দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এক দিবস যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকার পাইলাম কিন্তু তাহারা আমার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিল না। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে তাহারা আমার সম্পত্তি অধিকার করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমি জানি যে, যদি কোন উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত লোক রাজদ্রোহী হয় কিম্বা সম্রাটের সহিত বিপক্ষতাচরণ করে, তাহা হইলে সম্রাট তাহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন; কিন্তু আমি রাজদ্রোহী নহি—আমি সম্রাটকে চিরকাল ভক্তি করি—সে স্থলে——

অ। আপনি প্রথমে আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দিলে বাধিত হইব। আমি একটী লোককে দেখিয়াছি, যাহার অবয়ব, মুখাকৃতি ও দৈর্ঘ্য অবিকল আপনার ন্যায়। আপনি এমন কোন লোককে কখন দেখিয়াছেন? আপনাকে ও সেই ব্যক্তিকে একত্রে দেখিলে যমজ বোধ হয়। নকল এবং আসল স্বর্ণ-মুদ্রায় বিস্তর প্রভেদ আছে স্বীকার

করি, কিন্তু লোকে সময়ে সময়ে প্রতারিত হইয়া থাকে একথা আপনি স্বীকার করেন কি না?

ব্যা। হাঁ, ঠিক আমার মতন দেখিতে একজন লোককে আমি জানি। তাহার ন্যায় দুর্বৃত্ত, অকৃতজ্ঞ ও পাপিষ্ঠ লোক অদ্যাবধি জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

অ। মহাশয়, তবে শুনুন; সেই পামর আপনার বিষয় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছে এবং যতদূর শুনিয়াছি, সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশ লণ্ডভণ্ড করিয়াছে। সেই পামর জাল ব্যারণ জারনিন্ সাজিয়া, আদালত হইতে মহাশয়ের সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়াছে।

ব্যা। অহো, কি শুনিলাম! গ্রেগরি ওয়ালষ্টিন্ ব্যারণের উপাধি গ্রহণ করিয়াছে! সেই নরপিশাচ আমার বাসবাটীতে বাস করিতেছে! সেই পামর আমার পৈতৃক বাটীতে জঘন্য আমোদে দিনাতিপাত করিতেছে! পিতা মৃত্যুকালীন আমাকে প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন; পিতৃব্যও মৃত্যুকালীন তাঁহার সমস্ত বিষয় আমাকে দিয়াছিলেন। হায়, হায়, সেই ধনরাশি শেষে একজন প্রকৃত পক্ষে নীচ লোকের ভোগে আসিয়াছে!

অ। মহাশয়, সেই পামর আমারও যথেষ্ট হানি করিয়াছে; ব্যারণ্ জারনিনের নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া, হতভাগা আমার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছে।

ব্যা। কি ওয়াল্ষ্টিন্ তোমার ভগিনীপতি? বন্ধুবর, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার প্রত্যুপকার করা আমার ক্ষমতাতীত; কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে, ওয়াল্ষ্টিনের সহিত তোমার ভগিনীর বিবাহ হওয়াতে, যদ্যপি তোমাদের সামাজিক মর্য্যাদা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, যদি ভিয়েনার সমস্ত লোক তোমাদের ত্যাগ করে, আমি তোমাদের বক্ষঃস্থলে করিয়া রাখিব, বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব ও তোমাদের উচ্চ পদস্থ করিব।

অ। আইরিন্ আপনার উদারচিত্ত ও মহত্ব সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিল, আপনার শেষ কথাগুলি শুনিয়া অদ্য বুঝিলাম যে আইরিন্ যথার্থ কথাই বলিয়াছিল। মহাশয়, আপনার প্রত্যেক কথা আপনার মহত্বের পরিচয় দিতেছে; এক্ষণে আপনি উভয় সু এবং কুসংবাদ শুনিলেন—একদিকে জনৈক সুন্দরী ধনশালিনী ও বহু সদ্-গুণালঙ্কৃতা রমণী—আপনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, অপর দিকে একজন প্রতারক—নরকের কৃমি—আপনার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লণ্ডভণ্ড করিতেছে।

ব্যা। এক্ষণে কুসংবাদের বিষয় ভাবিতে ইচ্ছা করি না—আমি এক্ষণে কেবল আইরিনের কথা মনে করিব! পনের বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অটো, তুমি কোন রমণীকে কখন ভালবাসিয়াছিলে? না! তবে আমি

এই দীর্ঘকাল যে কি দারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। কারাবাস, উৎপীড়ন, অনাহার প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রণার সমষ্টি সেই দারুণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণার নিকট তুচ্ছ। আইরিনের প্রতি আমার প্রেম ও অনুরাগের শেষ নাই—সে প্রেমের শিখা মৃত্যু ব্যতীত অপর কোন পার্থিব দুর্ঘটনা নির্ব্বাণ করিতে পারে না। এই পনের বৎসর কাল এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি আইরিন্‌কে ভুলিতে পারি নাই; বলা বাহুল্য, আমি ভালবাসার প্রতিদান পাইয়াছি। আইরিন্ যে আমাকে ভালবাসে—অন্তরের সহিত—সে বিশ্বাস আমার এক দিনের জন্যও হ্রাস পায় নাই। আমি জানিতাম আইরিন্ আমাকে ব্যতীত অপর কোন পুরুষকে কখন বিবাহ করিবে না এবং কেবল মাত্র এই বিশ্বাস আমাকে কারাগারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল; আমার মনে যদি কখন—কোন দিবস—এরূপ ধারণা হইত সে আইরিন্ অপরকে ভালবাসিয়াছে, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তে উন্মাদ হইতাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক দিনের জন্যও আমার মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই; কে যেন আমাকে মধ্যে মধ্যে বলিত "আইরিন্ জীবিত আছে"; নচেৎ, আমি দিবানিশি ক্রন্দন করিয়া নিশ্চয় অন্ধ হইতাম এবং আমার কেশরাশি অকালে পক্ক হইত। প্রিয়বন্ধু, পবিত্র প্রণয় বিরল বটে, কিন্তু সেই প্রণয় লোককে ঘোর বিপদেও শান্তিদান করে।

ব্যারণের কথা শুনিয়া অটোর কোমল হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল; মধ্য-রজনী উত্তীর্ণ হইলে চারি জনে পূর্ব্বোক্ত কুটীরের দ্বারে পৌঁছিল। ম্যাজিনি বলিল "ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে।" অটো বলিল "জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, লেডি আইরিন্ নির্ব্বিঘ্নে কুটীরে আসিয়াছেন। (ব্যারণ্‌কে) মহাশয়, আমি অগ্রে ভিতরে যাইয়া আপনার আগমনবার্ত্তা বলি?" কিন্তু সেই সময় ভিতর হইতে রমণী কণ্ঠনিঃসৃত একটী সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল; সঙ্গীত শেষ হইলে ব্যারণ্ বলিলেন "হায়, সেই কণ্ঠস্বর বহুকাল পরে শুনিতে পাইলাম।" এক, দুই, তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইল—ব্যারণ্ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া এবং অটোকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া, সবেগে কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পর মুহূর্ত্তেই আইরিন্ লম্ফ দিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল—আর এক মুহূর্ত্ত—ব্যারণ্ তাহাকে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক!

ব্যা। আইরিন্!

আ। থিওডোর!

উভয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিল। আইরিন্ তখন অটোকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমাকে কি বলিব জানি না; ম্যাজিনিকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব—বৃদ্ধাও আশাতীত পুরস্কার পাইবে; কিন্তু তোমার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। অটো, অদ্যাবধি আমি তোমার ভগিনী

হইলাম এবং তুমি পিওডোরের প্রিয় ভ্রাতা হইলে ; কিন্তু তুমি আমাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র যাইতে পারিবে না—যতদিন জীবিত থাকিবে, আমাদের নিকট তোমাকে থাকিতে হইবে।

সে সময়ে অটোর হৃদয় এতদূর প্রফুল্ল হইয়াছিল যে, সে একটীও বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিল না। আইরিনের অনুচরদ্বয় তখন মেজের উপর প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করিল ; আহারান্তে সকলে প্রফুল্লচিত্তে শয়ন করিল।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে যে যে ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে তাহার দুই মাস কাল অতীত হইয়াছে।

জারনিন্ প্রাসাদের একটী কক্ষে আইডা বসিয়া রহিযাছে ; সেই রাক্ষসীর অন্তঃকরণ দিবানিশি নানাবিধ কল্পনা ও দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ থাকিত—কি উপায়ে সে উচ্চপদ লাভ করিবে সেই বিষয় আইডা ভাবিতে ছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে—মেজের উপর একটী দীপ জ্বলিতেছে ; আইডা চিন্তামগ্ন। অকস্মাৎ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, তাহার স্বামী মদমত্ত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আ। কেন—তোমার প্রিয়বন্ধু সারম্যান্কে একাকী রাখিয়া এখানে আসিলে কেন? তাহাকে কি আর ভাল লাগে না? এই কয় মাস হতভাগা এই বাটীতে বাস করিতেছে ; কিন্তু সে তোমার ভৃত্য হইয়াও তোমার প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ব্যা। অসার—বাজে—কথা কহিও না, আইডা ; তুমি অঙ্গীকার করিয়াছিলে আমি যাহা কিছু করিব তুমি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না ; আমিও অঙ্গীকার করি তুমি যাহা কিছু করিবে, আমিও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব না।

আ। উত্তম কথা—তবে কিজন্য—তুমি আমার কক্ষে আসিয়াছ?

ব্যা। বিশেষ একটী প্রয়োজনীয় কথা বলিতে আসিয়াছি ; তোমার রূপরাশি সারম্যান্কে মোহিত করিয়াছে—বুঝিলে?

আ। কি—সেই নীচাশয় হতভাগার এতদূর স্পর্দ্ধা।

ব্যা। আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি? আর তোমার রূপে না মোহিত হইবেই বা কেন? সারম্যান্ বড় সৌখিন লোক—স্বীকার করি সে একটু অসভ্য—

আ। চুপ—আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না। কি ভয়ানক! তুমি কি সারম্যানের প্রশংসাবাদ করিয়া আমার আনন্দবর্দ্ধন করিতে আসিয়াছ?

ব্যা। ঠিক কথা—সে তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মাদ হইয়াছে—তাহার ইচ্ছা তুমি একাকী না থাকিয়া আমাদের নিকট সদা সর্ব্বদা থাকিবে। অদ্য আমাদের ধুমধামের সহিত ভোজ হইবে; আমি তোমাকে ভোজগৃহে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

আ। আমি ভৃত্যদিগের সহিত একত্রে বসিয়া এক টুকরা রুটি খাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি তোমার বন্ধুর সহিত স্বর্গে বসিয়াও একত্রে আহার করিতে যাইব না।

ব্যা। এ বড় অন্যায় কথা। সারম্যান্ আমার প্রাণের বন্ধু এবং তুমি আমার স্ত্রী; সুতরাং আমার অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমার আজ্ঞা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম——

আ। জন সাধারণের যে নিয়মানুযায়ী বিবাহ হয়—আমাদের সেরূপে বিবাহ হয় নাই; তোমার অর্থের অভাব হইয়াছিল এবং আমার এরূপ একজন উচ্চবংশীয় অথচ নিঃস্ব লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল, যাহাকে জন সাধারণে আমার স্বামী বলিয়া জানিবে। তুমি প্রচুর অর্থ পাইয়াছ—সে অর্থরাশি তুমি নানাবিধ জঘন্য আমোদে ব্যয় করিয়াছ; তাহার উপর একটা ছোটলোককে বাড়িতে আশ্রয় দিয়াছ। সে হতভাগা দিবারাত্রি সুরাপান ও ভৃত্যদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। আমি তোমাকে ভৎর্সনা করিলেই তুমি সেই ঘটনাটি স্মরণ করাইয়া আমার মুখ বন্ধ কর। আজ আবার তুমি একটি নীচ ও জঘন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছ—তোমাকে ধিক্!

ব্যা। তুমি গৃহকর্ত্রী, সুতরাং ভোজগৃহে তোমার উপস্থিত থাকা উচিত।

আ। আমি যদি না যাই?

ব্যা। সারম্যান্ ক্রুদ্ধ হইবে এবং——

আ। এবং সে তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভয় দেখাইবে; কিন্তু সে কথায় আমার প্রয়োজন নাই, কারণ মহাশয়ের সম্বন্ধে যাহা কিছু গুপ্তকথা আছে তাহা জানিবার আমার অধিকার নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি মহাশয় কোন একটী বিশেষ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন আর সেই ছোট লোকটা সে বিষয় জানে; নচেৎ মহাশয় তাহাকে এতদূর প্রশ্রয় কখনই দিতেন না।

ব্যা। তুমি বৃথা তর্ক করিতেছ—

ব্যারণের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে, সারম্যান্ টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "বৃথা, বৃথা, তর্ক করা বৃথা; ব্যারণ, তুমি চলিয়া আসিলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে আসিয়া এই কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। এ কক্ষটি একটী সুন্দর নীড়, বিহঙ্গমটিও অতি সুন্দর—তবে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী—বড়ই একগুঁয়ে। যাহাই হউক আমি তোমাকে অনেকবার বলিয়াছিলাম যে, আমাদের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর একত্রে বসা উচিত; কিন্তু তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর নাই—"আজ নয় কাল" বলিয়া এত দিন ভাঁড়াইয়া আসিয়াছ—

আ। আজ দেখিতেছি তোমার দর্প—তোমার প্রাগল্‌ভা চরম সীমায় আসিয়াছে; পামর, তুমি কি সাহসে আমার কক্ষে প্রবেশ করিলে ?

সা। পু! পু! তোমার কক্ষ! ওঁর কক্ষ! কষ্ট স্বীকার করিয়া দ্বারদেশে আসিয়া দু একটী নূতন কথা শুনিলাম হা হা হা।

আ। ইতর, ছোটলোক!

সা। হা হা হা—ব্যারণের সহিত মহাশয়ার বিবাহ সম্বন্ধে কি শুনিলাম ? আমার প্রাণের বন্ধুর অর্থের প্রয়োজন এবং মহাশয়ার বিবাহিত পরিবারের নামের আবশ্যক হইয়াছিল। হা হা হা! আরও একটী কি ঘটনা হইয়াছিল—কেন, মুখ শুখাইতেছে কেন ? তুমি জানিও যে ইতর ছোটলোক সারম্যান্ মনে করিলেই তোমাকে পদদলিত করিতে পারে। ব্যারণ, তুমি গৃহের বাহিরে যাও, আমি এই স্ত্রীলোকের সহিত দু একটী কথা কহিতে ইচ্ছা করি।

আ। তুমি ঘরের বাহিরে যাইলেই, আমি চাকরদিগকে ডাকিয়া এই পামরকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিব।

সা। ব্যারণ্, শীঘ্র বাহিরে যাও—সাবধান—বিলম্ব করিও না।

ব্যা। ( সক্রোধে ) না, আমি যাইব না।

সা। (তরবারি খুলিয়া ) যাইবে না ? তবে—

ব্যা। ( তরবারি খুলিয়া ) আমি প্রস্তুত আছি; দেখ সারম্যান্, আমি মনে মনে তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি—আজ তোমার বিষয় যাহা হয় নিষ্পত্তি করিব; তুমি দিবানিশি সুরাপান করিতেছ; আমাকে ভয় দেখাইতেছ এবং চাকরদিগকে বিনা কারণে প্রহার করিতেছ; মদমত্ত অবস্থায় তুমি একদিন সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করিবে—আইস, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার প্রাণবধ করিব নয় নিজে নিহত হইব।

আইডা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই সময় জারট্রুড্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যারণকে সম্বোধন করিয়া বলিল "একজন লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

ব্যা। আমি দ্বাররক্ষকদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি কেহ আসিলে বলিও আমি বাড়িতে নাই।

জা। এ লোকটি কোন কথা শুনিল না—বলিল যে আমার নাম শুনিলেই তোমাদের প্রভু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ব্যা। তাহার নাম কি ?

জা। ফ্রিজ্।

ব্যা। ফ্রিজ্! হাঁ, আমি যাইতেছি—ফ্রিজ্ কিজন্য আসিয়াছে ?

সা। নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। উভয়ে তরবারি কোষে পুরিয়া, সত্বর পদক্ষেপে আইডার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নিম্নেরতালায় একটী কক্ষে ফ্রিজ্ মস্তক অবনত করিয়া বিষণ্ণভাবে পদচারণা করিতেছিল ; সারম্যান্ ও ব্যারণ্ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র ফ্রিজ্ বলিল "আমাদের লীলাখেলা শেস হইয়াছে—পক্ষী উড়িয়া গিয়াছে।" তাহার কথা শুনিয়া উভয়ে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। ফ্রিজ্ বলিল "যথার্থ ব্যারণ্ পলাইয়াছে ; অটো পিয়ানাল্লা কৌশল করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই ব্যারণকে উদ্ধার করিয়াছে। অটো ফাদার আন্‌স্লেমের প্রাণবধ করে নাই, কিন্তু তাহাকে ভয়ানক শাস্তি দিয়াছে।"

ব্যা। কি—অটো পিয়ানাল্লা ?

ফ্রি। হাঁ—এক দিবস কোন সুযোগে সে দুর্গমধ্যে আসিয়াছিল ; ফাদার আন্‌স্লেম্ বলিল অটোই পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিয়া ব্যারণ্‌কে লইয়া পলাইযাছে।

সা। "লীলাখেলা অবসান ! তবে আর এ স্থানে থাকি কেন—হা হা হা" সারম্যান্ সবলে দরজা অভিমুখে যাইয়া পুনরায় বলিল "কি তুমি আমাদের গুপ্তকথা শুনিতেছিলে" ? তৎপরেই সে আইডার দুই হস্ত ধরিয়া সবলে তাহাকে কক্ষমধ্যে টানিয়া আনিল। আইডা বলিল "পামর, হাত ছাড়িয়া দাও আমি সব শুনিয়াছি ; যথার্থ ব্যারণ পলাইয়াছে ! আমার ভ্রাতা অটো তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে ! ইহার অর্থ কি বুঝাইয়া দাও—— বিলম্ব করিও না।

সা। ( উচ্চ হাস্য করিয়া ) সব কথা শুনিবেন ? অতি উপাদেয় সংবাদ— আপনার স্বামী ব্যারণ্ নহেন ; যিনি যথার্থ ব্যারণ্ তিনি তুরস্কদেশে ভ্রমণকালীন দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলেন ; তৎকালে দস্যুরা পোতে চড়িয়া জলপথে দস্যুবৃত্তি করিত এবং বন্দীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দাঁড় টানাইয়া লইত। ব্যারণ্ জারনিনকে দাঁড় টানিতে হইত, আপনার উপযুক্ত ও মান্যবর স্বামী মহাশয় ও দাঁড় টানিতেন। ইঁহার নাম গ্রিগরি ওয়াল্‌ষ্টিন হা হা হা।

আ। কি ভয়ানক !

আইডা একখানি কৌচের উপর শয়ন করিল—আইডা কাঁপিতে ছিল। পরমুহূর্ত্তেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, জনৈক উচ্চ পদস্থ পুলিষ কর্ম্মচারী একজন সশস্ত্র সৈনিক সমভিব্যাহারে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

পু-ক। ( ওয়াল্‌ষ্টিনকে ধরিয়া ) প্রবল প্রতাপশালী জারম্যান্ রাজ্যের সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে বন্দী করিলাম।

আ। আমার স্বামী কি অপরাধ করিয়াছে জানি না, কিন্তু ( সারম্যানকে দেখাইয়া) নিশ্চয় বলিতে পারি এই লোকটি উহার সহিত একত্রে সেই দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়াছে।

দুইজন সৈনিক তৎক্ষণাৎ সারম্যান্‌কে বন্দী করিল। আইডা এখন সারম্যানের প্রতি কুটিল ও ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সৈনিকদিগের নায়ক তাহার পর ফ্রিঞ্জকে বলিল "তুমিও সম্ভবতঃ ইহাদের সঙ্গী, তোমাকেও বন্দী করিলাম। সারম্যান্ বলিল "আর ঐ স্ত্রীলোকটাকেও বন্দী করা উচিত ; ওর স্বামীর কথা ও নিশ্চয় সব জানে।

পু-ক। আমার হস্তে যে পরওয়ানা রহিয়াছে, তাহাতে কোন স্ত্রীলোককে ধরিবার আজ্ঞা নাই।

সা। আমি জানি ও অন্য অন্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। আইডা একমুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল।

পু-ক। কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বলিতে পার ?

সা। তাহা ঠিক জানি না।

পু-ক। অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত দোষারোপে আমি উহাকে ধরিতে পারিব না। (সৈনিকদিগকে) এই তিনজনকে সঙ্গে লইয়া চল—সাবধান, যেন একজনও না পলাইতে পারে। দুইজন সৈনিক প্রথমে সারম্যান্‌কে বাহিরে লইয়া চলিল ; আইডা সারম্যানের প্রতি আর একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইল ; সেই দুশ্চরিত্রা নারীকুলকলঙ্কিনীর অন্তঃকরণ লৌহ অপেক্ষা কঠিন হইয়াছিল ; সারম্যান্‌কে বিপদে ফেলিয়া রাক্ষসী পরম সন্তুষ্ট হইল। পূর্ব্বে সারম্যান্ তাহাকে যে ভয়ানক অপমান করিয়াছিল সে কথা আইডা একেবারে ভুলিয়া যাইল। সে যে প্রতারক গ্রিগরি ও ওয়াল্‌ষ্টিনের পত্নী সে কথাও আইডা সে সময় ভুলিয়া গিয়াছিল।

সৈনিকগণ তিনজন বন্দীকে লইয়া বাটীর বাহিরে আসিল ; সেই সময় একটী স্ত্রীলোক রাজবর্ত্মে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ মখমলে আচ্ছাদিত ; দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে একটী বহুমূল্য ও অভিনব ধরণে গঠিত অঙ্গুরীয়ক শোভা পাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি ওয়াল্‌ষ্টিনের নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল "ভয় পাইও না"। এই দুটী কথা বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া যাইল।

একজন সৈনিক ওয়াল্‌ষ্টিনকে বলিল "ঐ স্ত্রীলোকটি তোমার সহিত কোন কথা কহিয়াছে" ? ওয়াল্‌ষ্টিন বলিল " না "।

## ষোড়শ অধ্যায়।

১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের নবম দিবসে, ভিয়েনার প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে ভয়ানক জনতা হইয়াছে—গ্রিগরি ওয়াল্‌ষ্টিনের বিচার হইবে।

একটী মঞ্চের উপর তিনজন বিচারপতির বসিবার আসন—উপরে মখমলের চন্দ্রাতপ ঝুলিতেছে, তাহাতে সুবর্ণ ঝালর

মধ্যের আসনে প্রধান. বিচারপতি কাউন্ট কনিংসেন্ বসিয়াছেন; মঞ্চ হইতে কিয়ৎদূরে একটী লৌহ গরাদিয়া বেষ্টিত স্থানে ওয়াল্‌ষ্টিন ও তাহার সঙ্গীদ্বয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তিন জনই শৃঙ্খলাবদ্ধ।

সাক্ষীদের বসিবার আসনে ব্যারণ্ জারনিন্, অটো পিয়ানাল্লা, ম্যাজিনি এবং জিল্‌ড্রেডা বসিয়াছিল।

বিচারগৃহ জনতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু সাধারণ লোক গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পায় নাই। কেবল উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোক প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। যথার্থ ব্যরণের পার্ব্বত্য দুর্গে কারাবাস, অটোর সাহায্যে তাঁহার স্বাধীনতা লাভ ও জাল ব্যারণের গল্প ভিয়েনাবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই শুনিয়াছিল। বিচার গৃহের বারেণ্ডায় ও বিচারালয়ের চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। আইডা বিচার গৃহে উপস্থিত ছিল না। কাউন্ট অফ অরোণা দর্শকদিগের বসিবার মঞ্চের সম্মুখের আসনে বসিয়াছিলেন। আইরিন্ ও নাইনা কাউন্টের নিকটেই বসিয়াছিল। দর্শকবৃন্দের ভিতরে জনৈক রমণী বসিয়াছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা আবশ্যক। স্ত্রীলোকটির মুখ কৃষ্ণবর্ণ মখমলের আবরণে আচ্ছাদিত। ফষ্ট্ যে স্থানে বসিয়াছিল তাহার সম্মুখে অথচ সে স্থান হইতে দূরে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল। ফষ্ট্ একদৃষ্টে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে-ছিল—একবার মাত্র রমণী তাহার দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া মুখের আবরণ ভাল করিয়া টানিয়া দিল। ফষ্ট্ দেখিল তাহার হস্ত সুগঠিত—সহসা সেরূপ সুগঠিত হস্ত দেখা যায় না; ফষ্ট্ আর দেখিল তাহার মধ্যম অঙ্গুলিতে একটী নূতন ধরণে গঠিত অঙ্গুরীয়ক রহিয়াছে।

দর্শকবৃন্দ অনিমিষ নয়নে ব্যারণ্ জ্যারনিন্ ও ওয়াল্‌ষ্টিনকে দেখিতেছিল। উভয়ের ব্যাহ্যিক সাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই দেখিল ব্যারণের কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, দৃষ্টি নিক্ষেপ যথার্থ উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় এবং ওয়াল্‌ষ্টিন অসভ্য ও নীচ বংশীয়; কেবল ব্যারণের অনুপস্থিতিতে ওয়াল্‌ষ্টিন কর্ত্তৃপক্ষীয়-দিগকে প্রতারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। উভয়কে একত্রে দেখিয়া, কে যথার্থ ব্যারণ্, তাহা দর্শক মণ্ডলী সহজে বুঝিতে পারিল।

প্রধান বিচারপতি ব্যারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন"। ব্যারণ্ বলিলেন "এই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাকে গুরুতর অভিযোগ করিতে হইবে কেবল তাহা নহে আমি যে আমার বিষয় সম্পত্তি ও উপাধির যথার্থ অধিকারী, তাহাও আমাকে প্রমাণ করিতে হইবে; সুতরাং সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হইবে।"

প্র-বি। যাহা কিছু বলিবার আছে সমস্ত কথা বিস্তার করিয়া বলিবেন। এরূপ অত্যদ্ভুত ঘটনা অতি বিরল, আপনি যাহা কিছু বলিবেন আমরা মনোযোগের সহিত শুনিতে বাধ্য।

ব্যা। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে আমি তেইশ বৎসরে পদার্পণ করি। প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া, আমি আমার পিতৃদত্ত বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হই; তাহার কিছু পরেই আমার পিতৃব্য অপুত্রক অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহারও সমস্ত সম্পত্তি আমি পাইয়াছিলাম। আমি বাস্তবিক বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলাম। তাহার পূর্ব্বে একদিন ও আশা করি নাই যে প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া, আমি জারম্যান্ সাম্রাজ্যের উচ্চতম ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইব।

বাল্যকাল হইতেই দেশ পর্য্যটন করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পুরাকালে অলিমপিয়াস পার্ব্বত্য বিভাগে যে ক্ষুদ্রজাতি বাস করিত সেই জাতি এক সময় প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া স্বীয় বাহুবলে দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করিয়া, দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল।

পুরাতন বাইজান্সিয়াম সহর তাহাদের রাজধানী ছিল। সকলেই ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন যে সেই জাতি এক সময় এতদূর প্রবল প্রতাপশালী হইয়াছিল যে রণজয়ী হইয়া তাহারা অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরির সীমা অবধি আসিয়াছিল। সেই প্রাচ্য জাতীর সভ্যতা, লোকাচার ও দেশাচার দেখিবার জন্য আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম; পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেই তুরস্ক সাম্রাজ্য দেখিতে যাইব।

পিতা ও পিতৃব্য পরলোক গত হইলে, বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার কয়েকজন বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত লোকের হস্তে অর্পণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিবার সমস্ত আবশ্যকীয় আয়োজন করিলাম এবং ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে ছয় জন অনুচর সমভি-ব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলাম।

ভ্রমণকালীন আমরা বহুবিধ বিপদে পতিত হইয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে সে গল্প বলিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। সারভিয়া, মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালচিয়া প্রদেশের দ্রষ্টব্য বিভাগগুলি দেখিয়া রুমেলিয়া অতিক্রম করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ ইস্তামবুল সহরে পহুঁছিলাম। সে স্থানে কয়েক মাস থাকিয়া এনাটোলিয়ায় যাইলাম। ব্রুসাতে সুলতানদিগের সমাধিস্থান; ব্রুসা দেখিয়া, কারমেনিয়া অতিক্রম করিলাম অবশেষে সিরিয়াতে পহুঁছিলাম। পূর্ব্বোক্ত কয়টি দেশে ভ্রমণ করিতে ঠিক দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল; ১৪৮১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একদিবস আমরা একটী মরুভূমি অতিক্রম করিতেছিলাম, পথে অত্যন্ত দস্যুভয় থাকাতে, আমি আলিপোর শাসনকর্ত্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করেন এবং কুড়ি জন সশস্ত্র সৈনিককে আমার সহিত দিয়াছিলেন।

ডামাস্‌কাসের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল; পরে আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই ঘটনা তাহারই মূলীভূত কারণ। আমরা রাজধানীর সন্নিকটে

আসিয়াছি এমন সময় একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করিল; তাহাদের দলে অন্ততঃ ষাইট জন বলিষ্ঠ ও সশস্ত্র লোক ছিল। আমি, আমার ছয় জন অনুচর ও বিংশতি জন সৈনিক তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলাম কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইলাম। দস্যুদল আমার ছয় জন অনুচর ও বার জন সৈনিককে নিহত করিল। জগদীশ্বরের কৃপায় ঠিক সেই সময়ে, সিরিয়া-নিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক অনুান দুই শত অস্ত্রধারী লোক সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আসিলেন। বণিকের নাম ডিমিট্রিয়াস্ নোটারাস্, তাঁহার অনুচরেরা দস্যুগণকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে প্রায় পঁচিশ জন দস্যু ধরাশায়ী হইল অবশিষ্ট কয়জন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। আমি দারুণ আঘাত পাইয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়াছিলাম; বণিক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। আমি বহুকাল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারি নাই, বণিকতনয়া আইরিন্ নোটারাস্ আমার পার্শ্বে সর্ব্বক্ষণ থাকিত এবং আমাকে ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে যত্ন করিত; নিয়মিত সময়ে ঔষধ সেবন, পথ্য দান, ক্ষত স্থান প্রক্ষালন ইত্যাদি সমস্ত ভার সে স্বেচ্ছায় স্বহস্তে লইয়াছিল। আমি তাহার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না; বহুকাল একত্রে থাকিয়া আমাদের উভয়ের মনে প্রণয় জন্মিয়াছিল, ক্রমে সেই প্রণয় এতদূর গাঢ় হইল যে, একদিবস আমি তাহার পিতার নিকট সমস্ত কথা বলিলাম ও আইরিনকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। বণিক আমার নাম ও উপাধি জানিতে পারিয়া আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি প্রচুর ধনরাশির ঈশ্বর, আইরিনের পিতার ও প্রচুর অর্থ ছিল। ডিমিট্রিয়াসের পুত্র-সন্তান ছিল না সুতরাং আইরিনই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। আমাদের বিবাহের দিন স্থির হইল।

যে দিবস বিবাহ হইবার কথা ছিল তাহার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাকালে আমি একজন স্বর্ণকারের দোকানে আইরিনকে উপঢৌকন দিবার জন্য কতকগুলি অলঙ্কার ক্রয় করিতে ও আমার দেশীয় জারম্যান স্বর্ণকারের হস্ত নির্ম্মিত কতকগুলি অলঙ্কার বদল করিতে গিয়াছিলাম। অলঙ্কার ক্রয় হইলে সত্তর পদে আইরিনের বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, এমন সময় একজন লোক পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমার মস্তকের উপর একখানি সাল নিক্ষেপ করিল ও আর একজন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সালখানি মুখে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিল; অপর দুই জন লোক আমাকে শূন্যে উঠাইয়া স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া দ্রুত পদে লইয়া যাইল; প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে একস্থানে আসিয়া তাহারা আমাকে স্কন্ধদেশ হইতে ভূমিতে নাবাইয়া চক্ষুর আচ্ছাদন খুলিয়া দিল। আমি কোন পথ দিয়া কোথায় আসিলাম কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সেই স্থানে আর কয়টি লোক অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করিতেছিল—চারিজন বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে একটী অশ্বের উপর উঠাইয়া দিল ও সেই মুহূর্ত্তে আমাকে বেষ্টন করিয়া তাহারা পবণবেগে অশ্ব চালন করিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটী পর্ব্বত গুহাতে প্রবেশ করিলাম। যে দস্যুদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার নায়ক ও আর তিন জন সেই দিবস সন্ধ্যার সময় আমাকে স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল; সেই পামরেরাই আমাকে বন্দী করিয়াছিল। গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়াই দুরাত্মারা আমার সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইল, কেবল আমার কোমরবন্ধের ভিতর যে কতকগুলি বহুমূল্য হীরা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহার সন্ধান করিতে পারে নাই। আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম যে "যদি অমাকে ডামাসকাসে ফিরিয়া যাইতে দাও, তাহা হইলে উদ্ধার মূল্য স্বরূপ বিস্তর অর্থ দিব"। দুরাত্মারা সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া পরদিবস প্রত্যুষে সমুদ্রতট নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে লইয়া যাইল। কোথায় আইরিনের সহিত পরদিবস বিবাহ হইবে আর কোথায় দুরাত্মারা আমাকে লইয়া আসিল। আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তৎকালীন আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তিন দিবস পরে আমরা সমুদ্রতটে পঁহুছিলাম; এই স্থানে পামরেরা টিউনিস দেশীয় একখানি দস্যুপোতে আমাকে বিক্রয় করিল। পোতাধ্যক্ষ কিছুক্ষণ পরেই জাহাজ খুলিয়া দিল; কিন্তু সেই দিবস সন্ধ্যার সময় তুরক্ষ সম্রাটের একখানি রণপোত আমরা অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম; সম্রাটের সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। বোম্বেটিয়ারা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত হইল, রণপোতের অধ্যক্ষ তখন বোম্বেটিয়াদিগকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা দিয়া আমাদের সকলকে বন্দী করিল এবং কটিদেশে লৌহ শৃঙ্খল পরাইয়া পোত-পৃষ্ঠে বসাইয়া রাখিল। আমাদিগকে সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিতে এবং দাঁড় টানিতে হইত। আমার নাম, পদমর্য্যাদা প্রভৃতি অধ্যক্ষকে জানাইলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় জারম্যানি ও তুরক্ষ যুদ্ধে মাতিয়াছিল; সুতরাং অধ্যক্ষ আমার কোন কথা শুনিল না। আমার কোমরবন্ধের ভিতর যে হীরক খণ্ডগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম সে গুলির সন্ধান কেহই পায় নাই; কারণ সকলে জানিত যে আমি দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলাম সুতরাং দস্যুগণ নিশ্চয় আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

আমার তৎকালীন যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণণাতীত; যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া সমস্ত দিবস দাঁড় টানিতে হইত, সেই আসনেই রাত্রি যাপন করিতে হইত। আমরা মনোযোগের সহিত দাঁড় টানিতেছি কি না দেখিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট আসিত। তাহার হস্তে সর্ব্বদা একগাছি চাবুক থাকিত, চাবুকের সাতটি নড় এবং প্রত্যেক নড়ের মুখে এক একটী সীসকের গুলি সংলগ্ন। তাহাকে দেখিলেই আমি ভীত হইতাম; দ্বিতীয়তঃ আমার সঙ্গীবর্গের মধ্যে একজন ও ভদ্র লোক ছিল না প্রায় সকলেই গাঁটকাটা, খুনে, গুণ্ডা নয় ডাকাইত। তাহাদের স্বাভাবিক জঘন্য

কথোপকথন ও বিদ্রূপাত্মক অশ্লীল কথা দিবানিশি শুনিতে হইত এবং শুকরেও যে খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করেনা তাহা হইতেও খারাপ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হইত। নির্ম্মল জল একদিন ও পান করিতে পাই নাই। দারুণ কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত, সুতরাং সমস্ত দিবস তৃষ্ণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতাম। কিন্তু সকল দারুণ কষ্টের উপর যখন আইরিনের কথা মনে উদয় হইত তখন আমার অবস্থা যে কি ভয়ানক হইত তাহা প্রকাশ করিয়া কি বলিব? ইচ্ছা হইত আত্মহত্যা করিয়া যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি লাভ করি। মনে হইত, আইরিন আমাকে ঘোর বিশ্বাসঘাতক ভাবিতেছে, কিম্বা ভাবিতেছে আমি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছি।

এক বৎসর সেই অবস্থায় অতীত হইল; সেই সময় ভিনিস সাধারণতন্ত্র আরমেনির সহিত যোগ দিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। একখানি ভিনিসিয়ান্‌ রণপোত অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তাহারা পরাজিত হইল। তুরস্ক পোতাধ্যক্ষ ভিনিসিয়ান্‌ পোত হইতে একদল লোককে বন্দী করিয়া আমাদের পোতে আনিল; বন্দীগণের মধ্যে আমার স্বদেশবাসী দুইজন লোক ছিল গ্রিগরি ওয়াল্‌ষ্টিন ও সারম্যান্‌। আমরা তিনজনে এক স্থানে বসিয়া দাঁড় টানিতাম।

ওয়াল্‌ষ্টিনকে দেখিয়াই আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম, বোধ হইল সে আমার যমজ সহোদর স্বদেশবাসী বলিয়া কিছু কাল পরে উভয়ের সহিত আমি বন্ধুত্ব স্থাপন করিলাম, কিন্তু সারম্যানের অপেক্ষা আমি গ্রিগরিকে ভাল বাসিতাম। পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিবার বিস্তর সময় ও সুবিধা ছিল; ঘনিষ্টতা স্থাপিত হইলে আমি ওয়াল্‌ষ্টিনকে আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল সমস্ত বলিলাম। আমি স্বীয় দুঃখের কাহিনী একজন স্বদেশবাসীকে শুনাইয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিতাম।

ওয়াল্‌ষ্টিন তাহার জীবন বৃত্তান্ত আমার নিকট অকপটে বলিয়াছিল; ইতালিতে জুয়া খেলিয়া ও মদ্য পান করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল; তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া সে ভীম সভার একজন প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হয়; সভার একখানি গুপ্তলিপি লইয়া সে ভিনিসিয়ান্‌ রণপোতে আসিয়াছিল, শেষে তুরস্ক পোতের অধ্যক্ষ তাহাকে বন্দী করে। আমি তাহার প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিছু কাল পরে দেখিলাম ওয়াল্‌ষ্টিন প্রত্যহই পশ্চাত্তাপ করিত; আমি তাহাকে একদিবস বলিলাম যে "যদি আমি কখন স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, তোমাকে সাহায্য করিব ও যাহাতে তুমি সৎপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার তাহার সুবিধা করিব"। আমি বাস্তবিক তাহাকে এতদূর বিশ্বাস করিতাম যে, আমার কোমরবন্ধে যে বহুমূল্য হীরক ও অন্যান্য অলঙ্কার ছিল, সে কথাও তাহাকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু সারম্যান্‌ সে কথার বিন্দু বিসর্গ ও জানিত না কারণ আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিতাম না। দিনের পর দিন,

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল ; স্বাধীনতা লাভের করিবার আশা মন হইতে দূরীভূত হইলও দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার শেষ ছিল না। অবশেষে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে, এক দিবস অনুপেক্ষিতভাবে এবং অকস্মাৎ স্বাধীন হইবার সুযোগ হইল। সেই সময় আমরা একখানি ক্ষুদ্র রণপোতে দাঁড় টানিতে টানিতে মেরিয়া অভিমুখে যাইতেছিলাম। একদিন প্রাতঃকালে একখানি ভিনিসিয়ান্ রণতরী অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল এবং তিন ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ করিয়া, তুরস্ক সৈন্যবর্গকে পরাজিত করিল। আমরাও সেই দণ্ডে স্বাধীনতা লাভ করিলাম। ভিনিসিয়ান্ পোতাধ্যক্ষ আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ; আমার অনুরোধে পোতাধ্যক্ষ আমার সঙ্গীদ্বয়কেও যথেষ্ট যত্ন করিতেন ; কিছু দিবস পরে আমরা ভিনিসে পঁহুছিলাম।

বলা বাহুল্য যে, স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমি ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলাম। ভাবিলাম নয় বৎসর কাল অনুপস্থিতে আমার বিষয় সম্পত্তি হয়ত লণ্ড ভণ্ড হইয়াছে ; শেষে স্থির করিলাম যে প্রথমে আইরিনকে একখানি পত্র লিখিয়া সমস্ত কথা জানাইব এবং সেই দিবস ভিনিসে থাকিয়া পর দিবসেই ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিব। সর্ব্ব প্রথমে কতকগুলি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলাম ; ওয়ালষ্টিন আমার সহিত ভিয়েনায় যাইতে স্বীকার পাইল, সারম্যান্ বলিল "আমি ভিনিসে থাকিব।" আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বলিলাম "নবজীবন আরম্ভ কর, কদাচ কুপথগামী হইও না।"

ভিনিসের একটী পান্থনিবাসে দুটী ঘর ভাড়া করিলাম ; সন্ধ্যার সময় ওয়ালষ্টিনকে বলিলাম "চল, সহর ভ্রমণ করিয়া আসি" ; সে বলিল "শরীর অসুস্থ আমি বাসাতেই থাকিব"। আমি একটী পান্থনিবাস ত্যাগ করিয়া সহরের সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কার রাজবর্ত্ম এবং অট্টালিকা সমূহ দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। একটী সুন্দর বাটীর সম্মুখে আসিয়াছি এমন সময় বোধ হইল ওয়াল্‌ষ্টিন সেই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি অবিরাম নয় বৎসর কাল বিপদগ্রস্ত হয়, তাহার মন স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে ; সুতরাং ওয়াল্‌ষ্টিনের উপর আমার সন্দেহ হইল। সেই বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ওয়াল্‌ষ্টিনের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। একমুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম ; সম্মুখের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরের তলায় উঠিয়া দুই তিনটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া একটী ঘরে প্রবেশ করিয়াই একটী রোমাঞ্চকারী দৃশ্য দেখিলাম।

সে ঘরে কোন লোক কিম্বা গৃহোপকরণ ছিল না, একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছিল এবং একটী মেজের উপর তিনটি বড় কাচের শিশি রহিয়াছিল ; শিশি তিনটির গাত্রে যে চিরকুট ছিল তাহাতে "ক্যান্‌টারেলা" ও আর কতকগুলিতে "ক্যান্‌টারেলা জল"

লেখা ছিল। ঘরের এক কোণে একটী প্রকাণ্ড ভল্লুকের মৃতদেহ কড়িকাঠের হুক হইতে ঝুলিতেছিল। কোন ব্যক্তি ভল্লুকটির চারি পদ বাঁধিয়া ঝুলাইয়াছিল এবং ঠিক তাহার মুখের নিম্নে একখানি রূপার থাল রহিয়াছিল; ভল্লুককণ্ঠনিসৃত গেঁজলা সেই থালায় পড়িতে ছিল; আমার বোধ হইল শিশিগুলির ভিতরে সেই গেঁজলা রক্ষিত ছিল। ঘরের আর এক কোণে একটী প্রকাণ্ড মৃত বৃষ চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার চারি পদ চারিটা খুঁটিতে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ এবং উদর তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ছেদিত। আর দেখিলাম কোন লোক সেই স্থান হইতে অপর একটী কক্ষে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছে কারণ সেই স্থান হইতে শেষোক্ত কক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত শোণিতাক্ত মনুষ্য-পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম, শেষোক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি একখানি পালঙ্কে একখানি শোণিতার্দ্র চাদর রহিয়াছে। আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মনুষ্য পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল; কিন্তু আমাকে দেখিবা-মাত্র পুরুষটি সত্বর পদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে লোকটি যে ওয়াল্‌ষ্টিন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্ত্রীলোকটিকে অপ্সরী শ্রেণীভুক্ত করিলেও তাহার রূপের সঠিক বর্ণনা হয় না। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল "আপনি কি সাহসে এ স্থানে অনধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন?" আমি আমার নাম গোপন না করিয়া, সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তখন সে আমায় কেবল মাত্র বলিল "আপনি ফিরিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া এখানে যাহা কিছু দেখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না।" আর কোন কথা না বলিয়া রমণী [illegible]ভুকতার সহিত আমাকে বাটীর বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। স্ত্রীলোকটি কে জা[illegible]তে পারিলাম না, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিতে একটী বহুমূল্য ও অভিনব ধরণে গঠিত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াছিলাম; উপরে সিংহের মুখ ও তাহার চতুর্দ্দিকে হীরকখণ্ড বসান।

সত্বরপদে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, ওয়ালষ্টিন একখানি চৌকিতে স্থিরভাবে বসিয়া সুরাপান করিতেছে; আমি তাহাকে প্রশ্ন করাতে সে বলিল যে, সে পান্থ-নিবাসের বহির্ভাগে একবারও পদার্পণ করে নাই। আমি তাহার উত্তর শুনিয়া বাস্তবিক বিস্ময়াপন্ন হইলাম; তাহার পর, আমি যে যে স্থানে গিয়াছিলাম ও যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, সমস্ত তাহাকে বলিলাম। ওয়াল্‌ষ্টিন বলিল "কি অদ্ভুত ব্যাপার! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, দুইজনে সেই স্থানে যাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আসি।" আমি বলিলাম "না সেখানে পুনরায় যাইতে ইচ্ছা করি না!" এই বলিয়া আমি আমার কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলাম।

প্রাতঃকালে আমরা পান্থনিবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জুলিয়ান্ আল্পস্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম; পথে দস্যুভয় থাকায় ওয়াল্‌ষ্টিন তিনজন অস্ত্রধারী লোককে আমাদের

সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল ; সে তিনজনের নাম ফ্রিজ, কারলো ও কন্‌রেড্‌। সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা একখানি কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম—ওয়াল্‌ষ্টিন বলিল "এই কুটীরে রজনী যাপন করিতে হইবে।" আমি শয়ন করিয়াছি মাত্র এমন সময় দুরাত্মারা আমার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, আমার হস্ত পদ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল! তাহার পর পামরেরা আমাকে সেই অবস্থায় ধর্ম্মশালায় লইয়া যাইল। আট বৎসর কাল আমি সেই পৈশাচিক স্থানে অতিবাহিত করিয়াছি।

আমি একটী আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে থাকিতাম ; প্রাঙ্গণের এক দিকের উচ্চ দেওয়ালে একটী ক্ষুদ্র জানেলা ছিল ; সে জানেলাটি সদা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত ; কিন্তু কখন কখন অসাবধানতা বশতঃ ধর্ম্মশালার অনুচরেরা জানেলা বন্ধ করিতে ভুলিয়া যাইত। আমিও জানেলার সম্মুখে সমস্ত দিবস দাঁড়াইয়া বহির্ভাগের স্বাভাবিক দৃশ্যাবলি দেখিতাম ও ভাবিতাম যে চিরজীবনের জন্য এই প্রকাণ্ড জগতের কেবল মাত্র সেই দৃশ্য দেখিতে হইবে—তাহাও মধ্যে মধ্যে! ছয় বৎসর পূর্ব্বে এক দিবস জানেলা হইতে একটী লোককে বাহিরের পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম ; আমি উচ্চস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিলাম "ভাই আমাকে রক্ষা কর" কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে দুই তিনজন অনুচর আমাকে সবলে ভিতরে টানিয়া আনিল এবং একজন জানেলা বন্ধ করিয়া দিল। সে লোকটির নাম ম্যাজিনি—সে এখানে উপস্থিত আছে ; দুরাত্মারা ম্যাজিনিকে দুর্গের ভিতরে আনিয়া নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল—সে কথা আপনারা ম্যাজিনির মুখ হইতে শুনিবেন। ম্যাজিনির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবার পর অপর দুই তিন জন দেশপর্য্যটককে জানেলা হইতে বাহিরে দেখিতে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু কেহই আমাকে দুর্গ হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই। অবশেষে এক দিবস আমি জানেলা হইতে অটো পিয়ানাল্লাকে দেখিতে পাই এবং অটোই আমাকে উদ্ধার করে।

যে আট বৎসর আমি ধর্ম্মশালায় ছিলাম, তাহার মধ্যে প্রতি দিবসই আমাকে বহুবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত ; কিন্তু সেই আট বৎসর ওয়াল্‌ষ্টিনকে এক দিবসের নিমিত্তও সেখানে দেখিতে পাই নাই। আমার প্রধান উৎপীড়কের নাম ফাদার আনশ্লেম্—সেই লোকটি ধর্ম্মশালার প্রধান পুরোহিত। আনশ্লেম্ তিন বৎসর—প্রতি দিবস—আমার নিকটে আসিত ও আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাহার নামে দানপত্রে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিত। আমি সেই তিন বৎসর কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই ; কিন্তু দীর্ঘকাল কারাবদ্ধ থাকিয়া এবং স্বাধীনতা লাভ করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু সে আমার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিল না ; তখন আমি চিত্তস্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি ও

বিবেচনা শক্তি হারাইয়া বাতুলের স্থায় হইলাম। ভাবিলাম চিরজীবন কারাবদ্ধ থাকা অপেক্ষা, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্বাধীন থাকা শ্রেয়—আমি তখন আনস্লেমের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু সে বলিল যে যতদিন না দানপত্র আদালতে গ্রাহ্য হয় ও সে নির্ব্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তির অধিককারী হয়, ততদিন আমাকে কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে। তখন আমি তাহার দুষ্টাভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম——যে বিনা দোষে আমাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—সে আমার সম্পত্তির অধিকারী হইলে কখনই আমাকে কারামুক্ত করিবে না; কারণ একবার কারামুক্ত হইলে আমি নিশ্চয়ই আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিব। এই ভাবিয়া আমিও তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না।

কিন্তু তাহার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক দিনও আনস্লেম্ আর সে কথা উত্থাপন করে নাই। হায়! দুরাত্মারা অন্য একটী জঘন্য উপায়ে তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিল; সে কথা আমি তখন জানিতে পারি নাই—কারণ জানিবার কোন উপায় ছিল না। ওয়াল্ষ্টিনের মুখাকৃতি, অবয়ব, দৈর্ঘ্য অবিকল আমার স্থায়; এরূপ সাদৃশ্য অতি বিরল। আমার গত জীবনের সমস্ত ঘটনা পামর জানিত; সুতরাং সে কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এবং জনসাধারণকে অতি সহজে প্রতারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আর আমার কিছু বলিবার নাই।

আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু সে ক্ষতি প্রচুর পরিমাণে পূরণ হইয়াছে, কারণ, ব্যারণেস্ অফ্ জারনিনের পিতা ডিমিট্রিয়াস্ নোটারাস্ মৃত্যুকালীন তাঁহার বিপুল ধনরাশি তাঁহার দুহিতাকে দান করিয়া যান। আমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও অতুল ধনরাশির অধীশ্বর হইয়াছি, কিন্তু গ্রিগরি ওয়াল্ষ্টিনের সমুচিত শাস্তি পাওয়া উচিত।

প্র-বি। সারম্যানের বিরুদ্ধে আপনি কোন দোষারোপ করিবেন না?

ব্যা। না।

প্র-বি। তাহা হইলে সারম্যান্‌কে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দিলাম। গ্রিগরি ওয়াল্ষ্টিন ও ফ্রিজ্ নিশ্চয় দণ্ডার্হ। তাহাদের কল্য বিচার হইবে।

## সপ্তদশ অধ্যায়।

ব্যারণ্ জারনিনের শোকোদ্দীপক গল্প শুনিয়া, ভিয়েনাবাসী মাত্রেই অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল; বিশেষতঃ ব্যারণ্ ভিনিসে যে লোমহর্ষণকারী দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কেহ কিছুই নির্ণয় বা অনুমান করিতে পারিলনা; কিন্তু সকলে একমতে বলিল যে ভিনিসে ব্যারণ্ যদ্যপি সেই বাটীতে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কারাবদ্ধ হইতেন না; সেই বাটীর লোকেরা নিশ্চয় তাহাদের কার্য্যাবলির

কথা প্রকাশ হইবার ভয়ে, তাঁহাকে ধর্ম্মশালায় পাঠাইয়াছিল; তবে তাহারা কে সে বিষয় কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না।

প্রধান বিচারপতি বিচারালয় হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া, সম্রাট্ ম্যাকসমিলিয়ানের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন; সম্রাট্ স্বভাবতঃ উদারচেতা ও মুক্তহস্ত ছিলেন; তিনি এক্ষণে ব্যারণ্‌কে যথার্থ ও স্বত্বাধিকারী ব্যারণ্ জারনিন্ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং রাজকীয় ধনাগার হইতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহার পর সম্রাট একখানি পরওয়ানা লেব্যাকের শাসন কর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। একজন সৈনিক একটী দ্রুতগামী অশ্বারোহন করিয়া পরওয়ানা লইয়া গিয়াছিল। তাহাতে আদেশ ছিল যে পরওয়ানা যাইবা মাত্র ফাদার আন্‌স্লেমের দুর্গটী একদল সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরওয়ানার ভিতর অটোর হস্তলিখিত দুর্গের একখানি সুন্দর নকসা ছিল।

সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রধান বিচারপতি ব্যারণের প্রাসাদাভিমুখে যাইলেন। অটো, ম্যাজিনি ও তাহার সুন্দরী দুহিতা নাইনা এবং আইরিন্ (এক্ষণে ব্যারণেস্ জারনিন্) সেই সময় জারনিন্ প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতির মুখনিসৃত সুসংবাদ শুনিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষতঃ যখন ব্যারণ্ শুনিলেন যে, জুলিয়ান্ আল্পস্ নিবাসী বদমায়েশদিগের দুর্গ অবিলম্বে সম্রাটের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে তখন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিলনা।

বিচারালয় হইতে অসংখ্য লোক বাহির হইতে লাগিল; কিন্তু যে রমণী স্বীয় মুখ আচ্ছাদিত করিয়া বিচারগৃহে বসিয়াছিল ও যাহার অঙ্গুলিতে ফষ্ট্ একটী নূতন ধরনের অঙ্গুরীয়ক একবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছিল, সে স্বীয় আসনে স্থির হইয়া রহিল, জনতা অল্প হইলে বাহিরে আসিবে। কিছুক্ষণ পরে রমণী বিচারালয় হইতে নির্গত হইয়া একটী অপ্রশস্ত ও জনতা শূন্য রাস্তায় আসিল; যদিও তাহার মুখ আচ্ছাদিত ছিল, তথাপি তাহার চলিবার ধরণ সেই সময় মনোযোগের সহিত দেখিলে, বোধ হইত যে কোন কারণে তাহার ভয়ানক চিত্তচাঞ্চল্য হইয়াছিল।

সয়তানের শিষ্য ধূর্ত্ত ফষ্ট্ তাহা বুঝিয়াছিল—বিচারগৃহে সে একমুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কোন লোকের উপর দৃষ্টিপাত করে নাই। বিচার শেষ হইলে ফষ্ট্ তাহার ঠিক পশ্চাতে যাইতেছিল।

ফষ্ট্ তাহার অগুরু পাদবিক্ষেপ ও অঙ্গসৌষ্টব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিল সে রমণী নিশ্চয় রূপবতী; আর একটী কথা ফষ্টের মনে উদয় হইয়াছিল—ব্যারণ্ ভিনিসে যে অপ্সরীকে দেখিয়াছিলেন এই স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় সেই অপ্সরী!

ফষ্ট্ রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিল "যদি কোন অসৌজন্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন, কিন্তু ভিয়েনার রাজপথে

দস্যুভয় আছে, আর আপনি একাকী যাইতেছেন—যদি আপত্তি না থাকে, আপনার গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া দিতে প্রস্তুত আছি"। রমণী গর্ব্বিত স্বরে বলিল "আমি চোর ডাকাইতের অপেক্ষা ভদ্রবেশধারী অসভ্য লোকদিগকে ভয় করি"। ফষ্ট্ রমণীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল।

ফ। আপনি আমার অভিপ্রায় না জানিয়া আমার প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন; আমি বাস্তবিক বলিতেছি ভিয়েনার রাজপথে সন্ধ্যাকালীন কখন একাকী যাইবেন না; আমিও বিচারালয় হইতে আসিতেছি আপনিও সেই স্থান হইতে আসিতেছেন—ভাল কথা, বিচারগৃহে ব্যারণের মুখনিসৃত ভিনিস দেশীয় গল্পটি অতি আশ্চর্য্য স্বীকার করেন কি?

র। আমি সে উপকথার একটী কথাও বিশ্বাস করিনা।

ফ। হা হা আমি জানি গল্পটি সম্পূর্ণ সত্য নচেৎ আমিও আপনার স্থায় অবিশ্বাস করিতাম।

র। আপনি ভয়ানক অসভ্য; সে যাহাই হউক আপনি কোন দিকে যাইবেন? কারণ আপনি যে দিকে যাইবেন আমি ঠিক তাহার বিপরীত দিকে যাইব।

ফ। আমি আপনাকে কিছুতেই একাকী যাইতে দিতে পারিবনা তা ছাড়া আপনার সহিত কথোপকথন করিতে ইচ্ছা প্রতিমুহূর্ত্তে বলবতী হইতেছে; বোধ হয় আপনি আমার নাম শুনিয়া থাকিবেন, আমি কাউন্ট অফ্ অরোণা।

র। হাঁ তবে ঠিক হইয়াছে—বিচারালয়ে অদ্য আপনার উপস্থিত থাকিবার যথেষ্ট কারণ ও প্রয়োজন ছিল।

ফ। কিরূপে?

র। গ্রিগরি ওয়াল্‌ষ্টিনের নিশ্চয় মৃত্যুদণ্ড হইবে—ওয়াল্‌ষ্টিন মহাশয়ের প্রিয় উপপত্নী আইডার স্বামী স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি? ওয়াল্‌ষ্টিনের দণ্ড হইলে সুন্দরী আইডার যথেষ্ট অপমান হইবে।

ফ। আপনি নির্ভীকতার সহিত কথা কহিয়াছেন। গ্রিগরি ওয়াল্‌ষ্টিন আইডার সম্বন্ধে দু একটী গুপ্তকথা জানিত এবং সে নিশ্চয় আপনার নিকট সেই কথা ব্যক্ত করিয়াছে। ওয়াল্‌ষ্টিন আপনার পরিচিত সে কথা আপনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন?

র। (সহাস্যে) আমি কি উপায়ে সেই কথা শুনিয়াছিলাম বলিব না—কিন্তু আমি যাহা বলিলাম তাহা নিশ্চয় সত্য কি না?

ফ। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি; যে গল্পটি আপনি উপকথা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কিনা? অদ্য বিচারগৃহে মহাশয়ার অঙ্গুলীতে একটী চমৎকার অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াছিলাম—উপরে একটী সিংহের মুখ তাহার চতুর্দ্দিকে হীরক শোভা পাইতেছে।

র। না—আপনি ভুলিয়াছেন, এই দেখুন অঙ্গুরীয়কের উপর বিষধর সর্পের মুখ রহিয়াছে।

ফ। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমি অদ্য যে অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াছিলাম তাহাতে সিংহের মুখ ছিল।

র। একটী অঙ্গুরীয়কের গঠন সম্বন্ধে তর্ক করায় ফল কি? এখন বলুন ওয়াল্‌ষ্টিনের সম্বন্ধে আপনি মনে কি স্থির করিয়াছেন।

ফ। আমি কি স্থির করিব? আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, ওয়াল্‌ষ্টিন বিপদগ্রস্ত হইলে, আপনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইবেন। আপনার একান্ত ইচ্ছা যে ওয়াল্‌ষ্টিন না দণ্ডিত হয়—কিন্তু আইভার ইচ্ছা নহে যে আমি তাহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি।

র। (সহাস্যে) তবে আপনি স্বীকার করিলেন যে ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন?

ফ। না, আমি এমন কোন কথা বলি নাই।

র। কেন ভাঁড়া ভাঁড়ি করিতেছেন? আমার স্থির বিশ্বাস আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন—মহাশয়, আপনি ওয়াল্‌ষ্টিনকে রক্ষা করিবেন কি না? যদি এই অনুরোধ রক্ষা করেন, আমি আপনার নিকট ঋণী হইয়া থাকিব।

ফ। দেখুন, আপনার ন্যায় সুন্দরী রমণীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু—

র। আমার রূপ আছে কি না আপনি কিরূপে জানিলেন? আমি যখন বাটীর বাহিরে আসি তখন মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখি।

ফ। ব্যারণ্ জারনিন্ বিচারালয়ে বলিলেন যে ভিনিসের সেই বাটীতে যে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছিলেন তাহাকে অপ্সরী বলিলেও তাহার রূপের সম্যক্ বর্ণনা করা হয় না।

র। আপনার স্থির বিশ্বাস যে ভিনিসে ব্যারণ্ যে অদ্ভুত অভিনয় দেখিয়াছিলেন আমিই তাহার নায়িকা? কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটির অঙ্গুরীয়কের উপর সিংহের মুখ ছিল আর আমার অঙ্গুরীয়কে বিষময় সর্পের মুখ রহিয়াছে—সে কথা স্বীকার করেন কি না?

ফ। সম্প্রতি সর্পের মুখ রহিয়াছে স্বীকার করি।

র। কেবল মুখ নহে বিষ দাঁতও আছে। সে কথা দূরে থাক আপনি ওয়াল্‌ষ্টিনকে রক্ষা করিবেন কি না?

ফ। কি আশ্চর্য্য! ওয়াল্‌ষ্টিন দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী, লম্পট, প্রবঞ্চক—সঙ্ক্ষেপে ওয়াল্‌ষ্টিন নরপিচাশ। আপনি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র কেন? আপনি কি সেই পামরকে ভাল বাসেন?

র। পার্থিব বিষয় এমন কিছু নাই যাহা অরোনার কাউন্ট বুঝিতে পারেন না অথচ আপনি ভাবিতেছেন যে আমি তাহাকে ভালবাসি এবং সেই নিমিত্ত ও আমি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র, আশ্চর্য্য কথা! অন্য কোন কারণ কি থাকিতে পারে না? মহাশয়, আমি উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—আমার পিতা সিংহাসনে বসেন তিনি প্রবল প্রতাপশালী; সমগ্র—য়ুরোপ তাঁহার নাম জানে। আমি তাঁহার কন্যা—আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দিব।

ফ। সুন্দরী, তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবার ক্ষমতা আমার নাই তোমার কার্য্যাবলিও দুর্জ্ঞের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ। হাঁ, আমি ইচ্ছা করিলে ওয়াল্‌ষ্টিনকে রক্ষা করিতে পারি। আমি স্বীকার করি তোমার পিতা প্রবল প্রতাপশালী ও প্রচুর ধনের ঈশ্বর, কিন্তু তুমি আমাকে কি পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিবে? পৃথিবীর সমস্ত মুকুটধারী রাজাদিগের ধনরাশি একত্র করিলেও আমার ধনভাণ্ডারের এক কোন পরিপূর্ণ হইবে না; সত্য বলিতে কি আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি—কিন্তু সে কথা যাক। সুন্দরী তুমি অর্থের লোভ দেখাইয়া আমাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিওনা; তবে যদি অনুগ্রহ করিয়া মুখের আবরণ খুলিয়া, আমার প্রতি একবার কৃপা দৃষ্টি কর—হাঁসিতে হাঁসিতে একটী কথা কও, আমি নিশ্চয় তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব।

র। আপনি যখন ওয়াল্‌ষ্টিনকে রক্ষা করিতে স্বীকার পাইয়াছেন তখন আপনার অনুরোধ আমি নিশ্চয় রক্ষা করিব।

রমণী তখন মুখের আবরণ খুলিয়া ফষ্টের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—ফষ্ট্ একদৃষ্টে তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য রাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিল—ফষ্ট্ বিমুগ্ধ। রমণী তখন বলিল "কাউন্ট, আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি পৃথিবীতে আমার ন্যায় রূপবতী রমণী অতি বিরল; আপনি আমার একটী মাত্র কথা শুনিতে চাহিয়া ছিলেন—একবার মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—সামান্য অনুরোধ। তবে শুনুন, আপনি যদি ফ্রিজ্‌কেও রক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনি যে অনুরোধ করিবেন, আমি রক্ষা করিব—চিরজীবন ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব। এখন বলুন, ফ্রিজ্‌কেও রক্ষা করিবেন?

ফ। হাঁ করিব—তোমার সকল অনুরোধ রক্ষা করিব, কিন্তু বল,—আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

র। নিশ্চয় সাক্ষাৎ করিব; কিন্তু আপনাকে এই রজনীতেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। বিলম্ব করিলে, তাহারা রক্ষা পাইবে না—সম্ভবতঃ উভয়েরই মৃত্যুদণ্ড হইবে এবং সম্ভবতঃ তাহারা যে সকল গুপ্তকথা জানে তাহা প্রকাশ করিবে—তাহা হইলে আমাদের উভয়কেই বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। কাল সন্ধ্যার পর গড়ের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

ফ। সুন্দরি, এক্ষণে চলিলাম, কিন্তু আসিতে ভুলিও না—

রমণী তাহার গন্তব্য স্থান অভিমুখে চলিল—ফষ্ট্ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই সময় ঘটনাক্রমে আইডা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; বিচারালয়ে যাহা যাহা হইয়াছিল, আইডা গৃহে বসিয়া সমস্ত শুনিয়াছিল; সে তাহার উপপতির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল; কিছু দূর আসিয়া আইডা দেখিল ফষ্ট্ একটী স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিল—তখন সে সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া উভয়ের পশ্চাদ্গমন করিল; কিন্তু তাহারা নিম্নস্বরে কথা কহিতে ছিল বলিয়া, তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইল না; কেবল শেষের কথাগুলি শুনিল, যে স্ত্রীলোকটি কল্য সন্ধ্যার সময় ফষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আইডার স্বাভাবিক হলাহলপূর্ণ মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল—প্রতিযোগিতা-জাতঈর্ষা তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে ভয়ানক উত্তেজিত করিল। ফষ্টের প্রাণনাশ করিতে রাক্ষসীর ইচ্ছা হইয়াছিল—কিন্তু সে জানিত যে ফষ্টের তিলার্দ্ধ হানি করা তাহার ক্ষমতাতীত; সুতরাং সেই স্ত্রীলোকটির জীবননাশ করাই আইডা স্থির করিল।

ফষ্ট্ যে ওয়াল্‌ষ্টিনকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল আইডা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না; কিন্তু সে তাহার স্বামীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্যই, তাহার উপপতিকে অনুসন্ধান করিতেছিল। আইডা ফষ্টকে এক প্রকার আয়ত্বাধীন করিয়া ছিল;—যে দিবস সে ফষ্টের জীবনের সমস্ত ইতিহাস জানিতে পারিয়াছিল সেই দিবস হইতে তাহার হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। সেই উচ্চ আশার বশবর্ত্তী হইয়া আইডা থেরেসাকে বিষপান করাইয়াছিল; কিন্তু ঘটনা ক্রমে তাহার সে চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইয়াছিল। আইডা জানিত যে থেরেসা মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলে, সে নিশ্চয় ফষ্ট্‌কে বিবাহ করিয়া "কাউন্টেস" উপাধি লাভ করিবে। ওয়াল্‌ষ্টিনকে রক্ষা করা উচিৎ কি না সেই বিষয় আইডা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল; তাহাকে ভালবাসা দূরে থাক আইডা স্বহস্তে তাহার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে পারিত সুতরাং বিচারে তাহার ফাঁসি হইলে আইডা নিশ্চয় সুখী হইত; কিন্তু তাহার ভয় হইল পাছে ওয়াল্‌ষ্টিন্ সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করে। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আইডা স্থির করিল যে "তাহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবনা; কারণ সে আমার এবং ফষ্টের—উভয়েরই সম্বন্ধে দুটী গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে ফষ্টের অপমান হইবে; কিন্তু ফষ্ট্ নিশ্চয় আপনার নাম নিষ্কলঙ্ক রাখিবার চেষ্টা করিবে, সেস্থানে আমি নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোন হানি হইবে না; তবে এই স্ত্রীলোকটিকে না বধ করিলে আমার আশা কখনই ফলবতী হইবেনা ফষ্ট্ রূপের উপাসক।"

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরদিবস প্রাতঃকালে ভিয়েনা নিবাসীগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াই কতকগুলি বিস্ময় জনক অসঙ্গত ও অদ্ভুত জনরব শুনিতে পাইল। সকলেই উত্তেজিত হইয়া সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছে—কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না।

ফ্রিজ্ ও ওয়াল্‌ষ্টিন্‌কে সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে রাখা হইয়াছিল; উভয়ে সেই দৃঢ় শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বর্হিদেশ হইতে কোন লোক কারাগৃহের দরওয়াজার লৌহ অর্গল ভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে—জানেলার সুদৃঢ় গরাদিয়া একটীও নাই! কিরূপে তাহারা প্রহরীদিগের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

দ্বিতীয় ঘটনা। প্রধান বিচার পতির কথোপকথনের পর সম্রাট লেব্যাকের শাসন-কর্ত্তাকে আন্‌স্লেমের পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যে অশ্বারোহী সৈনিক সম্রাটের পরওয়ানা লইয়া যাইতেছিল তাহাকে একটী নিবিষ্ট জঙ্গলে, কে হত্যা করিয়া পরওয়ানা চুরি করিয়াছে; সৈনিকের পরিচ্ছদ, অস্ত্র শস্ত্র এবং মুদ্রা পূর্ণ ব্যাগে হত্যাকারীরা হস্তক্ষেপও করে নাই। যে তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার বক্ষস্থলের রক্তপান করিয়াছিল তাহার হাতল রজ্জু বেষ্টিত এবং রজ্জুর একদিকে একখণ্ড কাগজ ঝুলিতেছে; কাগজ খানিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত ছিল।—

"ভীম সভার ধর্ম্মপরায়ন সভ্যদিগের বিরুদ্ধে যাহারা কোন কার্য্য করিবে তাহারা যেন এই হতভাগার চরম দেখিয়া সাবধান হয়। সভা ষড়যন্ত্রকারী এবং তাহাদের আজ্ঞাবহ লোকদিগের সমভাবে শাস্তি দান করে" † † †

তৃতীয় ঘটনা। এ ঘটনাটি আরও অদ্ভুত! সম্রাট্ ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ শয্যা হইতে উঠিয়াই সম্মুখস্থ মেজের উপর একখানি রজ্জু-বেষ্টিত তীক্ষ্ণ ছুরি দেখিতে পাইলেন—একখণ্ড পার্চমেন্ট রজ্জুতে ঝুলিতেছিল; তাহাতে একটী মাত্র কথা লিখিত ছিল—"সাবধান"।

চতুর্থ ঘটনা। আর্ক্ ডিউক্ লিওপোল্‌ডের ভূমিষ্ট হইবার দিবস যে সৈনিক সুতিকাগারে দারুণ বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্য করিয়াছিল, প্রধান বিচারপতি তাহাকে মৃত্যু দণ্ড দিয়াছিলেন। সৈনিকের নাম আল্‌রিক কাইনিস্। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কাইনিসের ফাঁসি হইয়াছিল। সম্রাটের ফৌজের দুই জন সৈনিক শপথ করিয়া বলিল যে সেই দিবস তাহারা কাইনিস্‌কে ভিয়েনার রাজপথে পুরোহিতের পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল। শেষোক্ত সৈনিকদ্বয় পরস্পরকে জানিত না,

কিন্তু তাহারা উভয়ে ভিন্ন সময়ে কাইনিসের সহিত এক পল্টনে নিযুক্ত ছিল এবং উভয়েরই কাইনিসের সহিত বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু সকলে জানিত কাইনিসের ফাঁসি হইয়াছিল—অনেকে ফাঁসি হইবার সময় বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত ছিল।

এই কএকটি ঘটনা সে দিবস ভিয়েনাবাসীদিগকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিল; আবার সন্ধ্যার কিছু পরেই আর একটী লোমহর্ষণকারী ঘটনা হইয়াছিল। সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছু পূর্ব্বে পাঠকের পরিচিত অবগুণ্ঠণবতী রমণী অঙ্গীকারানুযায়ী ভিয়েনার গড়ের দক্ষিণ দিকে একটী নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন তাহার অঙ্গুরীয়কের উপর সর্পমুখের পরিবর্ত্তে সিংহের মুখ রহিয়াছে! রমণী মুখের আচ্ছাদন কিঞ্চিত টানিয়া আত্ম কথন আরম্ভ করিল।—"আজ অনেক কষ্টে ভ্রাতার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি; বাস্তবিক সিজারের মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ; কিন্তু আমি প্রতীজ্ঞা করিয়াছিলাম যে প্রকারে হউক কাউন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিব—কাউন্ট বাস্তবিক সুপুরুষ। য়ুরোপে এমন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাই যাহাকে আমরা জানি না কিম্বা যাহার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস আমাদের নিকট অবিদিত আছে। যাহারা আমাদের শত্রু পক্ষ অবলম্বন করিতে সাহস করিয়াছিল তাহারা একে একে পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে অথচ জনসাধারণে জানে তাহারা স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সত্য বলিতে কি আমাদের ক্ষমতা অসীম, এবং ঐশ্বর্য্য প্রচুর, লোকে আমাদের নাম শুনিলে কম্পিত কলেবর হয়; কিন্তু এই ফষ্ট্—কাউন্ট অফ্ অরোণা—একে? ফষ্ট্ মুকুটধারী সম্রাটগণকে তৃণবৎ জ্ঞান করে; ইহার প্রতাপের সীমা নাই; সে এ জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করে। আমার স্থির বিশ্বাস কোন অত্যদ্ভুৎ উপায়ে নিঃস্ব ফষ্ট্ কাউন্টের উপাধি লাভ করিয়াছে। ফষ্টের কথা শুনিয়া বোধ হইল যে সে ইচ্ছা করিলে সমস্ত জগৎকে করগত করিতে পারে, কিন্তু আর কিছুকাল পরে সমস্ত জগৎ আমার পিতার আজ্ঞাধীন হইবে। ফষ্ট্ যখন আমার নাম জানিতে পারিবে তখন সে নিশ্চয় চমকিয়া উঠিবে। হাঁ আজ আমার পরিচয় তাহাকে দিব, সে আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। তা ছাড়া ফষ্টকে হস্তগত করিতে পারিলে জারম্যান্ সাম্রাজ্যে আমাদের একজন ক্ষমতাশালী মিত্র পাইব। তাহার সাহায্যে জারম্যানিতে আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইব। কেবল স্বদেশে ক্ষমতাবান্ হইলে হইবে না—কে, ফষ্ট্?"

পুরুষ বেশধারী আইডা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"হতভাগিনী, আমি ফষ্ট্ নহি। আমি স্ত্রীলোক, আমি ফষ্টকে ভালবাসি। আমার জীবিতাবস্থায় ফষ্টকে অপর কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসিতে দিব না"। এই বলিয়াই আইডা একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্ত সেই সময় আঙ্গরাখায় আটকাইয়া যাওয়াতে তাহার লক্ষ্য

বিফল হইল। অবগুণ্ঠণবতী রমণী দুইপদ মাত্র সরিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া পলকের মধ্যে অঙ্গুরীয়কের সিংহের মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া সর্প মুখ বাহির করিল এবং আইডা তাহাকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সে আইডার দক্ষিণ হস্ত নিজের বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া, নিমিষের মধ্যে সেই সর্পের মুখ আইডার গণ্ডদেশে ঘর্ষণ করিয়া দিল—বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় আইডা ভূতলে পতিত হইল। অঙ্গুরীয়কের ভিতরে যে ভয়ানক বিষ ছিল তাহা আইডার শোনিতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। কি ভয়ানক তীব্র হলাহল! মুহূর্ত্ত মধ্যে আইডা মানবলীলা সম্বরণ করিল। রমণী তখন ভাবিল যে এক্ষণে কাউন্টের সহিত সাক্ষাৎ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

যে স্থানে আইড়ার মৃতদেহ পড়িয়াছিল তথা হইতে কিয়দ্দূর যাইয়াই রমণী বলিল "না, এরূপ অবস্থায় মৃতদেহ পড়িয়া থাকিলে লোকে সন্দেহ করিবে; এরূপ করিতে হইবে যাহাতে লোকে ভাবে যে তস্করে আইডাকে হত্যা করিয়াছে। তখন সে মৃতদেহের নিকটে আসিয়া আইডার পরিচ্ছদ হইতে যাহা কিছু ছিল সমস্ত বাহির করিয়া লইল।—একটী ক্ষুদ্র ব্যাগের ভিতরে একখানি চিঠি ছিল—কিয়দংশ পাঠ করিয়াই রমণী চিঠিখানি সযত্নে আপনার পরিচ্ছদের ভিতর রাখিল। আইডার তরবারি তাহার পার্শ্বেই পড়িয়াছিল; রমণী সেই তরবারি লইয়া আইডার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া দিল এবং সেই সময় মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া সত্বর পদক্ষেপে পলায়ন করিল। কিছু পরে ফষ্ট্ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে একটী মৃতদেহ দেখিতে পাইল; ফষ্ট্ বলিল "পুরুষবেশে আইডা, কি আশ্চর্য্য! এ কি! আইডাকে কে হত্যা করিয়াছে! আইডার অঙ্গুরীয়ক নাই পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন, নিশ্চয় তস্করে হত্যা করিয়াছে। সেই সময় সয়তান আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "নশ্বর দেহধারী অদূরদর্শী মানব"।

ফ। তুমি এখানে আসিয়াছ কেন? আমি তোমাকে ডাকি নাই।

স। ডাক নাই সত্য, কিন্তু আমি জানিতাম যে তোমার উপপত্নীর হত্যাকারীকে জানিবার জন্য তুমি নিশ্চয় ব্যগ্র হইবে; অদূরদর্শী মানব, যে নরহত্যা করিতে পারে সে নিজের দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত প্রকৃত ঘটনাকে যতদূর সম্ভব রঞ্জিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে; তস্করে আইডাকে হত্যা করে নাই কিন্তু লোকে যাহাতে সেই অনুমান করে তজ্জন্য ইহার হত্যাকারী আইডার অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড, ঊনবিংশ অধ্যায়।

ফ। ঠিক কথা; কিন্তু তুমি কি সে সময় উপস্থিত ছিল? তাহা হইলে তাহাকে রক্ষা কর নাই কেন? তুমি জান আমি আইডাকে ভাল বাসিতাম।

স। হাঁ আমি উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তাহার পার্থিব লীলাখেলার শেষ দিবস উপস্থিত হইয়াছিল, আমি চেষ্টা করিলেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতাম না।

ফ। কে আইডাকে হত্যা করিয়াছে?

স। একজন স্ত্রীলোক। তুমি যাহার অঙ্গুলিতে একটী অভিনব ধরণে গঠিত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াছিলে, সেই স্ত্রীলোকই আইডাকে হত্যা করিয়াছে। কল্য যখন সে এই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল, আইডা তখন তোমাদের পশ্চাতে থাকিয়া সে কথা শুনিয়াছিল। আইডা ভাবিয়াছিল যে তুমি তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছ, ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া আইডা সেই স্ত্রীলোকের প্রাণনাশ করিতে আসিয়াছিল। তুমি যে অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াছিলে তাহার ভিতরে তীব্র বিষ আছে, সে বিষ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইবা মাত্র লোকের মৃত্যু নিশ্চয় হয়; আইডা তাহাকে আক্রমণ করিবা মাত্র রমণী অঙ্গুরীয়কের সর্পমুখ বাহির করিয়া তাহার গণ্ডদেশে বিদ্ধ করিয়া দিল—ঐ দেখ গণ্ডদেশে এখনও ক্ষতস্থান দেখা যাইতেছে।

ফ। আমি সেই অজ্ঞাত নাম্নী রমণীর সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আমি তাহার মুখাকৃতি কিয়ৎক্ষণের জন্য দেখিয়াছিলাম, তাহার তুল্য রূপবতী স্ত্রীলোক অদ্যাবধি আমার নয়নগোচর হয় নাই।

স। কেন থেরেসারও রূপ?

ফ। না-কখনই না।

স। আইডার?

ফ। না—সয়তান সেই অপ্সরীর আলয়ে আমাকে এই দণ্ডে লইয়া চল।

স। কিন্তু তোমার উপপত্নীর মৃতদেহ এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কি করিলে?

ফ। আমি যদি সকলকে বলি যে আমি প্রথমে আইডার মৃতদেহ দেখিয়াছি লোকে নানা প্রকার সন্দেহ করিবে। মৃতদেহ এই স্থানেই থাকুক; আমাদের পর যে লোক এই পথ দিয়া যাইবে সে নিশ্চয়ই এ বিষয় সকলকে জানাইবে। তাহার পর আমি মৃতদেহ স্থানান্তর করিবার সুবন্দোবস্ত করিব। এক্ষণে চল—সেই রমণী কে জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি। সয়তান, সে কোন বাটীতে বাস করে শীঘ্র বল। রমণী কে? তাহার নাম কি? কাল সে বলিল তাহার পিতা সিংহাসনে বসেন—

স। না সে মিথ্যা কথা কহে নাই। তাহার পিতা য়ুরোপের মুকুটধারী রাজাদিগের মধ্যে গননীয়, আর রমণী স্বয়ং একজন রাজার আত্মীয়ের বিবাহিত পত্নী।

ক। কি, সে বিবাহ করিয়াছে ?

স। হাঁ দ্বিতীয় বার—কিন্তু উহার স্বামীর কোন ক্ষমতা নাই—রমণী স্বেচ্ছাচা রিণী। সমস্ত জগৎ একদিকে হইলেও তাহাকে স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারেনা, রমণীকে মানবদিগের চলিত ভাষায় বর্ণনা করিতে হইলে, আমাকে এইরূপ বলিতে হইবে যে যে কেহ তাহার বাহ্যিক রূপ দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তে বিমোহিত হইবে, কিন্তু তাহার অন্তরের অভ্যন্তরে একটী পিশাচ নিশি দিবা বাস করিতেছে এবং উহাকে সর্ব্বদাই লোমহর্ষণকারী পৈশাচিক কার্য্য করিতে শিক্ষা দিতেছে। এক্ষণে চল তোমাকে তাহার আবাসে লইয়া যাইতেছি।

সয়তান ফষ্টের দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী প্রশস্ত কক্ষের ভিতর উপস্থিত হইল; কক্ষটি সুন্দর রূপে সজ্জিত, যে সময় ফষ্ট্ ও সয়তান কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন দুই জন লোক ভিতরে ছিল; একজন সেই পার্ব্বত্য ধর্ম্মশালার প্রধান পুরোহিত ফাদার আন্‌স্লেম। অপরের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে, অবয়ব সুগঠিত; কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডল—শ্মশ্রু ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ।

দুইজন একটী মেজের সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছিল; মেজের উপর সুরাপূর্ণ সুন্দর কাচপাত্র ও নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য রক্ষিত; উভয়ের মধ্যে নিম্ন লিখিত কথোপকথন হইতেছিল।—

—ফাদার, আপনি অদ্য রজনীতেই ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া যাইবেন ?

আ। নিশ্চয়; ভিয়েনায় থাকিলে নিশ্চয় বিপদে পড়িব; বিশেষতঃ একটী জনরব শুনিয়া আমার ভয়ানক উৎকণ্ঠা হইয়াছে; শুনিতেছি, দুইজন লোক শপথ করিয়া বলিয়াছে যে তাহারা আমাকে দেখিয়াছে—তাছাড়া ভিয়েনা সহরে ভীম সভার প্রভুত্ব অতি অল্প এবং ভিয়েনায় সভার শত্রুপক্ষ ভয়ানক প্রবল; আমি সভার একজন উচ্চপদস্থ লোক সুতরাং আমার পক্ষে ভিয়েনায় বহুদিন থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।

—সে যাহাই হউক, তুমি কি উপায়ে সম্রাটের প্রাসাদে তাঁহার শয়ন কক্ষে ছোরা পাঠাইলে ? শুনিতেছি সম্রাট্ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন।

আ। সে উপায় অতি সহজ; রাজপরিবারের জনৈক ভৃত্য ভীমসভা হইতে মাসিক বেতন পান—সেই লোক সম্রাটের শয়ন কক্ষের মেজের উপর ছোরা গুঁজিয়া দিয়াছিল।

—লেব্যাকের শাসনকর্ত্তার নিকট যে সৈনিক পরওয়ানা লইয়া যাইতেছিল, তাহার গতিরোধ কি সেই লোক করিয়াছিল ?

আ। না—সে কার্য্য আমি স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছিলাম; আবশ্যক হইলে সভার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ও নিম্নতম কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য করিতে হয়। সম্রাট্ পরওয়ানায় কি

আদেশ দিয়াছিলেন জানা অত্যাবশ্যক বোধে আমি সেই সৈনিককে একটী নিভৃত স্থানে সুযোগ পাইয়া হত্যা করিয়াছিলাম। তাহার পরিচ্ছদ হইতে পরওয়ানা খানি লইয়া পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সম্রাট্ আমাদের দুর্গ বেষ্টন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বিশেষতঃ, অটো পিয়ানাল্লা দুর্গের যে নক্সা প্রস্তুৎ করিয়াছিল তাহার সাহায্যে লেব্যাকের শাসনকর্ত্তা অতি সহজে দুর্গ আক্রমণ করিতে পারিত। আমি জানি যে সম্রাট্‌সৈন্য সহজে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি তাহারা বহুদিবস দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহা হইলে দুর্গ নিবাসীরা অনাহারে মরিয়া যাইবে।

—আপনি কি দলবল লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন ?

আ। না—সৈনিককে হত্যা করিয়া এবং সম্রাট্‌কে কিয়দ্দিনের জন্য ভয় দেখাইয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সম্রাট্ নিশ্চয় কিছু দিনের জন্য দুর্গ আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবেন না। ইতিমধ্যে ফ্রিজ্ও ওয়াল্‌ষ্টিন দুর্গ মধ্যে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে।

—কিন্তু তাহারা কি অদ্ভুত উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, বলিতে পারি না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা নিজে সে কথা কিছুই বলিতে পারিল না। আর আমার ভগ্নী যে কি করিয়া কাউণ্ট অফ্ অরোণাকে হস্তগত করিয়াছিল তাহাও বলিতে পারিনা; কিন্তু কাউণ্ট না সহায়তা করিলে তাহারা কখনই পলায়ন করিতে পারিত না।

আ। এ সম্বন্ধে সকল কথা আপনার ভগ্নী আমাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই; সম্ভবতঃ সমস্ত কথা গোপন করিবার কোন বিশেষ কারণ আছে কিন্তু সে বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবার এক তিল ও আবশ্যকতা নাই। আমার আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং অনতিবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে কারনিওলায় পঁহুছিবে। আর দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব।

—কল্য আমিও ভগ্নীকে লইয়া ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া যাইব; ওয়াল্‌ষ্টিনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে, কারণ কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমরা এই সময় যথার্থ নাম গোপন করিয়া ভিয়েনায় আসিয়াছিলাম; নচেৎ তাহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু ওয়াল্‌ষ্টিন ভয়ানক প্রগল্‌ভ ও দুঃসাহিসক, তাহার ব্যারণের অভিনয়ের কথা মনে পড়িলে, বাস্তবিক হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না।

আ। কিন্তু সে পামর ব্যারণের সমস্ত সম্পত্তি লণ্ড ভণ্ড করিয়াছে, অথচ আমাদিগকে তাহার একটী কপর্দ্দক ও দেয় নাই। নিশ্চয় জানিবেন, আমি যথা সময়ে তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিব; তাছাড়া তাহার জুয়াচুরী ধরা পড়াতেই কতকগুলি ঘটনা পরে পরে এরূপ ভাবে ঘটিল যে, শেষে ব্যারণ্ দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। এবং

আপনার ভগ্নী ব্যারণ্‌কে আজীবন কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন; আপনাদের কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা আমি জানিতাম না।"

—কেন। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে আমরা এক সময়ে ভিনিসে স্বনাম গোপন করিয়া বাস করিতেছিলাম; এক দিবস ব্যারণ্‌ অকস্মাৎ আমাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। আমাদের পিতাকে সিংহাসনে বসাইবার নিমিত্ত আমরা দুজনে সেই সময় একটী বৃহৎ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—ব্যারণ্‌ অকস্মাৎ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাদের গুপ্ত কার্য্যাবলি দেখিয়াছিলেন; আমরা সে সময় কি করিতেছিলাম তাহা তুমি জান। ওয়াল্‌ষ্টিন সেই সময় আমাদের বাটীতে উপস্থিত ছিল এবং তুরস্ক রণপোতে ব্যারণের সহিত তাহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবার গল্প করিতেছিল; তখন আমাদের মনে হইল যে গুপ্ত কক্ষের দরওয়াজা উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। ওয়াল্‌ষ্টিন্‌ ও আমার ভগ্নী সত্বর পদে সেই কক্ষাভিমুখে যাইল, ওয়াল্‌ষ্টিন্‌ এক শিশি "ক্যানূটারেলা জল" লইবার জন্য আসিয়াছিল। কক্ষ দ্বারে যাইয়াই উভয়ে ব্যারণ্‌কে দেখিতে পাইল ওয়াল্‌ষ্টিন্‌ পলাইয়া আসিল—ভগ্নী ব্যারণের সহিত দু-একটী কথা কহিয়া তাহাকে বাটীর বাহিরে যাইতে বলিল। ব্যারণ্‌ বাস্তবিক আমাদের গুপ্ত কক্ষ দেখিবার অভিপ্রায়ে বাটীর ভিতরে আসেন নাই; সেই সময় আমার মাতা একজন দাসীকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছিলেন। ব্যারণ্‌ বর্হিদ্দেশ হইতে দাসীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিয়াছিল—যে কোন লোক হয়ত একজন অসহায় রমণীকে উৎপীড়ন করিতেছিল, সেই ধারণায় ব্যারণ্‌ ভিতরে আসিয়াছিল; কিন্তু ব্যারণ্‌ চলিয়া যাইবার পর আমরা ভাবিলাম সে যদি সে সমস্ত কথা প্রকাশ করে তাহা হইলে আমরা বিপদগ্রস্ত হইব। সেই নিমিত্ত আমরা ব্যারণ্‌কে আপনার ধর্ম্মশালায় আজীবন বদ্ধ করিয়া রাখিতে ওয়াল্‌ষ্টিন্‌কে আদেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে জুয়াচুরী করিয়া ব্যারণের সম্পত্তি অধিকার করিতে উপদেশ দিই নাই।

আ। আমি এক্ষণে সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি, ইতিপূর্ব্বে আপনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই। ব্যারণ্‌ যদি সেই সময় গুপ্ত কক্ষের কথা প্রকাশ করিত তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয় বিপদগ্রস্ত হইতেন।

—নিঃসন্দেহ। ভগ্নী সুপুরুষ দেখিলেই তাহার পক্ষপাতী হয়, নচেৎ ব্যরণ্‌ সেই মুহূর্ত্তে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত। পরে আমি প্রস্তাব করিলাম যে ওয়াল্‌ষ্টিন, ফ্রিজ্‌ এবং কন্‌রেড্‌ ব্যারণ্‌কে ভীম সভার নিয়মানুযায়ী দণ্ড দিবে—ভগ্নী সে প্রস্তাবেও সম্মত হইলনা—শেষে তাহাকে আজীবন কারাবদ্ধ করিয়া রাখাই স্থির হইল। কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে—ব্যারণ্‌ স্বচ্ছন্দে বিচারালয়ে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছে।

আ। আপনি আজ্ঞা করিলে এখনও তাহাকে ভীম সভার নিয়মানুসারে দণ্ড দিতে পারি।

—। না—ব্যারণ্‌কে হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ব্যারণ্‌ আমাদের নাম ধাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—তা ছাড়া আমরা এক্ষণে প্রবল প্রতাপশালী হইয়াছি, লোকে আমাদের নাম জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

আ। আপনার ইচ্ছামত কার্য্য হইবে ; আপনি আমার বিস্তর উপকার করিয়াছেন আমি আপনার সকল আদেশ পালন করিব।

—। আমি ও আপনাকে অতি শীঘ্র ধর্ম্ম যাজকদিগের মধ্যে উচ্চপদাভিষিক্ত করিব কারণ আপনি আমাদের অনুগত ও শুভানুধ্যায়ী।

আ। অদ্য আপনি আমাকে উচ্চপদাভিষিক্ত করিবার অঙ্গীকার করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন।

—। না—আপনার বিষয় কখন ভুলিব না। কিন্তু ভগ্নী এখনও প্রত্যাগমন করিল না কেন ? আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি "ভিয়েনায় খুব সাবধানে থাকিও" কিন্তু ভগ্নী সর্ব্বদা প্রেম চর্চ্চা করিতে ব্যস্ত। আমার সর্ব্বদা ভয় হয়, একদিন তাহার অসাবধানতা বশতঃ আমরা বিপদে পড়িব।

ঠিক সেই সময় কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং পাঠকের পরিচিত সেই অবগুণ্ঠনবতী রমণী ভিতরে প্রবেশ করিল।

## বিংশ অধ্যায়।

রমণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই মুখাবরণ খুলিয়া একখানি চৌকির উপর বসিয়া ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভাই, শীঘ্র এক গেলাস জল দাও, ভয়ানক পথশ্রান্ত হইয়াছি—সিজার শীঘ্র মদ দাও—সিজার মদ—

সি। শুধু মদ কেন একটু বিষও তার সঙ্গে দেওয়া উচিত। তুমি যদি আমার অমতে চল নিশ্চয় একদিন বিষ দিব।

র। ( সহাস্যে ) ভাই আজ তোমার মেজাজ ভয়ানক কড়া ; কিন্তু তুমি কেন আমাকে ভয় দেখাইতেছ ? তুমি জান যে যদি আমাদের দুই জনের মধ্যে একবার কলহ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সে কলহ ঘোরতর যুদ্ধে পরিণত হইবে। ভগ্নী ভ্রাতৃদত্ত সুরা পান করিয়া চৌকির পৃষ্ঠে তাহার সুগঠিত হস্ত রক্ষা করিয়া হেলান দিয়া বসিল ; ফষ্ট্‌ তখন তাহার অঙ্গুলিতে সেই অঙ্গুরীয়ক স্পষ্ট দেখিতে পাইল। রমণী পুনরায় বলিল, "তুমি বড় ছেলেমানুষ,' নচেৎ আমার সহিত কলহ করিতে না ; আমাদের সংসারে যে যাহার সহিত ইচ্ছা কলহ করে করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমরা কলহ করিলে, আমাদের কোন উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইবে না ; আমাদের

উভয়েরই অন্তঃকরণ উচ্চ আশায় পরিপূর্ণ—উভয়েই উভয়কে সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছি কিন্তু এরূপ করিয়া কলহ করিলে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব চিরস্থায়ী হইবে না।"

সি। স্বীকার করি, কিন্তু তুমি জান যে, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা ভিয়েনায় স্বনাম গোপন করিয়া রহিয়াছি; কিন্তু তুমি প্রেম চর্চ্চা করিতে এতদূর ব্যস্ত যে অবসর পাইলেই বাটীর বাহিরে যাইতেছ। পিতার সহিত জারম্যান্ সম্রাটের সন্ধি-সংস্থাপন হওয়া অত্যাবশ্যক, প্রধান মন্ত্রীকে আমি হস্তগত করিয়াছি, তিনি প্রত্যহ সম্রাটকে সন্ধিসংস্থাপন করিতে পরামর্শ দিতেছেন এবং সম্রাট জানেন যে প্রধান সচিব এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে স্বার্থশূন্য; কিন্তু যদি সম্রাট জানিতে পারেন যে আমরা উভয়ে ভিয়েনায় আসিয়াছি তাহা হইলে তিনি কিছুতেই মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিবেন না।

র। স্বীকার করি, কিন্তু এ বিষয় লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু কল্য আমরা ভিয়েনা হইতে চলিয়া যাইব; সম্রাট সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করিয়াছেন সে কথাও আমি শুনিয়াছি; সন্ধিসংস্থাপিত হইলে পিতা অতি সহজে ও অবলীলাক্রমে তাঁহার শত্রুবর্গকে পদদলিত করিতে পারেন। কিন্তু তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে আমি ঘন ঘন বাটীর বাহিরে যাইয়া কতকগুলি দুরূহ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছি; যখন পুলিষ কর্ম্মচারীরা ওয়াল্‌ষ্টিনকে জারনিন্ প্রাসাদ হইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম। আমি নিম্নস্বরে তাহাকে একটী মাত্র কথা বলিয়াছিলাম—সেই কথাটি শুনিয়া তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, নচেৎ সম্ভবতঃ সে আমাদের সম্বন্ধীয় সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করিত।

সি। সত্য বটে—

র। ভাই, অধীর হইও না—আর ও দু একটী কথা বলিতে চাই; যে দিন ওয়াল্‌ষ্টিনের বিচার হয়, সে দিন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিচারালয়ে যাই—তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ যাইতে নিষেধ করিয়াছিলে; কিন্তু তুমি কি জাননা যে আমি বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করি? হাঁ, আমি তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বিচারালয়ে গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু না যাইলে কাউণ্ট অফ্ অরোণার সহিত সাক্ষাৎ হইত না এবং তাহা হইলে ওয়াল্‌ষ্টিন ও ফ্রিজ্ কিছুতেই পলায়ন করিতে পারিত না।

সি। সত্য বটে, কিন্তু পথে একাকী ভ্রমণ করিয়া তুমি যদিও দু একবার কতকগুলি দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, আবার বিস্তরবার বিপদগ্রস্তও হইয়াছ।

র। সিজার, সিজার, তুমি আমার নিকট বিপদের কথা উত্থাপন করিও না—বিপদ? আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমাকে বাটীর বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলে; কিন্তু আমি

তোমার কথায় কর্ণপাত ও না করিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম—তুমি নিশ্চয় আমাকে অবাধ্য ও বুদ্ধিহীনা বলিবে ; বল ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে সম্ভবতঃ আরম্যান্ রাজ্যে আমাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হইবে।

সি। কি ঘটিয়াছে বল ; যদি তোমার কথা সত্য হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করিও—আমি তাহার বিরুদ্ধে একটীও কথা কহিব না।

র। প্রথমতঃ, আমি ওয়াল্‌ষ্টিনের স্ত্রী আইডাকে স্বহস্তে খুন করিয়াছি।

সি। কি বৃহৎ কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছ ?

র। ভাই, ভাই, অধীর হও কেন ? আইডা কাউণ্টের রক্ষিতা বারাঙ্গনা, সে কথা স্মরণ আছে কি ?

সি। কাউণ্ট নিশ্চয় আইডার হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

র। কাউণ্ট এক্ষণে আমার ইচ্ছাধীন—আবার তুমি অধীর হও কেন ? সকল কথা অন্য সময় বিবৃত করিয়া বলিব। আইডার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি সে পত্র খানিতে এমন একটী গুরুতর গুপ্ত কথা—

ফষ্ট সেই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত অধীর হইয়া দৈত্যকে কক্ষ হইতে চলিয়া আসিতে আজ্ঞা করিল—দৈত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া ফষ্ট্‌কে আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিল ; কিন্তু ফষ্টের ভয় হইল যে হয়ত পত্রে সূতিকাগারেরর কথা লিখিত আছে ; সে চতুর্গুণ অধীর হইয়া গর্জ্জন করিয়া দৈত্যকে বলিল " আমি আজ্ঞা করিতেছি এই মুহূর্ত্তে বাহিরে চল "।

দৈত্য সাবজ্ঞভাবে বলিল " মহাশয়, এত ব্যস্ত ভাবে ভদ্র সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিলেন কেন ? ফষ্ট্ বলিল " চুপ, সয়তান, এখন আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার ভৃত্য "। দৈত্য বলিল " মহাশয়ের আর কোন আজ্ঞা আছে কি "।

ফ। হাঁ আছে—রমণীর নাম কি ?

দৈ। সমগ্র য়ুরোপ সে নাম জানে ; সে নাম শুনিলে অনেক বীরপুরুষ ও কম্পিত-কলেবর হয়।

ফ। কি নাম বল ? দৈত্য নিম্ন স্বরে তাহার নাম বলিল।

ফ। উঃ বুঝিয়াছি—

ইতি মধ্যে একজন প্রহরী রোঁদে যাইবার সময় আইডার মৃতদেহ দেখিতে পাইল ; যথা সময়ে মৃতদেহ থানায় আনীত হইল—সকলে দেখিল যে স্ত্রীলোকটি ছদ্মবেশে বাটীর বাহিরে আসিয়াছিল ; যে সৈনিকগণ ওয়াল্‌ষ্টিন্‌কে ধরিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন কিয়ৎক্ষণ আইডার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "এ নিশ্চয় ওয়াল্‌ষ্টিনের পত্নী"।

অত্যল্প সময়ের মধ্যে আইডার হত্যার গল্প ভিয়েনা নিবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল। অটো শুনিবা মাত্র থানায় আসিয়া আইডার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রন্দন

করিতে লাগিল ; সৈনিকেরা সরিয়া দাঁড়াইল। অটো ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "প্রিয়ভগ্নি, জীবিতাবস্থায় যে পাপ করিয়াছিলে হয়ত তাহার নিমিত্ত ও অনুতাপ কর নাই, জগৎ পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর নাই। জগদীশ! তোমার কার্য্যাবলী ক্ষুদ্র মানব কি বুঝিবে? পিতঃ, আইডার আত্মা যেন কুশলে থাকে। আমি এক সময় দরিদ্রতার বৃশ্চিক দংশনে ছটফট করিয়াছি, কিন্তু একদিনের—একমুহূর্ত্তের জন্য ও আপনাকে ভুলি নাই। যখন পার্থিব কষ্টে উৎপীড়িত হইতাম, তখন কেবল আপনাকে স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বল, পাইতাম—কে যেন বলিত 'জগৎ পিতা তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন'। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে সে নিশ্চয় সুখী"। প্রার্থনা শেষ হইলে, ব্যারণ জারনিন্ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অটোকে বলিলেন "প্রিয়বন্ধু, তোমার ভগ্নীর মৃতদেহ আমার বাটীতে লইয়া যাইব—তথা হইতে সকলে একত্র হইয়া সমাধি স্থানে যাইব।

কাউন্টেস্ অফ্ অরোণা এবং আর্ক্‌ডাচেস্ তাহার পর দিবস জারনিন্ প্রাসাদে আসিয়া শবাধারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—উভয়ে আইডার জীবনের কলুসিতাংশের বিষয় কিছুই জানিতেন না।

## একবিংশ অধ্যায়।

পাঠক, এইবার জগৎ বিখ্যাত বহু পুরাতন, সভ্যতার আগার রোমসহরে চলুন।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ—রোমনিবাসীরা উৎসবে মাতিয়াছে—রোমান্ কাথলিক্‌দিগের চল্লিশ দিবসীয় উপবাসের পূর্ব্বকালীন উৎসব। সহরের সুবিখ্যাত উদ্যান এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা এবং পর্ণকুটীর সকল, প্রশস্ত এবং অপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম জনতায় পরিপূর্ণ। ইতালিয়ান্‌রা প্রকাশ্য উৎসবকালে মুখস পরিধান করে। সকলেরই অভিনব ধরণের ছদ্মবেশ—প্রত্যেক লোকের পরিচ্ছদ সুন্দর অথচ অসংলগ্ন ভাববিশিষ্ট।

রোমের সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা, গির্জ্জা, স্মরণার্থ স্তম্ভ, জগৎ প্রসিদ্ধ ভাস্করহস্ত নির্ম্মিত শ্বেত মর্ম্মরের মূর্ত্তী, এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তু ও স্থান অদ্য নববেশ ধারণ করিয়া হাঁসিতেছে।

সর্ব্বত্র দলে দলে লোক গীত গাইতেছে, নৃত্য করিতেছে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন রোমের জাঁকজমক, অতুল ঐশ্বর্য্য, এবং প্রবল প্রতাপের কথা সভ্য জগতের অধিবাসী মাত্রেই জানিতেন।

সহরের চতুর্দ্দিকস্থ পল্লিগ্রামগুলি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও নয়ন প্রীতিকর। শস্য ক্ষেত্রগুলি সর্ব্বদাই হাঁসিতেছে ; পল্লীগ্রামবাসীগণ সকলেই বলিষ্ঠ, সাহসী, প্রফুল্ল ও কর্ম্মঠ। হায়, রোমের সে জাঁকজমক লোপ পাইয়াছে। রোমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের নাম পোপ্—পোপের প্রাসাদের নাম ভাটিকান্ ; প্রাসাদের বারেণ্ডায় বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত

হইয়াছেন—সম্মুখস্থ রঙ্গভূমিতে কতকগুলি মুখসধারী ভাঁড় তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত নৃত্যগীত করিতেছে।

দর্শকবৃন্দের সম্মুখের একটী উচ্চ আসনে পোপ্ বসিয়া আছেন (Pope Alexander VI) পূর্ব্বে পোপের নাম ছিল রডারিগো বর্জিয়া—পোপ্ আলেক্জানডার জাতিতে স্পানিয়ার্ড্।

পোপের যৌবন কালে তাঁহার জনৈক প্রিয়বন্ধুর মৃত হয়; মৃত্যুকালীন সেই বন্ধু পোপ্‌কে তাঁহার বিধবা ও দুটী দুহিতাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন এবং পোপ্‌ও সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই তাহার বন্ধুর বিধবা পত্নী মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন; তিনি ও মৃত্যুকালীন পোপ্‌কে বলিয়া যান্ যে, "আপনিই আমার অসহায়া দুহিতাদ্বয়ের পিতা—আপনিই তাহাদের একমাত্র ভরসা"। বিধবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কিয়দ্দিবস পরেই পোপ্ একটী কন্যাকে ধর্ম্মশালায় অবিবাহিত অবস্থায় চিরজীবন অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন এবং অপরকে আপনার ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্তির জন্য নিযুক্ত করিলেন। পোপের রক্ষিতা কামিনীর নাম রোজা ভানোজা। এইরূপ প্রবাদ রোজার ন্যায় রূপবতী কামিনী তৎপূর্ব্বে ইতালিতে জন্ম গ্রহণ করে নাই রোজার গর্ভে পোপের ঔরসে পাঁচটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন পোপের বয়ঃক্রম সাতষট্টী বৎসর; যদিও পোপ ষড়যন্ত্র, লম্পটতা এবং নানাবিধ গর্হিত কার্য্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন, তথাপি সাতষট্টী বৎসরে তিনি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বের আসনে রোজা বসিয়াছিল—রোজার যৌবনের রূপ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তখন ও তাহার অতুল সৌন্দর্য্য রাশি দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। পোপের অপর পার্শ্বে তাঁহার উপযুক্ত সন্তান, ভ্রাতৃহন্তা ডিউক্ ভ্যালেন্‌টিনয় বসিয়াছিল।

পোপ্ এবং তাঁহার অধীনস্থ ধর্ম্মযাজক ও রোমনিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যে সময় তামাসা দেখিতে ছিলেন, সেই সময় সহরের অপর এক ভাগে একটী ঘটনা হইয়াছিল।

একটী অপ্রশস্ত পথে, জনতা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া একটী সুন্দর বাটীর দ্বারদেশে ফষ্ট্ রোমনিবাসীদিগের উৎসব দেখিতেছিল; সেই সময় একটী অসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না স্ত্রীলোক তাহার নিকটে আসিয়া হস্তে হস্তার্পণ করিয়া বলিল "কাউন্ট অফ্ অরোণা রোমে!" ফষ্ট্ প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল—পরে রমণীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "তোমার অতুল সৌন্দর্য্য রাশি কাউন্টকে রোমে টানিয়া আনিয়াছে"।

র। প্রশংসাবাদে তুমি অদ্বিতীয়।

ক। আমি খোসামোদ করি নাই—সত্য কথাই বলিয়াছি। ভিয়েনায় তোমাকে দেখিয়া যে দারুণ চিত্তোদ্বেগ জন্মিয়াছিল, বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহা দমন করিতে পারি নাই। শেষে রোমে আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা স্থির করিলাম।

র। রোমে কবে আসিয়াছ?

ক। অদ্য প্রাতঃকালে—যাহাই হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি।

র। তবে তুমি যে আমারই বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছ তাহা জানিতে না? এক্ষণে ভিতরে চল—তুমি আমার অতিথি।

রমণী কষ্টকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। একজন ভৃত্য আজ্ঞা পাইবা মাত্র রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসনে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্যও সুরা লইয়া আসিল। ভৃত্য বাহিরে যাইলে কষ্ট্ বলিল—"সুন্দরি, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ভিয়েনা হইতে চলিয়া আসিয়া, নিশ্চয় আমার সহিত অভদ্রতাচরণ করিয়াছ; আমি তোমার অনুগত দুই জন লোককে কারামুক্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম এবং তাহার প্রতিদান স্বরূপ কি চাহিয়াছিলাম? ঐ চাঁদমুখের হাঁসি দেখিতে—কিন্তু——

র। সত্য বটে—কিন্তু তুমি নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হও নাই।

ক। কিন্তু যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম তখন তোমার পরিবর্ত্তে একটী শোণিতাক্ত মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম।

র। হাঁ, তোমার রক্ষিতা বারবিলাসিনী আইডার মৃতদেহ—আমিও সেই মৃতদেহ দেখিয়াছিলাম।

ক। তুমি যেরূপ সূক্ষ্মদর্শী, তুমি নিশ্চয় তাহার গণ্ডদেশে ক্ষুদ্র ক্ষতস্থান দেখিয়াছিলে?

র। হাঁ দেখিয়াছিলাম।

ক। আচ্ছা তোমার কি সেই সময় বোধ হইয়াছিল যে চোরে অর্থলোভে আইডাকে হত্যা করিয়াছিল?

র। হাঁ—কিন্তু আর ভণ্ডামি করিবার আবশ্যকতা কি? আমরা উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব, ও উদ্দেশ্য সবিশেষ জানি; অথচ আমরা এরূপ ভাবে কথা কহিতেছি যে প্রকৃত ঘটনা যে কি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে উভয়েই কিছু মাত্র জানি না। তুমি নিশ্চয় জান যে আমি আইডাকে হত্যা করিয়াছিলাম—কিন্তু আমি তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে সে স্থানে যাই নাই; আইডা আমার কোন অপকার করে নাই—আমি আত্মরক্ষার্থ তাহার প্রাণ-বধ করিয়াছিলাম। আত্মরক্ষার্থ ও স্বার্থ সাধনের জন্য আমি বিস্তর লোককে স্বহস্তে বধ করিয়াছি। যে কেহ আমার পথের কণ্টক হইবে—আমি নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিব—যদি তুমি আমার সহিত শত্রুতাচারণ কর

তোমাকেও বধ করিব। রমণী বক্তৃতা শেষ করিয়া পরিচ্ছদের ভিতর হইতে তাহার বিষাধার অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া অঙ্গুলিতে পরিল। কষ্ট্ বলিল "এই তোমার অস্ত্র"?

র। হাঁ—যে অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তোমার মন এক সময়ে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। এই যে সিংহের মুখ দেখিতেছ ইহা দ্বারা কাহার কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু কলের সাহায্যে এই যে সর্পের মুখ উপরে আসিল—ইহা কোন মনুষ্যের শরীরে ঠেকাইলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। আইডা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

ক। তোমাকে দেখিলে, আইডার জন্য আমার কিছু মাত্র দুঃখ হয় না। কিন্তু এক কথা—যদি তুমি আত্মরক্ষার্থ তাহাকে হত্যা করিয়াছিলে, তাহা হইলে তাহার ব্যাগ্ ও অঙ্গুরীয়ক অপহরণ করিয়াছিলে কেন?

র। আমি ভয়ানক—ভয়াবহ বিপদে পড়িলেও এক তিল ভীত হই না—ভয় কি আমি জানি না; কিন্তু তত্রাচ আমি সর্ব্বদা সাবধানের সহিত কার্য্য করি—লোকে কোন মতে আমাকে না সন্দেহ করে; সেই জন্য প্রথমে আইডার তরবারি লইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া, পরে তাহার ব্যাগ্, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি অপহরণ করিয়াছিলাম। জনসাধারণে জানিল যে কোন তস্কর অর্থলোভে আইডাকে হত্যা করিয়াছে। সর্ব্বদা সাবধানের সহিত কার্য্য করায় বিস্তর লাভ আছে। আইডার ব্যাগের ভিতর একখানি পত্র ছিল—সেই পত্রের সাহায্যে আমি জারম্যান্ সাম্রাজ্যের জনৈক প্রবল প্রতাপশালী কাউণ্টকে করগত করিতে সক্ষম হইয়াছি; যদি কখন সম্রাট্ ও আর্ক্-ডিউক্‌কে আমাদের পক্ষে লইয়া আসিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে লওয়াইবার ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়িবে এবং আমি স্থির জানি যে আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে তিনি কখন সাহস করিবেন না।

ক। সে পত্রে নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে কোন গুপ্ত কথা লিখিত আছে কিন্তু তুমিই কিছু পূর্ব্বে বলিলে যে প্রহেলিকায় কথা কহা ভাল নহে; সে স্থলে তুমি এরূপ ভাবে কথা কি জন্য কহিতেছ? আমি জানি যে সেই পত্রে আমার নাম উল্লিখিত আছে, কিন্তু, সুন্দরি, তুমি ভয় দেখাইয়া আমাকে কখন বশ করিতে পারিবে না—তোমার ঐ সুন্দর আঁখিদ্বয় আমাকে তোমার ক্রীতদাস করিয়াছে।

র। কিন্তু তুমি এরূপ ভাবিও না যে আমি সেই গুপ্ত কথাগুলি জনসাধারণের সমক্ষে ব্যক্ত করিব। আমি, আমার ভ্রাতা এবং আমার জনক উচ্চপদ অভিলাষী হইয়া, আজীবন কুকল্পনা, দুরভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, ফন্দি করিয়া আসিতেছি—বলিতে কি ঐ সকল শাস্ত্রে আমরা পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছি। এই পথের পথিক মাত্রেই আমাদের পূজ্য। সে যাহাই হউক, আইডার পত্রখানি পাঠ করিতেছি, আগাগোড়া মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

"তোমাকে প্রাণপণে ভাল বাসিয়া শেষে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইয়াছি; তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমি একজন নীচ ও জঘন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! এক্ষণে "ব্যাবণেস্" উপাধির পরিবর্ত্তে, আমি কি উপাধি লাভ করিয়াছি? আইডা ওয়ালষ্টিন্! নরপিশাচ—নরকের কুকুর ওয়ালষ্টিনের পত্নী আইডা!! সেই পামর কারাগার হইতে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছে—কি করিয়া সে পলাইল? আমার ধারণা যে তোমার সাহায্যে সে পলাইয়াছে; বাস্তবিক তোমার সেই অমানুষিক ক্ষমতার কথা যখন মনে উদয় হয় তখন আমি কাঁপিতে থাকি।

আমি বাস্তবিক ওয়াল্ষ্টিনের বিবাহিত পত্নী, ইচ্ছা করিলে সে আমাকে পদদলিত করিতে পারে কারণ—উঃ কি ভয়ানক কথা—কারণ, আমাদের জারজ সন্তানকে হত্যা করার কথা তাহার অবিদিত নাই।

এত দুঃখের কথা লিখিলাম, কিন্তু আমার দুঃখের সমাপ্তি এখনও হয় নাই। আমার সতীত্ব নষ্ট করিয়া এবং আমার সাধ্যমত অপমান করিয়াও তোমার তৃপ্তি হয় নাই, সেই জন্য তুমি এখনও আমাকে পদদলিত করিতেছ কিন্তু এবার তুমি যে অসৎ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ হইয়াছে—হায়, তুমি আমাকে আর ভাল বাসনা! কাল সন্ধ্যার সময় তুমি একটী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার সহিত যে কথা কহিয়াছিলে তাহা আমি শুনিয়াছিলাম; কিন্তু নিশ্চয় জানিও তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবেনা। কারণ অদ্য সন্ধ্যার সময় সেই হতভাগিনীর জীবননাশ করিব—যদি সে তোমার নিকটেও থাকে, তথাপি তাহাকে হত্যা করিব।

ছি, তুমি বাস্তবিক আমার সহিত অভদ্রাচরণ করিতেছ। যখন তোমার অন্তঃকরণ দুশ্চিন্তানলে দগ্ধ হইত, যখন তোমার জীবন সম্বন্ধীয় গুপ্ত ইতিহাস মনে উদিত হইয়া তোমাকে নরক যন্ত্রনা ভোগ করাইত—তখন কে তোমাকে শান্তনা করিত? আমার সাহায্য ব্যতিরেকে তুমি সূতিকাগারে কিছুতেই তোমার সন্তানকে আর্ক্ডিউকের কন্যার সহিত বদল করিতে পারিতে না—বল সত্য কি না?

এখন বল তুমি আমার নিকট ঋণী কি না? সন্ধ্যা হইলে আমি এই পত্র তোমার বিশ্বস্ত অনুচরের হস্তে দিব—পত্রখানি পাঠ করিলে পর কে তোমার প্রেমের নূতন পাত্রীকে হত্যা করিয়াছে জানিতে পারিবে। আমার শেষ অনুরোধ এই যে ওয়াল্ষ্টিন যেন কোন প্রকারে আমাকে উৎপীড়ন না করিতে পারে ও আমি যেন অবিলম্বে জারম্যান্ সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে গণ্য হইতে পারি! তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর—আমি আজীবন তোমার দাসী হইয়া থাকিব।" "আইডা"।

পত্র পাঠ শেষ হইলে রমণী বলিল "সূতিকাগারের গুপ্তকথা আজি জানিতে পারিয়াছি"।

ফ। আর কে জানে ?

র। আমার ভ্রাতা সিজার ও আন্‌স্লেম্‌ নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক ; কিন্তু আমরা সে কথা কিছুতেই প্রকাশ করিব না ; তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে এই পত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিতে পার।

ফষ্ট্‌ যে সয়তানের সাহায্যে প্রবল প্রতাপ, উচ্চপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল, আইডার পত্রে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিলনা ; ফষ্ট্‌ তজ্জন্য মনে মনে যৎপরোনাস্তি খুসী হইয়া বলিল " সুন্দরি, আমি সাধ্যানুসারে তোমার উপকার করিব, কিন্তু এরূপ ভাবিও না যে আইডার পত্রের সাহায্যে তুমি আমাকে হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছ। এক্ষণে আমরা উভয়ে উভয়কে বিলক্ষণ চিনিয়াছি। তুমি প্রথমে স্পেন্‌ দেশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত লোককে বিবাহ করিয়াছিলে—তোমার উপর তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিলনা। তুমি ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে, কখন প্রেম চর্চ্চায় ব্যস্ত থাকিতে, কখন পাইসায় বাস করিতে, কখন ভিনিসে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া দিনাতিপাত করিতে। শেষে তুমি রোমে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে ; তখন তোমার পিতা পোপের সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন এবং তুমি দেখিলে যে তোমার স্পেন্‌ দেশীয় স্বামীকে বিবাহ করার নিমিত্ত তোমার সামাজিক মর্য্যাদা লাঘব হইয়াছিল, তখন তুমি তোমার প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করিয়া লর্ড অফ্‌ পিজারোকে বিবাহ করিলে ; কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্র কুশল না হওয়ায় তুমি তাহাকে ও ত্যাগ করিয়া এ্যাল্‌ফন্‌জোকে বিবাহ করিলে।

র। এসব কথা য়ুরোপ বাসী মাত্রেই জানে ; আমি স্বীকার করিতেছি তুমি আমার পূর্ব্বজীবনের সমস্ত ইতিহাস জ্ঞান—তাহাতে কি হইয়াছে, না হইতে পারে ?

ফ। সুন্দরি, তোমার এবং তোমার ভ্রাতা ও জনকের সম্বন্ধে আমি বিস্তর কথা জানি, তোমার প্রণয়াভিনয়, সুপুরুষকে আয়ত্বাধীন করিবার ক্ষমতা, তোমাদের প্রাসাদের জগদ্বিখ্যাত ভোজ, সে ভোজের পর তোমাদের শত্রুবর্গ একে একে পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে ; তোমাদের প্রসিদ্ধ ক্যান্‌টারেলা ও তাহার প্রতীকারক ঔষধ সম্বন্ধে—

র। থাক্‌, আর শুনিতে চাহিনা ; কিন্তু এক কথা—তুমি এই সমস্ত জানিয়াও কিরূপে আমার প্রেম আকাঙ্খী হইতেছ !

ফ। সুন্দরি, তুমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমার এক তিল হানি করিতে পারিবে না। তোমার অঙ্গুরীয়কে যে তীব্র হলাহল আছে তাহা শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র পলকের মধ্যে মনুষ্য জীবন নাশ করিতে পারে। কিন্তু, তোমার ঐ ভয়ানক অস্ত্র কাউণ্ট আরোনার কিছু মাত্র হানি করিতে পারিবেনা।

র। ফষ্ট, তুমি অতুল ধনের ঈশ্বর ও সুপুরুষ ; এক্ষণে দেখিতেছি তুমি সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক—কেবল তাহা নহে তুমি অসৎপথের পথিক ; সুতরাং তুমি আমার হৃদয়

অধিকার করিবার যোগ্য পাত্র—কাউণ্ট অফ্ অরোনা, আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি।

ক। তজ্জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি—লুক্রেজা বর্জিয়া তুমিই আমার প্রেমের পাত্রী!

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

লুক্রেজা বর্জিয়া—যে রমণীর অঙ্গুরীয়কের সিংহের মুখ নিমিষ মধ্যে অদৃষ্ট হইত ও তৎপরিবর্ত্তে বিষধর সর্পের মুখ বাহির হইত, তাহার নাম লুক্রেজা বর্জিয়া। ষষ্ট পোপ্ আলেক্জাণ্ডারের ঔরসে ও রোজা ভানোজার গর্ভে বর্জিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহার ভ্রাতার নাম ডিউক্ সিজার বর্জিয়া।

জগতে মনুষ্যাকারে যে সকল রাক্ষস ও রাক্ষসী জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের জীবনী ইতিহাসে সবিস্তারে লিখিত আছে—পোপ্ আলেক্জাণ্ডার, সিজার বর্জিয়া এবং তাহার ভগ্নী এই শ্রেণীর নায়ক। স্বার্থ সাধনের জন্য, ধনলালসা তৃপ্তি করিবার জন্য তিন জনে কোন রূপ ভীষণ দুষ্কর্ম্ম করিতে ভীত হইত না। তিন জনের ষড়যন্ত্রে আলেক্জাণ্ডার পোপের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব কালে রোম একটী জঘন্য সহর হইয়াছিল—লোকে পাপপুণ্য ভেদ করিত না—সদাই লম্পটতা ও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিত।

বর্জিয়ার রূপ জগদ্বিখ্যাত, তাহার অভ্যন্তর হলাহল পূর্ণ—স্ত্রীজাতি জগতে অদ্যাবধি এমন কোন দুষ্কর্ম্ম করে নাই যাহা সেই রাক্ষসী দ্বারা সম্পন্ন হইত না—পুণ্যভাব রাক্ষসীর হৃদয়ে একদিনের জন্যও স্থান পায় নাই। সতীত্ব কি, বর্জিয়া জানিত না এবং তাহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার লেশ ছিল না। এক একটী করিয়া হতভাগিনী এতগুলি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল যে শেষে সেইরূপ কার্য্য করিতে তাহার বাস্তবিক আমোদ হইত!

রোমের সর্ব্বোচ্চ পরিবারের চরিত্র কলুষিত হওয়ায়, রোমনিবাসীরাও তাহাদের জঘন্য দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে লোকে উপহাস করিত; উচ্চ পদস্থ ধর্ম্মযাজকেরা প্রকাশ্যভাবে লম্পটতা করিত এবং প্রকাশ্যভাবে তাহাদের জারজ সন্তানদিগকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিত; বিচারপতি এবং শান্তিরক্ষকেরা সহাস্যে উৎকোচ গ্রহণ করিত; গুণ্ডার দল দুশ্চরিত্র ধনশালী লোকদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইত এবং আজ্ঞা পাইলেই প্রভুদিগের শত্রুবর্গকে অলক্ষিতভাবে হত্যা করিত।

রোমের সেই শোচনীয় অবস্থার সময় কষ্ট্ বর্জিয়ার হৃদয়ের অধিকারী হইয়াছিল—কষ্ট্ সর্ব্বদাই রূপজ মোহাচ্ছন্ন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড।
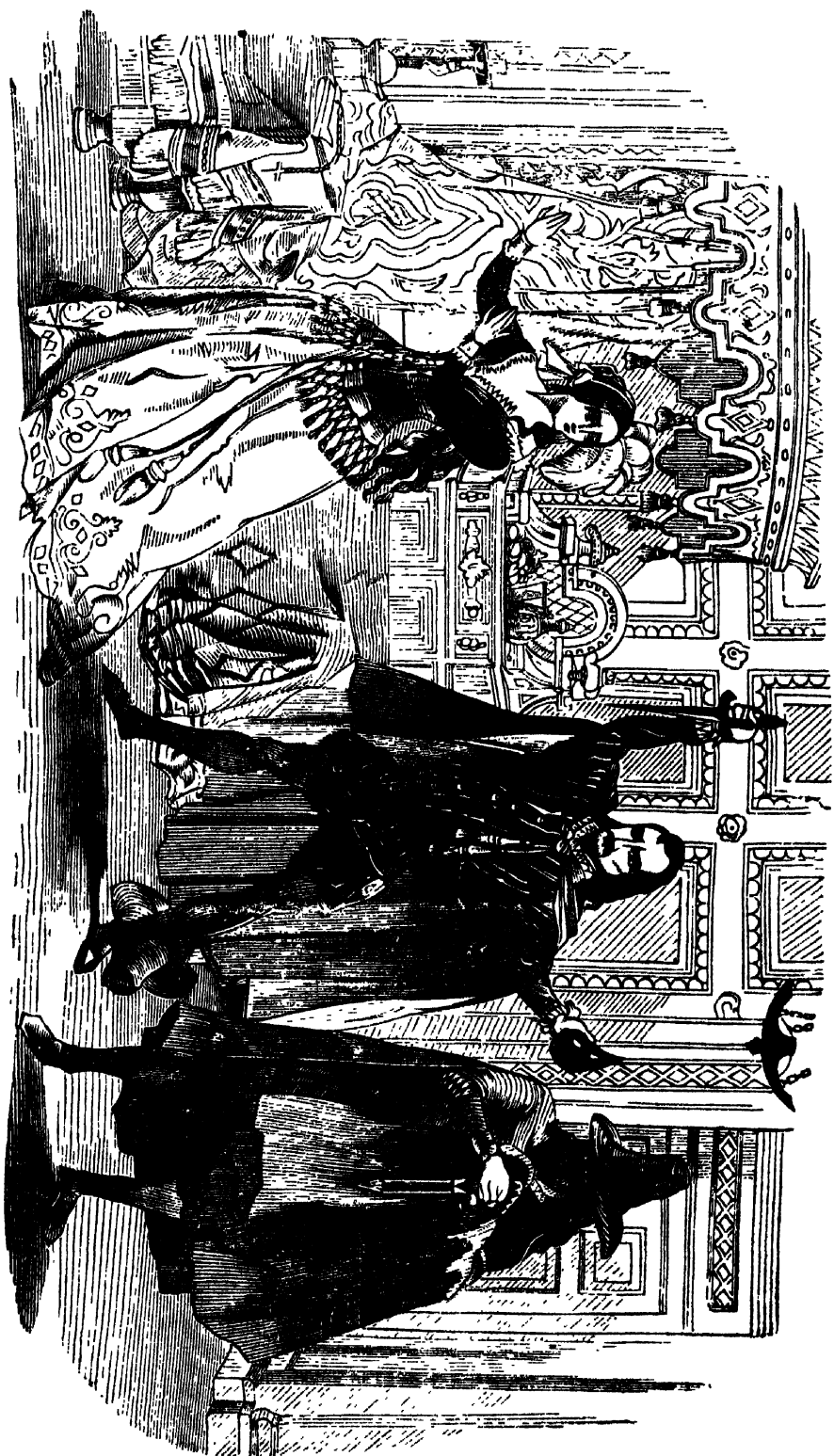
রোমে যে সকল সুন্দর ও সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা ছিল, তন্মধ্যে বর্জিয়ার প্রাসাদ যতদূর সম্ভব জাঁকজমকের সহিত সজ্জিত; বর্জিয়া পোপের কন্যা সুতরাং তাহাকে স্বীয় পদমর্য্যাদানুযায়ী অসংখ্য দাস দাসী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু হতভাগিনী দিবানিশি ষড়যন্ত্র, গুপ্তপ্রেম ও কৃত্রিম বিষ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকিত; পাছে প্রাসাদের কোন লোক সমস্ত জানিতে পারে, সেই ভয়ে বর্জিয়া সহরের নির্জন বিভাগে আর একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং সেই বাটীতে তাহার বিশ্বস্ত অনুচরেরা থাকিত; সেই বাটীতে তাহার সহিত কষ্টের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সেই বাটীতেই রাক্ষসী ও তাহার ভ্রাতা গোপনে বসিয়া পরামর্শ করিত।

বলা বাহুল্য উভয়ের মধ্যে জঘন্য নৈকট্য স্থাপিত হইয়াছিল; জগতে নরনারী এমন কিছু পাপাচরণ করে নাই, যাহা বর্জিয়া ও সিজার করে নাই।

সন্ধ্যা আগত প্রায়—বর্জিয়া তাহার শয়ন কক্ষে একখানি চৌকিতে উপবিষ্ট—অঙ্গুরীয়কের উপর তখন সিংহের মুখ রহিয়াছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহার মুখ দেখিলে তাহার মনের ভাব কিয়ৎ পরিমাণেও জানা যায়; কিন্তু রাক্ষসী বর্জিয়ার বাহ্যিক ভাব অতি রমণীয়, মনের ভাব পৈশাচিক ও অবোধগম্য।

বর্জিয়া কোন লোকের আগমন অপেক্ষা করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। অবশেষে সে কক্ষের দেওয়ালের একটী গুপ্ত দ্বার মুক্ত করিয়া পদচারণা করিতে লাগিল; বহির্ভাগস্থ উদ্যানের একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া ভিতরে আসিলে তাহার বাসবাটীর একটী ক্ষুদ্র দরজায় পঁহুছান যায়; সেই দ্বারের সম্মুখস্থ সোপানমার্গ অতিক্রম করিয়া উপরের তালার পূর্ব্বোক্ত গুপ্তদ্বার দিয়া বর্জিয়ার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিবার একটী পথ ছিল।

বর্জিয়া পদচারণা করিতেছিল, এমন সময় কোন লোক বর্হিদেশ হইতে দ্বারে করাঘাত করিল। বর্জিয়া ভাবিল তাহার কোন অনুচর কার্য্যোপলক্ষে কক্ষমধ্যে আসিতেছিল; কিন্তু সে অর্গল খুলিবা মাত্র দুই জন মুখসধারী পুরুষ উলঙ্গ ছোরা হস্তে করিয়া তড়িৎবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বর্জিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল "কে তোমরা? কি সাহসে তোমরা আমার কক্ষে অনধিকার প্রবেশ করিলে"? আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন মুখস খুলিয়া বলিল "লুক্রজা বর্জিয়া, তোমার মৃত্যু সন্নিকট।"

ব। কে—মরকোম্?

ম। "হাঁ আমি সেই লোক; পাপিয়সি, তুমি আমার খুল্লতাত কারডিন্যাল্ কনেন্-জাকে বিষপান করাইয়াছিলে—অদ্য তাহার প্রতিশোধ লইব। মরিবার জন্য প্রস্তুত হও"। মরকোমের সঙ্গী তখন বলিল "আমার নাম ফেডারিকো, তুমি আমার ভ্রাতার প্রাণনাশ করিয়াছ—অদ্য আমিও তাহার প্রতিশোধ লইব।"

ব। আমি নির্দ্দোষী; মরকোম্, তোমার খুল্লতাতের মৃত্যু সম্বন্ধে আমি কিছু মাত্র জানি না; ফ্রেডারিকো, তুমিও আমার নামে মিথ্যা দোষারোপ করিতেছ।

ম। রাক্ষসী, আমরা জানি যে তুমি এবং তোমার ভ্রাতা উভয়কে হত্যা করিয়াছ; তাহা না হইলেও, তোমার দুষ্কার্য্যের তালিকা এত ভয়ানক ও বৃহৎ হইয়াছে যে, তোমাকে হত্যা না করিলে রোম উৎসন্ন যাইবে। রোম বর্জ্জিয়াদিগের রক্ত দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে—অধিক কি তিন জন কারডিন্যাল্ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যে কেহ তোমাদের উভয়কে শমন সদনে পাঠাইবে, তাঁহারা তাহাদিগের নরহত্যা-জনিত পাপ মোচন করিবেন। লুক্রজা বর্জ্জিয়া, এক্ষণে মরিবার জন্য প্রস্তুত হও।

ব। আমাকে ক্ষমা কর—অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর; আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি; আমরা কোন কারডিন্যালের সহিত কখন কোনরূপ অসদাচরণ করি নাই; সুতরাং তোমাদের কথায় আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না; যদিও অজ্ঞানতা নিবন্ধন তাঁহাদের নিকট দোষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বল—আমরা যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টা করিব।

ম। কারডিন্যাল্ নোভা, কারডিন্যাল্ কোপিস্ এবং কারডিন্যাল্ ক্যাস্টেল্ তোমার ন্যায় দুশ্চরিত্রা পতিতা রমণীর নিকট হইতে কোনরূপ ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা তিনজন আমাদের পাপ মোচন করিতে স্বীকার পাইয়াছেন; সে কথা এক্ষণে উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই—আমার হস্তস্থ এই তীক্ষ্ণ ছোরা অনতিবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থলের শোণিত পান করিবে, তবে তোমার প্রাণনাশ করিবার পূর্ব্বে কিছু সময় দিতে হইবে; মনে করিও না ঈশ্বরকে আরাধনা করিবার জন্য তোমাকে সময় দিতেছি—তাহা নহে; আমাদের পদতলে জানুপাতিয়া উপবেশন করিয়া, তোমার কির্ত্তীকলাপের চুম্বক ইতিহাস শ্রবণ কর, পরে তোমাকে মরিতে হইবে। মরকোম্ তখন বর্জ্জিয়ার স্কন্ধদেশ সবলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে বসাইয়া পুনরায় বলিল "এত দিনের পর আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্ত সার্থকও হইল; ফ্রেডারিকো, এই ঘৃণার্হ কুলটার অবস্থা দেখ—উঃ আমি মনে মনে বাস্তবিক অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। দুষ্টা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু উহাকে ক্ষমা করার ন্যায় গর্হিত কার্য্য জগতে আর কিছু নাই ও হইতে পারে না।

ফ্রে। মরকোম্, ক্ষমা করিবার কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়, বিশেষতঃ পাপিয়সী তিন জন কারডিন্যালের নাম জানিতে পারিয়াছে।

ম। ঠিক কথা; লুক্রজা বর্জ্জিয়া, আমরা দুইজন কি কারণে তোমার জীবন নাশ করিবার জন্য শপথ করিয়াছি শ্রবণ কর।

ব। না না তোমরা কখন শপথ কর নাই। অসহায়া রমণীকে বিনাশ করিও না।

ম। অসহায়া রমণী! আমরা একটী বিষধর সর্পকে বিনাশ করিতে আসিয়াছি, যাহার বিষের তীব্রতা সমাজকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। দরওয়াজার দিকে দেখিলে কি হইবে? সাহায্য পাইবার আশা করিও না—কারণ কেহ তোমাকে সাহায্য করিবে না। প্রথমে তোমাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া পরে বিনাশ করিব।

বর্জিয়া মনে মনে বলিল "এখনও আসিতেছে না কেন"? ফ্রেডারিকো তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তিন বৎসর পূর্ব্বে তোমার মাতা তাঁহার ভিন্‌কুলার বাগান বাটীতে ধুমধামের সহিত একটী ভোজ দিয়াছিলেন; রোমের যাবদীয় সম্ভ্রান্ত লোক সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহার কালীন আমার ভ্রাতা তোমার পরলোক গত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন; ভোজ শেষ হইবার পূর্ব্বে তুমি কোন বিশেষ ও আবশ্যকীয় কর্ম্মের ছল করিয়া এই বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে; তৎপরে তুমি এই নরককুণ্ড হইতে একজন মুখসধারী দূতের হস্তে তোমার ভ্রাতাকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলে এবং সেই পত্রে তাঁহাকে অবিলম্বে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে—বল সত্য কি না?

ব। আমাকে ক্ষমা কর—

ফ্রে। ক্ষমার কথা মুখে আনিও না—যাহা বলিতেছি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। সেই পত্র পাইবা মাত্র তোমার ভ্রাতা ভোজ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; রোমের রাজপথে অত্যন্ত দস্যুভয় থাকায়, তিনি আমার ভ্রাতাকে তাঁহার সহিত তোমার বাটীর সম্মুখের রাস্তার মোড় অবধি আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় অপর একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজ গৃহ ত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে অপর একটী পথ অনুসরণ করিয়াছিল। ঘেটোর নিকটে আসিবামাত্র চারি জন গুণ্ডা তাহার সহিত একত্রিত হইল; আমার ভ্রাতা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া তোমার ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন; কিছু পরেই তিনি একাকী ঘেটোর নিকটে যাইবামাত্র সেই চার জন গুণ্ডা তাঁহার প্রাণবধ করিল—অশ্বারোহী পুরুষ স্থিরভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়াছিল। গুণ্ডাগণ তাহার পরে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃতদেহ টাইবার নদীতে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল এবং কিছু পরেই সেই অশ্বারোহী পুরুষ তোমার বাটীতে আসিয়া বলিল "কাজ সাফ্ হইয়াছে"। পাপিয়সি, সে অশ্বারোহী কে—তোমার অপর ভ্রাতা নরপিশাচ ভ্রাতৃহন্তা—সিজার বর্জিয়া! আর তুমি সেই নররাক্ষসকে ভ্রাতৃবধ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলে!

ব। না—কখনই না—মিথ্যা কথা।

ফ্রে। মরিবার সময় আর মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিও না, পাপিয়সি! আর শুন—উক্ত ঘটনার কিছু পরে এক দিবস তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয়বন্ধু কারডিন্যাল্ জোভানি

হত্যাকারীদিগকে ধরিবার জন্ম ফেরারা হইতে রোম অভিমুখে যাত্রা করেন। সিজার এবং তুমি করলি নামক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে এবং তাঁহাকে একটী ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে—বল সত্য কি না? কারডিন্যাল্ জোভানির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ উদার ছিল, সুতরাং তিনি তোমাদের মিষ্ট সম্ভাষণ ও আদর ও অভ্যর্থনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আর তোমরা দুইজন কি করিয়াছিলে? তোমাদের নিমন্ত্রিত অনেক নিরপরাধী ব্যক্তিকে সহাস্যে বিষপান করাইয়াছিলে? দুই জনকে হত্যা করিয়াও তোমাদের রাক্ষস প্রবৃত্তি শমিত হয় নাই; উক্ত ঘটনার কিছু পরেই আমার ভ্রাতা একজন গুণ্ডা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। লুক্রজা বর্জিয়া, দেখ তীক্ষ্ণ ছোরা তোমার বক্ষঃস্থলের শোনিত পান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

ব। আমাকে ক্ষমা কর প্রাণে মারিও না। তোমাদিগকে উচ্চপদস্থ করিব, তোমাদের পদতলে অর্থরাশি ছড়াইয়া দিব।

ফে। সমগ্র রোম সহরে যে লোক সকলের অপেক্ষা মূর্খ ও বুদ্ধিহীন সে লোকও বর্জিয়াদিগের কথায় বিশ্বাস করিবে না।

ম। ফেডারিকোর কথা শেষ হইয়াছে এখন আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক "নন্" বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে তোমার জনকের নিকট অনুমতি পাইয়াছিল এবং তোমার নরপিচাস জনক তাহার নিকট হইতে গোপনে একলক্ষ বিশহাজার টাকা লইয়া অনুমতি দিয়াছিলেন; ক্রমে সেই কথা অনেক লোকের কর্ণগোচর হইল—বর্জিয়া বংশের সম্ভ্রম যায় যায় হইল। শেষে তোমরা সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে? লোকে তাহার পরেই শুনিল যে পোপ্ সেই নন্‌কে বিবাহ করিতে অনুমতি দেন নাই; আমার পিতৃব্য কারডিন্যাল্ কেসেনৃজা উৎকোচ লইয়া, পরওয়ানায় পোপের নাম জাল করিয়াছিলেন! সেণ্ট্ এন্‌জেলো দুর্গে তিনি কারাবদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে কারানিক্ষিপ্ত করিয়াও তোমরা ক্ষান্ত হওনাই। তোমাদের আজ্ঞা মত কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে তিন দিবস অন্তর কেবল জল এবং অর্দ্ধসের ওজনের রুটি দিত; একবৎসর কাল তিনি এক প্রকার অনাহারে ছিলেন বলিতে হইবে কিন্তু তিনি ভয়ানক বলিষ্ঠ ছিলেন এক বৎসর কাল অনাহারে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তখন তুমি ও তোমার বহু-সদ্‌গুণালঙ্কৃত ভ্রাতা তাঁহাকে অনসনে রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক সপ্তাহ কাল বিনা আহারে পিতৃব্য কারাগারে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন—রাক্ষসী কোন সাহসে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ?

ব। মরকোম্, ফেডারিকো, আমি দুটী অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি; আমাকে বধ করিবার পূর্ব্বে যদি সেই অনুরোধ রক্ষা কর, যার পর নাই বাধিত হইব।

ম। শীঘ্র বল—অধিক কথা কহিও না।

ব। মরকোম্, এই চাবি দ্বারা ঐ আলমায়রা খুলিয়া ভিতর হইতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একখানি ক্ষুদ্র আলেখ্য আনিয়া আমাকে দাও; মরিবার পূর্ব্বে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

ম। চাবি দাও এ অনুরোধ নিশ্চয় রক্ষা করিব।

ব। ফ্রেডারিকো, বল, আমি যে অপরাধ করিয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে।

ফ্রে। নিশ্চয়—তোমার ভবিষ্যতের জন্যও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।

ব। আর কিছু বলিতে চাহিনা একণে আমি মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি আমাকে বধ কর। এই বলিয়া রাক্ষসী কৃতজ্ঞতা সূচক অভিনয় করিয়া ফ্রেডারিকোর হস্ত পেষন করিয়া দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইল।

ভয়ানক দৃশ্য! আলমায়রা খুলিবার একটী গুপ্ত কলছিল—তাহা বর্জ্জিয়া ব্যতীত অপর কেহ জানিত না। মরকোম্ সহজে ও চলিত উপায়ে আলমায়রা খুলিবার জন্য নায়ের ভিতর চাবি দিবা মাত্র একটী বিষাক্ত সূঁচ কলের সাহায্যে বহির্দ্দেশে আসিয়া তাহার একটী অঙ্গুলীতে প্রবিষ্ট হইল—মরকোম বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। ঠিক সেই সময়ে বর্জ্জিয়ার অঙ্গুরীয়ক ফ্রেডারিকোকে ও ধরাশায়ী করিল! এক-মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দুই জনই জীবিত ছিল!!

ব। বর্জ্জিয়াদিগের শত্রুবর্গ এইরূপে মরুক। কারডিন্যাল নোভা, কারডিন্যাল্ কোপিস্, কারডিন্যাল্ কাস্টেল্, তোমরা তিনজন আমার হত্যাকারীদিগের পাপমোচন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছ, কিন্তু স্থির জানিও তোমাদের চরম সন্নিকট।

বর্জ্জিয়ার কথা শেষ হইবা মাত্র কষ্ট্ গুপ্তদ্বার দিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল; সম্মুখে দুটী মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া কষ্ট্ সবিস্ময়ে বলিল "লুক্রেজা"!

ব। বিস্ময়াপন্ন হইও না; এই দুই জন বিশ্বাসঘাতক আমার প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে এই কক্ষে আসিয়াছিল। তুমি যদি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিতে তাহা হইলে এতক্ষণ আমাকে বৃথা বাক্যব্যয় করিতে হইত না; আমি বাস্তবিক প্রথমে ভীত হইয়াছিলাম।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পর দিবস প্রাতঃকালে বর্জ্জিয়া তাহার ভ্রাতার প্রাসাদে আসিয়া পূর্ব্ব রজনীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল। সিজার শুনিবা মাত্র এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চিন্তা না করিয়া বলিল " এই তিন জন কারডিন্যালের প্রাণবধ করিতে হইবে; পিতার নিকট আমি এখনই যাইয়া সমস্ত বলিব এবং তাঁহাদের তিন জনকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতে পরামর্শ দিব "।

ব। কিন্তু খুব সাবধানের সহিত কার্য্য করিতে হইবে; মন্নকোম ও ফ্রেডারিকো আমাকে তিরস্কার করিবার সময় যাহা কিছু বলিয়াছিল সমস্ত সত্য; কতকগুলি লোক যে অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে ইহা লইয়া লোকে "কানাকানি" করিতেছে।

সি। লুক্রজা, আমার হস্তস্থ এই যে ছোরা দেখিতেছ, ইহা কেবল তীক্ষ্ণ নহে—বিষাক্তও বটে।

ব। সিজার, তুমি পাগল, নচেৎ এরূপ কথা কহিতে না। তুমি কি ঐ ছোরার সাহায্যে তিনজন কারডিন্যালের প্রাণবধ করিবে? না সিজার, আমাদের শত্রুবর্গকে বিষপান করাইয়া সমন ভবনে প্রেরণ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহারা অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ না করিয়া, ধীরে ধীরে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, যাহাতে লোকে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ না করিতে পারে।

সি। ভগ্নি, আমি স্বীকার করিতেছি এ শাস্ত্রে তুমি আমার গুরু; আচ্ছা, এখন তুমি যাও আমি অদ্যই এখন বিষ প্রস্তুত করিব, যে কারডিন্যালত্রয় তাহা পান করিয়া নিশ্চয় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা বৃদ্ধা ফন্‌টানার ছাত্র। দুঃখের মধ্যে বৃদ্ধা ভিয়েনায় অকস্মাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, সে সকল প্রকার বিষ প্রস্তুত করিতে পারিত।

ব। যাই বল, আমাদের ক্যানটারেলার সহিত কোন বিষেরই তুলনা হয় না।

সি। স্বীকার করি, কিন্তু ফন্‌টানা আমাদের আদিগুরু। যদি লোকে না নিন্দা করিত তাহা হইলে আমি নিজের ব্যয়ে তাহার একটী স্মরণার্থ স্তম্ভ রোমে স্থাপিত করিতাম। বর্জ্জিয়া, আর একটী কথা আছে—কাউন্ট অফ অরোণাকে কি রূপ দেখিতেছ—আমাদের বশবর্ত্তী না বিপরীত? স্মরণ রাখিও, অনতিবিলম্বে রোমে বিপ্লব ঘটিবে; রোমে কেন সমস্ত য়ুরোপে। সেই সময় সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ আমাদের বিপক্ষে না দাঁড়াইলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল; কাউন্ট অফ্ অরোণাকে এরূপ ভাবে হস্তগত করিতে হইবে, যাহাতে তিনি সম্রাটকে যেরূপে হউক মধ্যস্থ রাখেন।

ব। কাউন্ট আমার ক্রীত দাস। কাউন্ট বলিয়াছে যে সম্রাট কখন আমাদের বিপক্ষে যাইবেন না—তবে আমরা যদি তাঁহাকে স্বপক্ষে লইয়া আসিতে চাহি সে বিষয়ে কাউন্ট আমাদের সাহায্য করিতে পারিবেন না।

সি। সম্রাট মধ্যস্থ থাকিলে, আমি নিশ্চয় ইতালির সিংহাসন অধিকার করিব।

বর্জ্জিয়া চলিয়া যাইল, সিজার একটী ক্ষুদ্র রৌপ্য নির্ম্মিত ঘণ্টা বাজাইল এবং পর মুহূর্ত্তে তাহার বিশস্ত অনুচর মাইকেলটো কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সিজারের প্রসিদ্ধ সৈন্যদলের নাম "বীরী"—মাইকেলটো বীরী ফৌজের নায়ক। এই পামরই সিজারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিল। সিজার তাহাকে বলিল—"আমাদের তিনজন

শত্রুকে পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে ; তুমি দুই জন বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গে লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবার কক্ষে আইস, বিলম্ব করিও না ”। মাইকেলটো “আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য ” বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সিজার প্রাসাদের শেষ ভাগের একটী প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিল, মাইকেলটো ও দুইজন ভীষণাকার সৈনিক তৎপূর্ব্বে কক্ষমধ্যে আসিয়া সিজারের আগমন অপেক্ষা করিতেছিল। কক্ষমধ্যে গৃহোপকরণ কিছুই ছিল না—কেবল একটী মেজ, কতকগুলি খালি বোতল ও শিশি, কতকগুলি উৎকৃষ্ট সুরাপূর্ণ কাচাধার, এবং কড়িকাষ্ঠে কতকগুলি কপিকল।

কক্ষের এক প্রান্তে লৌহ গরাদিয়া বসান সুদৃঢ় দরজা ছিল—তাহার ভিতর হইতে বন্য পশুর গাত্রের দুর্গন্ধ কক্ষমধ্যে আসিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে বন্য পশুর অসভ্য ও কর্কশ গর্জ্জনও কর্ণগোচর হইতেছিল।

মেজের উপর তিনটী খালি বোতল ছিল ; সিজার মাইকেলটোকে বলিল “এই তিনটী বোতল অনতিবিলম্বে পূর্ণ করিতে হইবে”।

মাইকেলটো “তথাস্তু” বলিয়া তাহার সহকারীদ্বয়কে বলিল “কি করিতে হইবে বুঝিয়াছ—খুব সাবধান”। সিজার তখন তাহার বিষাক্ত ছোরা কোষ হইতে মুক্ত করিয়া কক্ষের এক প্রান্তে দাঁড়াইল। মাইকেলটো বলিল “কোন ভয় নাই—মিলেটো পলকের মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া দিবে”। মাইকেলটোর সহকারীদ্বয়ের নাম—মিলেটো ও টমাসো।

মিলেটো সতর্কতার সহিত পূর্ব্বোক্ত দরওয়াজা খুলিয়া দিল ; ভিতরের কক্ষে একটী প্রকাণ্ড ভল্লুক খড়ের উপর শয়ন করিয়াছিল ; দরওয়াজা খুলিবা মাত্র ভল্লুকটি চতুর্দ্দিক আঘ্রাণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে দরওয়াজা অতিক্রম করিয়া কক্ষের ভিতর আসিল ; সেই মুহূর্ত্তে মিলেটো তাহার মুখে ফাঁশ পরাইয়া দিল ও টমাসো তাহার পিছনের পদদ্বয়ে এক খণ্ড দৃঢ় রজ্জু বাঁধিয়া দিল ; রজ্জুর অপর দিক দেওয়ালের একটী দৃঢ় লৌহনির্ম্মিত কড়াতে বাঁধা ছিল, সুতরাং ভল্লুকটি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও নড়িতে চড়িতে পারিল না।

সিজার তখন হস্তস্থ ছোরা কোষে পুরিয়া, মেজের উপরের একটী আধার হইতে শেঁকোবিষ (Arsenic) বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া লইল। পরে সেই চূর্ণীকৃত পদার্থ অপর একটী পাত্রে রাখিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিল।

তখন মাইকেলটো ও তাহার সহকারীদ্বয় ভল্লুকটির মুখ উপরে উঠাইয়া ধরিয়া রহিল এবং সিজার একটী নলের সাহায্যে সেই শেঁকো মিশ্রিত জল মুখের ভিতর ঢালিয়া দিল। তাহার পরেই তিনজন বীরী কপিকলের সাহায্যে ভল্লুকের পিছনের পদদ্বয় উপরে টানিয়া ধরিল এবং সিজার একখানি রূপার থাল ঠিক তাহার মুখের নিম্নে রাখিয়া দিল।

কিছু পরেই রাশিকৃত দুর্গন্ধময় সফেন জলীয় পদার্থ থালে পড়িতে লাগিল। সিজার তিনটি খালি বোতল সেই জলীয় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিল।

পাঠক, পাঠিকা, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি মিথ্যা গল্প মনে করিবেন না; বর্জ্জিয়াদিগের বিষ প্রস্তুত করণের কথা য়ুরোপবাসী মাত্রেই জানিতেন।

সিজার, মিলেটো ও টমাসোকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিল; মাইকেলটো তথন তিনটি উৎকৃষ্ট সুরাপূর্ণ বোতলের ছিপি সাবধানের সহিত খুলিল এবং সিজার প্রত্যেক বোতলের ভিতরে ভল্লুক মুখ নিঃসৃত হলাহল অল্প পরিমাণে ঢালিয়া দিল। মাইকেলটো তাহারুপর তিনটি নুতন ছিপি বোতলের মুখে দিয়া সিজারের মোহর লইয়া ছিপির উপরি ভাগ অঙ্কিত করিয়া দিল।

সিজার বলিল "মাইকেলটো, কল্য সন্ধ্যার সময় পিতার প্রাসাদে একটী ভোজ হইবে; তুমি এই তিনটি বোতল প্রধান পাচকের হস্তে দিবে। ভোজের সময় এই তিনটি বোতল পৃথক স্থানে থাকিবে; আমি যাহাকে যাহাকে বলিয়া দিব কেবল তাহাদিগকে যেন এই বোতলগুলির সুরা দেওয়া হয়।

মাইকেলটো " তথাস্তু " বলিয়া বিদায় হইল।

মাইকেলটো যাইবার পরেই সিজার তাহার পিতার প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিল। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইবার কিছু পরেই, রোমের যাবদীয় সম্ভ্রান্ত লোক ধর্ম্মপরায়ণ পোপের প্রাসাদে, আহার করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইলেন—কারডিন্যাল্ নোভা, কারডিন্যাল্ কোপিস্ ও কারডিন্যাল্ কাস্‌টেল যে নিমন্ত্রণ পাইয়া ছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

## চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ভোজ উপলক্ষে পোপের প্রাসাদ ( ভ্যাটিকান্ ) আলোকিত হইয়াছে, প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষ জাঁকজমকের সহিত সজ্জিত।

ভোজগৃহের সজ্জা অতি চমৎকার। অসংখ্য দীপ চতুর্দ্দিকে আলোকরাশি বিস্তার করিতেছে, ফুলদানগুলি হইতে দেশীয় ও বিদেশীয় পুষ্পরাশি চতুর্দ্দিকে পরিমল বিতরণ করিতেছে; সে জাঁকজমক দেখিলে মনে হয় না যে রোমান্ কাথলিকদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিবাস ভাটিকান্। ইহা কোন বাদশাহের প্রাসাদ বলিয়া মনে হয়।

ভোজগৃহে তিনটি মেজ ছিল; একটী মেজ অপর দুটী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত; তাহার সম্মুখে পোপের সিংহাসন—মস্তকোপরি স্বর্ণ খচিত মকমলের চন্দ্রাতপ, আর দুটী মেজের চতুর্দ্দিকে রোমের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণের বসিবার আসন ছিল। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর স্বচ্ছ মুকুর শোভা পাইতেছিল—স্ফাটিক দীপাধারগুলি হইতে আলোক

রাশি মুকুরে প্রতিফলিত হইতে ছিল। মেজের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে প্রচুর ও সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত ছিল" পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র মেজের উপর স্ফাটিক পাত্রগুলি ইতালি, ফ্রান্স ও জারম্যান দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার কিছু পরেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন ; প্রথমে পোপ্ আলেক্জাণ্ডার তাঁহার রক্ষিতা রমণী রোজার হস্তধারণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রোজার পরিচ্ছদ বহুমূল্য, মস্তকে হীরক খচিত মুকুট শোভা পাইতেছিল। তাহার পর পোপের গুণবান পুত্র ডিউক্ সিজার ও ডাচেস্ সান্সিয়া এবং তাঁহার কন্যা লুক্রজা ও কাউন্ট অফ্ আরোগণা ভোজগৃহে আসিল। লুক্রজার অলৌকিক সৌন্দর্য্য রাশি ও হীরক খচিত 'বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপস্থিত সকলেরই নয়ন আকর্ষণ করিল।

তাহার পর লুক্রজার স্বামী জনৈক সম্ভ্রান্ত রোমনিবাসীর তনয়ার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—এই সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা রমণী তৎকালীন জনৈক উচ্চ পদধারী ধর্ম্মযাজকের ইন্দ্রিয় লালসা তৃপ্তির জন্য নিযুক্ত ছিল।

তাহার পর কারডিন্যাল্‌গণ ও নিমন্ত্রিত অপরাপর পুরুষ মহিলাগণ উপস্থিত হইলেন।

পোপ্ যে মেজে বসিয়াছিলেন কারডিন্যালগণ ও সেই মেজে বসিতে আসন পাইয়াছিলেন, অপরাপর স্বীয় পদমর্য্যাদা অনুযায়ী অপর দুটী মেজে উপবেশন করিলেন। ভোজগৃহে একশত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত দুইশত ভৃত্য গৃহমধ্যে উপস্থিত ছিল। তৎপূর্ব্বে ভ্যাটিক্যানে ভোজ উপলক্ষে অধিকতর সংখ্যা লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এরূপ জাঁকজমক কখন দেখা যায় নাই।

বৃদ্ধ পোপ্ সকলের সহিত সৌজন্যতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, অমায়িকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন ; লুক্রজার মুখে হাঁসি ধরে না—সকলেই তাহার রূপ দেখিয়া মোহিত ; সিজার প্রফুল্লচিত্ত ও পুলকিত।

তৎসাময়িক সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য যাহা কিছু ছিল ভৃত্যেরা সমস্ত মেজের উপর আনয়ন করিল ; ক্রমে সুরাপান আরম্ভ হইল ; ইতালিয়ান্ সুন্দরীগণের গণ্ডদেশে গোলাপ ফুল ফুটিতে লাগিল ; ধর্ম্মাধ্যক্ষের পবিত্র ভবনে যুবক ও যুবতীগণের মধ্যে আঁখির ক্রীড়া চলিতে লাগিল, আঁখিতে আঁখিতে কথোপকথন আরম্ভ হইল ; কে কাহার সহিত কোথায় এবং কোন সময়ে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবে, তাহার বন্দোবস্ত হইল ; কেহ ঈর্ষ্যানলে পুড়িতে লাগিল, কাহারবা অন্তঃকরণ আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। ক্রমে দশ ঘটিকা বাজিল।

পোপের মেজে নানা বিষয়ক কথোপকথন চলিতেছিল—ক্রমে মাদুলী কবচ এবং তাহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিল। পোপ্ বলিলেন আমি কবচ ধারণের

উপকারিতায় বিশ্বাস করি ; সকলের ভাগ্যে সুফলপ্রদ কবচ ঘটেনা সত্য ; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র এবং যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ আছে, তাঁহাদের নিকট যথার্থ উপকারী কবচ আছে।

একজন কারডিন্যাল্ বলিলেন " আপনি যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা নিশ্চয় বিশ্বাস্য আপনার মত আমাদের শিরোধার্য্য। আমি শুনিয়াছি আপনার একখানি কবচ আছে যাহা অঙ্গে রক্ষা করিলে সকল প্রকার ভীষণ বিপদ অতিক্রম করা যায় "।

পোপ্ বলিলেন " আমি সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যতক্ষণ সেই কবচ অঙ্গে ধারণ করিব ততক্ষণ কেহ আমাকে বিষপান করাইয়া কিম্বা তরবারির সাহায্যে হত্যা করিতে পারিবে না " ।

ডাচেস্ সান্‌সিয়া বলিল " যদি আমার অনুরোধ অন্যায় না হয়, অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদিগকে কবচখানি দেখান "।

পোপ্ বলিলেন " আমার সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীর অনুরোধ অবশ্য রক্ষা করিব "। এই বলিয়া পোপ্ স্বীয় পরিচ্ছদের ভিতর হইতে কবচ খানি বাহির করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কবচ পাওয়া গেল না !

পোপ্ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বিস্ময়াপন্ন ও সন্দিগ্ধ হইলেন—তাহার পর মনে কি উদয় হওয়াতে তাঁহার প্রধান সহকারী কারডিন্যাল্ কারাফাকে বলিলেন " অদ্য প্রাতঃকালে যে কক্ষে বসিয়া কতকগুলি পরওয়ানা স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, সেই কক্ষে মেজের উপর কবচ খানি আছে ; কবচের আকার পদকের ন্যায়—একটী স্বর্ণ শৃঙ্খলে ঝুলিতেছে "।

কারাফা জানিতেন যে সেই ঘরে বিস্তর আবশ্যকীয় ও গুপ্ত দলিলাদি ছিল, সুতরাং তিনি স্বয়ং পদক আনিবার জন্য সেই কক্ষাভিমুখে যাইলেন।

কারডিন্যাল্ কারাফা কারডিন্যাল্ কোপিসের পরম বন্ধু ; ভোজগৃহে তাঁহারা পাশাপাশি দুইখানি চৌকিতে বসিয়াছিলেন। সিজারের মনে প্রথমে ভয় হইয়াছিল, পাছে কারাফা ভুলক্রমে কোপিসের পাত্র হইতে সুরা পান করেন। কারাফা উঠিয়া যাইবামাত্র, সিজার সুযোগ বুঝিয়া তাহার জনককে বলিল " আপনার অনুমতিক্রমে আমরা সকলে আমাদের মান্যবর বন্ধু কাউন্ট অফ্ অরোণার সম্মানার্থ সকলে এক এক পাত্র সুরা পান করিব "। পোপ্ বলিলেন " আমি আহ্লাদের সহিত অনুমতি দিতেছি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা আনিতে বল।" সিজার তখন প্রধান পানপাত্রবাহককে ( Butler ) ডাকিয়া নিম্নস্বরে কি বলিয়া দিল। সেই সময় ডাচেস্ সান্‌সিয়া তাহাকে কতকগুলি সুপক্ক পিচ আনিতে আজ্ঞা করিল। দেশাচারানুযায়ী সে ব্যক্তি প্রথমে ডাচেসের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যাইল, কিন্তু পাছে সময় নষ্ট হয় সেই জন্য সে তাহার সহকারীকে বোতলগুলি হইতে সিজারের আজ্ঞামত সুরা ঢালিতে আদেশ করিল।

সহকারী বাট্লার একখানি রূপার থালে কতকগুলি মদ্য পূর্ণ গেলাস রক্ষা করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে পোপ্‌কে ও তাহার পর সিজার, কাউণ্ট অফ্ অরোণা এবং পূর্ব্বোক্ত তিনজন কারডিন্যাল্‌কে এক একটী গেলাস বিতরণ করিল। অন্যান্য অনুচরেরা অপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এক একটী গেলাস রক্ষা করিল। সকলেই এক সময় মদ্যপান করিয়া কাউণ্টের সম্মান রক্ষা করিলেন।

তাহার পরেই কারাফা ভোজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আসনে বসিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার মুখাকৃতি বিবর্ণ, চক্ষুদ্বয় নিস্তেজ ও জ্যোতিহীন, দৃষ্টি নিক্ষেপ অনিশ্চিত; ওষ্ঠদ্বয় কম্পবান।

পোপ্ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "আপনার কি কোন অসুখ হইয়াছে"?

কা। না, শারীরিক অসুখ কিছু হয় নাই—ভয়ানক দৃশ্য!

পো। কি হইয়াছে বলুন। আমার প্রাসাদে আপনাকে কেহ অপমান করিয়াছে?

কা। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না; আমি একটী ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়াছি—আর আমি সে বিষয় ভাবিব না।

পো। কি দেখিয়াছেন অবশ্য বলিতে হইবে।

কা। দৃশ্যই বলুন স্বপ্নই বলুন অতি ভয়ানক।

পো। আমি সমস্ত শুনিব।

কা। ভোজগৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া, আপনার কক্ষাভিমুখে যাইবার সময় বারেণ্ডা হইতে একটী দীপ হস্তে লইলাম, কিন্তু কক্ষের দ্বারে পঁহুছিবামাত্র ভিতর হইতে প্রবল বায়ু বহিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিল—চতুর্দ্দিক অন্ধকার; কিন্তু কক্ষের ভিতরে আলোক ছিল।—

পো। কি—আমার কক্ষে আলোক? কোন দুঃসাহসিক লোক আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে?

কা। না—মনুষ্য কর্ত্তৃক কক্ষ আলোকিত হয় নাই—শ্রবণ করুণ। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহা অত্যন্ত ভয়ানক। উঃ কি ভয়ানক দৃশ্য! কক্ষের মধ্যস্থলে একটী শবাধার এবং তাহাতে একটী মৃতদেহ রহিয়াছে! সে মুখাকৃতি যদিও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাচ আমি দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলাম।

পো। কারাফা, কাহার মুখাকৃতি—শীঘ্র বল?

কা। আ—প—না—র।

সি। (তরবারি হস্তে লইয়া) যে পামর কিম্বা পামরেরা একার্য্য করিতে সাহস করিয়াছে, তাহাদের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে।

কা। ক্ষান্ত হউন, নরলোকে সে কার্য্য করে নাই; কারণ পর মুহূর্ত্তেই আর সে দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।

পো। আমার কবচ কোথায় ?

কা। এই গ্রহণ করুণ।

পো। এখন আমি আর কিছু ভয় করি না।

কবচ হস্তে লইয়াই পোপ্ আলেক্জাণ্ডার বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া আসনে শুইয়া পড়িলেন। সেই সময় কাউণ্ট অফ্ আরোণা সিজারকে কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিল "যে তিনটি পাত্রে বিষাক্ত মদ ঢালা হইয়াছিল, সেগুলি ভুল ক্রমে অন্য তিন জনকে দেওয়া হইয়াছে ; তোমার পিতার মৃত্যু সন্নিকট, তুমি ও ভয়ানক বিবর্ণ এবং আমিও বোধ হয় বিষপান করিয়াছি। কারডিন্যাল্‌ত্রয় বাঁচিয়া গিয়াছে"।

সি। আপনি কি বলিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না।

কা। আপনার প্রিয় ভগ্নী আমার নিকট কোন কথা গোপন করে না। সে যাহাই হউক, আপনাকে উপদেশ দিতেছি, শীঘ্র কোন প্রতিবিষ পান করুন।

সি। ( সভয়ে ) আর আপনি ?

কা। ( সাহাস্যে ) আমি ! আমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন—পার্থিব বিষে আমার কি হানি করিবে ?

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

"পিতা মরে মরুক, অগ্রে আপনার জীবন রক্ষা করা কর্ত্তব্য" এই ভাবিয়া, মুমূর্ষু পোপ্ আলেক্জাণ্ডারের পিতৃবৎসল সন্তান সিজার বর্জিয়া তড়িত বেগে ভোজগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিজার প্রথমেই "ঔষধ ঘরে" যাইয়া স্বীয় শরীরস্থ বিষের প্রতিকার করিবার জন্য একটী ঔষধ সেবন করিল ; তৎপরে একখানি কৌচে শয়ন করিয়া ভোজগৃহের ঘটনাগুলি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল ; অর্দ্ধ ঘন্টা কাল পরে মাইকেলটো গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "সমস্ত ঠিক করিয়াছি"।

সিজার রেশমের চোগাতে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া একটী কক্ষে প্রবেশ করিল ; সেই কক্ষের পর আর একটী কক্ষে একখানি কৌচ রহিয়াছে ; কৌচের নিকটেই গৃহতলে চারিটি সুদৃঢ় খুঁটি পোতা রহিয়াছে, চারিটি খুঁটি গৃহের কড়িকাষ্ঠে ঠেকিয়াছে ; প্রত্যেক খুঁটির উপরে দৃঢ় রজ্জু সংলগ্ন এক একটী কপিকল ; গৃহতলে গালিচা কিম্বা কারপেট্ ছিলনা, কেবল কতকগুলি বৃহৎ টব্ এবং একটী ছোট মেজের উপর তিন চারিখানি তীক্ষ্ণ ছোরা ও একটী প্রকাণ্ড মুদ্গর ছিল।

সিজার আসিবার কিছু পরেই, চার জন "বীরী" সৈন্য একটী প্রকাণ্ড বৃষকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিল, এবং তন্মুহূর্ত্তেই মাইকেলটো তাহার মস্তকের উপর একটী

মুদ্গর লইয়া প্রচণ্ড আঘাত করিল ; বৃষটি অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হইল—বীরীগণ এখন তাহার চতুষ্পদ চারিটি খুঁটিতে বন্ধন করিল এবং মাইকেলটো একখানি তীক্ষ্ণ ছোরা লইয়া বৃষের উদর কাটিয়া দিল ; একজন বীরী তাহার পর ভিতর হইতে নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া একটী টবে রাখিল। সিজার তখন উলঙ্গ হইয়া বৃষের উদরের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দশ মিনিট বৃষরক্তে স্নান করিয়া নিকটস্থ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল।

বর্জিয়ারা ভুলক্রমে বিষপান করিলে, তাহার প্রতীকারের জন্য প্রতিবিষপান করিয়া রক্তে স্নান করিত—রক্তে স্নান করিলে, প্রতিবিষের ক্রীয়া শীঘ্র সম্পন্ন হইত।

সিজার শয্যায় শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল না ; পরকালে কি হইবে সে বিষয় সে এক দিবসের নিমিত্তও ভাবিত না—পার্থিব সুখ সচ্ছন্দ কি উপায়ে লাভ এবং ভোগ করিতে পারা যায়, সেই বিষয় সিজার দিবানিশি ভাবিত।

“ বীরীগণ ” বৃষের মৃতদেহ স্থানান্তরিত—করিয়া শোনিতাক্ত গৃহতল ধৌত করিয়া বিদায় লইল ; সিজার তখন মাইকেলটোকে ডাকিয়া বলিল “ পিতা কিছুতেই রক্ষা পাইবেন না, বার্দ্ধক্যে সেই তীব্র বিষ যখন তাঁহার উদরস্থ হইয়াছে, তখন প্রতিবিষপান করাইলে, কোন ফল হইবেনা ; বিশেষতঃ তিনি কিছুতেই রক্তে স্নান করিতে পারিবেন না—মোট কথা তাঁহার অন্তিম সন্নিকট। তুমি একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া দুইজন বিশ্বাসী সৈনিককে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে যাইবে এবং যে রকম করিয়া পার, কোষাধ্যক্ষ কারডিন্যাল্ নোভার নিকট হইতে পিতার সিন্দুকের চাবি লইবে। সহজে

* পাঠকের মধ্যে যাঁহারা বর্জিয়া বংশের ইতিহাস বিশেষ রূপ জ্ঞাত নহেন তাঁহারা উপরোক্ত বৃত্তান্ত অলীক বলিয়া মনে করিবেন। অতএব বলা আবশ্যক ভল্লুক মুখ-নিসৃত উদ্গার হইতে বিষাক্ত তরল পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রকরণ—অঙ্গুরীয়কে সিংহের মস্তক কৌশলক্রমে সর্পমুখে পরিণত হওয়া—ষাঁড়ের রক্তে অবগাহন—কবাটের বিষাক্ত তালা—বিষাক্ত ছোরা—পোপের কবজ—এমন কি বর্জিয়াদিগের প্রস্তুত বিষের নাম—ইহা সমস্তই ঐতিহাসিক কথা। তাহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধেও কিছু মাত্র অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয় নাই। মারকম ও বাসকি লুক্রজা বর্জিয়াকে যে সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য তিরস্কার করিয়াছে তাহা সমস্তই সত্য। বিষ-মিশ্রিত সুরা দ্বারা তিন জন কার্ডিন্যালের প্রাণনাশ করিতে গিয়া যে প্রকারে স্বয়ং পোপ ও তাঁহার পুত্র সিজার আপনারাই বিষ পান করিয়াছিল ইহাও এক তিলও মিথ্যা নহে। তবে বাস্তবিক ঘটনার ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমরা পোপের মৃত্যু ঘটাইয়াছি—এইরূপ সময়ের অসংলগ্নতা দোষ উপন্যাস লেখকের সম্বন্ধে মার্জ্জনীয়।

না দিলে বল প্রয়োগ করিবে—তাহার পর সিন্দুক খুলিয়া হীরা, জহরাত, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ও মূল্যবান যাহা কিছু দেখিতে পাইবে, আমার প্রাসাদে লইয়া আসিবে—যাও বিলম্ব করিও না"।

মধ্য রজনী অতীত হইয়াছে—রোম নিবাসীগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। প্রত্যেক লোক শুনিয়াছে পোপ্ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু সন্নিকট; কেহ কেহ শুনিয়াছে যে পোপ্কে কে বিষপান করাইয়াছে। রাজবর্ত্মে গভীর রজনীকালেও দলে দলে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কানাকানি করিতেছে। কলোনা এবং অরসিনো নামক দুইটী প্রবল পরাক্রমশালী দল ছিল; উভয় দলের সৈন্য একত্রিত হইয়াছে—সকলে ভাবিতেছে ঘরোয়া যুদ্ধ অতি শীঘ্র বাঁধিবে; বদমাইসদের দল বাহির হইয়াছে—গোলযোগের সুত্রপাত হইলেই তাহারা লুটপাট আরম্ভ করিবে।

মাইকেলটো ও তাহার সহকারীদ্বয় সেই জনতার ভিতর দিয়া চলিয়া যথা সময়ে ভাটিক্যানে পঁহুছিল। পোপ্ তখন বাস্তবিক মুমূর্ষ—তাঁহার কন্যা বর্জ্জিয়া স্বীয় ভবনে চলিয়াগিয়াছে; গুণবান পুত্র নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য উদ্বিগ্ন! কিছু পূর্ব্বে ভোজ-গৃহে যে একশত নিমন্ত্রিত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব ভবনে চলিয়া গিয়াছেন, কেবল কারডিন্যাল্ কোপিস্ ও কারডিন্যাল্ নোভা পোপের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন; সিজার এই দুই জনকে বিষপান করাইবার জন্য ভোজের আয়োজন করিয়াছিল। কারডিন্যাল্দ্বয় সে কথা তখন জানিতেন না।

মাইকেলটো কারডিন্যাল্ নোভাকে অপর একটী নিভৃত কক্ষে আসিতে অনুরোধ করিল; উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র, মাইকেলটোর আজ্ঞাবহ সৈনিকদ্বয় কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইল।

কারডিন্যাল্ নোভা বলিলেন "না, আমি তোমাকে চাবি দিতে পারিব না;" মাইকেলটো তখন একখানি উলঙ্গ ছোরা বাহির করিয়া বলিল "না দিলে এই ছোরা তোমার শোণিত পান করিবে"। কারডিন্যাল্ অনন্যোপায় হইয়া চাবি ফেলিয়া দিলেন; মাইকেলটো বলিল "এই ঘরে আপনাকে এক ঘন্টা থাকিতে হইবে—যদি ঘরের বাহিরে যাইবার চেষ্টা করেন, কিম্বা কোন কথা বলেন, তাহা হইলে এই দুই জন সৈনিক তদ্দণ্ডে আপনাকে শমন সদনে পাঠাইবে; সৈনিকদ্বয় ঈষৎ মস্তক অবনত করিল।

মাইকেলটো অত্যল্প সময়ের মধ্যে সিজারের আজ্ঞামত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভাটিকান্ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং পর দিবস প্রত্যুষে সিজারের অনুমতিক্রমে, তাহার বীরী সৈন্যদল সমভিব্যহারে আসিয়া ভাটিকান্ বেষ্টন করিল—পাছে শত্রুগণ পোপের প্রাসাদ আক্রমণ করে। মুমূর্ষু পোপ্ সৈন্যগণের কোলাহল ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের "ঝণ ঝণ" শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সিজার ভাবিয়াছিল যে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে

বর্জিয়াদের ক্ষমতা অনেক কমিয়া যাইবে, বিশেষতঃ যদি তাহাদের শত্রুদলভুক্ত কোন কারডিন্যাল্ সিংহাসনে আরোহণ করে; সুতরাং সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, ছলে, বলে, কৌশলে, যে রূপে হউক, বর্জিয়াদিগের দলভুক্ত একজন কারডিন্যাল্‌কে পোপের সিংহাসনে বসাইতে হইবে।

আলেকজাণ্ডার অষ্টাহ কাল মৃত্যু-শয্যায় ছটফট করিয়া লীলা সম্বরণ করিলেন; এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার জ্ঞান কিম্বা স্মরণশক্তি বিকৃতি পায় নাই; লুক্রজা কিম্বা সিজার একবারও তাঁহাকে দেখিতে আসে নাই—তিনিও তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত একবারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

পোপের মৃত্যু হইবার পর সিজার সৈন্য বেষ্টিত ভাটিকানে আসিয়া বাস করিল। জন সাধারণে পোপের মৃত্যু সংবাদ শুনিবার পর, পোপের দরবারের সভাপতি প্রথানুযায়ী এবং সিজারের সম্মতিক্রমে, রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

## ষড়বিংশ অধ্যায়।

পোপের মৃতদেহ ভাটিকানের একটী কক্ষে শবাধারে রক্ষিত রহিয়াছে—আধারের চতুষ্কোণে চারিটি দীপ জ্বলিতেছে; মৃতদেহ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে—কক্ষ মধ্যে ভয়ানক দুর্গন্ধ! পরদিবস মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবে।

মধ্য রজনীতে সিজার নিশব্দ পাদ বিক্ষেপে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল; তখন তাহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল অনুমান করা দুঃসাধ্য। নিষ্ঠুর স্বার্থপর ও নরহত্যাকারী সিজার কি তাহার পিতাকে শেষবার দেখিবার অভিপ্রায়ে কক্ষমধ্যে আসিয়াছিল? হইতে পারে—কিন্তু সিজার বর্জিয়ার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণে যে একমুহূর্ত্তের জন্য ও পিতৃবৎসলতা অধিকার পাইয়াছিল বিশ্বাস হয় না।

সিজার শবাচ্ছাদন তুলিয়া লইয়া অনিমিষ দৃষ্টে তাহার জনকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিজার আত্মকথন আরম্ভ করিল—যাঁহার নাম শুনিলে য়ুরোপ নিবাসীগণ কাঁপিত, যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোকে ভয় করিত তাঁহার পরিণাম কি হইয়াছে? সে তেজ নাই, সে নাম নাই, সমস্ত লোপ পাইয়াছে—অবশিষ্ট মৃতদেহ মাত্র, যাহা আর কিছু পরেই কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে! পিতার মৃত্যুর পরিণাম কি হইবে?

কেবল ইতালিতে নহে—সমগ্র সভ্য জগতে হুলস্থুল হইবে। যাহারা পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁহার কার্য্যাবলির দোষাদোষ বিবেচনা করিতে সাহস করে নাই, এক্ষণে তাহারা নির্ভয়ে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিবে, নিন্দা করিবে, কটু কাটব্য বর্ষণ

করিবে! হায়, যে দেহ রক্ষা করিতে এত যত্ন, এত সাবধানতার প্রয়োজন, সেই দেহ কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া কিছু কাল পরে মৃত্তিকায় পরিণত হইবে ”!

শবাধারের অপর দিক হইতে কে সেই সময় বলিল “ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে কুশলে রাখুন ”। সিজার প্রথমে চমকিয়া উঠিল—পরে দেখিল তাহার ভগ্নী ভূমিতে জানুপাতিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। সিজার বলিল “লুক্রজা, তুমি কি প্রার্থনা করিতেছিলে?

লু। হাঁ ভাই; বহুকাল পরে আজ ভগদীশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ভাই, পিতার পারত্রিক কুশলের জন্য আমি যে প্রার্থনা করিলাম তাহা কি গ্রাহ্য হইবে?

পি। হা হা হা, প্রিয়ভগ্নি, সে আশা করিও না। মনে কর, বিষধর সর্পকুল বাক্‌শক্তি পাইয়াছে, মনে কর একটী সর্প কোন লোককে দংশনোদ্যত হইয়াছে এবং সে লোক তাহাকে বধ করিবার জন্য লগুড় উত্তোলন করিয়াছে; সে সময় যদি অপর একটী সর্প হননোদ্যত মনুষ্যকে বলে “মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া উহার প্রাণ হানি করিবেন না, ” তাহা হইলে সে ব্যক্তি কি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করে?

লু। সিজার, সিজার, তুমি ভয়ানক পাষণ্ড। ঈশ্বরের দয়ার সীমা নাই—

সি। (ঘৃণার সহিত) লুক্রজা, লুক্রজা, তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া, কোন ধর্ম্মশালায় জীবন অতিবাহিত কর। কি আশ্চর্য্য! আমাদের পার্থিব পদমর্য্যাদা, ক্ষমতা যাহা কিছু আছে সমস্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন কি ক্রন্দন বা অনুতাপ করিবার সময়?

লু। সিজার, যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু এই গভীর রজনীতে পিতার মৃতদেহের সমক্ষে স্বভাবতঃ আমার মনস্তাপ জন্মিয়াছে—সেই চিত্তোদ্বেগের বশবর্ত্তী হইয়া আমি প্রার্থনা করিতেছিলাম। পিতাকে শেষ একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে আমি একাকী স্বীয় ভবন হইতে আসিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিলাম; তখন তুমি উপস্থিত ছিলে না; কিন্তু আসিয়া এই দেখিলাম যে আলেক্‌জাণ্ডারের নামে য়ুরোপ কাঁপিত তাঁহার মৃতদেহ এই কক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে নিকটে জন মানব নাই—আত্মীয়বর্গ দূরের কথা, একজন ভৃত্য ও নিকটে নাই। সিজার, তখন আমার মনের অবস্থা যে কি ভয়ানক হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত; তৎপরেই আমার জীবনের পূর্ব্বাংশের প্রত্যেক ঘটনা স্মৃতিপথে আসিল—যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম মনে পড়িতে লাগিল! তখন আমি বাস্তবিক ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিলাম—যে সকল লোককে বিষপান করাইয়া এবং অন্যান্য উপায়ে বধ করিয়াছিলাম তাহারা যেন বিকট মূর্ত্তী ধারণ করিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল! সিজার, আমি এতদূর ভীত হইয়াছিলাম, যে কক্ষ হইতে পলায়ন করিতে পারিলাম না; তখন আমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলাম; সত্য বলিতে কি প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ে বল পাইলাম; আর কে যেন বলিল “পতিত লুক্রজা বর্জ্জিয়ার ও পরিত্রাণ হইতে পারে”।

দি। আর ছেলেমানুষী শুনিতে ইচ্ছা করিনা—ছি, তোমাকে ধিক! আমাদের অনুতাপ করিবার অবসর কোথায়? আমরা শত্রুবেষ্টিত ও ভয়ানক বিপদে পতনোন্মুখ বুঝিলে? অনুতাপের কথা মুখে আনিও না; এতকাল আমরা ব্যাঘ্রের ন্যায় বেড়াইতেছিলাম, এখন যদি আমরা মেষশাবকের স্বভাব পাই, তাহা হইলে আমাদের শত্রুবর্গ অনায়াসে আমাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। এখন চল অন্যত্র যাই, কল্য সন্ধ্যার সময় তোমার প্রাসাদে যাইয়া আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করিব।

লুক্রজার পারত্রিক মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহার গুণবান ভ্রাতার বক্তৃতায় সেই দিবস হইতে বিলুপ্ত হইল। হায়, যদি সেই সময় নরপিশাচ সিজারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে সৎপথে যাইত!

## সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পর দিবস প্রাতঃকালে পোপ্ আলেক্জাণ্ডারের মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবে। দেশাচার অনুযায়ী শবাধারের ডালা ছিলনা, কেবল শবের উপর একখানি শুক্লবর্ণ চাদর ছিল এবং তাহার নিম্নে, শবের দারুণ দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধ দ্রব্য রক্ষিত ছিল। শবাধারের উপরে কৃষ্ণবর্ণ মকমলের চন্দ্রাতপ। সাত ঘটিকার সময় ভাটিকান্ হইতে দলে দলে লোক বাহির হইল, প্রথমে একদল নিম্ন শ্রেণীর ধর্ম্মযাজক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ বাহির হইলেন; তাঁহাদের পর সিজারের একদল সৈন্য ও শবাধার বাহকেরা, তৎপরে উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক ও রোমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিলেন; সর্ব্বশেষে সিজার তাহার অবশিষ্ট সৈন্যগণের নায়ক হইয়া বাহির হইল। প্রশস্ত রাজ-বর্ত্মের দুই ধারে মাইকেলটোর বিকটমূর্ত্তী বীরী সৈন্যগণ সশস্ত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; স্বয়ং মাইকেলটো তাহাদের নায়ক।

বীরীগণের পশ্চাতে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে—মনুষ্যমুণ্ডের সমুদ্র। প্রত্যেক বাটীর জানেলা ও বারেণ্ডা লোকে পরিপূর্ণ—রোম নিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক।

সহরের বড় বড় বাটীগুলি কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আচ্ছাদিত হইয়াছে—মৃত পোপের সম্মানার্থ নহে, দেশচারের উপরোধে। গির্জ্জার ঘন্টাগুলি বাজিতেছে, সহরের বিপনী সকল সে দিবসের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

কিছু পূর্ব্বে রোমনিবাসীগণ উৎসবে মাতিয়াছিল; অদ্য তাহারা পোপের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছে—উৎসবের পরেই বিষাদ! জগৎপদ্ধতি অবোধগম্য।

শবযাত্রীগণ ভাটিকান্ হইতে কিয়দ্দূর আসিয়াছে এমন সময় অকস্মাৎ নভোমণ্ডল নিবিড় কৃষ্টবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত হইল, বিদ্যুল্লতা শূন্যে খেলিতে লাগিল এবং বড় বড় নিনাদে অশনিপতন হইল।

লক্ষ লক্ষ লোকের মুখনিঃসৃত বাক্যে ইতিপূর্ব্বে যে গোলমাল উঠিয়াছিল তাহা একেবারে থামিয়া গেল—সকলে এককালে নির্বাক্!

অন্য সময়ে সেরূপ নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে কেহ আশ্চর্য্য বা ভীত হইত না; কিন্তু যখন তাহারা তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের মানব লীলার শেষ অভিনব দেখিতে বাহির হইয়াছিল, এবং সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সময়ে যখন অকস্মাৎ ঝটিকা উঠিল ও অশনিপতন হইল তখন তাহাদের ধারণা হইল যে সৃষ্টিকর্ত্তাও পাপিষ্ট পোপের বিপক্ষে এবং তিনি তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে অকস্মাৎ ঝটিকা সৃজন করিয়াছিলেন।

সকলেই ভয়ানক উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন—বিকট মূর্ত্তী বীরীগণ ও ঈষৎ ভীত হইয়াছে, স্বয়ং সিজার চতুর্দ্দিকে উদ্দেশ্য বিহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

পুনরায় কড় কড় নিনাদে অশনি পতন হইল এবং পর মুহূর্ত্তেই সান্তা রাপার্টা নামক গির্জ্জার চূড়া কর্ণবধীর কারী শব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

পোপ্ ইনোসেন্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় গির্জ্জার চূড়ায় বজ্র পড়িয়াছিল, তাহার পরেই রডারিগো বর্জিয়া পোপের সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। বর্জিয়ার রাজ্যকালে রোমনিবাসীগণ যৎপরোনস্তি উৎপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং বর্জিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সেই গির্জ্জার চূড়া পুনরায় পড়াতে, তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। সকলেরই এককালে ধারণা হইল যে তাহাদের অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ ভোগ লিখিত আছে।

ঝটিকার বেগক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—শূন্য মার্গ গন্ধকের গন্ধে পরিপূর্ণ হইল, ভীষণ বাত্যা! ঝটিকার বৃদ্ধির সহিত সেই মনুষ্যসাগর ও উত্তেজিত হইল। প্রত্যেক লোক দৃঢ় মুষ্টি করিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল—প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রত্যেককে চরম সীমায় উত্তেজিত করিল! সকলেই এক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কটিদেশস্থ তরবারির হাতল দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিল।

সিজার সেই অসংখ্য মনুষ্য সমুদ্রকে উত্তেজিত দেখিয়া বীরীগণকে ডাকিয়া বলিল "সাবধান, কেহ একপদ নড়িও না" মাইকেলটোও তাহার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে আজ্ঞা করিল; একদল সৈন্য শবযাত্রীদিগকে বেষ্টন করিল, অপর দল সহর বাসীদিগের সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সিজারের সৈন্যগণ সুশিক্ষিত ও রণপটু ছিল সত্য, কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ লোক এক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া বর্জিয়া বংশ ধ্বংশ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল,

তখন সেই কয়জন সৈন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে নিরস্ত কিম্বা পরাজিত করিতে পারিত না। রোমনিবাসীগণ দেখিল যে, বর্জিয়াগণ নরহত্যা, সতীত্বহরণ প্রভৃতি যে যে অসংখ্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল তাহার নিমিত্ত তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল " বর্জিয়াগণের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে "

মাইকেলটো সৈন্যগণকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আজ্ঞা করিল—অসঙ্গত! ক্ষুদ্র নৌকা ঘূর্ণাজলে পতিত হইতেছে—নাবিকেরা ইচ্ছা সঙ্কেতে নৌকা রক্ষা পায়, কিন্তু নিমিষ মধ্যে নৌকা অদৃশ্য হইল!

মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই মনুষ্য সমুদ্র শবাধারের দিকে অগ্রসর হইল। বীরীগণ অস্ত্র চালাইতে অক্ষম হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল; তরবারির ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল—উত্তেজিত সহরবাসীগণ তখন দুই জন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল—সিজার ও মাইকেলটো। শবযাত্রীগণ চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়িল, পুরোহিতেরা সেন্ট পিটার্স গির্জার ভিতরে পলায়ন করিল; শববাহকগণ প্রাণভয়ে গির্জা অভিমুখে ছুটিল; কিন্তু দ্বারদেশে পঁহুছিয়াই তাহাদের পদস্খলন হইল—স্কন্ধদেশ হইতে শবাধারে ভূমিতলে পতিত হইল এবং আলেকজাণ্ডারের স্ফীত, নীলবর্ণ ও দুর্গন্ধময় মৃতদেহ গড়াইয়া বাহিরে পড়িল!

নিকটস্থ লোকেরা মৃতদেহের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া সমস্বরে চীৎকার করিল—সেই চীৎকার ক্রমে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল; তখন সকলে মৃতদেহ দেখিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল; ভয়ানক ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল—স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের আর্ত্তনাদ এবং পুরুষদিগের মুখ নিঃসৃত অভিসম্পাত মিলিত হইয়া অপার্থিব গোলমালের সৃজন করিল—শত শত সহস্র সহস্র লোক পদদলিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল।

ঝটিকার প্রচণ্ডতা এক তিলও কমে নাই; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল—কর্ণবধীরকারী মেঘ গর্জ্জনে কেহ কাহার কথা শুনিতে পাইতেছিল না।

যাহারা শবাধার হইতে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা বুঝিল যে সম্মুখের জনতা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য—তখন তাহাদের পোপের মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত কুতুহল হ্রাস পাইল—বর্জিয়া বংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সকলে পুনরায় প্রস্তুত হইল এবং সকলে, সমস্বরে বলিল " অদ্য বর্জিয়াগণের প্রাণবধ করিতে হইবে, নচেৎ রোম রসাতলে যাইবে "।

কিছু পূর্ব্বে রোমনিবাসীগণ সিজারকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু শবাধার ভূতলে পতিত হইলে, সকলে মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া মৃতদেহ দেখিবার

নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। সেই সুযোগ পাইয়া সিজার আত্ম-রক্ষার্থ বীরীগণকে আপনার চারিদিকে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

রঙ্গভূমির সম্মুখস্থ একটী বাটীর বারেণ্ডায় লুক্রজা ও তাহার নব উপপতি ফষ্ট্ বসিয়াছিল। উন্মত্ত সহরবাসীগণ যখন প্রথমে সিজারকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল, তখন লুক্রজা কাতরস্বরে ফষ্টকে বলিল "হায় হায়, আজবোধ হয় ভ্রাতাকে জন্মের মতন হারাইলাম"।

ফ। না, ঐ দেখ, সিজার আত্মরক্ষার্থ তরবারি হস্তে লইয়াছে, ঐ দেখ, বীরীগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

লু। না ফষ্ট্, ভ্রাতা অদ্য নিশ্চয় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে; ঐ দেখ, বীরীগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে; হতভাগারা উন্মত্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে! উহারা সিজারের রক্ত দর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইবে। ফষ্ট্, আমার সমক্ষে সিজারের প্রাণহানি হইবে?

ফ। তোমার কি বিশ্বাস যে, আমি সিজারকে রক্ষা করিতে পারি?

লু। জানি না—ফষ্ট্, আমি জ্ঞান হারাইতেছি—কি ভয়ানক দৃশ্য!

ফ। প্রিয়তমে, আমি সিজারকে রক্ষা করিব।

এই বলিয়া ফষ্ট্ তড়িত্তবেগে লুক্রজার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাইল। লুক্রজা জানিত যে ফষ্ট্ এক সময়ে নিঃস্ব ছিল; কিন্তু কোন অত্যদ্ভুত ও দুর্জ্ঞেয় উপায়ে ফষ্ট্ জারম্যানির সর্ব্বাগ্রগণ্য ও ধনশালী ব্যক্তিগণের সমকক্ষ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ফষ্টের সহায়তায় ওয়াল্‌ষ্টিন ও ফ্রিজ নির্ব্বিঘ্নে শত শত প্রহরী বেষ্টিত কারাগার হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বর্জিয়া বংশের এমন কোন গুপ্তকথা ছিল না যাহা ফষ্টের অবিদিত ছিল; চতুর্থতঃ, ভাটিকানে ভোজের সময় ফষ্ট্ তীব্র হলাহল পান করিয়াও জীবিত ছিল!

ফষ্ট্ যে প্রবল প্রতাপশালী তাহার প্রমাণ লুক্রজা পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই প্রবল প্রতাপের গূঢ় আকর সম্বন্ধে লুক্রজা বিন্দু বিসর্গ জানিত না। স্থূল কথা, ফষ্টের প্রবল প্রতাপ, উচ্চ পদ, ও অতুল ঐশ্বর্য্য লুক্রজাকে বিমোহিত করিয়াছিল—লুক্রজা মনে মনে ফষ্টের প্রশংসাবাদ করিত ও তাহাকে ভয় করিত।

ফষ্ট্ তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাইবা মাত্র, শবাধার বাহকগণের পদস্খলন হইয়া, পোপের মৃতদেহ গড়াইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। জীবিতাবস্থায় যে পোপ আলেক্‌জাণ্ডারের নাম শুনিয়া সকলে ভীত হইত, তাহার মৃতদেহের দুরবস্থা দেখিয়া, লুক্রজা ক্রোধে অধীর হইল—তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, এবং ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। উক্ত ঘটনার কিছু পরেই লুক্রজা দেখিল সহরবাসীগণ উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার ভ্রাতাকে আক্রমণ করিল। মাইকেলটো অতি কষ্টে তাহার প্রভুর পার্শ্বে

আসিতে সক্ষম হইল এবং উভয়ে তরবারি লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সিজার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং বীরীগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিল।

একজন সিজারকে শমন সদনে পাঠাইবার জন্য তরবারি উত্তোলন করিয়াছে, এমন সময় কষ্ট্ অবলীলাক্রমে সেই মনুষ্য সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সিজারের পার্শ্বে আসিয়া, তাহার আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করিল! বিপক্ষদলের প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে এক প্রকার অবর্ণনীয় ভীতির উদয় হইল এবং সকলে ত্রস্ত হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল!! আক্রান্ত বীরীগণ তখন সাহস পাইয়া শত্রুবর্গকে আক্রমণ করিল—কিয়ৎক্ষণ পরে রোমনিবাসীগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

## অষ্টবিংশ অধ্যায়।

পোপের মৃতদেহ প্রায় তিন চারি ঘন্টা সেণ্ট্ পিটারের গির্জ্জার দ্বারদেশে পড়িয়াছিল, নিকটে জন মানব নাই!

যে সময় রোমনিবাসীগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সময় কারডিন্যাল ও নিম্নতম পুরোহিতগণ, সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল, শবাধার বাহক এবং অন্যান্য শবযাত্রীগণ শুনিল যে অসংখ্য শত্রু সৈন্য বর্জিয়াগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে এবং তাহারা অনতিবিলম্বে রোম আক্রমণ করিবে। তখন সকলে তাহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল! নিঃস্বার্থ পিতৃবৎসল সিজার বীরীগণ বেষ্টিত হইয়া ভ্যাটিকানে এবং লুক্রিজা ছদ্মবেশে স্বীয় প্রাসাদে পলায়ন করিল!!

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি, সহরে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি স্থাপিত হইলে পর, মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার অভিপ্রায়ে শবের নিকট আসিয়াছিল; কিন্তু সেই বিবর্ণ, স্ফীত ও পূতিগন্ধময়, মুখ দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিল। সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় কষ্ট্ একাকী সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; কিয়ৎক্ষণ শবের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কষ্ট্ বলিল, " হায়, যে প্রবল প্রতাপশালী পোপের নাম শুনিলে সমগ্র য়ুরোপ কাঁপিত, এখন তাঁহার পরিণাম কি "? পশ্চাৎ হইতে সয়তান বলিল " প্রবল প্রতাপশালী ধরা-বিকম্পনকারী পোপ্ আলেক্জাণ্ডারের পার্থিব লীলাখেলা ফুরাইয়াছে—অবশিষ্ট পূতিগন্ধময় মৃতদেহ! নমুনা দেখিয়া তোমার মনে কি ধারণা হইতেছে "?

ক। কি সয়তান, তুমি এখানে?

স। আমি আসিবনা ত আসিবে কে? প্রেমিক তাহার প্রেমের পাত্রীর নিকট থাকিতে চাহে—আহার প্রিয় লোক ভোজে উপস্থিত থাকিতে ভালবাসে, শকুনি শবের পার্শ্বে থাকিলে সুখে থাকে; সুতরাং আমিও এরূপ লোভনীয় ও সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য

পাইয়া রোমে আসিয়াছি। (মৃতদেহ পদদ্বারা নড়াইয়া) দেখ কষ্ট্ যে ব্যক্তির মৃতদেহ সম্মুখে দেখিতে পাইতেছ, সে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায়, কোটি কোটি লোককে সুখী করিতে পারিত; তাহার মুখ নিঃসৃত প্রত্যেক কথা লোকে আজ্ঞা ভাবিয়া শিরোধার্য্য করিত। মনে কর জীবদ্দশায় পোপ্ একটী নদীর তটে দাঁড়াইয়া ছিল, তৎকালীন তাহার ক্ষমতা এতদূর ছিল যে সে যদি আজ্ঞা করিত যে, নদীর জলে মধু কিম্বা হলাহল ঢালিয়া দাও, তদ্দণ্ডেতাহার সেই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইত। কিন্তু সে বলিল "না মধু ঢালিও না, তাহা হইলে লোকে জল পান করিয়া সুখী হইবে—দাও বিষ ঢালিয়া দাও"। পামরের শেষ আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল এবং লোকে সেই বিষাক্ত জল পান করিয়া তাহার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল।

ক। তুমি যে নদীর কথা উল্লেখ করিলে তাহার জল এবং তোমার কথা সমভাবে তীব্র ও বিষাক্ত।

স। বিষাক্ত হইতে পারে কিন্তু কথাগুলি সত্য কি না বল? মানবকুল কি ভয়ানক অদূরদর্শী! এই হতভাগার দৃষ্টান্ত দেখ; সমগ্র ক্রিশ্চিয়ান্ জগতের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহন করিয়া, আলেক্জাণ্ডার তাহার সম্মুখে দুইটী পথ দেখিতে পাইল। দুটী পথই একস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়া পুনরায় আর একটী স্থানে মিলিত হইয়াছে; সেই সম্মীলন স্থানে সুখ, ঐশ্বর্য্য, অর্থরাশি, অক্ষয় কীর্ত্তী সকলই রহিয়াছে; কিন্তু আলেক্জাণ্ডার মোহান্ধ হইয়া ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে সুপথ ত্যাগ করিয়া কুপথগামী হইল—কেন? কারণ শেষোক্ত পথের বিস্তার কম! নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা ভাবে যে জগতে ঐশ্বর্য্য লাভ কিম্বা অক্ষয় কির্ত্তী স্থাপন করিতে হইলে কুপথে যাইলে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়—কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত! তোমাকে আমি এসব কথা বলিতেছি কারণ তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার অধীনে আসিয়াছ—তোমার ভবিষ্যৎ আমার হস্তে, তোমায় ব্যাধির ঔষধ নাই; বলিতে কি এক্ষণে তোমাকে এই সব কথা বলিয়া জ্বালাতন করিতে আমার আমোদ হয়।

ক। সয়তান, সত্য কথা বলিয়াছ। কি ভয়ানক উত্তেজনা ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তোমাকে আত্মবিসর্জন করিয়াছি? আর আমার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তুমি আনন্দিত হইতেছ?

স। যদি বলি "আমার আনন্দ হয় না," তাহা হইলে আমাকে দারুণ মিথ্যা কথা কহিতে হয়; কিন্তু এক্ষণে যাহা বলিতেছি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। তোমরা সচরাচর বলিয়া থাক যে, আমি মানবকুলকে কুপথগামী করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাই—ভুল ধারণা—মিথ্যা কথা। তাহাদিগকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে কিছু মাত্র চেষ্টা করিতে হয় না, কারণ তাহারা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আহ্লাদের সহিত আমার বিজয় নিশান স্কন্ধে করে—বিনা আহ্বানে ও বিনা

বেতনে আমার দাসত্ব স্বীকার করে! কিন্তু যদি এই সকল গুপ্তকথা সকলকে বলি তাহা হইলে তাহাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং আমাকে কাজে কাজে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ফষ্ট্, তুমি কি জান না যে সৎপথে ভ্রমণ করা যেরূপ সহজ অসৎপথে যাওয়াও তদ্রূপ সহজ? কিন্তু নির্ব্বোধ মানব স্বেচ্ছায় কুপথে গমন করে। মনে কর একজন লোক প্রথমে সৎপথে বিচরণ করিত, কিন্তু পরে সে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর যখন সে পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া দিনাতিপাত করিত, তখন সে মানসিক স্বচ্ছন্দ লাভ করিত কি না, সে নিশ্চয় বলিবে যে তাহার পূর্ব্বজীবন সুখের ছিল। যে ব্যক্তি পবিত্র প্রেমের উপাসক সে সুখী না যে পরস্ত্রী অপহরণ করে সে সুখী? যে সম্রাট প্রজাপীড়ন করে সে কি মণি-মাণিক্য খচিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে?—অসম্ভব। মনে কর কাল কোন অসহায়া বিধবার বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া স্বয়ং অতুল ধনের ঈশ্বর হইল, ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই; কিন্তু সে যখন রাত্রিকালে দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যায় শয়ন করে তখন কি তাহার সুখে নিদ্রা হয়? অথচ তোমাদের মধ্যে অনেক বিদ্বান লোক সদাই চীৎকার করিতেছে যে জগতে বিচার নাই, ধর্ম্মের পুরস্কার নাই, অধর্ম্মের দমন নাই! বাতুলেরা মনে করে যে কোন দুষ্টলোক যখন কোন ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াও অর্থের সাহায্যে বাঁচিয়া যায়, তাহার বিচার শেষ হইল এবং সে আর কোন দণ্ড পাইবে না! ধর্ম্ম ও সততার পুরস্কার কি কেবল অর্থের উপর নির্ভর করে? কি ভুল! সাংসারিক দুঃখ ও যন্ত্রণা কি অধর্ম্মের দণ্ড নহে? সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা কি ধর্ম্ম ও সততার পুরস্কার নহে? যে দোষী ব্যক্তির অন্তঃসংজ্ঞা তাহাকে দিবারাত্রি বলিতেছে যে "তুমি প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠ জগতে নাই," তাহার তুল্য অসুখী আর কে থাকিতে পারে? আর যে ভিক্ষুকের মনে পাপ নাই, যে কখন পাপাচরণ করে নাই, সে কি সুখী নহে?

ফ। হায়, হায়, আমার ন্যায় হতভাগা জগতে নাই! কি কুক্ষণে আমি তোমার সহিত সেই জঘন্য সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলাম। পার্থিব ভোগ লালসা তৃপ্তি করিবার সমস্ত উপায়ই আমার করগত—কিন্তু—কিন্তু সয়তান, এক এক সময় হৃদয় জ্বলিয়া উঠে এবং নিজের মস্তক প্রস্তরে ঠুকিয়া চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে! সয়তান তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, অন্তঃসজ্ঞার তিরস্কার অতি তীব্র। আমাকে কে যেন সদাসর্ব্বদা গুরুগম্ভীর স্বরে বলিতেছে "ফষ্ট্ তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত শোচনীয়, যেহেতু তুমি সয়তানকে আত্মা বিক্রয় করিয়াছ"।

স। ফষ্ট্, যদি অন্তরের যন্ত্রণার কথা উত্থাপন কবিলে তবে শ্রবণ কর; আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহার সহিত তোমার যন্ত্রণার তুলনা হয় না! কিন্তু সে কথা এখন যাক্; তুমি এই মাত্র বলিলে যে আমার সহিত সন্ধি স্থাপন করার

কথা মনে হইলে তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হও। আচ্ছা তুমি গত জীবন ভুলিতে ইচ্ছা কর কি ?

ফ। করি। এ সম্বন্ধে আইডা একদিবস আমাকে পরামর্শ দিয়াছিল। আমার ইচ্ছা যে, আর যে কয় দিবস জগতে বাস করিব, ততদিবস আমার ঐহিক জীবনের প্রথমাংশের স্মৃতি যেন একেবারে লুপ্ত হয়।

স। (চিন্তা করিয়া) ভূমধ্যস্থ সাগরে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহার মধ্যে এ্যানটি-প্যারস্ নামে একটী বিখ্যাত দ্বীপ আছে; উক্ত দ্বীপে প্রকৃতি হস্ত নির্ম্মিত একটী সুন্দর গহ্বর আছে। যদি কেহ প্রকৃতি হস্ত নির্ম্মিত কারুকার্য্য দেখিতে ইচ্ছা করে তাহার সেই দ্বীপে যাওয়া উচিত। ক্ষুদ্র মনুষ্য বিস্তর ব্যয় ও বিস্তর বুদ্ধি খরচ করিয়া এবং বহু আয়াসে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, উক্ত গহ্বর একবার দেখিলে, সে সকল অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করে না। সহস্র সহস্র বৎসর পরিশ্রম করিয়া প্রকৃতি সেই গহ্বরের সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে; শিল্পজীবী ক্ষুদ্র মানবকে কত শত সহস্র যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয় কিন্তু প্রকৃতির যন্ত্র দুই চারিটি মাত্র! যে পৃথিবীতে আমরা রহিয়াছি, তাহার অভ্যন্তরে কোথায় কি হইতেছে কে বলিতে পারে ? কোথায় আগ্নেয় গিরির সৃষ্টি হইতেছে; কোথায় সমুদ্রের ভিতর হইতে দ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে; কোথায় জল রাশি যুগ যুগ নানা স্থান দিয়া বহিয়া, ও নানাবিধ ধাতব ও অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া, সেই সকল দ্রব্যকে রূপান্তরিত করিতেছে। যে গুহার ভিতরে তোমাকে লইয়া যাইব, তথায় তুমি প্রকৃতি হস্ত নির্ম্মিত অট্টালিকা, সুসজ্জিত কক্ষ, প্রস্রবণ, ঝাড়, দ্বীপাধার, ফুলদান দেখিতে পাইবে; অথচ উক্ত দ্রব্যগুলি কোন উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্ম্মিত হয় নাই—অদ্ভুত ব্যাপার! সেই অট্টালিকার একটী হলের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর ঝরনা হইতে নিশিদিবা স্নিগ্ধ শীতল বারি বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে পড়িতেছে—সেই জলের নাম "বিস্মৃতি বারি"—সে জল পান করিলে পার্থিব জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি একবারে বিলুপ্ত হয়।

ফ। সয়তান, আর বিলম্ব করিও না; আমাকে ত্বরায় সেই স্থানে লইয়া চল।

মুমুর্ত্ত মধ্যে উভয়ে সেই গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই ফষ্ট্ দেখিল ভিতরে ঘোর অন্ধকার। সয়তানের অদ্ভুত ক্ষমতা—সেই মুহূর্ত্তে গুহার অভ্যন্তর আলোকিত হইল। ফষ্ট্ চতুর্দ্দিকে পাষাণীভূত বৃক্ষলতাদি দেখিতে পাইল; আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উভয়ে আর একটী গভীর খাদের পার্শ্বে উপস্থিত হইল; ফষ্টের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার সাহসের সীমা ছিল না; সয়তান লম্ফ দিয়া খাদে পতিত হইল, ফষ্ট্ও নির্ভয়ে খাদে ঝাঁপ দিয়া পড়িল; উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে নিম্নে পঁহুছিয়া খনির ভিতরের গ্যালারির ন্যায় একটী পথ দিয়া যাইয়া, পুনরায় আর একটী খাদের পার্শ্বে পঁহুছিল। সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি খাদের ভিতর দিয়া যাইয়া উভয়ে পূর্ব্বোক্ত

সজ্জিত হলে যাইল। সয়তান তখন বলিল "ফষ্ট্ ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি যে তাহারা এরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে"?

ফ। সয়তান, কি রম্যস্থান! আমি আশ্চর্য্য, জ্ঞানহত ও বিমুগ্ধ হইয়াছি।

স। ফষ্ট, যে বিস্মৃতি বারির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম ঐ দেখ সেই সুশীতল বারি তোমার সম্মুখ দিয়া ছুটিতেছে।

ফ। তবে আর বিলম্ব করি কেন? উদর পূর্ণ করিয়া পান করি?

স। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য করিও না। চিন্তা কর—

ফ। চিন্তা! চিন্তার আবশ্যক?

স। যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। এই জল পান করিবা মাত্র তুমি তোমার পূর্ব্ব জীবনের সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া যাইবে; কেবল তাহা নহে তুমি কে, তোমার নাম কি, উপাধি কি, ভাষা কি, এ সমস্ত ও ভুলিয়া, মনুষ্যাকার পশুর ন্যায় জগতে বাস করিবে। পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাইবে—

ফ। বিস্মৃতি বারির এই গুণ?

স। হাঁ। তোমাদের কবিগণ এই বারি সম্বন্ধে কতই লিখিয়াছেন! বাতুলদের বিশ্বাস যে বিস্মৃতি বারি পান করিলে মনুষ্য জাতির সুখের সীমা থাকে না; হায় হায়, তোমরা সকল কার্য্য করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখ না।

ফ। সয়তান, তোমার নীতি শাস্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা শুনিতে চাহি না।

স। আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? মনুষ্য জাতীর সহিত যুদ্ধ করা; যাহাতে তাহারা সদাই পাপাচরণ করে—বুঝিলে? প্রথমে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া আমি তাহাদিগকে কুপথগামী করি এবং যখন হতভাগারা ঘোর পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে তখন তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া মনে মনে অপার আনন্দ লাভ করি।

ফ। আর শুনিতে চাহি না—চুপ।

স। এখন কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর? আজ রোমে খুব ধুমধাম হইবে।

ফ। হাঁ আজ নুতন পোপ্ নির্ব্বাচিত হইবে; রোমে লইয়া চল। [illegible] মুহূর্ত্তেই ফষ্ট রোমের একটী বহু জনসমাকীর্ণ রাজবর্ত্মে পঁহুছিল।

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

রোমনিবাসীরা দলে দলে আসিয়া সেন্ট্ পিটার গির্জ্জার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে—ভয়ানক জনতা।

ছত্রিশজন কারডিন্যাল্ ভ্যাটিকানের একটী কক্ষে, তাঁহাদিগের ভিতর হইতে একজনকে পোপ্ নির্ব্বাচন করিবার অভিপ্রায়ে, একত্রিত হইয়াছেন; কক্ষের দ্বারদেশে

ইষ্টকের দেওয়াল গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কক্ষের একটী মাত্র জানেলাতে একখণ্ড সচিত্র তক্তা বসান হইয়াছে। সকল কার্য্যে পূর্ব্বে সাবধান আবশ্যক; সুতরাং, পাছে বহির্দেশ হইতে কোন দল তাহাদের পক্ষপাতী কোন একজন কারডিন্যাল্‌কে পোপের সিংহাসনে বসাইবার অভিপ্রায়ে উৎকোচ প্রদান কিম্বা অপর কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করে, সেই ভয়ে পোপ্ নির্ব্বাচনের সময় উক্ত ঘরের দ্বার ও জানেলা একেবারে বন্ধ করা হইত।

বহির্দ্দেশস্থ সেই অসংখ্য লোক অনিমিষ দৃষ্টে উপরে চাহিয়া রহিয়াছে; যে কক্ষে কারডিন্যাল্‌গণের সমবেত হইয়াছিল, তাহার ছাদের উপরে যে ধূম বহির্গমনের নল ছিল, সকলে সেই নলের দিকে দেখিতেছে।

গির্জ্জার ঘড়িতে এগারটা বাজিল এবং কিছু পরেই নল হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। উপস্থিত লোক সকল ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া কানাকানি করিতে লাগিল, ব্যঙ্গ চলে উপহাস ও উচ্চহাস্য করিতে লাগিল।

কারডিন্যাল্‌গণ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ গুটিকা দ্বারা পোপ্ নির্ব্বাচিত করেন। যাঁহার নামে শ্বেতবর্ণ গুটিকা অধিক সংখ্যায় উঠে তাঁহাকে পোপ মনোনীত করা হয়। নচেৎ তাঁহারা পুনরায় অন্য লোককে মনোনীত করিবার জন্য পুনরায় কার্য্যারম্ভ করেন এবং পূর্ব্বের কাগজ পত্রাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন।

রোমনিবাসীগণ ধূম দেখিয়া বুঝিল যে তখনও তাঁহারা পোপ্ নির্ব্বাচিত করিতে সক্ষম হন নাই; সেই জন্যই তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ, কারডিন্যাল্‌গণ তৎপরে আহার করিতে বসিবেন; সুতরাং তাহারা বুঝিল যে অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার পূর্ব্বে তাঁহারা কিছুতেই কার্য্য শেষ করিতে পারিবেন না।

ইতিমধ্যে আমরা পাঠককে সিজারের প্রাসাদে আসিতে অনুরোধ করিতেছি। একটী সুসজ্জিত কক্ষে সিজার উদ্বিগ্নচিত্তে পদচারণা করিতেছিল, এমন সময় মাইকেলটো কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সিজার জিজ্ঞাসা করিল "কি সংবাদ"?

মা। প্রথম নির্ব্বাচন কার্য্য নিষ্ফল হইয়াছে।

সি। দূর কর ছাই! তাহা হইলে কারডিন্যাল্ রোভার নয় কারডিন্যাল্ পিচলোমিনি পোপের সিংহাসনে আরোহন করিবে; কিন্তু শেষোক্ত কারডিন্যাল্ যদি না নির্ব্বাচিত হয় তাহা হইলে আমাদের পক্ষে অমঙ্গল হইবে। এক্ষণে কোন উপায়ে রোভারের দলস্থ একজন কারডিন্যাল্‌কে আমাদিগের পক্ষে আনিতে হইবে।

মা। আমি জানি কারডিন্যাল্ ভেন্‌টুরো, রোভারের প্রিয়বন্ধু।

সি। সত্য কথা বলিয়াছে। (চিন্তা করিয়া) ওঃ তোমার কথার মর্ম্ম এতক্ষণে বুঝিয়াছি; হাঁ, ভেন্‌টুরো সাহ্লাদে আমার প্রেরিত উপঢৌকন গ্রহণ করিবে। মাইকেলটো, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ, তোমার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য অবিলম্বে করিব।

সিজার তাহার পর সিন্দুক হইতে কতকগুলি সুবর্ণ নির্ম্মিত হার, বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। মাইকেলটো বলিল "এই উপঢৌকনের দ্বারা আমি এক জন নহে—বার জন ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা কারডিন্যালের মস্তক ঘুরাইতে পারি।"

সি। দেখ, এইগুলি ভেনটুরোর উপপত্নী, সুন্দরী মেরিনোর নিকট লইয়া যাও এবং তাহার নিকট হইতে একখানি রসিদ লইয়া আসিও—বুঝিয়াছ?

মা। ঠিক বুঝিয়াছি।

মাইকেলটো চলিয়া যাইল এবং পর মুহূর্ত্তেই ফাদার আনশ্লেম্ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সিজার বলিল "ফাদার আনশ্লেম্, তুমি কি অভিপ্রায়ে রোমে আসিয়াছ? আজি জানিতাম তুমি পবিত্র ভীম সভার কার্য্যে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলে।"

আ। আমি রোমে বিশেষ একটী কার্য্য উপলক্ষে আসিয়াছি; আপনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি প্রতিপালন করেন নাই। শুনিলাম যে ক্যাম্প্যানার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইয়াছে; এক্ষণে আমাকে সেই পদে অভিষিক্ত করিয়া চিরবাধিত করিতে হইবে।

সি। কিন্তু তোমাকে সে পদে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আ। যদিও আপনার পিতা পরলোকগত হইয়াছেন, তত্রাচ সকলে আপনাকে ক্যাম্প্যানার রাজকুমার বলিয়া স্বীকার করে।

সি। সত্য বটে কিন্তু আমি অপর একজনকে সেই পদে নিযুক্ত করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।

আ। আর আমি মহাশয়ের উপকারার্থে যে শত শত দুরূহ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছি তাহার বিনিময়ে কোন পুরস্কার পাইব না।

সি। তুমি যে আমার বিস্তর উপকার করিয়াছ সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করিব; কিন্তু তুমি এরূপ বলিও না যে আমি কখন তোমার কোন উপকার করি নাই; এক সময় আমার ভয়ানক অর্থাভাব হইয়াছিল—সেই সময় তুমি আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে আমি তৎক্ষণাৎ কর্জ্জ করিয়া তোমাকে অর্থ দিয়াছিলাম, তাহার পর আমার সুসময় হইলে তুমি শত শত বার আমার নিকট হইতে প্রয়োজনমত অর্থ লইয়াছ। যদি অর্থের আবশ্যক থাকে বল—

আ। না—আমি অর্থ চাহিনা। আপনি আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন কি না?

সি। (ঘৃণার সহিত) অঙ্গীকার! ছাই ভস্ম! অঙ্গীকার আবার কি? যদিও অঙ্গীকার করিয়া থাকি তাহা রক্ষা করিতে আমি বাধ্য নহি, কারণ নিশ্চয় সুরামত্ত অবস্থায় সে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম।

আ। তবে আমাকে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আপনি পূর্ব্ব হইতে অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন না জানিয়া বাকদত্ত হইয়াছিলেন?

সি। তুমি মাথামুণ্ডু যেরূপ অভিরুচি বুঝিতে পার, কিন্তু আমাকে আর জ্বালাতন করিও না। আমি নিজের ভাবনায় অস্থির হইতেছি, এখন যাও।

আ। সাবধান—আপনার শত্রুবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন না; পুনশ্চ বলিতেছি, সাবধান। আপনি কেবল নিজের স্বার্থ দেখিতেছেন!

সি। নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ, তুমি ভাবিয়াছ যে সম্ভবতঃ আমি আমার অত্যুচ্চ পদ মান, সম্ভ্রম সমস্ত অতি শীঘ্র হারাইব এবং সেই জন্য তুমি যত শীঘ্র সম্ভব নিজের স্বার্থসাধন করিতে আসিয়াছ। যাও দূর হও, আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না।

আ। সাবধান!

সি। চুপ—তোমাকে ভয় করিতে হইবে? নরাধম, সিজার বর্জিয়া "ফাঁশি ছেঁড়া" কাইনিস্‌কে ভয় করিবে?

আ। (তরবারি হস্তে লইয়া) আপনি এমন মনে করিবেন না যে আপনার আমাকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে; আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিলে উভয়কে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে; আমি শুদ্ধ আপনার বিপক্ষে নহে—সমস্ত বর্জিয়াগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিব। আমি যে প্রবল প্রতাপশালী সে কথা আপনি নিশ্চয় জানেন।

সি। আন্‌স্লেম্, আমি ক্যাম্পানার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে তোমাকে কিছুতেই নিযুক্ত করিব না। সে পদে নিযুক্ত করা দূরে থাক, ক্যাম্পানায় তোমাকে প্রবেশ করিতে দিব না—যেহেতু তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে সাহস করিয়াছ। আমি স্বীকার করি তুমি লোককে বিপদে ফেলিতে পার, কিন্তু সে শাস্ত্রে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; আমি জানি তোমার অধীন অনেক গুলি বদমায়েস লোক আছে, কিন্তু তাহারা কি আমার বীরীগণের সমকক্ষ? তুমি মনে ভাবিয়াছ যে তুমি আমাদের সম্বন্ধীয় কতকগুলি গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবে—হা হা বাতুল, কি ভয়ানক ভ্রম! যে মুহূর্ত্তে তুমি সেই সম্বন্ধে একটী কথা জনসমাজে উচ্চারণ করিতে সাহস করিবে, সেই মুহূর্ত্তে লোকে জানিবে যে জুলিয়ান পর্ব্বতের প্রধান পুরোহিত এবং ভীম সভার কাউন্ট, ফাদার আনস্লেম—

আ। চুপ চুপ—ক্ষান্ত হউন, আমি চলিলাম।

আনস্লেম্ সবেগে কক্ষত্যাগ করিয়া যাইল; সিজার বাক্য যুদ্ধে জয়ী হইয়া হাঁসিতেছে; এমন সময় মাইকেলটো আসিয়া বলিল "সুন্দরী মেরিণো সাহ্লাদে আপনার প্রেরিত উপঢৌকন লইয়া সহস্তে লিপি লিখিয়া দিয়াছে"। সিজার লিপি পাঠ

করিয়া বলিল " লিখিয়াছে যে সমস্ত অলঙ্কারের মূল্য অন্যূন বাইশ সহস্র মুদ্রা হইবে। মাইকেলটো এখন এই পত্রখানি লইয়া শীঘ্র ভ্যাটিকানে যাও। ঠিক তিনটা বাজিলে মন্ত্রণা গৃহের দ্বারদেশে যে ইষ্টকের দেওয়াল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ভিতরে কারডিন্যালগণের আহার্য্য দ্রব্য পাঠাইবার নিমিত্ত পথ খুলা হইবে।

মা। আমি জানি প্রত্যেকের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র টুকরিতে খাদ্য রক্ষিত হয় এবং প্রত্যেক টুকরির উপরে মোহর এবং কারডিন্যাল্‌দিগের নাম লেখা থাকে।

সি। ঠিক ঠিক। আর বলি শুন ; রন্ধন শালা হইতে টুকরিগুলি লইয়া যাইবার পূর্ব্বে পার্ম্মার বিসপ্‌ সহস্তে মোহর করিয়াদেন ; বিসপ্‌ যে আমার শুভানুধ্যায়ী সে কথা তুমি জান ; তুমি তাঁহাকে আমার নাম গ্রহণ করিয়া বলিও যে, মেরিণোর পত্রখানি যেন কারডিন্যাল্‌ ভেনটুরোর টুকরির ভিতরে রাখা হয়।

"আপনার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিব" বলিয়া মাইকেলটো চলিয়া যাইল। পার্ম্মার বিসপ্‌ দ্বিরুক্তি না করিয়া সিজারের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

ছত্রিশজন ভৃত্য এক একটী টুকরি লইয়া রন্ধনশালা হইতে মন্ত্রণাগৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল ; ভিতর হইতে একজন কারডিন্যাল্‌ টুকরিগুলি এক একটী করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দুইজন রাজমিস্ত্রী তাহার পরেই পুনরায় দেওয়ালের ভগ্নাংশ বুজাইয়া দিল।

পাঁচটা বাজিবার বিলম্ব নাই—ভ্যাটিকানের সম্মুখে ভয়ানক জনতা! সকলেই পূর্ব্বোক্ত ধূম নির্গমনের নলের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে ; কিয়ৎক্ষণ পরেই গির্জ্জার ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিল " না, নল হইতে ধূম বাহির হইতেছে না " সেই সময়, যে পূর্ব্বোক্ত জানেলা তক্তা দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই তক্তা ভিতর হইতে একজন সরাইয়াদিল এবং কারডিন্যাল্‌ ভেনটুরো বাহিরের বারেণ্ডায় আসিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন " রোমনিবাসীগণ, আমি আহ্লাদের সহিতে বলিতেছি যে সিয়েনার কারডিন্যাল পবিত্র, মান্যবর এবং পূজ্য সিনিয়র পিচলমিনিকে আমরা অদ্য প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছি এবং তিনি ( পোপ্‌ পায়াস্‌ দি-থার্ড্‌ ) তৃতীয় পায়াস্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।"

নিম্নের মনুষ্য সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—সকলে উচ্চস্বরে মনের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সিজার যথা সময়ে শুভসংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইল।

## ত্রিংশ অধ্যায়।

রোমের অতীত জাঁকজমকের পরিচায়ক সে সকল স্মরণার্থ স্তম্ভ, অট্টালিকা, প্রস্রবণ প্রভৃতি অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কলোসিয়াম্‌ সর্ব্বপ্রধান।

কলোসিয়াম্ একটী প্রকাণ্ড অর্দ্ধ গোলাকার নাট্যশালা, পরিধি দুই সহস্র ফিট্। এইরূপ প্রবাদ যে ত্রিশ সহস্র বন্দী য়িহুদি কর্ত্তৃক উক্ত নাট্যশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল; সম্রাট্ ভেসপেসিয়ানের রাজ্যকালে ইহাতে বন্যপশুর যুদ্ধ হইত; যুদ্ধকালীন অশিতি সহস্র দর্শক চতুর্দ্দিকের বারেণ্ডায় বসিতেন এবং নিম্নের প্রাঙ্গণে এককালে নয় সহস্র বন্যপশু যুদ্ধ করিত! সম্রাট্ টাইটাসের সময়ে বাৎসরিক উৎসবকালীন, লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ সহস্র সহস্র বন্যপশু রোমে আনীত হইত; যুদ্ধ অবসান হইলে একটী দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া হইত এবং ভিতরে জলরাশি প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণের মধ্যে সেই শোণিতাক্ত রণক্ষেত্রকে একটি প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত করিত। রক্তের দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার নিমিত্ত উপর হইতে দর্শকবৃন্দের মস্তকে সুগন্ধ দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইত।

আদিম রোমনিবাসীগণ সাকার উপাসক ছিল; প্রথমে যাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদিগকে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিত এবং সুবিধা পাইলেই ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত হিংস্র পশু সমাকুল প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করিত। পরে রোমে খৃষ্টিয়ানদিগের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে, তাহারা কলোসিয়াম্ প্রবেশের দ্বারদেশের সম্মুখে একখণ্ড প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত কয়টি কথা লিখিয়া দিয়াছিল—

" পৌত্তলিকদিগের অপবিত্র উপাসনা দ্বারা অশুচীকৃত;
ধর্ম্মার্থে প্রাণত্যাগকারীদিগের শোনিত দ্বারা শুচীকৃত।"

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে বহুকাল পূর্ব্বে রোম গথ, ভ্যান্ডাল্ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা কলোসিয়ামের কোন হানি করে নাই। দুইজন খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ঠিক তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়াছিলেন; সেণ্টমার্ক রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার সময়, দ্বিতীয় পোপ্ পল্ কলোসিয়ামের এক অংশ ভাঙ্গিয়া বাটী নির্ম্মাণোপযোগী মালমসলা লইয়া গিয়াছিলেন। কারডিন্যাল্ রায়েরিও পোপের প্রধান আদালত নির্ম্মাণ করিবার সময় আর এক অংশ ভাঙ্গিয়া মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কলোসিয়ামের পূর্ব্বের জাঁকজমক নাই সত্য বটে, এক্ষণে তাঁহার ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু সেই ভগ্নাংশ দেখিলে মনে যুগপৎ আনন্দ ও এক প্রকার অবর্ণনীয় ভয়ের উদয় হয় এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে আদিম রোম-নিবাসীগণের সময়ে স্থাপতি বিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

ফাদার আন্সেম্ ও সিজারের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বের অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; আন্সেম সিজারের কক্ষ ত্যাগ করিয়া সত্বরপদে কলোসিয়াম্ অভিমুখে চলিতে লাগিল; কলোসিয়ামের ভগ্নাবশিষ্টাংশ জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! কোথায় কতকগুলি স্তম্ভ ভূমিস্যাৎ হইয়াছে, কোথায় বা একটী বাটী হেলিয়া রহিয়াছে; কোথায় মস্তকোপরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড ঝুলিয়া রহিয়াছে, যেন তাহারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বিদ্রূপ করিতেছে! আনস্লেম্ কিয়ৎক্ষণ

চলিয়া একটী নিভৃত স্থানে পঁহুছিলে—দুইজন লোক সেই স্থানে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। একজন উঠিয়া বলিল "কে যায়"?

আ। ফ্রিজ্, উচ্চস্বরে কথা কহিও না; ওয়াল্‌ষ্টিন্‌কে জাগ্রত কর—বিস্তর কাজ আছে।

প্রতারক ওয়ালষ্টিন্ উঠিয়া বলিল "আমি জাগিয়া আছি—সিজার কি বলিল"?

আ। সিজার ভয়ানক কৃতঘ্ন। সে আমাকে অর্থের লোভ দেখাইল, কিন্তু আমি বলিলাম যে আমার অর্থের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সিজারকে উচিত মত শিক্ষা দিব।

ও। যদি সে অর্থ দিতেই প্রস্তুত ছিল তবে লইলে না কেন? যখন মুখ্য' উদ্দেশ্য সফল হইল না তখন গৌন উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল।

আ। তুমি আমার সহিত তর্ক করিও না; তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ও আমি তোমাকে পুরস্কার দিব। আজ হইতে কি উপায়ে বর্জিয়া বংশ সমূলে উৎপাটিত হয় সেই চেষ্টা করিব; শুদ্ধ বর্জিয়াগণকে নহে—তাহাদের আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব যে যেথায় আছে, সকলকে বিপদ গ্রস্ত হইতে হইবে।

ও। আমরা রোমে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি; ইতিমধ্যে হয়ত লেব্যাকের শাসনকর্ত্তা আমাদের ধর্ম্মশালা বেষ্টন করিয়াছে: বিশেষতঃ যদি কারলো, কন্‌রেড্ ও অপরাপর সৈন্যগণ সতর্ক না থাকে তাহা হইলে আমাদের পার্ব্বত্য দুর্গ নিশ্চয় শত্রুহস্ত গত হইবে।

আ। না—আমাদের দুর্গ কখনই পরহস্তগত হইবে না। ব্যারণ্ জারনিনের লোকোদ্দীপক গল্প শুনিয়া সম্রাট ম্যাকসমিলিয়ান্ দুর্গ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমি তাঁহার পরওয়ানা বাহক সৈনিককে বধ করিয়া এবং তাঁহার শয়নকক্ষে ভীমসভার রজ্জুবেষ্টিত তরবারি পাঠাইয়া, তাঁহাকে সম্প্রতি নিশ্চেষ্ট করিয়াছি। সম্রাট ভীমসভার সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন, সুতরাং তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, যে লোক তাঁহার শয়নাগারে সভার তরবারি পাঠাইতে সাহস করিয়াছে, সে লোক মনে করিলে তাঁহার বক্ষঃস্থল সেই তরবারি দ্বারা বিদীর্ণ করিতে পারে। আমাদের সম্মিলনীর সর্ব্বপ্রধান নিয়ম এই যে, সকলে সভাপতির আজ্ঞা নতশিরে প্রতিপালন করিবে; এমন কি, যদি কেহ জানিতে পারে যে, সেই আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিলে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পড়িতে হইবে, তথাচ তাহাকে আদেশমত কার্য্য করিতে হইবে। সম্রাট একথাও জানেন—

ও। তবে আমাদের দুর্গের কোন রূপ হানি হইবে না; আমি অদ্যাবধি বিনা ওজর আপত্তি করিয়া, তোমার সকল আদেশ প্রতিপালন করিব। ফ্রিজ্ ভায়া বেশ লোক —ভায়াকে যাহা কিছু বল শুনিয়া যাইবে এবং কখন কোন ওজর আপত্তি বা প্রশ্ন করিবে না।

ফ্রি। তুমি যদি আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ও আমাদের পক্ষে ভাল হয়। যাহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক আছে, তাহারা আজ্ঞা করিবে এবং যাহারা কেবল পাশব বল লইয়া জগতে আসিয়াছে, তাহারা সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। তুমি যদি বিবেচনার সহিত চলিতে তাহা হইলে ব্যারণ জারনিন্ অদ্যাবধি দুর্গে আবদ্ধ থাকিত এবং তোমাকেও সমূহ বিপদে পড়িতে হইত না। এক্ষণে তোমার অসাবধানতার কি ফল দাঁড়াইয়াছে? আমাদের পার্ব্বত্য দুর্গে প্রবেশ করিবার গুপ্তপথ সকলে জানিতে পারিয়াছে।

ও।° তুমি যাই বল, আমার স্থির বিশ্বাস যে আমি খুব দক্ষতার সহিত ভিয়েনায় কার্য্য করিয়াছিলাম—তাহার সাক্ষী স্বয়ং ফাদার আনস্লেম্—

আ। চুপ—বৃথা বাক্যযুদ্ধ করিও না। ফ্রিজ্ যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার মতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা লইয়া তর্ক করা অনুচিত। তবে ওয়াল্‌ষ্টিনের সম্বন্ধে একটী বিষয় উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি; ওয়ালষ্টিন্ দুই হস্তে ব্যারণের অতুল ধনরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়াছে কিন্তু পবিত্র ভীমসভার সাহায্যে একটী কপর্দ্দক ও দেয় নাই; সে যাহাই হউক, আমি তোমাদের উভয়কে বলিতেছি, এ বিষয়ের আর উল্লেখ করিও না।

ফ্রি। আচ্ছা, আমি আর কখন ও কথা উত্থাপন করিব না।

আ। আমার জীবনের এক্ষণে মুখ্য উদ্দেশ্য কি?—বর্জিয়াগণকে ধ্বংশ করা। সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়া চিরজীবনের জন্য রোম ত্যাগ করিয়া যাইব; পরে জার-ম্যানিতে যাইয়া অটো পিয়ানাল্লার প্রাণ সংহার করিব। সেই দুঃসাহসিক যুবকই যত অনর্থের মূল। ম্যাজিনি তাহাকে সহায়তা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ভীম সভা কীট পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না—

ফ্রি। বৃদ্ধা ডেম মিলড্রেড্রা?

আ। কীটানুকীট—কিন্তু অটো সাহসী, ধর্ম্মপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয়। তাহাকে নিশ্চয় বধ করিতে হইবে; তাহার পর এল্‌ব নদীর অভিমুখে যাইতে হইবে।

ফ্রি। কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে?

আ। ঠিক অনুমান করিয়াছ। তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে; আমি সম্প্রতি একটী অত্যাশ্চর্য্য গুপ্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তুমি দেখিও আমি স্বচ্ছন্দে সেই দাম্ভিক ও গর্ব্বিত কাউন্টকে পদদলিত করিব—

ফ্রি। সেই বালিকার কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি?

আ। বালিকা! ফ্রিজ্, সে আজ কত দিনের কথা? এখন সে বালিকা নহে, প্রাপ্ত যৌবনা সুন্দরী; সে কথা এখন থাক; অন্য সময়ে তোমাকে সমস্ত কথা বলিব।

ও। আমি এখানে উপস্থিত থাকাতে তোমাদের কথা কহিবার অসুবিধা হইতেছে—আমি অন্যত্র যাইতেছি।

আ। ওয়ালষ্টিন্, রাগ করিও না—সকল কাজ সাবধানতার সহিত করা বিধেয়। তুমি নিজে জান, যে সুরাপান করিলে তুমি সকল কথা প্রকাশ কর; ভীমসভার সম্বন্ধেও তুমি অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছ। ফ্রিজ্ শুন, তোমাকে দেখিলে হয়ত তোমার পুরাতন প্রভু চিনিতে পারিবে না; হিউগো নামের পরিবর্ত্তে এখন তুমি ফ্রিজ্ নাম গ্রহণ করিয়াছ—কেবল তাহা নহে, তোমার অবয়বের বিস্তর বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ফ্রি। বোধ হয় চিনিতে পারিবে না; তুমি যে সময়ের কথা কহিতেছ, তখন তুমিও আমার ন্যায় কাউণ্টের সামান্য ভৃত্য ছিলে—কিন্তু সৌভাগ্যবলে এখন তুমি পবিত্র ভীমসভার ফ্রি কাউণ্ট পদ লাভ করিয়াছ; তুমি এক্ষণে কাউণ্টের সমকক্ষ। মনে আছে, আমার পালার পরেই, তুমি সেই হতভাগিনীকে নজরবন্দী রাখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলে।

আ। চুপ, ও সকল কথা এখন উত্থাপন করিও না। জারম্যানিতে প্রত্যাগমন করিয়াই ভীমসভার সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে কাউণ্ট ম্যান্ফ্রেডকে পদচ্যুত করিবার জন্য পরওয়ানা পাইব এবং স্বহস্তে সেই পরওয়ানা লইয়া যাইব। এ সম্বন্ধে তোমার সহিত অন্য সময়ে পরামর্শ করিতে হইবে। ওয়ালষ্টিন্ এ সকল কথা জানে না এবং তজ্জন্যও বিরক্ত হইতেছে এবং ঘন ঘন জৃম্ভন করিতেছে।

ও। আমি ও সকল কথা জানিবার জন্য উৎসুক নহি; কিছু আদেশ করিবার থাকে বলুন—তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিব; বিশেষতঃ এই বহু পুরাতন বাটীতে অধিকক্ষণ থাকিতে ভয় করে—মনে হয় অকস্মাৎ সমাধিস্থ হইব।

আ। ওটা বাজে কথা—তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে সময় লাগে না। রোমের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা মদের দোকানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; ওয়ালষ্টিন্ ভায়া সেখানে উপস্থিত নাই—এ বড় মন্দ কথা! আচ্ছা, আমি আর তোমাদের বিরক্ত করিব না—যাহা কিছু বক্তব্য আছে বলিতেছি শ্রবণ কর। ফ্রিজ, তুমি লর্ড অরসিনোর প্রাসাদে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; আমার নাম শুনিবা মাত্র প্রহরীগণ তোমাকে ভিতরে যাইতে দিবে। তাঁহাকে বলিও যে চব্বিশ দিবস পরে দুই শত বলিষ্ঠ সাহসী ও সশস্ত্র জারম্যান্ সৈনিক কারনিওলা হইতে রোমে আসিবে—এবং আজ্ঞা পাইলেই তাঁহার সেনাদিগের সহিত যোগদান করিয়া সিজার বর্জিয়াকে আক্রমণ করিবে। ওয়াল্ষ্টিন, তুমি এই কাগজখানি সেণ্টপিটার গির্জ্জার দ্বারে আটকাইয়া দিবে; পাপিষ্ঠ পোপ আলেক্জাণ্ডার মরিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার নাম এখনও জীবিত আছে; সেই অপবিত্র নাম যাহাতে সহস্র গুণ কলুষিত হয় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। এই

দুইটী কার্য্য সমাধা করিয়া, তোমরা তেইশ দিবস রোমে আমোদে অতিবাহিত করিও, আমি ত্রয়োবিংশ দিবসের সন্ধ্যার সময় পুনরায় তোমাদের সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিব।

কথোপকথন শেষ হইলে তিন জন স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে যাইল ; পরদিবস প্রাতঃকালে সেন্টপিটার গির্জ্জার সম্মুখে বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে—সকলে আগ্রহের সহিত দ্বারে সংলগ্ন একখানি কাগজ পাঠ করিয়া চীৎকার করিতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে, এবং বর্জ্জিয়াগণকে অভিসম্পাত করিতেছে ! কাগজে এই কয়টি মাত্র কথা লেখা ছিল :——

"আলেক্‌জাণ্ডার ইযুখ্রীষ্ট, তাঁহার মন্দির এবং মন্দিরে প্রবেশ-দ্বারের চাবি বিক্রয় করিয়াছে।"

যাহা সে অর্থের বিনিময়ে লাভ করিয়াছিল তাহা অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছে।

কয়টি কথার ভিতরে মৃত আলেক্‌জাণ্ডারের সম্বন্ধে যে ভয়ানক কুৎসার ফল্গুস্রোত বহিতে ছিল, তাহা উপস্থিত সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সকলেই উচ্চস্বরে বর্জ্জিয়া· দিগের নাম উল্লেখ করিয়া কটুকাটব্য বর্ষণ করিতেছিল।

অকস্মাৎ একদল অশ্বারোহী পুরুষ তড়িতবেগে জনতা অতিক্রম করিয়া গির্জ্জার দ্বারদেশে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল এবং কাগজখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। পর মুহূর্ত্তেই আগন্তুক অশ্বারোহণ করিয়া দক্ষিণহস্তে উলঙ্গ তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মনুষ্য সমুদ্রের ভিতরে অশ্ব চালাইয়া দিল।

আগন্তুক অপর কেহ নহে—পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত সিজার বর্জ্জিয়া।

## একত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে যে ঘটনাবলি বিবৃত হইয়াছে, তাহার তেইশ দিবস পরে/ দুই শত নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও সশস্ত্র জারম্যান্ সৈনিক, সূর্য্যোদয় হইবার কিছু পূর্ব্বে কলোসিয়ামের অভ্যন্তরে সমবেত হইয়াছিল—সৈনিকদিগের তিনজন নায়কের নাম আনশ্লেম্, ওয়ালষ্টিন্ এবং ফ্রিজ্।

সূর্য্যোদয় হইবার কিছু পরেই উক্ত সৈন্যদল সিজার বর্জ্জিয়ার প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিল—গমনকালীন পথের উভয় পার্শ্বস্থ বাটী সমূহ হইতে বিস্তর অস্ত্রধারী ইতালিয়ান্ একে একে বাহির হইয়া তাহাদের সহিত একত্রিত হইল।

সিজারের প্রাসাদের সন্নিকটে তাহার প্রধান বৈরী, ফেবিও অরসিনো, তাহার প্রসিদ্ধ কনডটেরি নামক ফৌজ সমভিব্যাহারে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দুইটী ফৌজ একত্রিত হইয়া দ্রুতপদ নিক্ষেপে সিজারের প্রাসাদ আক্রমণ করিল।

সিজার তখন সুখে নিদ্রা যাইতেছিল—মাইকেলটো তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। সিজারের বীরীগণ যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধসজ্জা করিয়া বাহিরে আসিল এবং আক্রমণকারীদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহারা পরাজিত হইয়া প্রাসাদের ভিতরে পলায়ন করিল। অরসিনোর সৈন্যগণ আজ্ঞা পাইবা মাত্র প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিল—যে প্রাসাদ নির্ম্মান ও সজ্জিত করিতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল এবং যে প্রাসাদে নৃত্য গীত ভোজ অভিনয় প্রত্যহ হইত এবং যে পৈশাচিক প্রাসাদে সিজার স্বহস্তে তীব্র হলাহল প্রস্তুৎ করিত, সেই প্রাসাদের ভিতরে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সিজার উন্মত্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং গর্জ্জন করিয়া ফেবিও অরসিনোকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল কিন্তু তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

সিজার দেখিল তাহার ফৌজের বিস্তর খ্যাতনামা সৈনিক নিহত হইয়াছে—তখন মাইকেলটো ও অপর কতিপয় সৈনিককে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রাসাদের পশ্চাৎ ভাগের একটী গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিল। অরসিনোর সৈন্যগণ তখন প্রাসাদের সমস্ত অংশে ছড়াইয়া পড়িল এবং বিনা প্রতিবন্ধকতার লুটপাট আরম্ভ করিল। প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষে তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল—যে দুইটী কক্ষে সিজার বৃষশোণিতে স্নান এবং বিষ প্রস্তুত করিত, সে কক্ষদ্বয়ের ভিতরে ও তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল। উক্ত ঘটনার পরে য়ুরোপনিবাসীগণ বর্জিয়াদিগের বিষ প্রস্তুত করণের প্রথা জানিতে পারিল, কারণ শেযোক্ত কক্ষে কতকগুলি বোতলে যে তরল পদার্থ ছিল তাহা ফেবিওর আদেশ ক্রমে কতিপয় খ্যাতনামা দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে সিজার ভ্যাটিকানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; নুতন পোপ্ চব্বিশ ঘণ্টা কাল মাত্র শিরে মুকুট ধারণ করিয়া মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার বাস্তবিক অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছিল; সিজার রক্তাক্ত কলেবরে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র পোপ্ অতিকষ্টে উঠিয়া বসিলেন; সিজার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "পিতা, আপনার এবং আমার শত্রুগণ আমার প্রাসাদে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল; আমার সৈন্যগণ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত হইয়াছে—পামরগণ আমার প্রাসাদ লণ্ডভণ্ড করিয়াছে। আমি অনন্যোপায় হইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি—আপনি আমাকে রক্ষা করুন"।

পো। হায়, হায়, সিজার, আমি তোমাকে রক্ষা করিব কি, আমার অন্তিম সন্নিকট।

সি। অন্তিম সন্নিকট—অসম্ভব! আপনার কি পীড়া হইয়াছে?

পো। দক্ষিণ হস্তে একখানি সামান্য ঘা হইয়াছিল মাত্র; চিকিৎসক তাহার উপরে এক প্রকার মলম দিয়াছিল—সেই অবধি আমি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, আর কিছু পরেই মৃত্যু হইবে—উঃ—

সি। বুঝিয়াছি কৃতঘ্ন অরসিনোগণই এই কার্য্য করিয়াছে। পরমুহূর্ত্তেই সিজার চিকিৎসককে সম্বোধন করিয়া বলিল "পামর, আমার সমক্ষে জানুপাতিয়া উপবেশন কর"। চিকিৎসক অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল "আমায় প্রাণে মারিবেন না—আমায় ক্ষমা করুন"।

সিজার তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া পোপের শয্যার উপর রাখিল; পরে তাহার পিতা যে কবচ সদা সর্ব্বদা কাছে ধারণ করিত, সেইখানি বাহির করিয়া ক্ষত স্থানের উপর ধরিল—ধরিবা মাত্র কবচের মধ্যভাগে যে এক খণ্ড পান্না ছিল, তাহার দীপ্তি হ্রাস পাইল। সিজার তখন বলিল "আর কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই আপনার চিকিৎসক যে মলম ব্যবহার করিতেছিল তাহাতে তীব্র বিষ ছিল—

পো। সর্ব্বনাশ!

চি। আমি কোন কথা গোপন করিব না, আমাকে বধ করিবেন না।

সি। শীঘ্র বল্ কে তোকে উৎকোচ দিয়াছে?

চি। ফেবিও অরসিনো—

হতভাগাকে আর বাক্যোচ্চারণ করিতে হইল না; মুহূর্ত্ত মধ্যে সিজার তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া মুমূর্ষু পোপকে সম্বোধন করিয়া বলিল "যাহা করিয়াছে তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই; ফেবিও এই পামরকে অর্থের সাহায্যে হস্তগত করিয়াছিল; সুখের বিষয় এই যে পামর উচিত মত শাস্তি পাইয়াছে—এক্ষণে আমার সম্বন্ধে কি করিবেন?

পো। যে বারেণ্ডা দিয়া সেণ্ট এন্‌জেলো দুর্গে যাওয়া যায় তাহার দরজার চাবি আমার উপাদানের নিম্নে আছে লইয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করিতেছি নিরাপদে থাক।

স্বার্থপর সিজার পোপের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া, চাবি লইয়া ত্বরিৎপদে পূর্ব্বোক্ত দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল। দুর্গাধ্যক্ষ সিজারের হস্তে চাবি দেখিয়া তাহাকে যথেষ্ট যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিল—সে বুঝিয়াছিল যে পীড়িত পোপ স্বয়ং তাহাকে দুর্গের চাবি দিয়াছিলেন। সিজারের আদেশ মত তিনি মাইকেলটোকে বীরীগণ সমভিব্যহারে সিজারের দুর্গে প্রত্যাগমন করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে অরসিনোগণ সিজারের প্রাসাদ লুট করিয়া ভ্যাটিকানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কারডিন্যাল্ কোপিস্ প্রাসাদের সিংহদ্বারে আসিয়া, ফেবিওকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পোপ পায়াস্ অনতিবিলম্বে মানবলীলা সম্বরণ কিরবেন।" ফেবিও সে বিষয় বিলক্ষণ জানিত, কারণ সে ভীষককে উৎকোচ দান করিয়াছিল এবং তাহারই আদেশানুযায়ী ভীষক মলমের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল। ফেবিও আর জানিত যে সিজার পোপের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল।

ফাদার আন্‌শ্লেম্ তখন ফেবিওকে বলিল "এক্ষণে পোপের দুর্গ আক্রমণ করা কর্ত্তব্য"; কিন্তু ফেবিও তাহার পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া সসৈন্যে স্বীয় দুর্গে প্রত্যাগমন করিল।

সে দিবস রোমনিবাসীগণ যৎপরোনাস্তি উত্তেজিত হইয়া রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল—সকলেই বর্জ্জিয়াদিগকে অভিসম্পাত ও ফেবিও অরসিনোকে স্তুতিবাদ করিতেছিল।

ফাদার আন্‌শ্লেম্ লুক্রজা বর্জ্জিয়ার প্রাণ বধ করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইল না।

সন্ধ্যার সময় পোপের প্রাণ বিয়োগ হইল—কারডিন্যাল্‌গণের মধ্যে অনেকে অরসিনো দলাধিপতিকে ঘৃণা করিতেন; তাঁহারা সিজারকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, অরসিনাইদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হইলে তাঁহারা আহ্লাদের সহিত সিজারের পক্ষে যোগদান করিবেন। সিজারের হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল।

বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সিজার ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত ও ভয়ানক ক্লান্ত হইয়াছিল—সন্ধ্যার কিছু পরে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। সেই সময় তাহার কক্ষের দ্বার নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইল এবং একজন লোক স্বীয় মুখদেশ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এবং একটী প্রদীপ হস্তে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

যাহারা সকল সময়ে বিপদের আশঙ্কা করে তাহারা স্বভাবতঃই সর্ব্বদা সতর্ক থাকে; আগন্তককে দেখিবা মাত্র সিজার তরবারি হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

আগন্তুক হস্তস্থ প্রদীপ একটী মেজের উপর রাখিয়া, এবং মুখ অনাবৃত করিয়া নিম্নস্বরে বলিল "ভয় পাইবেন না—আমি আপনার হিতৈষী—আমার নাম কারডিন্যাল্ রোভার"।

সি। আপনার অভিপ্রায় কি?

রো। কারডিন্যাল্‌গণের মধ্যে প্রায় সকলেই আপনার বশবর্ত্তী; আপনি যদি সকলকে হস্তগত করিয়া আমাকে পোপের সিংহাসনে বসাইতে পারেন, আপনার শত্রুগণকে স্বচ্ছন্দে পদদলিত করিতে পারিবেন।

সি। উত্তম প্রস্তাব।

পর দিবস প্রাতঃকালেই কারডিন্যাল্‌গণ মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন—এবং অত্যল্প কাল তর্ক বিতর্ক করিয়া কারডিন্যাল্ রোভারকে পোপ মনোনীত করিলেন।

সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নে মাইকেলটো সেণ্ট এনজেলো দুর্গে সিজারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সিজারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে বলিল "কারডিন্যাল্ রোভার পোপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—" কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে সিজার অসংখ্য সৈনিকদিগের পদশব্দ ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিতে পাইল। সিজার

জানেলার নিকট আসিয়া বলিল "মাইকেলটো, আমরা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছি! নূতন পোপ আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে—দুর্গাধ্যক্ষ অরসিনাইদিগকে ভিতরে আসিতে দিয়াছে। উহারা নিশ্চয় আমাদের বধ করিবে, কিন্তু আমরা বিনা যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিব না; শীঘ্র তরবারি হস্তে লও"।

সিজারের কথা শেষ হইবা মাত্র, কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং ফেবিও ভিতরে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল "হাঁ, অরসিনাইগণ তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে এক্ষণে মরিতে প্রস্তুত হও"। আন্‌শ্লেম্, ওয়ালষ্টিন্ ও ফ্রিজ্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আন্‌শ্লেম্ রোষকষায়িত লোচনে বলিল "পামর, তোমার লীলাখেলা শেষ হইয়াছে"। এই বলিয়া সে তরবারি লইয়া তড়িতবেগে সিজারকে আক্রমণ করিল; কিন্তু ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি সহসা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সিজারের আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করিয়া বলিল, "নরাধম কাপুরুষ! বর্জ্জিয়াগণের হিতাকাঙ্ক্ষী লোক এখনও আছে"। সিজার সোল্লাসে বলিল "কাউন্ট অরোণা, তুমি আমার সহস্র সহস্র ধন্যবাদের পাত্র—দুইবার তুমি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলে"। ইতিপূর্ব্বে ফেবিও কিম্বা তাঁহার সঙ্গীগণ কক্ষমধ্যে ফষ্ট্‌কে দেখে নাই; ফষ্ট্ অকস্মাৎ গৃহমধ্যে বীরদর্পে প্রবেশ করিয়া আন্‌শ্লেম্‌কে ধরাশায়ী করাতে, তাহারা সকলে প্রথমে অত্যন্ত ভীত হইল—এমন কি সকলে কিয়ৎক্ষণের জন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ফষ্ট্ সিংহ গর্জ্জনে বলিল "কাপুরুষগণ, তোমাদের জীবনে ধিক্, তোমাদের যোদ্ধা নামে ধিক্! যাও, এই মুহূর্ত্তে কক্ষের বাহিরে যাও—যাও বিলম্ব করিও না। শত্রুকে বিনাশ করিতে সকলে চেষ্টা করে, কিন্তু যাহারা অসহায় শত্রুকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করে তাহারা ভীরু—তাহারা কাপুরুষ। ফেবিও, যে হতভাগা সম্প্রতি ভূতলশায়ী হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে এবং যাহার সহায়তা লইয়া তুমি সিজারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছ, সে ব্যক্তির পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাস জান? তবে শুন—তোমার সহকারী বন্ধুর প্রকৃত নাম আল্‌রিক্ কাইনিস্—ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ভিয়েনা সহরে উহার ফাঁশি হইয়াছিল!

ফষ্টের কথা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল—হইবারই কথা। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন লোকে বীরত্বের উপাসনা করিত, এবং দুশ্চরিত্র লোকদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। যাহারা গুরুদোষে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইত তাহাদিগের সহিত কেহ বাক্যালাপও করিত না।

ফেবিও স্বয়ং আন্‌শ্লেমের প্রতি কুটিল ও দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল!

ফষ্ট্ পুনরায় বলিল "হাঁ, ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই হতভাগার ফাঁশি হইয়াছিল! সেই দিবস আর দুইজন লোকেরও ফাঁশি হয়। ফাঁশি হইবার কিছু পরে জেলের

অধ্যক্ষ তিনটি মৃতদেহ নাবাইয়া লইয়া একটী কক্ষে রাখিয়াছিল—সন্ধ্যার পরে ব্যবচ্ছেদ হইবে। কিন্তু ভীষক সন্ধ্যার পর সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুটী মাত্র মৃতদেহ দেখিতে পাইল। অপরটির সম্বন্ধে কিছু মাত্র অনুসন্ধান পাওয়া গেল না! স্থূল কথা, কাইনিসের প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই; কক্ষের ভিতর কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া সে সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল এবং সংজ্ঞা হইবা মাত্র পলায়ন করিয়াছিল; কেবল তাহা নহে—পলায়ন করিবার সময় পামর, ভীষকের একটী কোট এবং একটী দেরাজ ভাঙ্গিয়া অর্থ লইয়া পলাইয়াছিল। ভীষক ভাবিল যে, এই বিষয় জনসমাজে প্রকাশ হইলে, সকলে বলিবে যে সে নিশ্চয় কাইনিস্‌কে পলাইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছে—অন্ততঃ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল; সেই ভয়ে ভীষক কোন গোলমাল করে নাই। কাইনিস্ বলুক আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য কি না? কাইনিস্ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, উঠিয়া বলিল—আমাকে যাইতে দিন আর আমি এ স্থানে থাকিব না"।

কাইনিসের বহির্গমনকালীন অরসিনাইগণ তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল—তখন তাহারা তাহাকে স্পর্শ করিতেও অনিচ্ছুক। ওয়াল্‌ষ্টিনকে কাইনিস্ তাহার অনুবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিল, কিন্তু সেও তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল না; কেবল ক্লিজ্ বলিল, "যদি উহার ফাঁশি হইয়া থাকে, তাহাতে ও কি একেবারে অস্পৃশ্য হইয়াছে? আমি উহার সহিত একত্রে থাকিব"। এই বলিয়া ক্লিজ তাহার অনুগমন করিল। ফষ্ট্ তখন ফেবিওকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয় ভবিষ্যতে যখন কাহার আবশ্যকতা হইবে, তখন সাহায্যকারীর জীবনের ইতিহাস পূর্ব্বে জানিবেন, নচেৎ এইরূপ জঘন্য ঘটনা পুনরায় হইবে।

ফে। মহাশয়, আপনি কে? আমাদিগকে উপদেশ দিবার আপনার কি অধিকার আছে? আপনি বিদেশী।

ফ। অধিকার আছে কি না সে বিষয় লইয়া আপনার সহিত তর্ক করিতে চাহি না; তবে এই অবধি বলিতে ইচ্ছা করি আমার প্রচুর অর্থ আছে, প্রচুর লোকবল আছে, এবং প্রচুর বাহুবল আছে; সুতরাং আপনাদের উপদেশ দিবার অধিকারও আছে। আপনি কি আপনার পূর্ব্ব পুরুষ মারবেল অরসাইনের নাম ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি স্বহস্তে এই দুর্গের কোন স্থানে একটী গভীর কূপ খনন করাইয়া ছিলেন; কূপের উপর ভাঙ্গা তক্তার দ্বারা আচ্ছাদিত—দেখিলে গৃহতল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই গৃহতল একটী সামান্য কড়া ধরিয়া টানিবা মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, ভিতর দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং উপরের সকলে পলকের মধ্যে সেই ভয়ানক গভীর কূপে পড়িয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। উঃ কি ভয়ানক মৃত্যু!

ফে। মহাশয়, আমিও এই গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার এক তিলও বিশ্বাস নাই; কোন অদ্ভুত রসাত্মক উপন্যাস লেখকের মস্তিষ্ক হইতে এই গল্প

জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সে যাহা হউক, আপনি সরিয়া দাঁড়ান, সিজার বর্জিয়াকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

ফ। সাবধান—একপদ ও অগ্রসর হইতে সাহস করিবেন না—করিলে আপনার চিহ্নও থাকিবে না। আপনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তাহার নিম্নে সেই ভয়ানক কূপ আছে; আর এই যে লৌহকড়া দেখিতেছেন, ইহা ঘুরাইবা মাত্র এই গৃহতল নিম্নে ঝুলিয়া পড়িবে। এখনও বলিতেছি অগ্রসর হইবেন না—আমার কথায় বিশ্বাস করুন। ঠিক সেই সময়, ফষ্টের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে, মাইকেলটো সবলে কড়া ধরিয়া টানিল; পলকের মধ্যে গৃহতল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নে ঝুলিয়া পড়িল এবং ফেবিও ও তাহার পাঁচ জন সঙ্গী কূপের ভিতরে পড়িয়া যাইল!

পতনকালীন তাহাদের আর্ত্তনাদ উপস্থিত সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল আর কিছুক্ষণ—দু এক মুহূর্ত্ত মাত্র—সকলে সেই হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল; তৎপরে আর কেহ কিছু শুনিতে পাইল না।

ফেবিওর অন্যান্য সঙ্গীগণ ভয়ানক ভীত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল—ফষ্ট্ নির্ব্বাক, তাহার মুখের ভাব বিরক্তিব্যঞ্জক। মাইকেলটো ও সিজার অত্যন্ত হৃষ্ট হইল। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল, ফষ্ট্ অরসিনাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমরা আর এ স্থানে অপেক্ষা করিও না"। তাহারা তদ্দণ্ডে মস্তক অবনত করিয়া, দশনে অধর চাপিতে চাপিতে চলিয়া যাইল। তাহারা যাইলে পর, ফষ্ট্ সিজারকে বলিল "দেখ, এই দুর্ঘটনা না ঘটিলে ভাল ছিল"।

সি। কেন? দুর্ব্বৃত্ত পামরগণ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আসে নাই; আমি একাকী আছি জানিতে পারিয়া উহারা কাপুরুষের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া আমার প্রাণ নাশ করিতে আসিয়াছিল—মাইকেলটো উচিত কার্য্য করিয়াছে। সে যাহা হউক, প্রিয় কাউন্ট, তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র; তুমি ঠিক সময়ে না আসিলে আমরা উভয়ে নিহত হইতাম।

ফ। গতকল্য প্রত্যুষে আমি তোমার ভগ্নীকে রোমের বহির্দ্দেশে লইয়া যাই; রোমের বাহিরে যাইয়া ফেরারা অভিমুখে যাত্রা করিলাম—পথে লুক্রেজা দুই বার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। পরে আমি যখন বিদায় প্রার্থনা করিলাম, সে আমাকে অনুনয় করিয়া বলিল "দেখিও, সিজার যেন বিপদগ্রস্ত না হয়"। আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। লুক্রেজা এক্ষণে নিরাপদে আছে তাহার নিমিত্ত তুমি চিন্তিত হইও না। কল্য সন্ধ্যাকালে রোমে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলাম ফাদার আন্সেলেম লুক্রেজার অনুসন্ধান করিতেছে এবং তোমার জীবন নাশ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে। আমি উহার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতাম, পরে জানিতে পারিলাম যে তুমি এই দুর্গে আশ্রয় লইয়াছ। কারডিন্যাল্

রোভার পোপের সিংহাসনে বসিবার কিছু পরেই ফেবিও অরসাইনো তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়াছিল। কি সম্বন্ধে মন্ত্রণা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি; ফেবিও, আনশ্লেম্ ও তাহাদের দলস্থ অপর কয়জন একত্র হইয়া পোপের প্রাসাদ হইতে এই দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল, আমিও অজ্ঞাতসারে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলাম। তাহার পর যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা তুমি জান।

সি। সহস্র সহস্র ধন্যবাদ; কাউণ্ট, তুমি আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিলে; কিন্তু কি উপায়ে তুমি এই গুপ্ত দ্বার ও কূপের কথা জানিতে পারিলে?

ফ। কোন কারণে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারক; তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, আমি বিস্তর গুপ্ত ঘটনা, স্থান ও পরামর্শ জানি, জানিবার উপায় আমার বিস্তর আছে, কিন্তু কি উপায় যে সকল জানিতে পারি, তাহা তুমি কিম্বা অপর কেহ বুঝিতে কিম্বা অনুমান করিতে পারিবে না। এক্ষণে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—যদ্যপি আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছা কর, রোম হইতে পলাইয়া যাও, এখানে থাকিলে অতি শীঘ্র বিপদে পড়িবে।

সি। তুমি আমার পরম হিতৈষী; তুমি যেরূপ বলিলে সেইরূপ কার্য্য করিব।

ফ। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন কর, সেখান হইতে ফেরারায় যাইও; সম্ভবতঃ তুমি ব্যামপ্যানাতে পুনরায় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিবে; কিন্তু রোমে পুনরায় সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইবার আশা করিও না, কিম্বা ভাবিও না যে ভবিষ্যতে পোপ নির্ব্বাচনের সময় তোমার কোনরূপ প্রভুত্ব চলিবে—না সে আশা জলাঞ্জলি দাও। নূতন পোপ তোমার শত্রু এবং অরসিনাইগণ অদ্যকার ঘটনার পর তোমার উপর খড়্গহস্ত হইবে।

সি। আর তুমি কি ফেরারায় যাইয়া লুক্রজার সহিত সাক্ষাৎ করিবে?

ফ। না—সত্য বলিতে কি, আমি আর তোমাদের কোন সংশ্রবে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমাকে রোম হইতে পলায়ন করিতে সাহায্য করিব; তাহার পর অষ্ট্রীয়া অবধি তুমি নিরাপদে যাইতে পারিবে।

সি। তবে কি লুক্রজা তোমার প্রিয়পাত্রী নহে?

ফ। আমি তোমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু অদ্য বলিতে হইবে; স্বার্থ সাধনের জন্য এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা তোমার ভগ্নী করে নাই; পুনরায় আবশ্যক হইলে, লুক্রজা সকল প্রকার জঘন্যও অমানুষিক কার্য্য করিতে সক্ষম! লুক্রজা মানবীবেশে রাক্ষসী।

ভয়ানক অপমানিত হইয়া সিজারের চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল, দক্ষিণ হস্ত তরবারি ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

গর্ব্বিত ও উদ্ধত স্বভাব সিজার কখন অপমান সহ্য করে নাই, কিন্তু যে বিষধর সর্পের মস্তকে প্রচণ্ড লগুড়াঘাত হইয়াছে, তাহার তেজ কোথায়? সিজার অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল "তুমি আমার প্রতি এরূপ কটুভাষা প্রয়োগ করিলে"?

ফ। কি করি বল? কিন্তু মিথ্যা কথা বলি নাই—সে যাহাই হউক, এক্ষণে আমার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিও, নচেৎ ঘোর বিপদে পড়িবে।

সিজার ইতিপূর্ব্বে কখন অপমান সহ্য করে নাই, কিন্তু এবার তাহার ক্রোধ, দর্প ও ঔদ্ধত্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সমাধিস্থ হইল, সিজার মনে মনে ফষ্টকে বাস্তবিক ভয় করিত। সে ফষ্টের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় বিস্তর পাইয়াছিল; ভোজের সময় ফষ্ট্ স্বচ্ছন্দে বিষপান করিল, অথচ তাহার কোন হানি হইল না, পোপ আলেক্জাণ্ডারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ফষ্ট্ অক্লেশে সহস্র সহস্র মনুষ্য ঠেলিয়া সিজারকে রক্ষা করিয়াছিল; কাইনিসের তীক্ষ্ণ ছুরিকা সিজারের হৃদয় শোণিত পান করিবার জন্য উত্তোলিত হইল, পর মুহূর্ত্তেই সিজারের মৃতদেহ ধরাশায়ী হইবার কথা! কিন্তু ফষ্ট্ সেই সময় আসিয়া কাইনিস্‌কে পলকের মধ্যে ভূতলশায়ী করিল!! সেণ্ট এনজেলো দুর্গে যে সেই পূর্ব্বোক্ত ভয়ানক কূপ ছিল তৎসম্বন্ধে স্বয়ং সিজারও বিন্দুবিসর্গ জানিত না, কিন্তু ফষ্ট্ সমস্ত জানিত!

এই সকল বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া, সিজার ভাবিল যে ফষ্টের সহিত কলহ করা উচিত নহে, করিলে তাহাকে নিশ্চয় পদদলিত হইতে হইবে। তখন সে ফষ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হাঁ, আমি তোমার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিব;" মাইকেলটো সত্বর যাইয়া দুইটী পুরোহিতের পরিচ্ছদ লইয়া আসিল; উভয়ে ছদ্মবেশে ফষ্টের সমভিব্যাহারে দুর্গের বাহিরে আসিল, কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল না।

কিয়দ্দূর চলিয়া তিন জন টাইবার নদীর কূলে আসিল এবং একখানি নৌকার সাহায্যে কিছু পরে অষ্টীয়ায় পঁহুছিল; বন্দরে পঁহুছিবা মাত্র ফষ্ট্ কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ ব্যাগ সিজারের হস্তে দিয়া বলিল "এক্ষণে তুমি নিরাপদ হইলে; বিদায়—সম্ভবতঃ আর সাক্ষাৎ হইবে না"।

সি। আর একটী কথা আছে; আমাকে রক্ষা করিবার জন্য কি হেতু এতদূর কষ্ট স্বীকার করিলে?

ফ। তোমার ভগ্নীর অনুরোধ; দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তি সাহসী, দুরাকাঙ্ক্ষ, এবং হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত, তাহাকে আমি স্বভাবতঃ ভালবাসি। এই বলিয়া ফষ্ট্ চলিয়া গেল।

সি। (মাইকেলটোকে) দেখ, ফষ্ট যে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন সে বিষয়ে আমার তিল মাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু কি অত্যদ্ভুত উপায়ে ফষ্ট্ সেই ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অবোধগম্য। কিছু পূর্ব্বে ফষ্ট নিঃস্ব ছিল, কিন্তু সকলেই জানে সে এক্ষণে

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী! এই সম্বন্ধে কেহ অদ্যাবধি কোন কারণ নির্দ্দেশ কিম্বা অনুমান করিতে সক্ষম হয় নাই।

মা। বোধ হয়, সয়তানের সহিত উহার কারবার আছে।

সি। উপন্যাস লেখকেরা লিখিয়াছেন যে অনেক দুষ্টলোক সয়তানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাহার দলভুক্ত হয়; কিন্তু তাহা সত্য হইলে সয়তান কি বর্জিয়াদিগকে স্বদলে লইবার চেষ্টা করিত না।

মা। (সহাস্যে) না—সয়তান জানে যে বর্জিয়াগণ তাহার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া—স্বেচ্ছায়—সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম সাধন করে।

মাইকেলটো শেষ কথা উচ্চারণ করিয়াই চমকিয়া উঠিল;—সিজারও অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল। উভয়েই এক প্রকার অপার্থিব ও সর্ব্বতোভাবে অমানুষিক—হাস্য শুনিতে পাইল!

সি। কে হাসিল?

মা। কেহ নহে—কল্পনা মাত্র; কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে, লোকে পরিহাসচ্ছলে অনেক সময় সত্য কথা কহে; অথচ তৎকালীন তাহারা জানিতে পারে না যে তাহারা সত্য কথা বলিতেছে।

# "বিটকেলের দপ্তর"

**দ্বিতীয় সংস্করণ।**

**( সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত )**

**মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ মাত্র, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।**

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯৫। "ইহা একখানি সামাজিক রহস্য পুস্তক। রহস্যগুলি টানা বোনা রহস্য নহে, পড়িতে বেশ আমোদ হয়, লেখকের যথার্থই এ বিষয়ে ক্ষমতা আছে। স্থানাভাব না হইলে "ভোট যুদ্ধটি" আমরা এইখানে উঠাইয়া দিতাম।"

নববিভাকর—সাধারণী। ভাদ্র ১২৯৫। "নামটা বিটকেল বটে, কিন্তু বইখানি ভাল; সমগ্র গ্রন্থের ভাসা আগাগোড়া বিদ্রূপ মাখান। * * ভোটযুদ্ধ কলিকাতার স্থানীয় রহস্য পর্ণ বলিয়া সাধারণ পাঠকের প্রায় অবোধ্য হইয়াছে। গদ্য প্রবন্ধের ভাষার ভিতর যে শ্লেষের ফল্গু স্রোত আছে, তাহাই বিটকেলের প্রশংসা। "কেরাণী রহস্য" পদ্যাবলির ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কেরাণী মহাশয়েরা হঠাৎ রাগ করিতে পারেন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই সেই রাগ দুঃখে পরিণত হইবে। উদাহরণ * * * এ কথা পড়িলে কি কাহারও রাগ হইতে পারে! এরূপ রহস্য সম্পূর্ণ দুঃখাত্মক।

সুরভি ও পতাকা। অগ্রহায়ণ। এই বইখানির নামটি যেমন বিটকেল, অভ্যন্তর তেমন নহে। বিপিন বাবু ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনায় যথার্থ নিপুণ হইয়াছেন। এই দপ্তরের অনেক প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা যেমন হাসিয়াছি তেমনই দুঃখ করিয়াছি। আজ কাল কেবল মাত্র হাসাইবার জন্য যে সকল হাস্যরস প্রধান গ্রন্থ রচিত হইতেছে, এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। এক একটী প্রবন্ধ পড়িলে হাসিতে হাসিতে লক্ষীভূত বিষয়ে পাঠকের চিত্তে গভীর চিন্তার উদয় হয় এবং তাহার অনিষ্টকারিতা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়। "হংস সভা" নামক প্রবন্ধে প্রণেতার উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "ভোট যুদ্ধ" সকলের প্রীতিকর হইবে না, কারণ সে যুদ্ধের সকল সেনা ও সেনাপতির প্রকৃত পরিচয় ভাল জানা না থাকিলে প্রবন্ধটী বুঝা যাইবে না। সুতরাং সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে রচিত এইরূপ প্রবন্ধগুলি দপ্তরে বাঁধিয়া চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিলেও সে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। গ্রন্থকারের ভাষা রহস্যময় রচনার অনুপযুক্ত নহে। তবে ভাষা আরও সুমার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ হইলে রহস্য রচনা আরও তীক্ষ্ণ ও উপকারী হইবে। গ্রন্থকার দপ্তরে আদিরসের শ্রাদ্ধ করেন নাই। আদিরস ও বটতলার স্বরস্বতীর সাহায্য না লইলে রহস্য প্রবন্ধ রচনা করা যায় না, আশা করি দুষ্ট স্বরস্বতীর বর-পুত্রেরা বিটকেলের দপ্তর পড়িয়া, এই ভ্রমাত্মক সংস্কার পরিত্যাগ করিবেন।

কলিকাতা।
১০২ নং রাধাবাজার
গ্রোবপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

**শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক এণ্ড কোং।**

( সচিত্র )

রেনল্ডস্ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস।

তৃতীয় খণ্ড।

অনুবাদক শ্রীবিপিনবিহারী বসু

"This is not—or at least is not intended to be—a mere romance without any particular moral in view: but it is written to show the evil consequences of vice and the beauty of virtue. Faust is the type of all evil-doing persons, who morally, though not by written compact, *sell themselves to Satan.*"—REYNOLDS

কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্লোব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১০২ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১৩০০ সাল।

# তৃতীয় খণ্ড।

## প্রথম অধ্যায়।

ভাদ্র মাস—১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ; উইটেন্‌বার্গ সহরের চতুর্দ্দিকস্থ শস্য ক্ষেত্রগুলি স্বর্ণা-ভরণ পরিধান করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কৃষকদিগের হৃদয় অতুল আনন্দে পরিপূর্ণ।

পাঠক, একবার কেম্‌বার্গ পান্থনিবাসে চলুন; আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু—পান্থনিবাস অধিকারী হারম্যান্, দরজার সম্মুখে বারেণ্ডার নিম্নে—একখানি চৌকিতে বসিয়া মদ্যপান করিয়া, শরীরের ক্লান্তি দূর করিতেছে।

হারম্যান এখন কেম্‌বার্গের একজন সম্পন্ন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক—সকলেই তাহাকে জানে; হারম্যান স্থানীয় বিচারক বা হাকিম; কেবল তাহা নহে—লোকে কানাকানি করিত "হারম্যান্ ভীম সভার সভ্য"; বলা বাহুল্য, সকলেই তাহাকে ভয় করিত ও মান্য করিয়া চলিত। হারম্যান্‌ও সদা সর্ব্বদা মিষ্টতা অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা কহিয়া আপনার পদমর্য্যাদা রক্ষা করিত।

সন্ধ্যা হইয়াছে—রজনী আগত প্রায়; জনৈক অশ্বারোহী পান্থনিবাসের দরজায় আসিয়া অশ্ববেগ সম্বরণ করিল। হারম্যান্ সম্পন্ন লোক—সামাজিকতা হিসাবে সে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছে—সুতরাং সে নবাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিল না—পাছে মর্য্যাদার লাঘব হয়; বিশেষতঃ, আগন্তুকের পরিচ্ছদ পরিষ্কার হইলেও জাঁকজমক বিবর্জ্জিত এবং তাঁহার সহিত শরীর রক্ষক কিম্বা অন্য কোন অনুচর ছিল না। তবে, পান্থশালায় যাহারা আসে, তাহাদিগের সহিত তাহার ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক; সেই সম্পর্কের অনুরোধে হারম্যান্ তাহার ভৃত্য, লাড্‌উইগ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিল "তুমি বড় অলস; একজন পথিক দ্বারে আসিয়াছেন দেখিয়াছ কি? উনি কি চাহেন শীঘ্র জানিয়া আইস—যাও"।

লাড্‌উইগের চেহারা অতি কুৎসিত—দেহ বক্র; মস্তকের খড়মিশ্রিত কেশরাশি দেখিলে পাটের তাল বলিয়া ভ্রম হয়। লাড্‌উইগ্ প্রভুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তাহার

স্বাভাবিক মন্থরগতি ত্যাগ করিল না; যথা সময়ে দ্বারদেশে আসিয়া আগন্তুককে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইল; আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল "এই পান্থশালায় রজনী যাপন করিতে ইচ্ছা করি—সুবিধা হইবে কি"?

লা। সব টাকার খেলা—টাকায় কি না হয়?

অা। আমিও বিনা মূল্যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করি না; এই যে মেসার হারম্যান্! হারম্যান্, তুমি পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছ—তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?

হা। কেও বন্ধু অটো না?

অ। হাঁ, আমি সেই অটো পিয়ানাল্লা; কথোপকথন পরে করিব—সম্প্রতি ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত—

হা। (উঠিয়া) লাড্‌উইগ্, শীঘ্র আহারের আয়োজন কর।

যে মিষ্টভাষী সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ও নির্ভিক এবং যাহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তাহাকে কে না ভালবাসে? হারম্যান্ অটোকে বহুকালের পর দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল—সে তাহার পদমর্য্যাদার কথা ভুলিয়া শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল; প্রথমে অটোর সহিত করমর্দ্দন করিয়া পরে তাহাকে আলিঙ্গন করিল; তাহার শারীরিক সুস্থতা, পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে এক শত প্রশ্ন করিল এবং একটী প্রশ্নেরও উত্তর না শুনিয়া বলিল "আহার করিবে; অটো তুমি ক্ষুধার্ত্ত! আমার বাটীতে আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা পাইবে; সম্প্রতি এই উৎকৃষ্ট সুরা এক পাত্র পান কর"। অটো সুরা পান করিলে হারম্যান্ বলিল "আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে তোমাকে একটী স্বতন্ত্র কক্ষ দিতে পারিব না, কারণ এই পান্থশালায় শয়নোপযোগী যে একটী মাত্র কক্ষ আছে তাহাতে দুইজন অপরিচিত লোক রহিয়াছে; তাহারা যে সম্পূর্ণ অপরিচিত তাহা নহে—"

অ। তুমি কি আমাকে "খাতির" করিতেছ? তুমি এরূপ ভাবে কথা কহিতেছ যে মনে হয় তুমি আমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছ এবং দোষ খণ্ডন করিবার জন্য এত বাক্যব্যয় করিতেছ; দেখ হারম্যান্, আমার সুখাভিলাষ কিম্বা ভোগাশক্তি নাই—এক টুকরা রুটি পাইলেই সন্তুষ্ট হইব।

হা। আইডা কেমন আছে? শুনিয়াছিলাম তাহার সহিত একজন সমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যারণের বিবাহ হইয়াছে—

অ। আইডার কথা উত্থাপন করিও না—আইডার মৃত্যু হইয়াছে।

হা। হায়, হায়, এত অল্প বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হইল!

অ। আইডা রোগাক্রান্ত হইয়া মরে নাই—তস্করে তাহার প্রাণ বধ করিয়াছে। হারম্যান, অন্য বিষয়ে কথা কহিলে বাধিত হইব।

হা। উত্তম কথা; তুমি এত দিনের পর কি মনে করিয়া কেম্‌বার্গে আসিয়াছ? আমি জানিতাম তুমি ভিয়েনায় যাইয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ।

অ। বহুদিবস ধরিয়া আমি দারিদ্রতার বৃশ্চিক দংশনে ছটফট করিয়াছি—সে সময় কেহ আমাকে ডাকিত না কিম্বা যত্ন করিত না; কিন্তু সুযোগ ক্রমে, আমি একজন প্রভুত ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোকের বিস্তর উপকার করিতে পারিয়াছিলাম; তাঁহারই বদান্যতায় আমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আছি—আমার কোন অভাব নাই। কেম্‌বার্গে দুটী প্রয়োজন বশতঃ আসিয়াছি; প্রথমতঃ আমার স্বর্গীয় জননীর কবরের উপর একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর বসাইব—যখন মাতার মৃত্যু হয় তখন আমি পথের ভিখারী। দ্বিতীয়তঃ, লেডি অরোনার চারি বৎসর কাল তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই—আমি কেম্‌বার্গে আসিব শুনিয়া তিনি লর্ড রজেনথালের নামে একখানি পত্র আমার হস্তে দিয়াছেন।

হা। তোমার মাতৃবৎসলতা গুণে সকলে তোমাকে ভাল বাসিত।

সেই সময় হারম্যানের ভ্রাতুষ্পুত্রী আসিয়া বলিল "ভোজনের আয়োজন করিয়াছি, আর যে দুইজন লোক ভিতরের কক্ষে রহিয়াছে তাহারা আপনাকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ডাকিতেছে"।

অটো ভোজন করিতে বসিলে পর, হারম্যান্ প্রথানুযায়ী টুপি উঠাইয়া লইয়া, মস্তক অবনত করিয়া, দাস্যভাবে পর্বোক্ত কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল; যে দুইজন লোক ভিতরে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন ফাদার আনশ্লেম্। আনশ্লেম্ গুরু গম্ভীরস্বরে বলিল "হারম্যান্, দাঁড়াইয়া থাকিও না—চৌকিতে উপবেশন কর; তোমার পান্থশালায় যে যুবক কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছে, আমি তাহাকে দেখিয়াছি এবং তাহাকে জানি।

হা! আপনি তাহাকে জানেন!

আ। হাঁ, বিলক্ষণ জানি - উহার নাম অটো পিয়ানাল্লা। ভীমসভার যে তালিকায় সভার শত্রুবর্গের নাম লিখিত থাকে, উহার নাম সেই তালিকায় সন্নিবেশিত আছে। দুই মাস পূর্ব্বে ভীমসভা হইতে উহার নামে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইয়াছিল, কিন্তু অটো সে পত্রের অবমাননা করে। সুতরাং উহার অনুপস্থিতে আমরা উহার বিচার করিয়া প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করিয়াছি—অদ্য উহাকে সহজে ধৃত করিতে পারিব। তুমি উহাকে সেই তক্তামারা ঘরে শয়ন করিতে বলিও।

হারম্যানের মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইল; ফাদার আনশ্লেম্ ভীম সভার একজন ফ্রি কাউন্ট, হারম্যান্ একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী মাত্র। অন্যান্য নূতন সভ্যের ন্যায় হারম্যানও সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার কালীন শপথ করিয়াছিল যে, "পবিত্র ভীম সভার উদ্দেশ্য ও

মঙ্গল সাধনার্থ আমি যথাসাধ্য সভার শক্রদিগকে দমন করিব; যদি তাহাদের মধ্যে কেহ—কি স্ত্রী কি পুরুষ—আমার আত্মীয়বর্গ কিম্বা প্রিয়জন হয়, তথাপি সভার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হইব না"। দ্বিতীয়তঃ, হারম্যান্ জানিত যে যুবককে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে নিশ্চয় বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

হারম্যান অতি কষ্টে, অথচ চতুরতার সহিত মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া বলিল "আপনার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিব"। আনশ্লেম্ পুনরায় বলিল "আচ্ছা, এখন ঘরের বাহিরে যাও; অটোর সহিত সতর্কতার সহিত কথা কহিবে। সাবধান, অটো যেন কিছুতেই জানিতে পারে না যে আমরা এখানে আছি; এক ঘণ্টা পরে আমরা আহার করিতে বসিব—আহার্য্য দ্রব্য তুমি স্বহস্তে লইয়া আসিতে চাও"।

হারম্যান্ ঈষৎ মস্তক অবনত করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল এবং দ্রুতপদে স্বকক্ষে আসিয়া একখানি কৌচের উপর শয়ন করিয়া চিন্তামগ্ন হইল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এইরূপে আত্ম কথন আরম্ভ করিল :—

"অটোর শৈশবাবস্থা হইতে আমি উহাকে জানি—আমার বাটীতে যদ্যপি উহার প্রাণ দণ্ড হয় তাহা হইলে আমি ভয়ানক মনোকষ্ট পাইব। না—আমি এরূপ গর্হিত কার্য্য কখন করিতে দিব না—অথচ উহাকে রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত! অটোকে রক্ষা করিলে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। হায়, হায়, কি উপায় অবলম্বন করিলে উভয়ের প্রাণ রক্ষা হয়? আমি যদি অটোকে সতর্ক করিয়া দিই, তাহা হইলে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে। কি কুক্ষণেই ভীম সভার সভ্য হইয়াছিলাম! না—আমি তাহাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিব না"।

হারম্যান্ অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া—ইচ্ছার বিরুদ্ধে—শেষে স্থির করিল যে "না ভীম সভার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃ"; এক ঘণ্টা সময় অতীত হইলে হারম্যান্ উঠিয়া রন্ধনশালায় যাইল—এবং তথা হইতে ফাদার আনশ্লেম্ ও তাহার সঙ্গীর জন্য প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য লইয়া পূর্ব্বোক্ত কক্ষে প্রবেশ করিল।

হারম্যানের মনের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়—সে বাস্তবিক অটোকে ভালবাসিত; কিন্তু সে চতুরতা ও দক্ষতার সহিত মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া আনশ্লেম্ ও ফ্রিজের সমক্ষে উপস্থিত হইল। আনশ্লেমের ভোজন শেষ হইলে হারম্যান্ পুনরায় রন্ধনশালায় আসিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ডাকিয়া বলিল "যে ঘরের দেওয়ালে তক্তা মারা আছে, তাহাতে অটোকে শয়ন করিতে বলিবে—আমার অত্যন্ত অসুখ করিতেছে—শয়নকক্ষে যাইতেছি"।

হারম্যানের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালিকা—সে তাহার পিতৃব্যের কথার গূঢ় অর্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না; সে এই অবধি জানিত যে পথশ্রান্ত পথিক জনকে সচরাচর সেই ঘরে রাত্রিযাপন করিতে দেওয়া হইত না।

ক্রমে দশটা বাজিল; শয়ন করিবার পূর্ব্বে, অটো তাহার অশ্বের পরিচর্য্যা হইয়াছে কি না দেখিবার নিমিত্ত অশ্বশালায় যাইল। ঠিক সেই সময় একজন লোক পান্থশালার ভিতরে প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়াই পথশ্রান্ত বোধ হইল—সে বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল "দেখ, আমাকে কতিপয় দুষ্টলোক পথে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি পলাইয়া আসিয়াছি; তাহারা আমার অনুসন্ধান করিতেছে ও দেখিলেই আমার প্রাণবধ করিবে। তোমাকে এই স্বর্ণ মুদ্রাটি দিতেছি গ্রহণ কর এবং আমাকে একটী নিভৃত কক্ষে শীঘ্র লইয়া চল।

বা। আপনি কি দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন?

আ। হাঁ—আমাকে একটী স্বতন্ত্র কক্ষের ভিতর লইয়া চল, আর দেখ, শীঘ্র এক পাত্র উৎকৃষ্ট সুরা লইয়া আইস--ভয়ানক তৃষ্ণা পাইয়াছে।

বা। কিন্তু আপনাকে স্বতন্ত্র কক্ষে লইয়া যাইতে পারিব না; যে একটী কক্ষ অবশিষ্ট ছিল, তাহা অপর এক জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তিনি এই মাত্র অশ্বশালায় গিয়াছেন। তবে এই পান্থনিবাসের যে কক্ষটি জনসাধারণে ব্যবহার করে, আপনি সেই কক্ষে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিতে পারেন।

আ। না—না তুমি সেই কক্ষে আমাকে শীঘ্র লইয়া চল; তুমি যাঁহার কথা বলিলে তাঁহাকে শেষোক্ত কক্ষে শয়ন করিতে অনুরোধ করিও; যে যুবতীর রূপ আছে তাহার অনুরোধ কে না রক্ষা করে? কল্য প্রাতঃকালে তোমাকে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা দিব।

বা। কিন্তু আমার পিতৃব্য—

আ। তিনি কোন আপত্তি করিবেন না; শীঘ্র চল।

বালিকা এক বৎসর কার্য্য করিয়া দুটী স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারিবে কি না জানিত না; আগন্তুক তাহাকে একটী দিয়াছে এবং পরদিবস প্রত্যুষে আর একটী দিতে অঙ্গীকার করিল—গ্রাম্য বালিকার পক্ষে অর্থলোভ ত্যাগ করা দুরূহ হইল। সে আর ভাবিল যে অটো পিয়ানাল্লাকে অনুরোধ করিলে তিনি নিশ্চয় সাধারণ কক্ষে রাত্রিযাপন করিতে কোন আপত্তি করিবেন না; বিশেষতঃ, কোন্ কক্ষে তিনি রজনী যাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলা হয় নাই। এইরূপ ভাবিয়া বালিকা অটোর নিমিত্ত যে কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই কক্ষে আগন্তুককে লইয়া যাইল এবং তাহার পরেই এক পাত্র উষ্ণ জল ও এক বোতল সুরা তাহার সম্মুখে রাখিয়া সাধারণ কক্ষে প্রবেশ করিল। আগন্তুক কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অটো সেই সময় অশ্বশালা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সাধারণ কক্ষে প্রবেশ করিল—বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া অটো বলিল "তোমাদের সহিস লাড্উইগ্ অত্যন্ত অলস—সে আমার অশ্বের পরিচর্য্যা করে নাই; আমি স্বহস্তে সে কার্য্য সমাধা করিয়াছি—সে যাহাই হউক; এক্ষণে আমাকে শয়নকক্ষে লইয়া চল।

বালিকা ঈষৎ লজ্জিত ও ঈষৎ ভীত হইয়া পান্থশালার নিন্দা আরম্ভ করিল ;—অটো তাহার বক্তৃতা শুনিয়া সহাস্যে বলিল "আমি অধিকারী হারম্যান্‌কে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি দুগ্ধফেননিভ শয্যা, বহুমূল্য পালঙ্ক কিম্বা সজ্জিত কক্ষ চাহি না ; রাত্রিযাপন করিবার উপযোগী স্থান পাইলেই যথেষ্ট হইবে।

বালিকা তখন সাধারণ কক্ষে অটোর শয্যা প্রস্তুত করিয়া স্বকক্ষে চলিয়া যাইল—কিছুক্ষণ পরেই পান্থনিবাস নিস্তব্ধ হইল।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

বালিকা চলিয়া যাইবা মাত্র আগন্তুক দ্বারে অর্গল দিয়া এক পাত্র সুরা উদরস্থ করিল ও তাহার পর উষ্ণবারি লইয়া তাহার শোণিতার্দ্র পরিচ্ছদ ধৌত করিতে বসিল—পরিচ্ছদে কিছু পূর্ব্বেই রক্ত লাগিয়াছিল।

আগন্তুক পরিচ্ছদ ধৌত করিতে করিতে আত্মকথন আরম্ভ করিল "কি আশ্চর্য্য! পথিকের কণ্ঠস্বর আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পথে ভয়ানক অন্ধকার, সে লোকটী কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না এবং তাহার মুখাকৃতি কিরূপ তাহাও দেখিতে পাইলাম না ; কিন্তু সে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়াছিল—যখন সে গর্জ্জন করিয়া বলিল "পামর, আমাকে ছাড়িয়া দাও," তখনই আমার মনে হইল পূর্ব্বে সেই কণ্ঠস্বর কোথায় শুনিয়াছিলাম। সে যাহাই হউক, এই রক্তের দাগ সহজে উঠিবে না দেখিতেছি—গল্পে বলে স্বহস্তে নরহত্যা করিলে যে রক্তপাত হয়, সে রক্তের দাগ কিছুতেই উঠে না ; কিন্তু এরূপ সংস্কার যে ভ্রান্তিমূলক তাহার কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু একটী দাগ অদৃশ্য হইয়াছে—ঐ দেখ, আর একটী উঠিয়াছে ; এইরূপে সকল গুলিই অদৃশ্য হইবে এবং কেহ কিছুতেই আমাকে সন্দেহ করিতে পারিবে না ; কল্য প্রত্যুষে পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়া যাইব ; কিন্তু আমার কি ভয়ানক দুরদৃষ্ট! আমার কোন উদ্যম সম্পূর্ণরূপে সফল হয় না—যদি এই পথিক পদব্রজে যাইত, তাহা হইলে আমি কেবল অর্থের লোভে, তাহাকে কখন আক্রমণ করিতাম না, সম্প্রতি অর্থ অপেক্ষা আমার একটী অশ্বের অধিকতর প্রয়োজন হইয়াছে ; মনে মনে ভাবিলাম পশ্চাৎ হইতে পথিককে আঘাত করিলে সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইবে এবং আমি তাহার অশ্বে চড়িয়া পলায়ন করিব ; কিন্তু সে ধরাশায়ী হইবা মাত্র অশ্বটি বেগে ছুটিয়া যাইল—কোন দিকে কিছুমাত্র অনুমান করিতে পারিলাম না।"।

লোকটির তালু ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল—আর এক পাত্র মদ্য সেবন করিয়া সে পুনরায় আত্মকথন আরম্ভ করিল "তবে আমার দুঃখিত হওয়া অনুচিত, সত্য বটে

অশ্বটি ধরিতে পারিলে আমার বিস্তর উপকার হইত ; কিন্তু অশ্বের পরিবর্ত্তে পথিকের ব্যাগ্ ও এই বহুমূল্য পরিচ্ছদ পাইয়াছি—ব্যাগের ভিতর বিস্তর স্বর্ণমুদ্রা আছে। কল্য প্রাতঃকালে কেম্‌বার্গে একটী অশ্ব ক্রয় করিব—কিন্তু না, অশ্ব ক্রয় করিলে লোকে সন্দেহ করিবে ; প্রথমতঃ, আমি গভীর রজনীতে পান্থশালায় আসিয়াছি, দ্বিতীয়তঃ, একটী স্বতন্ত্র কক্ষে শয়ন করিবার নিমিত্ত জিদ করিয়াছি এবং সম্ভবতঃ, বালিকার সহিত স্বাভাবিক স্বরে কথা কহি নাই—বিশেষতঃ, কল্য প্রাতেই কেম্‌বার্গ নিবাসীগণ শুনিবে যে পান্থনিবাসের অনতিদূরে একটী লোক দস্যুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। না, প্রত্যুষে উঠিয়াই অন্যত্র গমন করিব—কোন প্রকারে যদি নির্ব্বিঘ্নে প্যারিসে পঁহুছিতে পারি, তাহা হইলে নবজীবন আরম্ভ করিব। এক্ষণে আমি প্রচুর অর্থের ঈশ্বর—প্যারিসে যাইয়া জারম্যান্ দেশের লর্ড বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে, বিস্তর ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা আসিয়া আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিবে। প্যারিসে কিয়ৎকাল বাস করিয়া ফষ্টের নিকট কোন বিশ্বাসী লোকের হস্তে একখানি পত্র পাঠাইব ; পত্রে স্পষ্ট লেখা থাকিবে যে কোন সুযোগে আমি দু একখানি গুপ্ত লিপি পাইয়াছি ; তাহাতে যে বিষয় লিখিত আছে, তাহা সাধারণে জানিতে পারিলে, ফষ্টের ভয়ানক অপমান ও ক্ষতি হইবে—এমন কি কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপও করিবে না। প্রচুর অর্থ পাইলে সেই কয়খানি লিপি ফষ্ট্‌কে দিব—নচেৎ সমস্ত কথা প্রকাশ করিব। এরূপ ভয় দেখাইলে সে নিশ্চয় আমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবে—বিশেষতঃ, যখন তাহার অর্থের অভাব নাই। এক্ষণে আমার এক চিন্তা—কবে আনন্দধাম—ফরাসী রাজধানীতে যাইব। জারম্যানীতে থাকিলে প্রতিপদে বিপদে পড়িব—ইতালী ভদ্রলোকের বাসোপযোগী নহে ; অরসিনাইদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া কি পুরস্কার পাইলাম ? প্রাণপণে পরিশ্রম করিলাম অথচ অতিশয় যৎসামান্য পুরস্কার পাইলাম—ছি ! কিন্তু বর্জ্জিয়াদিগের প্রধান গুণ এই যে তাহাদের দলস্থ লোকেরা সকলেই প্রচুর অর্থ পাইত—তাহারা বাস্তবিক মুক্তহস্ত—আমি নিশ্চয় গর্দ্দভ ; নচেৎ সিজারের বিপক্ষ-দলভুক্ত হইতাম না। এইরূপ জনরব যে সিজার স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া, ছদ্মবেশ ধারণ এবং তাহার নাম গোপন করিয়া বিদেশে লুকাইয়া রহিয়াছে। সে যাহাই হউক এক্ষণে রক্তের দাগগুলি অদৃশ্য হইয়াছে—এই বার নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইব ; প্রত্যুষেই পান্থনিবাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব—বাস্''।

আর এক পাত্র সুরা পান করিয়া লোকটি শয়ন করিল ; শয়ন করিবার পূর্ব্বে কক্ষে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাণ করিয়া দিল। অনতিবিলম্বে লোকটি নিদ্রাভিভূত হইল—ক্রমে এক ঘণ্টা অতীত হইল, তখন মধ্যরজনী—অকস্মাৎ দেওয়ালের একখানি তক্তা কোন লোক নিঃশব্দে খুলিয়া লইল এবং পর মুহূর্ত্তেই আনষ্লেম্ বদন-মণ্ডল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। আনষ্লেম্ দেখিল

লোকটি সুখে নিদ্রা যাইতেছে—তখন সে নিম্নস্বরে ফ্রিজ্‌কে বলিল "হতভাগা ঘুমাইয়াছে। ফ্রিজ্ বলিল "প্রদীপের আবশ্যক হইবে কি"? আনশ্লেম্ বলিল "না—তুমি বাহিরে অপেক্ষা কর"। এই বলিয়া নরপিশাচ একখানি উলঙ্গ ছোরা দক্ষিণ হস্তে লইয়া, সাবধানের সহিত শয্যার দিকে অগ্রসর হইল এবং দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে শয্যার পার্শ্বে পঁহুছিল। একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অস্ফুট চন্দ্রকিরণ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—ফ্রিজ্ সেই আলোকের সাহায্যে দেখিল আনশ্লেম্ যে ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ পরিধান করিত, তাহার ভিতর হইতে ছোরা বাহির করিয়া শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে; আনশ্লেম্ তাহার পর বামহস্ত দ্বারা লোকটি কি অবস্থায় শয়ন করিয়াছে ঠিক করিয়া লইল—তাহার পর দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ছোরা ধারণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, প্রচণ্ড আঘাত করিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য পালঙ্ক কাঁপিয়া উঠিল—পরমুহূর্ত্তেই লোকটির প্রাণবায়ু বাহির হইল এবং আনশ্লেম্ পলকের মধ্যে কক্ষের বাহিরে যাইল।

সেই সময় একজন লোক পান্থনিবাসের দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত করিল—ভয়ানক শব্দে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল; হারম্যান্ নিজের কক্ষে শুইয়াছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। হারম্যান অটোর বিষয় ভাবিতেছিল—দ্বারদেশে শব্দ শুনিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিয়া একটী জানেলা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে ও"? এক ব্যক্তি বহির্দ্দেশ হইতে বলিল "শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও; আমার প্রভু পথিমধ্যে দস্যু হস্তে পড়িয়াছিলেন—তিনি সম্প্রতি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রহিয়াছেন"। হারম্যান্ চন্দ্রালোকে দেখিল একটী লোক অশ্বপৃষ্ঠে মূর্চ্ছাগত হইয়া শুইয়া রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি তাহার সহিত কথা কহিল সে এক হস্তে অশ্বের রশ্মি ও অপর হস্তে তাহার প্রভুর দেহ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হারম্যান্ আর বুঝিল যে আগন্তুক জাতীতে জারম্যান্ নহে—কারণ যদিও সে জারম্যান্ ভাষায় কথা কহিতে ছিল তাহার বাক্যোচ্চারণ ইতালিয়ানদিগের মতন।

হারম্যান্ বলিল "এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর"। তাহার পর সে প্রদীপ হস্তে লইয়া সত্বর পদে নিচের তালায় আসিয়া, আহত ব্যক্তিকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া লইল এবং দুই জনে তাহাকে পান্থনিবাসের ভিতর লইয়া আসিল। তাহার পর হারম্যান্ লাডউইগ্‌কে ডাকিয়া অশ্বের পরিচর্য্যা করিতে আজ্ঞা করিল এবং সাধারণ কক্ষের দরজা খুলিয়া আগন্তুককে বলিল "এই ঘরে আইস; প্রথমে তোমার প্রভু কি অবস্থায় আছেন দেখিতে হইবে; তাহার পর যদি আবশ্যক হয় আমাদের গ্রাম্য ভীষককে ডাকিয়া পাঠাইব"। উভয়ে তখন মূর্চ্ছাপন্ন ব্যক্তিকে ধরিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া আসিল—হারম্যান্ দেখিল ঘরের এক পার্শ্বে কয়খানি চৌকি একত্রিত করিয়া একটী শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে এবং অটো পিয়ানাল্লা শয্যার উপর ভুজোপরে মস্তক রক্ষা করিয়া

বসিয়া রহিয়াছে—অটোর সবে মাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। হারম্যান্ ভাবিল সে যাহা দেখিল তাহা সত্য নহে—স্বপ্ন। তখন সে অটোকে বলিল "আপনি কে? এ কক্ষে আপনি কিরূপে আসিলেন"?

অ। কি অদ্ভুত প্রশ্ন! হারম্যান্, আমি অটো—কেন আমি সন্ধ্যার সময় যখন আসি তখন কি তুমি আমাকে দেখ নাই? কোথায় আমি তোমাকে প্রশ্ন করিব, না—আমাকে—

হা। সর্ব্বনাশ! অটো, তুমি—তুমি এ কক্ষে—

আগন্তুক হারম্যানের কথায় বাধা দিয়া বলিল "ভাই, তুচ্ছ বিষয় লইয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন? অগ্রে আমার প্রভুর পরিচর্য্যা কর—ইহাঁর শ্বাস বহিতেছে ও চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হইয়াছে—বোধ হয় রক্ষা পাইবেন। অধিকারী, তুমি ভাই শীঘ্র সুরা লইয়া আইস"।

আহত ব্যক্তি সেই সময় বলিল "আমি কোথায় রহিয়াছি"? তখনও তাহার ললাট হইতে রক্তস্রাব হইতে ছিল। তাহার অনুচর উত্তরে বলিল "মাই লর্ড, আপনি বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন—কোন ভয় নাই"; আগন্তুক দেখিল্ হারম্যান্ সুরা আনিতে যায় নাই, একদৃষ্টে শয্যাপরি উপবিষ্ট যুবককে দেখিতেছে। তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল "বোধ হয় আমাদের পদশব্দ শুনিয়া ঐ ভদ্রলোকটির নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত উঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছ? একজন সম্ভ্রান্ত লোক যাতনায় ছটফট করিতেছেন আর তুমি ছেলেখেলা করিতেছ! যাও শীঘ্র সুরা লইয়া আইস"।

হারম্যান্ অটোকে পান্থনিবাসের সাধারণ কক্ষে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যখন আগন্তুক তাহার প্রভুকে "মাই লর্ড" বলিয়া সম্বোধন করিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। অটো আন্‌স্লেমের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়াতে হারম্যান্ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, আহত ব্যক্তি যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক এবং তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিলে তিনি নিঃসন্দেহ প্রচুর পুরস্কার দিবেন, তাহাও হারম্যান্ বুঝিল। তখন সে ফাদার আন্‌স্লেমের কঠোর আজ্ঞার কথা মন হইতে দূরীভূত করিল; ভবিষ্যতে ভীম সভাকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার কথাও তখন সে ভুলিয়া যাইল এবং আহত ব্যক্তির মূর্চ্ছা অপনয়ন করিবার জন্য ঔষধাদি লইয়া আসিল।

ইতিমধ্যে অটো শয্যা হইতে উঠিয়া, আহত ব্যক্তির নিকট আসিয়া তাহার অনুচরকে সাহায্য করিতে লাগিল; উভয়ে প্রথমে তাহার গাত্র বস্ত্রাদি খুলিয়া লইল এবং তাহার পর অটো যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিল তাহার উপর তাহাকে রক্ষা করিল।

আহত ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "মাইকেলটো, আমি কোথায় রহিয়াছি"?

মা। রাজন্, কোন ভয় নাই, আপনি বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; অধিকারী যে সুরা আনিয়াছে তাহা মন্দ নহে—কিঞ্চিৎ পান করিলে নিশ্চয় সুস্থ হইবেন।

হা। এই পান্থশালায় যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা আছে তাহা আনিয়াছি।

হারম্যান্ প্রথমে মাইকেলটোর মুখে "লর্ড" সম্বোধন শুনিয়াই আহ্লাদে দ্রবীভূত হইয়াছিল; পরে যখন মাইকেলটো "রাজন্" বলিয়া তাহার প্রভুকে সম্বোধন করিল, তখন তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, কারণ ইতিপূর্ব্বে রাজবংশীয় কেহ তাহার পান্থশালায় পদার্পণ করেন নাই। মাইকেলটোর প্রভু কে তাহা আর পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

সিজার বর্জ্জিয়া মাইকেলটো প্রদত্ত পাত্র হইতে অল্প পরিমাণে সুরা পান করিল—কিছুক্ষণ পরে তাহার গণ্ডদেশের স্বাভাবিক বর্ণ পুনরায় দেখা দিল এবং চক্ষুদ্বয় দেখিয়া বোধ হইল শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছে।

মাইকেলটো তখন জিজ্ঞাসা করিল "কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়াছেন কি"? সিজার অস্ফুট স্বরে বলিল "হাঁ, কিন্তু মস্তকে ভয়ানক আঘাত পাইয়াছি—ভয়ানক যাতনা হইতেছে"। সিজার আর বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিল না—যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উপাদানে মস্তক রক্ষা করিয়া শুইয়া পড়িল।

অটো শীতল বারি দ্বারা ললাটের উভয় পার্শ্ব সযত্নে ধৌত করিয়া দিল—জমাট রক্ত পরিষ্কৃত হইলে পর ক্ষতস্থান স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল; মাইকেলটো দেখিয়া বলিল "প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে বটে, কিন্তু কোন আশঙ্কা নাই"। মাইকেলটোর চির-জীবন মারপিট, কলহ ও যুদ্ধে কাটিয়াছিল; সুতরাং কিরূপ আঘাতে প্রাণের হানি হয়, সে সম্বন্ধে তাহার বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল। অটো বলিল—"আমি ক্ষতস্থান সাবধানের সহিত বন্ধন করিয়া দিতেছি"; দয়ালু অটো কর্ত্তব্য কর্ম্মবোধে ক্ষতস্থান বন্ধন করিতে বসিল—হারম্যান্ বুঝিল যে তাহার সে স্থানে থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই; তখন সে আর একটী প্রদীপ লইয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর কক্ষাভিমুখে যাইল।

মধ্যরজনীতে পান্থশালায় ভয়ানক গোলমাল শুনিয়া বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল—সে ভাবিল কোন নূতন লোক নিশ্চয় পান্থশালায় রজনী যাপন করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তাহার জন্য পান আহারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই ভাবিয়া বালিকা সত্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া নিচের তালায় যাইবার উপক্রম করিবে—ঠিক সেই সময় হারম্যান্ উপরে আসিল। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "যাঁহারা এই মাত্র আসিয়াছেন তাঁহাদের কি আহারের আয়োজন করিতে হইবে"?

হা। চুপ—কোন প্রশ্ন করিও না; আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার উত্তর দিতে চাও—তুমি কি জন্য সাধারণ কক্ষে অটোর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়াছিলে?

বা। সত্য বলিতে কি, আপনি শয়ন করিতে যাইলে পর, আর একজন লোক পান্থশালায় আশ্রয় লইয়াছিল।

হা। (সভয়ে) আর একজন লোক! তার পর—

বা। সে ভয়ানক জিদ করিয়া একটী স্বতন্ত্র কক্ষে শয়ন করিতে চাহিল।

হা। তবে কি সেই লোক তক্তামারা ঘরে শুইয়া রহিয়াছে?

বা। হাঁ, কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন? আমি কি কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি?

হা। তোমার মাথা—তুমি জান——

হারম্যানের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে একজন লোক পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিল "না—উহার কোন কথা জানিবার এক তিলও আবশ্যকতা নাই"। হারম্যান ফিরিয়া সম্মুখে ফাদার আনস্লেমকে দেখিতে পাইল; তখন সে বালিকাকে বলিল "তুমি নিজের কক্ষে যাইয়া শয়ন কর, তোমাকে নিচের তালায় যাইতে হইবে না"। উভয়ে তাহার পর একটী কক্ষের ভিতরে যাইয়া দুই খানি চৌকিতে বসিল—হারম্যান বলিল "তবে কি কার্য্য শেষ হইয়াছে?"

আ। হাঁ—এখন আর কোন উপায় নাই!

হা। হা ভগবান! কি ভয়ানক ব্যাপারই ঘটিয়াছে!

আ। চুপ—স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিলে কি ফলোদয় হইবে? এক্ষণে শুন, যে দুইজন লোক সর্ব্ব শেষে পান্থশালায় আসিয়াছে তাহারা কে জান? যে ব্যক্তি তোমার সহিত প্রথম কথা কহিয়াছিল, আমি তাহার কণ্ঠস্বর জানি।

হা। সে লোকটি অনুচর মাত্র, আর যে লোকটি আহত হইয়াছে সে তাহার প্রভু; শেষোক্ত ব্যক্তি যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাহার সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার অনুচর তাঁহাকে উচ্চপদস্থ লোককে যে ভাষায় সম্ভাষণ করা উচিত, সেই ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল।

আ। (চিন্তা করিয়া) নিশ্চয় তাহারা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা কি জন্য জারম্যানিতে আসিবে; বিশেষতঃ তাহারা কেমবার্গে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না, অথচ আমার বিশ্বাস হইতেছে যে তাহারাই আসিয়াছে।

হা। হাঁ মনে পড়িয়াছে—অনুচরের নাম মাইকেলটো।

আ। (সোল্লাসে) তবে আর কোন সন্দেহ নাই তাহারাই বটে। হারম্যান, তুমি আজ যে সুসম্বাদ দিয়াছ তাহার নিমিত্ত তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিব। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! আজ সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ লইব—সত্য বটে তুমি রাজপুত্র, কিন্তু এইবার তোমাকে আমি পদদলিত করিব।

হা। ইনি কোন রাজপুত্র?

আ। ডিউক ভ্যালেন্‌টিনয়—সিজার বর্জ্জিয়া!

ফ্রিজ্‌ এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল; আনশ্লেম্‌ তাহার প্রতি তাৎপর্য্য পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র, সে বলিল "হাঁ, ভীম সভার ভীতি উৎপাদক চিহ্ন রজ্জু ও তরবারির সাহায্য লইলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে।" আনশ্লেম্‌ বলিল "এক্ষণে তক্তা মারা ঘরে যাই চল; প্রথমে যে ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছি সে কে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে; তাহার পর তাহার পরিচ্ছদ হইতে কোন আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি পাওয়া যায় কি না দেখিতে হইবে। (হারম্যান্‌কে) আর দেখ, আমি কিম্বা ফ্রিজ্‌ যে এখানে আছি, এ কথা যেন কিছুতে না প্রকাশ হয়—প্রকাশ হইলে নিশ্চয় মৃত্যুগ্রাসে পড়িবে—সাবধান।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

আনশ্লেম্‌ প্রদীপ হস্তে লইয়া পূর্ব্বোক্ত কক্ষে প্রবেশ করিল; পশ্চাতে ফ্রিজ্‌ ও হারম্যান্‌। ফ্রিজের মুখে একটীও কথা নাই—সে স্বভাবতঃ অধিক কথা কহিতে ভাল বাসিত না; কিন্তু হারম্যানের মুখাকৃতি ভয়ানক বিবর্ণ—দেখিলে দুঃখ হয়।

মৃত ব্যক্তির মুখে প্রদীপের আলোক পতিত হইবা মাত্র আনশ্লেম্‌ ও ফ্রিজ্‌ এককালে চীৎকার করিয়া উঠিল—উভয়েই অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। আন্‌শ্লেম্‌ বলিল "কি অদ্ভুত ঘটনা—গ্রিগরি ওয়ালষ্টিন্‌! যে পামর সমূহ বিপদে আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল, সেই পামরকে আমি স্বহস্তে বধ করিয়াছি! হারম্যান্‌, যদিও ভুলক্রমে অন্য একজন লোক নিহত হইয়াছে তথাপি আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। ওয়ালষ্টিন্‌ সুরাপান করিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিত ও ভীমসভা সম্বন্ধীয় গুপ্তকথা জনসমাজে ব্যক্ত করিত—যাহা হউক সুখের বিষয় এই যে উহার জিহ্বা আর বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিবে না; এক্ষণে উহার পরিচ্ছদ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে"।

প্রথমে একটী স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ ব্যাগ বাহির হইল—ব্যাগে সিজার বর্জ্জিয়ার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত!

আনশ্লেম্‌ বলিল "এইবার অতি সহজে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি—ওয়ালষ্টিন্‌ পথিমধ্যে সিজারকে আক্রমণ করিয়া তাহার ব্যাগ অপহরণ করিয়াছিল।"

ফ্রি। আর একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—এই চোগা সিজার সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিত।

আ। আর এই দেখ ওয়াল্‌ষ্টিনের অঙ্গরাখা ও মোজাতে রক্ত লাগিয়াছিল—এখনও দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। হারম্যান্‌, তুমি একতিলও দুঃখিত হইও না—আমি

তৃতীয় খণ্ড, তৃতী

উচিত কার্য্য করিয়াছি। সিজার কোথায় এবং কোন সময়ে আক্রান্ত ও আহত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথা গল্পচ্ছলে মাইকেলটোর নিকট হইতে জানিতে পারিবে—এ আবার কি? এক তাড়া কাগজ! কি লেখা আছে পড়িতে হইবে। অধিকাংশ দেখিতেছি ওয়াল্‌ষ্টিনের মৃতপত্নী আইডার হস্ত লিখিত পত্র—তাহা হইলে যে জনরব উঠিয়াছিল যে আইডা ফষ্টের উপপত্নী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য—(পাঠ করিয়া) এইবার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি যে আইডা সত্য সত্যই কাউন্ট অরোণার উপপত্নী ছিল, হা হা হা—কঠোর সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, এমন একটী লোকের আবশ্যক হইয়াছিল যে লোক প্রকাশ্যে আইডাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিবে; ওয়ালষ্টিন্ আইডাকে বিবাহ করিয়া বিস্তর অর্থ পাইয়াছিল! কিন্তু এবার এ কি পাঠ করিতেছি? (সাহ্লাদে) হারম্যান্, ফ্রিজ্, এইবার প্রবল প্রতাপশালী কাউন্ট অরোণার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব; ফষ্ট্, তুমিই আমাকে ফেবিও অরসাইনোর সমক্ষে ঘোরতর অপমান করিয়াছিলে; কিন্তু এইবার তোমাকে উচিত মত শাস্তি দিব; উভয়ে শুন——

"আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি আইডা পিয়ানাল্লার গর্ভস্থ শিশুর জন্মদাতা; আমি সেই জারজ সন্তানের ভরণ পোষণার্থ সার্দ্ধ দুই সহস্র মুদ্রা দান করিলাম; যে কেহ আমার উত্তরাধিকারী হইবে, তাহাকে এই টাকা আইডা পিয়ানাল্লাকে দিতে হইবে। উইল্‌হেলম্ ফষ্ট্, কাউন্ট অফ্ অরোণা"। উত্তম কথা—উত্তম লিপি! আমার শত্রু-বর্গকে হাঁসিতে হাঁসিতে ও বিনা ক্লেশে পদদলিত করিবার সুযোগ আপনা হইতে দাঁড়াইয়াছে—আবার আর একখানি অত্যাবশ্যকীয় চিঠি। আইডার শিশুকে সূতিকা-গারেই শমন ভবনে পাঠান হইয়াছিল; ওয়াল্‌ষ্টিনের মানুস জালিয়াতি ধরা পড়িবার পূর্ব্বে সে এই কয়খানি পত্র কোন উপায়ে হস্তগত করিয়াছিল—সে যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই পত্র কয়খানি অধিকার করিলাম—এবং ভবিষ্যতে এ গুলির সুব্যবহার করিব"। আনস্লেম্ তাহার পর পরিচ্ছদের ভিতর যত্ন করিয়া পত্র কয়খানি গোপন করিয়া বলিল "এইবার ওয়াল্‌ষ্টিনের মৃতদেহের গতি করিতে হইবে"। হারম্যান্ নিজের কটিবন্ধ হইতে একটী চাবি লইয়া গৃহতলের এক ভাগে লাগাইবার মাত্র, গৃহতল দুই ভাগে খুলিয়া নিম্নদেশে ঝুলিয়া পড়িল—তন্নিম্নে ভয়ানক গভীর একটী কূপ ছিল; পলকের মধ্যে মৃতদেহ ও ওয়াল্‌ষ্টিনের পরিচ্ছদাদি অদৃশ্য হইল! খাটখানি কলের সাহায্যে ঝুলিয়া পুনরায় উপরে আসিল। হারম্যান্ পালঙ্কের উপর নূতন আস্তরণ, রেজাই ও উপদান রাখিয়া পান্থনিবাসের সাধারণ কক্ষে প্রবেশ করিল; আনস্লেম্ ও ফ্রিজ্, তাহাদের জন্য যে কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই কক্ষে গমন করিল।

যখন ওয়ালষ্টিন্ সিজারকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন মাইকেলটো তাহার নিকট উপস্থিত ছিল না; তৎসম্বন্ধে সে যাহা কিছু জানিত তাহা সাধারণ কক্ষে বসিয়া অটোকে

শুনাইতেছিল, এমন সময় হারম্যান্ ভিতরে আসিল। মাইকেলটো বলিল "আমরা উভয়েই অশ্বপৃষ্ঠে আসিতে ছিলাম; আমি প্রভুর প্রায় শাট হস্ত পশ্চাতে ছিলাম; এক জায়গায় আমার অশ্বের নাল হঠাৎ খুলিয়া পড়িল; আমি তখনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নালখানির অনুসন্ধান করিতে যাইলাম, ভাবিলাম যে হয়ত কেম্‌বার্গে নাল পাওয়া যাইবে না; এই কারণে আমি প্রভুর নিকট হইতে অধিক দূরে পড়িলাম; তাহার পর এক স্থানে আসিয়া দেখিলাম রাস্তাটি সেই স্থান হইতে দুই দিকে চলিয়া গিয়াছে; প্রভু কোন পথে গিয়াছেন কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না এবং স্থির করিবারও অন্য কোন উপায় ছিল না; সুতরাং দুটীর মধ্যে একটী অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলাম; কিয়দ্দূর আসিয়া একটী কুটীরের সম্মুখে পঁহুছিলাম—কুটীর স্বামীকে প্রশ্ন করায় সে বলিল—"কেম্‌বার্গে যাইবার এ রাস্তা নহে'। রাস্তা ভুল হইলে লোকে স্বভাবতঃ বিরক্ত হয়; আমিও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কেম্‌বার্গে যাইবার রাস্তায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি মাত্র, এমন সময় মনুষ্য কণ্ঠনিঃসৃত কাতরোক্তি শুনিতে পাইলাম, নিকটে যাইয়া দেখিলাম, আমাদের রাজকুমার ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন—ললাট হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে; বোধ হইল কিছুতেই রক্ষা পাইবেন না। বুঝিলাম তিনি দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলেন; তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে আপনি সমস্ত জানেন।

হারম্যান্ গাঢ় মনযোগের সহিত গল্পটি শুনিয়া মনে মনে ভাবিল "ওয়ালষ্টিন্ নিঃসন্দেহ সিজারকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়াছিল; যাহাই হউক, সে উচিত মত শাস্তি পাইয়াছে"।

ইতিমধ্যে আনস্লেম্ ও ফ্রিজ্ তাহাদের কক্ষে বসিয়া ক্রমানুসারে যে যে বিষয় অবলম্বন করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল। আনস্লেম্ বলিল "দেখ, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় সিজার নিশ্চয় প্রচুর অর্থ লইয়া আসিয়াছে; তা ছাড়া স্বদেশেও প্রচুর অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখিয়াছে। প্রথমে উহাকে লিনস্‌ডর্ফ দুর্গে আবদ্ধ করিব; তাহার পর উহার সহিত যাহা কিছু আছে লইয়া, পরে গুপ্তধন কোথায় রাখিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিব—সহজে না বলিলে বল প্রয়োগ করিব"।

ফ্রি। ভীম সভা হইতে কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডের উপর যে পরওয়ানা আনিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কাউন্টকে আপনার আজ্ঞাধীন হইতে হইবে।

আ। নিঃসন্দেহ; আমি প্রত্যুষে লিনস্‌ডর্ফ দুর্গে যাইব, তুমি অটোকে নজরবন্দী রাখিবে—সে কল্য নিশ্চয় পান্থশালা ত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইবে।

ফ্রি। আমার বিশ্বাসী ছোরাকে আশীর্ব্বাদ করুন; আমি স্বহস্তে তাহাকে যমালয়ে পাঠাইব; কার্য্য সম্পন্ন হইলে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ করিব?

অ। লিনস্‌ডর্ফ দুর্গে আসিও।

আনশ্লেম্‌ দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিল, ফিজ্‌ পান্থশালাতেই রহিল। পর দিবস প্রাতঃকালে লাড্‌উইগ্‌ পান্থশালার দ্বারদেশে অটোর অশ্ব লইয়া আসিল; কিছু পরেই অটো বাহিরে আসিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রজেন্‌থাল্‌ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল।

মূষিকের গর্ত্তের সম্মুখে মার্জ্জার যেরূপ সতর্ক ভাবে যাইয়া থাকে, ফ্রিজ্‌ ও সেইরূপ অটোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছিল। অটো বাহিরে যাইবা মাত্র সে পান্থনিবাসের অপর একটী দ্বার দিয়া বাহিরে যাইল এবং সত্বর পাদ বিক্ষেপে জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটী স্থানে পঁহুছিল; অটো অশ্বপৃষ্ঠে আসিতে ছিল সুতরাং তাহাকে প্রকাশ্য পথ দিয়া বিস্তর ঘুরিয়া যাইতে হইল। ফ্রিজ্‌ তাহার বহু পূর্ব্বে একটী ঝোঁপের ভিতব একখানি উলঙ্গ ছোরা দক্ষিণ হস্তে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; যথা সময়ে অটো সেই স্থানে পঁহুছিল। সেই মুহূর্ত্তে ফ্রিজ্‌ বৃক্ষের উপর হইতে তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া, ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল; কিন্তু জগৎ পিতাব কৃপায় অটোর অশ্ব সেই সময় দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পামর তদ্দণ্ডে ভূতলশায়ী হইল এবং অশ্বটী তাহার পঞ্জরের উপর প্রচণ্ড পদাঘাত করিল।

অটো সত্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাব বক্ষের উপব বসিয়া কোটি দেশ হইতে পিস্তল গ্রহণ করিয়া বলিল "আঘাত করিতে চেষ্টা করিলে এখনি শমন ভবনে পাঠাইব।"

ফ্রি। ভয় করিও না; তোমাকে কেন, অন্য কোন জীবিত লোককে আর আমি আঘাত করিব না—আমার অন্তিম সন্নিকট—উঃ—

অ। ভয় নাই—আমি তোমাকে পল্লীর ভিতরে লইয়া যাইব; সেখানে চিকিৎসা হইলে আরোগ্য হইতে পারিবে, যদি রক্ষা পাও জীবনের শেষাংশ অনুতাপ করিয়া অতিবাহিত করিও—না জানি কত শত দুষ্কর্ম্মই করিয়াছ!

ফ্রি। তোমার ন্যায় ভদ্র লোক অতি বিরল; কিন্তু চিকিৎসার কথা মুখে আনিও না আমার মৃত্যু সন্নিকট—উঃ ভয়ানক যন্ত্রণা—পঞ্জরগুলি চূর্ণ হইয়া গিযাছে—উঃ! আমি তোমার প্রাণ বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দয়ার সাগর—উঃ তুমিই আমাকে বাঁচাইবার কথা কহিতেছ?

অ। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; দেখ, যদি সত্য সত্য তোমার মৃত্যু সন্নিকট হয়, তাহা হইলে আর যে কয় মুহূর্ত্ত জীবিত থাকিবে, আমার বিষয় ভাবিয়া মনোকষ্ট পাইও না—এক্ষণে আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় বল?

ফ্রি। হায়, হায়,—উপকার! হাঁ, যদি অনুগ্রহ করিয়া একটী কার্য্য কর তাহা হইলে প্রচুর উপকার হয়; আমার অঙ্গরাখার ভিতর হইতে একখানি শিল মোহর করা কাগজের মোড়ক আছে; সেই খানি এক জনকে দিতে হইবে—উঃ—আর পারি না—

অ। শীঘ্র বল কাহার হস্তে দিতে হইবে—শীঘ্র বল।

ফ্রি। আর্ক্ ডাচেস্ মেরিয়ার—

অ। আচ্ছা—তোমার অনুরোধ অবশ্য রক্ষা করিব।

ফ্রি। আর একটী কথা ফাদার আনস্লেম্ তোমার শত্রু—সাবধান!

অ। তুমি কি তাহারই আজ্ঞা ক্রমে আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলে।

ফ্রি। হাঁ—সে এখন লিনস্ডর্ফ দুর্গে অবস্থিতি করিতেছে—সাবধান—পলায়ন কর—জগদীশ্—

ফ্রিজের জীবন বায়ু বাহির হইল; অটো বুঝিল ফ্রিজ্ ক্ষমতা থাকিলে আরও অধিক কথা বলিত। যুবক কিয়ৎক্ষণ ফ্রিজের মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিয়া জগদীশ্বরকে সমূহ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিল এবং কিছু পূর্ব্বে যে দুরাত্মা তাহার প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার আত্মার কুশলের জন্য প্রার্থনা করিল।

ধার্ম্মিকপ্রবর অটো তাহার পর ফ্রিজের অঙ্গরাখা হইতে পূর্ব্বোক্ত কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া লইল এবং তাহার মৃত দেহ রাস্তার এক ধারে সরাইয়া তদুপরি কতকগুলি নব পল্লব রক্ষা করিয়া, অশ্বারোহণ করিবার উপক্রম করিল; সেই সময় ফ্রিজের হস্তচ্যুত ছোরা তাহার দৃষ্টি গোচর হইল—ছোরার হাতল রজ্জু বেষ্টিত। অটো বুঝিল ফ্রিজ্ ভীম সভা কর্তৃক তাহার প্রাণ বধ করিবার জন্য প্রেরিত।

উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে অটো আর একবার সভা কর্তৃক আহুত হইয়াছিল, কিন্তু অটো সে নিমন্ত্রণের অবমাননা করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অটো বলিল "এতক্ষণে সমস্ত বুঝিয়াছি; আমি ব্যারণ জারনিন্‌কে পার্ব্বত্য দুর্গ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমিই সেই পৈশাচিক স্থানে প্রবেশ করিবার গুপ্ত পথ ও দুর্গ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জনসাধারণকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম। আনস্লেম্ সেই দুর্গের অধ্যক্ষ, সুতরাং সে নিশ্চয় বৈরনির্যাতন অভিপ্রায়ে আমার প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার আজ্ঞাক্রমে ভীম সভার গুপ্ত চরেরা আমাকে অনুসন্ধান করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। সে যাহাই হউক আমি তজ্জন্য এক তিল ও ভীত হইব না—জগদীশ! সকলই তোমার ইচ্ছা।"

আত্মকথন শেষ হইলে অটো পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া রজেনথাল্ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল।

## চতুর্থ অধ্যায়।

রজেন্থাল্ দুর্গ; লর্ড রজেন্থাল্ প্রাচীরের উপর পাদচারণা করিতেছিলেন; এমন সময় অটো তাঁহার সমক্ষে আসিয়া অভিবাদন করিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র ব্যারণ্ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন "অটো আসিয়াছ, আমি তোমাকে বহুদিবস পরে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি" অটো বলিল "মহাশয়, আমি ভিয়েনা হইতে আসিয়াছি: কাউন্টেস্ অরোণা আপনার নামে কয়খানি পত্র আমার হস্তে দিয়াছিলেন—আমি পত্রবাহক হইয়া আসিয়াছি"। ব্যারণ্ বলিলেন—"তাহা হইলেতোমাকে দ্বিগুণ সমাদরে অভ্যর্থনা করিব—বল থেরেসা কেমন আছে"?

অ। কাউন্টেস্ শারীরিক কুশলে আছেন।

র। অটো, প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম না। বল থেরেসা মানসিক কুশলে আছে?

অ। কি বলিব? আমার বোধ হয় কাউন্টেসের পূর্ব্বে যে স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা ছিল তাহা এক্ষণে নাই; তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না, এই কয়খানি পত্র পাঠ করিলে বোধ হয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

ব্যারণ্ পত্র কয়খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "অটো, আমি এক্ষণে বসিবার কক্ষে যাইয়া পত্র পাঠ করিব—তুমি জলযোগ ও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সেই কক্ষে আসিও। থেরেসা যাহা যাহা লিখিয়াছে তৎসম্বন্ধে তোমার সহিত পরামর্শ করিব"।

অটো মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া আসিল; ব্যারণ্ বসিবার কক্ষ অভিমুখে যাইলেন। যে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দুর্গ প্রাচীর হইতে প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়, অটো সেই পথ অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল; পথিমধ্যে একটী রমণীমূর্ত্তী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল; রমণীর মুখমণ্ডল আবৃত, কিন্তু তাহার নয়ন বিমোহনকারী, সুগঠিত অবয়ব ও চলনের সুন্দর ভঙ্গী অটোকে আকৃষ্ট করিল—অটো দেশাচারানুযায়ী তাহার সম্মানার্থ মস্তক হইতে টুপি উঠাইয়া লইল, রমণীও ঈষৎ মস্তক অবনত করিয়া সৌজন্যতা প্রকাশ করিয়া সত্বর পদে চলিয়া যাইল।

অটো মুখ ফিরাইয়া—অনিচ্ছাসত্বেও—সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। সত্য বটে অটো রমণীর মুখাকৃতি দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার গঠন, চলন ও হাব ভাব দেখিয়া অটো বুঝিল যে রমণী নিশ্চয় সুন্দরী। অটো একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, এমন সময় রমণী চলিয়া যাইতে যাইতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। অটো ঈষৎ লজ্জিত হইল, কারণ রমণী স্পষ্ট জানিতে পারিল যে সে তাহাকে অনিমিষ দৃষ্টে দেখিতেছিল—এখনও তাহার হস্তে টুপি রহিয়াছিল?

অটো তাহার পর ভোজ গৃহে প্রবেশ করিল—লর্ড রজেনথালের অধীনস্থ কর্ম্মচারী-গণ সকলেই অটোকে জানিত; সকলেই তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল; সকলের সহিত গল্প করিয়া অটো কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল এবং তাহার পর লর্ড রজেনথালের কক্ষে যাইল। লর্ড রজেনথাল্ তাহাকে উপবেশন করিতে বলিয়া বলিলেন, "অটো, আমি থেরেসার পত্র পাঠ করিয়া সুখী হই নাই। যদিও থেরেসা স্পষ্টাক্ষরে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ করে নাই, তত্রাচ পত্রের প্রত্যেক ছত্র পাঠ করিলে এইরূপ বিশ্বাস হয় যে থেরেসা অসুখী; অটো, আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি কোন কথা গোপন করিও না—যাহা কিছু জান প্রকাশ করিয়া বল।

অ। আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক; যাঁহারা আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের মানসিক অসুস্থতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমাদিগের ক্ষমতাতীত; তবে আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন——

র। না অটো, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি না—আমি তোমাকে বন্ধু ভাবিয়া অনুরোধ করিতেছি—তুমি আমার বন্ধু। আমি থেরেসার পত্র হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেছি শ্রবণ কর—পরে তোমার মতামত প্রকাশ করিও। থেরেসাকে আমি কতদূর স্নেহ করি তাহা প্রকাশ করিয়া বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য—থেরেসাও পত্রে পিতৃবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে এবং হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সমস্ত বিষয় লিখি-য়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে থেরেসা স্বীয় গর্ভজাত কন্যা অপেক্ষা আর্কডিউকের সন্তানকে অধিক ভালবাসে, অথচ এরূপ অস্বাভাবিক স্নেহের কোন কারণ সে নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম।

অ। ভিয়েনা হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কাউন্টেসের সহিত আমার এই বিষয় লইয়া কথোপকথন হইয়াছিল; তিনি যখন মনের কথা ব্যক্ত করিলেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত মনোকষ্ট হইয়াছিল। আর একটী দুর্ভেদ্য রহস্য এই যে আর্কডাচেস্ তাঁহার সন্তান ম্যাকস্মিলিয়ানের অপেক্ষা কাউন্টেসের কন্যাকে অধিক স্নেহ করেন!

র। আশ্চর্য্য—অত্যাশ্চর্য্য! কোন কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য। উভয়ের মনের অবস্থা এককালে বিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; তা ছাড়া উঁহাদের মনের অবস্থাকে মনোবিকার বলা যায় না, লোলচিত্ততা বলা যায় না, চিত্তচাঞ্চল্য বলা যায় না। বিশেষতঃ উভয়েই বহুবিধ সদ্‌গুণ বিভূষিতা—উভয়েই রমণীকুলের দুটী উজ্জ্বল রত্ন।

অ। ঈশ্বরদ্রোহী সয়তান কি ভাল কি মন্দ লোক বিচার করে না; দুরাত্মা সকলকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া স্বপক্ষে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে।

র। অটো, থেরেসার সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া উচিত; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি যে দিবস প্রথম শুনিলাম যে থেরেসা ফষ্টকে ভালবাসিয়াছে, আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এবং যাহাতে থেরেসার সহিত ফষ্টের বিবাহ না হয় প্রাণপণে সেই

চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু ফষ্ট্ কৌশলে—কৌশলে কেন—যাদু বিদ্যার সাহায্যে, থেরেসাকে কাড়িয়া লইল। অটো, অটো, হায় হায় কি বলিব—থেরেসার—আমার প্রাণের দুহিতার—বিবাহের পর, আমি কতবার সেই বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। আবার শুন, থেরেসা লিখিতেছে যে তাহার প্রতি ফষ্টের পূর্ব্ব অনুরাগ হ্রাস পাইয়াছে—অর্থাৎ সে এখন তাহাকে তাচ্ছল্য করে! ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে, অটো?

অ। কাউণ্টেসের ধারণা হইয়াছে যে তাঁহার স্বামী স্বয়ং অসুখী!

র। অসুখী হইবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। সম্রাট তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করেন; আর্কডিউক্ ফষ্টের প্রধান বন্ধু; কাউণ্ট অরোণার ধনরাশি স্তুপাকার করিলে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের আকার ধারণ করে। যে ব্যক্তি এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর সে ব্যক্তি অসুখী! ফষ্ট্ কি গোপনে কোন ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে? তবে কি ফষ্ট্ কোন অসদুপায় অবলম্বন করিয়া ধনরাশি সঞ্চয় এবং উচ্চপদ ও উপাধি লাভ করিয়াছে? আর একটী অত্যাশ্চর্য্য বিষয় থেরেসার পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে; থেরেসা লিখিতেছে যে তাহার স্বামীর ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই!

অ। লেডি থেরেসা কেন, ভিয়েনার সকলেই, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা নানারূপ অলঙ্কার দিয়া, ঐ বিষয় সম্বন্ধে গোপনে আন্দোলন করে; প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে এক একজন পুরোহিত নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু কাউণ্ট অদ্যাবধি কোন ধর্ম্ম যাজককে নিযুক্ত করেন নাই এবং তিনি স্বয়ং কখন কোন প্রকাশ্য উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। কাউণ্ট যদ্যপি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হইতেন, তাহা হইলে প্রধান ধর্ম্ম যাজকেরা ঈদৃশ দেশাচার বিরোধী আচরণের জন্য তাহাকে অভিযুক্ত করিত; কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি প্রকাশ্য আরাধনার পক্ষপাতী নহেন—সম্ভবতঃ তিনি গোপনে জগদীশ্বরের আরাধনা করেন।

র। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য হইতে পারে; তত্রাচ দেশাচার অনুযায়ী কার্য্য করা সকলের কর্ত্তব্য; দেশাচারের অনুরোধে কাউণ্টের বাটীতে একজন পুরোহিতকে নিযুক্ত করা উচিত।

অ। এই সম্বন্ধে তাঁহাকে বিচক্ষণ কিম্বা পরিণামদর্শী বলিতে পারা যায় না সত্য বটে, কিন্তু তিনি যে কোন কুইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস হয় না। সম্ভবতঃ তাঁহার মনে এরূপ ধারণা কখন হয় নাই যে, গির্জ্জায় না যাওয়াতে এবং তাঁহার বাটীতে কোন পুরোহিত না নিযুক্ত থাকাতে, জনসাধারণে তাঁহার নিন্দাবাদ করিবে।

র। অটো, তোমার চরিত্রে কলঙ্ক নাই, মনে পাপ নাই, শরীরে দোষ নাই; সেই জন্য তুমি অপরকে দোষাস্পৃশ্য জ্ঞান কর; যাহাই হউক, আমার আন্তরিক ইচ্ছা

হইতেছে যে স্বয়ং ভিয়েনায় যাইয়া থেরেসার মুখ হইতে সকল কথা শুনিব এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার দুঃখের অপনোদন হয় সেই চেষ্টা করিব ; কিন্তু আমি ভিয়েনায় যাইলেই আমার চির শত্রু দুষ্ট ম্যানফ্রেড্ আমার অনুপস্থিতি কালে নিশ্চয় একটা গোলযোগ বাধাইয়া আমার ক্ষতি করিবে—না ভিয়েনায় যাওয়া হইবে না ; ফষ্টের সম্মতি লইয়া পিতৃ ভবনে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিতে থেরেসারকে লিখিয়া পাঠাইব ; তুমি এখানে আর কত দিন থাকিবে ?

অ। আমাকে দু এক দিবস পরেই যাইতে হইবে। সর্ব্ব প্রথমে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব—আমার মাতা ঠাকুরাণীর কবরের উপর একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর বসাইব ; পরে আমার বাল্য সহচরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও অবস্থা হীন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিব।

র। যে কয় দিবস এই বিভাগে থাকিবে, তোমাকে আমার দুর্গে অবস্থিতি করিতে হইবে। যখন তুমি ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিবে, তখন কাউন্ট ও থেরেসার নামে দুই খানি পত্র তোমার হস্তে দিব।

অ। এই প্রদেশে সুখের শৈশব অতিবাহিত করিয়াছি—মনে করিয়াছিলাম যে কিছুকাল এখানে থাকিয়া ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিব ; কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে একটী ঘটনা হওয়াতে, আমাকে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতে হইবে ; সে ঘটনাটী কি আপনাকে কিছুপরে বিবৃত করিয়া বলিব। আমি যে কয় দিবস এই প্রদেশে থাকিব, আপনার দুর্গে অবস্থিতি করিব।

র। অটো, তুমি আমার দুর্গে থাকিলে আমি অত্যন্ত প্রীত হইব। আর একটী কথা আছে ; সম্রাট ম্যাকস্মিলিয়ান্ আমাকে লিখিয়াছেন যে জনৈক বিদেশীয় রাজকুমার ও তাহার ভগ্নী রাজ্যধন সর্ব্বস্ব হারাইয়া এবং শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার শরণাগত হইয়াছিল। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি তাহাদিগকে রাজধানীতে থাকিতে দিতে অনিচ্ছুক ; রাজধানীতে থাকিলে তাহারা পুনরায় শত্রুহস্তে পতিত হইবে—সেই জন্য তিনি উভয়কে আমার দুর্গে প্রেরণ করা স্থির করেন। উভয়ে কিছু কালের জন্য আমার দুর্গে অবস্থিতি করিবেন। রাজকুমারী আসিয়া পঁহুছিয়াছেন—তাঁহার ভ্রাতা অদ্যই আসিবেন।

লর্ড রজেন্থালের কথা শুনিয়াই অটো ভাবিল যে, যে রমণীকে সে কিছু পূর্ব্বে দেখিয়াছিল তিনিই সেই রাজকুমারী এবং যে ব্যক্তি পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পান্থনিবাসে আশ্রয় লইয়াছিল তিনিই সেই রাজকুমার। পান্থশালায় মাইকেলটো তাহার প্রভুকে সম্বোধন করিবার সময় তাঁহার উচ্চ পদের পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু সে একবার ও তাঁহার নাম উচ্চারণ করে নাই। সুতরাং রাজকুমার কে, কিম্বা কোন দেশবাসী তৎসম্বন্ধে অটো কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই—জানিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্তও

হয় নাই। ব্যারণের কথা শেষ হইবা মাত্র অটো পান্থনিবাসে যাহা যাহা দেখিয়াছিল আদ্যোপান্ত বলিল; ব্যারণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজকুমারের নাম কি জান?"

অ। না।

র। বুঝিয়াছি; তিনি নাম গোপনে রাখিবেন স্থির করিয়াছেন; তাঁহার অনুচর অভ্যাস বশতঃ তাঁহার উচ্চপদের পরিচয় দিয়াছিল। রাজকুমারীও দু একজন অনুচর সমভিব্যাহারে লইয়া দুর্গে আসিয়াছেন এবং তিনি আসিয়াই আমাকে অনুরোধ করেন যে তাঁহার নাম কেহ যেন না জানিতে পারে। সে যাহাই হউক, এক্ষণে কেম্‌বার্গে যাইয়া যাহাতে রাজকুমার ত্বরায় দুর্গে আসিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে—আর বিলম্ব করা অনুচিত।

অ। আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি; আমি যখন কেমবার্গ হইতে আপনার দুর্গে আসিতেছিলাম তখন পথিমধ্যে একজন লোক আমার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে আক্রমণ করে; কিন্তু দুরাত্মার পদস্খলন হওয়াতে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই—তাহার পর আমার অশ্ব তাহার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল এবং তাহার কিছু পরেই তাহার মৃত্যু হইল; মরিবার কিছু পূর্ব্বে, আমাকে একটী কাগজের মোড়ক আর্কডাচেস্ মেরিয়ার হস্তে দিতে অনুরোধ করিয়া বলিল "ইহার ভিতরের কাগজে যাহা লিখিত আছে তাহা পাঠ কবিলে একটী গূঢ় রহস্য ভেদ হইবে"। হতভাগার মৃত্যু হইলে আমি তাহার মৃতদেহ পথের এক পার্শ্বে সরাইয়া নবপল্লব দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ভাবিলাম যে আপনার কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিব এবং তাহার মৃতদেহ পবিত্র খৃষ্টধর্ম্ম মতানুযায়ী সমাধিস্থ করিব। দুরাত্মা ভীম সভার অনুচর—তাহার নাম ফ্রিজ্।

র। ভীম সভার প্রতাপ অসীম স্বীকার করি, কিন্তু আমি অদ্যাবধি সেই পৈশাচিক সভার আজ্ঞানুযায়ী একটীও কার্য্য করি নাই; সে যাহাই হউক, তুমি শীঘ্র দুইজন লোক সঙ্গে লইয়া তাহার মৃতদেহ দুর্গে লইয়া আইস; আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া এই দণ্ডে কেম্‌বার্গ অভিমুখে যাত্রা করিব।

কিছু পরেই ব্যারণ্ ছয় জন সশস্ত্র সৈনিক সমভিব্যহারে লইয়া পান্থনিবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়।

পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ক্ষাদার আনস্লেম্ প্রত্যুষে পান্থনিবাস ত্যাগ করিয়া, লিক্সডর্ফ দুর্গাধিপতি কাউণ্ট ম্যান্‌ফ্রেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং ফ্রিজ্

লুক্কায়িতভাবে অটোর গতিবিধি দেখিবার জন্য পান্থনিবাসেই রহিল। ফ্রিজের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা আনস্লেম্ জানিত না; লিন্সডর্ফ দুর্গে যাইবার সময় ভাবিল "বহুকাল পরে এই স্থানে আসিয়াছি, অথচ মনে হইতেছে যেন সে দিবস ম্যানফ্রেডের অধীনে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলাম—তখন আমার অবস্থা অতীব হীন ও শোচনীয় ছিল; লোকে আমার নাম দিল "ফাঁসিছেঁড়া"; সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল; লোকালয়ে মুখ দেখান ভার হইল—শেষে ভাবিয়া স্থির করিলাম ম্যানফ্রেডের আশ্রয় গ্রহণ করিব। আমারা উভয়েই এক পল্টনের সৈন্য ছিলাম; ম্যানফ্রেড্ পল্টনের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিল; তখন সে কাউন্ট উপাধি পায় নাই—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বিলক্ষণ জানিতাম। বহুকাল একত্রে থাকিয়া আমি জানিতে পারিলাম ম্যানফ্রেডের ন্যায় লোক জগতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; এক্ষণে সে যে প্রাসাদে বাস করিতেছে, তখন সে সেই সুন্দর অট্টালিকার অধীশ্বর ছিল না; সত্য বলিতে কি, তখন সে একজন সামান্য লোক ছিল। কিন্তু আমি ঠিক অনুমান করিয়া ছিলাম—কারণ যে লোক সর্ব্বদা ষড়যন্ত্র করিতে ব্যস্ত এবং অসদুপায়ে অর্থ লাভ করিতে প্রস্তুত, সে নিশ্চয়ই আমার ন্যায় দুষ্ট লোককে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিবে। পদব্রজে বহুদূর অতিক্রম করিয়া ম্যানফ্রেডের বাসায় আসিলাম এবং তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম; সে তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল—সেই দিবস হইতেই আমি তাহার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিলাম। পর দিবসেই ম্যানফ্রেড্ আমাকে ভীম সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করিল। তাহার কিছুকাল পরে আমার সাহায্যে পামর কাউন্ট উপাধি লাভ করিল এবং বিপুল ধন সম্পত্তির অধীশ্বর হইল; কি উপায়ে যে অকস্মাৎ উচ্চপদ ও ধন মান সম্ভ্রম লাভ করিল, তৎসম্বন্ধে জন সাধারণে কিছুমাত্র জানিতে পারিল না; কিন্তু উক্ত ঘটনার পরে ম্যানফ্রেড্ আমার সহিত অনিষ্ট আচরণ করিতে আরম্ভ করিল, এমন কি সে কথায় কথায় বিনা কারণে—আমাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার অধীনে চাকরী করা অসম্ভব হইয়া উঠিল; এক দিবস ফিউগো ও আমি পরামর্শ করিয়া লিন্সডর্ফ দুর্গ হইতে পলায়ন করিলাম। পুরোহিত সাজিয়া বিস্তর দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে আল্‌পাইন্ বিভাগের ধর্ম্মশালায় প্রধান পুরোহিতের পদলাভ করিলাম। তাহার পর বর্জিয়াদিগের সহিত আমার কারবার সুরু হইল; সিজার আমাকে প্রচুর অর্থ দিয়াছে সত্য কিন্তু সে যদি তাহার অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্য্য করিত; তাহা হইলে অদ্য আমি য়ুরোপের যাবদীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সমকক্ষ হইতাম; যাহাই হউক সুখের বিষয় এই যে এক্ষণে আমি সহজে গর্ব্বিত ম্যানফ্রেডের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সক্ষম হইব; এক্ষণে আমি ভীম সভার একজন নগণ্য সভ্য নহি—এক্ষণে আমি সভার একজন দলপতি এবং আমি যে পরওয়ানা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাহা দ্বারা ম্যানফেড্‌কে পদদলিত করিতে পারিব"।

আনস্লেম্ বহুকাল পরে লিনস্ডর্ফ্ দুর্গে আসিতেছিল ; এক সময়ে সে ম্যানফ্রেডের বেতন ভোগী ভৃত্য ছিল, এক্ষণে সে ভীম সভার একজন খ্যাতনামা দলপতি ; তাহার উপর যখন সে ভাবিল যে কিছু পরেই সে অতি সহজে ম্যানফ্রেড্‌কে পদদলিত করিতে পারিবে, তখন দুরাত্মার মুখে হাসি ধরিল না।

দুর্গ দ্বারে আসিবা মাত্র একজন প্রহরী বলিল "কে তুমি"; আনস্লেম্ বলিল "আমি ধর্ম্মযাজক ; দুর্গাধিপতি লর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি"। প্রহরী সম্মান প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মস্তক অবনত করিয়া বলিল "ভিতরে যান"।

যথা সময়ে আনস্লেম্ কাউন্ট ম্যানফ্রেডের কক্ষে উপনীত হইল ; ম্যানফ্রেড্ তখন বিষয় কার্য্য লইয়া ব্যস্ত ছিল ; আনস্লেম্ দেখিল কাউন্ট বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছে ; মস্তকের অর্দ্ধেক কেশ পক্কতা পাইয়াছে ; শরীরের বন্ধল শিথিল হইয়াছে। বয়ঃক্রম অধিক হইলে সকলেরই শারীরিক পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গে ব্যক্তি মাত্রেরই যে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে তাহার কিছু স্থিরতা নাই। ম্যানফ্রেড্ বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছিল সত্য কিন্তু তাহার মুখাকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে সেই পূর্ব্বের পৈশাচিক কটু ভাব বিরাজ করিতেছিল ; ওষ্ঠদ্বয় তাহার জিঘাংসা প্রবৃত্তির পরিচয় দিতেছিল ; কুঞ্চিত ললাট দেশ তাহার মনের অমানুষিক ভাবের পরিচয় দিতে-ছিল।

যখন আনস্লেম্ কক্ষের ভিতর আসিল, তখন ম্যানফ্রেড্ একখানি গুপ্তলিপি পাঠ করিতেছিল ; আনস্লেমের পরিচ্ছদ দেখিয়াই সে বুঝিল যে একজন ধর্ম্মযাজক কক্ষ মধ্যে আসিয়াছে। ম্যানফ্রেড্ তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিল "ধার্ম্মিক প্রবর, আসুন ; আপনি আমার আলয়ে পদার্পণ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন ; কিন্তু মহাশয় যদি আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাকে এখন হইতে বলিতেছি যে আমার উপদেশের আবশ্যক নাই। আমার ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের উপদেশের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি ; তিনি খুব পারদর্শী—বক্তৃতা দিতে যেরূপ মজবুত, মদ্য পান করিতেও সেইরূপ মজবুত"!

আ। কাউন্ট ম্যানফ্রেড্, তামাসা রাখুন ; আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?

ম্যা। (বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া) কি আশ্চর্য্য ! এ কি ! আমার পুরাতন সাকার কাইনিস্ ?

আ। সেই লোকই বটে, কিন্তু এক্ষণে আমার নাম কাইনিস্ নহে ; মহাশয় কি ফাদার আনস্লেমের নাম কখন শুনেন নাই ?

ম্যা। অবশ্য শুনিয়াছি। ফাদার আনস্লেম্ পবিত্র ভীম সভার একজন প্রবল পরাক্রমশালী দলপতি এবং তাঁহার উপাধি "ফ্রি কাউন্ট"। তুমি সভার একজন

নগণ্য সভ্য মাত্র ; তোমার সমক্ষে তাহার নাম গ্রহণ করিয়া আমি সভার একটী প্রধান নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি সত্য ; কিন্তু আমি জানি তুমি কিছুতেই এ বিষয় প্রকাশ করিতে সাহস করিবে না।

আ। মহাশয়, আপনি চিরকাল অদূরদর্শী ও অবিচক্ষণ ; আপনি কোন সাহসে সভার প্রধান একটী নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন ?

ম্যা। চাকরের এতদূর স্পর্দ্ধা ! সাবধান—

আ। ( গুরু গম্ভীর স্বরে ) স্থির হউন ; আপনি স্বচ্ছন্দে সভা সম্বন্ধে যে রূপ অভিরুচি আমার সহিত কথোপকথন কবিতে পারেন, কারণ আমি এক্ষণে সভার একজন দলপতি। এই বলিয়া আনশ্লেম্ সভার অনুমোদিত একটী সঙ্কেত করিল— ম্যানফ্রেড্ বুঝিল যে সে "ফ্রি কাউন্ট" পদ লাভ করিয়াছে। ম্যাফ্রেডের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, অতি কষ্টে সে বলিল "ভাই, চৌকিতে উপবেশন কর। আমি জানি সভার কয়েক জন দলপতি আছেন যাঁহাদের অকুতোভয়তা ও প্রবল প্রতাপ জগৎ বিখ্যাত—ধনী নির্ধন, দোষী ও নির্দ্দোষী, সকলেই তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভয় করে —অদ্য জানিলাম তুমি সেই দলভুক্ত—অধিক কি তুমি সেই দলের একটী সমুজ্জল রত্ন। সে যাহাই হউক তোমার সহিত কি প্রবল প্রতাপান্বিত ফাদার আনশ্লেমের আলাপ আছে ? যদি তিনি তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাকে দ্বিগুণ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিব। পূর্ব্বে আমাদের অবস্থার যে প্রভেদ ছিল তাহা আমি এক্ষণে ভুলিয়া যাইব—কারণ, তুমি এক্ষণে "ফ্রি কাউন্ট" ; অর্থাৎ তুমি আমার সমপদস্থ ব্যক্তি।

আ। সমপদস্থ নহে—আমার পদ উচ্চতর।

ম্যা। ( সবিস্ময়ে ) অসম্ভব ! সে যাহাই হউক, তুমি কি ফাদার আনশ্লেমের নিকট হইতে আসিয়াছ ?

আ। আমিই ফাদার আনশ্লেম্, আমিই কারনিওলা বিভাগের ফ্রি কাউন্ট। তবে সমস্ত কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ; পবিত্র ভীম সভার কর্ত্তৃপক্ষীয় মাত্রেই তোমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ; তুমি যে সকল অসংখ্য ভ্রমবিশিষ্ট কার্য্য করিয়াছ সে গুলি আমি উল্লেখ করিতে চাহি না ; তবে তোমার অসাবধানতার জন্ত সভা যে কয়েক বার বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আর্কডিউক্ লিওপোল্ডকে সুযোগক্রমে তুমি এই দুর্গে বন্দী করিয়াছিলে ; তুমি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে লিখিয়াছিলে যে তিনি কিছুতেই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন নাই এবং তাঁহার পিতৃব্য সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ানের বিরুদ্ধে আমরা সেই সময় যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম তাহাতেও তিনি যোগদান করিতে সম্মত হন নাই। এই অপরাধে তুমি তাঁহার মৃত্যু দণ্ড দিয়াছিলে—সত্য কি না ? আর্কডিউকের জীবন নষ্ট হইলে

সভার কি উপকার হইত ? মৃত্যু দণ্ড না দিয়া যদি তুমি তাঁহাকে দুর্গে আবদ্ধ রাখিতে ও চিরজীবন আবদ্ধ রাখিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় একদিন আমাদের সহিত যোগদান করিতেন ; তাহা না করিয়া তুমি তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দিলে—এবং তাহার পর তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে দিলে—ছি !

ম্যা। না—আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিই নাই ; আমি সমস্ত ঘটনা সভাকে বিবৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম।

আ। সভা তোমার উপকথার একটীও কথা বিশ্বাস করে নাই। কি আশ্চর্য্য ! কি অসম্ভব ! একজন লোক তোমার ছয় জন বলিষ্ঠ অনুচরকে বাক্‌রহিত করিয়া, বিনা ক্লেশে, বিনা যুদ্ধে, হাসিতে হাসিতে আর্কডিউক্‌কে উদ্ধার করিল ! বালকে এ গল্প বিশ্বাস করিতে পারে।

ম্যা। আমি সেই ছয় জনের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহারা শপথ করিয়া বলিল যে ঘটনাটি কাল্পনিক নহে।

আ। হা হা হা, যাহারা উৎকোচ লইয়া পূর্ব্বে কোন ষড়যন্ত্র করে তাহারা পরে কি বলিবে তাহা ঠিক করিয়া রাখে ; সম্ভবতঃ, তাহাদের প্রভু সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল, হা হা হা।

ম্যা। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি—

আ। চুপ—আমি তোমার সহিত তর্ক করিতে আসি নাই ; আমি আজ্ঞা করিব, তুমি সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, মোট কথা এই যে আর্কডিউক যদি পলায়ন করিতে না সক্ষম হইত, আমরা কিছুতেই সম্রাটের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্র ত্যাগ করিতাম না।

ম্যা। কিন্তু তিনি সেই ঘটনা সম্বন্ধে একটীও কথা সম্রাটের কর্ণগোচর করেন নাই ; করিলে সম্রাট নিশ্চয় আমাকে বিচারাধীন করিতেন এবং তাহার পর—

আ। চুপ চুপ—তুমি সদাই ভ্রান্ত ও অদূরদর্শী। আর্কডিউক সমস্ত কথা সম্রাটের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সম্রাটও প্রথমে তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে মানস করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে তিনি ভাবিলেন যে সভার কোন একজন দলপতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, করিলে সভার গুপ্তচরেরা এক দিন না এক দিন তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিবে ; এই ভাবিয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। আর শ্রবণ কর ; সকলেই জানে যে আর্কডিউক্‌ সম্রাটের অনুমতি না লইয়া, এবং কঠোর সমাজ-নীতি উপেক্ষা করিয়া, নীচ কুলোদ্ভবা, অন্ততঃ সামান্য বংশীয়া একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সম্রাট তজ্জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি কিছুতেই মেরিয়াকে রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করিতে দিতেন না ; কিন্তু আর্কডিউক্‌ কর্ত্তৃক ভীমসভা সম্বন্ধে বিস্তর গুপ্তকথা জানিতে পারায়, তিনি তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা এবং মেরিয়াকে

আর্কডাচেস্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মেরিয়ার সম্বন্ধে, তোমাকে দু একটী কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা পরে বলিব। সম্প্রতি, তোমাকে এই অবধি বলিতে চাহি যে পবিত্র ভীম সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের স্থির বিশ্বাস যে তুমি "ফ্রি কাউন্ট" উপাধি ভোগ করিবার যোগ্যপাত্র নহ—এবং তজ্জন্য তাঁহারা তোমাকে উক্ত পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া "প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার" পদ দিয়াছেন—এই পরওয়ানা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবে।

গর্ব্বিত কাউন্ট কম্পান্বিত কলেবরে পরওয়ানা পাঠ করিয়া, সভার অনুমোদিত প্রথানুযায়ী কাগজখানি চুম্বন করিয়া, বলিল "ভীম সভার আজ্ঞা শিরোধার্য্য"!

আনশ্লেম্ তখন গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল "এক্ষণে শুন; এই দণ্ডে কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিককে কেম্বার্গ পান্থশালায় পাঠাইয়া দাও; সেখানে দুইজন ইতালিয়ান্ অবস্থিতি করিতেছে; সৈনিকদিগকে বলিবে যে বাক্যব্যয় না করিয়া এবং আবশ্যক হইলে বল প্রয়োগ করিয়া উভয়কে তোমার দুর্গে লইয়া আসে"।

ম্যা। আপনার আজ্ঞা এই দণ্ডে প্রতিপালিত হইবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

লর্ড রজেনথাল্ কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে পান্থনিবাসে আসিয়া শুনিলেন যে কাউন্ট ম্যান্ফেডের কতকগুলি সশস্ত্র অনুচর তাঁহার কিছুপূর্ব্বে আসিয়া বল প্রয়োগ পূর্ব্বক, রাজকুমার ও তাঁহার সঙ্গীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে! বলা বাহুল্য তিনি উক্ত সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ছিলেন; কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি পান্থশালার দ্বাররক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অভিপ্রায়ে তাহারা এইরূপ আচরণ করিল"?

দ্বারপাল বিনীত স্বরে বলিল "তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না; রাজকুমার আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন; প্রত্যহ তাঁহার অনুচরের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া প্রাঙ্গনে পদচারণা করিতেন; অদ্য তিনি একখানি পালকি আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং অদ্যই আপনার দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিতেন; কিন্তু কাউন্টের কতকগুলি অনুচর অকস্মাৎ পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল—তাঁহার অনুচর উলঙ্গ তরবারি হস্তে লইয়া উচ্চস্বরে বলিল "আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিব না"। কিন্তু আক্রমণকারীগণ একটী মাত্র বাক্যোচ্চারণ না করিয়া উভয়কে বন্দী করিল"।

র। রাজকুমার তাহাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়াছিলেন?

দ্বা। হাঁ; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত ও করিল না।

র। তাঁহাকে যে লিম্বর্গ দুর্গে লইয়া গিয়াছে, কিরূপে জানিলে?

দ্বা। অনুমানে জানিলাম। প্রথমতঃ তাহারা কাউণ্টের বেতন ভোগী; দ্বিতীয়তঃ তাহারা রাজকুমারকে লইয়া দুর্গে যাইবার যে সোজা পথ সেই পথ অনুসরণ করিল।

র। তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ, বিশেষতঃ সকলেই জানে যে কাউণ্ট সকল প্রকার দুরূহ ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতে সক্ষম। এই বলিয়া লর্ড রজেনথাল দ্বারপালের হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া স্বীয় দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং গমন কালীন কি উপায়ে রাজকুমারকে উদ্ধার করিবেন মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। লর্ড রজেনথাল স্বভাবতঃ ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন না; কিন্তু দুটী কারণ বশতঃ তিনি ম্যানফ্রেডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রথমতঃ ম্যানফ্রেড কি বাহুবলে কি অর্থবলে তাঁহার সমকক্ষ ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি জানিতেন যে তিনি ভীম সভার একজন দলপতি এবং সভার শত শত গুপ্তচর তাহার অনুগত। তাহারা তাহার আজ্ঞা পাইলে গুপ্তভাবে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিবে ও সম্ভবতঃ সক্ষম হইবে। লর্ড রজেনথাল পুনরায় ভাবিলেন যে সেই অজ্ঞাতনামা রাজকুমারকে উদ্ধার করিবার কোন চেষ্টা না করিলে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইবেন। যখন সিজার দেখিল যে তাহার বৈরী জুলিয়ান ডি রোভার পোপের সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং যখন তাহার প্রজাবর্গ একত্র হইয়া তাহাকে রোমানা হইতে দূরীভূত করিল, তখন সে জারম্যানিতে আসিয়া সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের শরণাগত হইল। সম্রাট ভাবিলেন যে সম্ভবতঃ সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষ ও রণকুশল সিজার একদিন না একদিন ইতালিতে তাহার পূর্ব্বের আধিপত্য পুনরায় স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে; সুতরাং তাহাকে আশ্রয় দান করা কর্ত্তব্য, কারণ যদি সে কখন পূর্ব্বের ক্ষমতা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সে নিশ্চয় তাহার বৈরীদলভুক্ত হইবে। সম্রাট পুনরায় ভাবিলেন যে সিজার রাজধানীতে থাকিলে, সম্ভবতঃ পুনরায় চক্রান্ত, গুপ্ত মন্ত্রণা, প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে জড়ীভূত হইবে—শত্রুনিপাত করিবার নিমিত্ত বিষ প্রস্তুত করিবে, সুতরাং তাহাকে রাজধানীতে না রাখিয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। সেই জন্য তিনি লর্ড রজেনথাল্‌কে সিজার ও তাহার ভগ্নীকে তাঁহার দুর্গে আশ্রয় দিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং উভয়কে সমাদরে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ম্যানফ্রেড্‌ সিজারকে স্বীয় দুর্গে বন্দী করাতে রজেনথাল্‌ কি নিমিত্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন তাহা পাঠক এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন। দুর্গে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি ডিউইটজ্‌ ও তাঁহার ধর্ম্মযাজককে মন্ত্রণাকক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ইতিমধ্যে অটো রজেনথালের কতিপয় অনুচর সমভিব্যহারে লইয়া ফ্রিজের মৃতদেহ দুর্গে লইয়া আসিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছিল; নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অটো মৃতদেহ

দেখিতে পাইল না ; সুতরাং সে ভাবিল যে ফ্রিজের সঙ্গীগণ সেই স্থানে আসিয়াছিল এবং তাহারাই তাহার মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়াছে। তখন তাহারা বুজেনথাল্ দুর্গে প্রত্যাগমন করিল।

সন্ধ্যা আগত প্রায় ; সূর্য্যকিরণের প্রখরতা কমিয়াছে। অটো দুর্গ প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী একটী রম্য স্থানে উপবেশন করিয়া সেই দিবস যে ঘটনাগুলি হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল এবং অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সৌন্দর্য্য রাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া কে না বিমোহিত হয় ? অটোর মনে তৎকালীন নানাবিধ ভাবের উদয় হইতেছিল ; অটো ভাবিল " এই সন্ধ্যা-কালে মানব হৃদয় কত প্রকার ভাবেই পরিপূর্ণ হয় ? দরিদ্র ও শ্রমজীবী কৃষক সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে প্রফুল্ল চিত্তে তাহার পর্ণ কুটীরে প্রত্যাগমন করিবে এবং প্রিয় পুত্র কন্যা ও পরিবারের সহিত কথোপকথন করিয়া শয়ন করিবে ; তস্করেরা সন্ধ্যাকালে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত, কারণ সূর্য্যালোকে পরের দ্রব্য অপহরণ করা অসম্ভব, অত্যন্ত দুরূহ ; যে নাবিক পোতারোহণ করিয়া সমুদ্রে ঘুরিতেছে তাহার প্রিয় পত্নী সন্ধ্যাকালে বাতায়নের সমক্ষে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছে " জগদীশ, আমার স্বামীকে কুশলে রাখুন ; এই ভয়ানক সন্ধ্যাকালেই ঝটিকার উত্থান হয় "। যে হতভাগার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে এবং পরদিবস প্রত্যুষে যাহার ফাঁসি হইবে, দেখ, সে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যরশ্মি দেখিয়া ছটফট করিতেছে—কারণ তাহাকে সূর্য্যাস্তগমন আর দেখিতে হইবে না ; উঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণা ! পৈশাচিক সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা সমাগমে পুনরায় সজীব হইতেছে ; কারণ বারবনিতা লইয়া আনন্দ করিয়া এবং মদ্য পান করিবার সময় উপস্থিত ! যে মহাজন সংসার ত্যাগ করিয়া এবং নির্জন গিরি গুহায় বাস করিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেছেন, ঐ দেখ, সেই মহাত্মা সন্ধ্যা সমাগমে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একাগ্রচিত্তে জগত পিতাকে ডাকিতেছে। ঐ দেখ, পীড়িত মুমূর্ষু ব্যক্তি শয্যায়—মৃত্যু শয্যায় ছটফট করিতেছে ; সে জানিতে পারিয়াছে যে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে তাহাকে এই রঙ্গভূমি ত্যাগ করিতে হইবে ; তাহার শয্যার চতুর্দ্দিকে আত্মীয় স্বজন দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছে—প্রিয় পত্নী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় শয্যায় বসিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে ; পুত্র কন্যাগণ বিমর্ষ ভাবে ও শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে—কি ভয়ানক দৃশ্য ! "

অটোর আত্মকথন শেষ হইবা মাত্র একজন লোক পশ্চাৎ হইতে বলিল " অটো, তুমি একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ; কিন্তু তুমি যদি কবি হইতে তাহা হইলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইত "।

অটো সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল তাহার পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; তাঁহার শান্তমূর্ত্তি, সুমিষ্ট কথা, অটোর চিত্ত আকর্ষণ করিল—অটো

কিয়ৎক্ষণ পরেই আগন্তুককে চিনিতে পারিল; তাঁহারই বদান্যতায় অটোর দারিদ্র্য ঘুচিয়াছিল; তাঁহারই আদেশে অটো কাউন্টেস্ অফ্ অরোণাকে প্রতিবিষ পান করাইয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। অটো বলিল "মহাশয়, প্রকৃতির শোভা দেখিলেই আমি আনন্দে বিভোর হই।"

বৃ। যখন তুমি সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হও, তখন কি পরের উপকার করিতে ইচ্ছা হয় না?

অ। পরোপকার করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর—আমার সাধ্য কি যে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে পরোপকার করিবার যে ইচ্ছা আছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি; কিন্তু মহাশয়, আমি যখনই নিমগ্ন চিত্তে জগৎ পিতার বিশাল রাজ্যের সমুদ্র, নদ, নদী, গগণস্পর্শী পর্ব্বতমালা, প্রভৃতি নিরীক্ষণ করি তখনই আমার হৃদয় সেই মঙ্গলময়ের প্রেমে পরিপূর্ণ হয়—

বৃ। সে যাহাই হউক, তোমার সহিত যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন—

অ। আপনি আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

বৃ। হাঁ, তোমাকে আমার আর সার্দ্ধ দুই সহস্র মুদ্রা দিবার কথা ছিল; আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে সেই ঋণ অদ্যাবধি পরিশোধ করিতে পারি নাই; তুমি তজ্জন্য নিশ্চয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলে?

অ। মহাশয়, আমি নীচাশয় বা স্বার্থপর নহি—মহাশয়ের বদান্যতায় আমার পূর্ব্বের সেই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; মহাশয় আমাকে যে প্রচুর অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন সেই অর্থের সাহায্যে আমি ধনরাশি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। হাঁ তবে আমি আপনার উপর এক কারণে বিরক্ত হইয়াছিলাম—আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবসর পাই নাই। আপনি যে চিত্রখানি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা সে সময় অর্দ্ধ সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল; আমি বহুদিবস ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া সে খানি সম্পূর্ণ করি।

বৃ। তাহার পর যখন দেখিলে যে বহুদিবস অতীত হইল, অথচ আমি আসিলাম না তখন তুমি বোধ হয় অপর কোন লোককে সে খানি বিক্রয় করিয়াছিলে?

অ। কি আশ্চর্য্য কথা! মহাশয়, সত্য বটে আমি একজন সামান্য লোক; কিন্তু আপনাকে পুনরায় বলিতেছি আমার অন্তঃকরণ নীচ নহে—সত্য বলিতে কি আপনার কথায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। আপনি ব্যারণ্ জারনিনের নিকট আবেদন করিলেই চিত্রখানি পাইবেন—আর যে সার্দ্ধ দুই সহস্র মুদ্রার কথা বলিলেন, তাহা আমি কিছুতেই গ্রহণ করিব না। আপনি যে দিবস অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটীরে পদার্পণ করিয়া চিত্রের অর্দ্ধমূল্য স্বরূপ আমাকে সার্দ্ধ দুইশত মুদ্রা অগ্রিম দিয়াছিলেন,

সেই দিবস হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। চিত্রখানি সম্পূর্ণ করিয়া, আমি দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিলাম : জুলিয়ান্ আলপ্স পার্ব্বত্য বিভাগে কতকগুলি বিস্ময়কর ঘটনা হইয়াছিল—সেই ঘটনাগুবি না হইলে ব্যারণ্ জারনিন্ অদ্যাবধি সেই পামরদিগের দুর্গে বন্দী থাকিতেন ; এক্ষণে ব্যারণ্ আমার একজন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ; সুখের কথা, আপনি সাহায্য না করিলে আমি হয়ত বহুপূর্ব্বে অনাহারে মারা যাইতাম। মহাশয়ের নিকট আমি কতদূব কৃতজ্ঞ তাহা বলিয়া প্রকাশ করা আমার ক্ষমতাতীত।'

বৃ। আমি তোমার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, আচ্ছা এতক্ষণ তুমি কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, কিন্তু কার্য্যে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছ ?

অ। কি করিতে হইবে বলুন। আমার স্থির বিশ্বাস যে মহাশয়ের ন্যায় সদাচার ব্যক্তি আমাকে কোন অসৎ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিবেন না।

বৃ। কোন প্রতাপশালী রাজার দুহিতা এই দুর্গে সম্প্রতি অবস্থিতি করেতেছেন ; আমি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী—তুমি কি তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়াছ ?

অ। শুনিয়াছি যে একজন বিদেশীয় রাজার কন্যা রজেন্থাল দুর্গে রহিয়াছেন, তবে তিনি কে বা কোন দেশ হইতে আসিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু শুনি নাই।

বৃ। উত্তম কথা ; দেখ রাজকুমারীর নাম ধাম জানিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই—জানিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইও না। তোমাকে আমি বিশ্বস্ত চিত্তে একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, লর্ড রজেনথাল্ রাজকুমারীকে সম্প্রতি কতকগুলি অপ্রিয় সংবাদ দিয়াছেন এবং রাজকুমারীও সেই অশুভ সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিমর্ষ হইয়াছেন। এরূপ সময়ে তাহার একজন বন্ধুর আবশ্যক হইয়াছে—সে বন্ধু তোমাকে হইতে হইবে।

অ। আমি তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য শমিত করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু কি কি করিতে হইবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

বৃ। দেখ, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তোমাকে সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে—আমি যে তোমাকে কোন পরামর্শ দিয়াছি একথা যেন তিনি কিছুতেই না জানিতে পারেন—সাবধান। তোমাকে সাবধান করিয়া দিবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—সমস্ত কথা পরে জানিতে পারিবে।

অ। আমি অদ্যাবধি মহাশয়ের নাম জানিতে পারি নাই।

বৃ। জানিবার প্রয়োজন কিছু মাত্র নাই।

অ। জানিলে সুখী হইতাম ; তাহা হইলে প্রত্যহ জগদীশ্বরকে উপাসনা করিবার সময় আপনার নাম গ্রহণ করিতাম।

ব্র। (বিরক্তির সহিত) উপাসনা! যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, কথায় ব্যাঘাত জন্মাইও না। যদি তোমার যথার্থ প্রত্যুপকার করিবার মানস থাকে তাহা হইলে আমি যেরূপ বলিব সেইরূপ কার্য্য করিবে—পুনরায় বলিতেছি রাজকুমারী যেন কোন উপায়ে না জানিতে পারেন যে অপর লোকের—অর্থাৎ আমার অনুরোধে তুমি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ—সাবধান।

অ। আপনার আদেশ মত কার্য্য করিব—নিশ্চিন্ত থাকুন, কিন্তু রাজকুমারীর সহিত আমার পুর্ব্ব পরিচয় নাই, হয়ত তাঁহাব সহিত কথোপকথন করা দূরে থাক, সক্ষাৎ ও হইবে না; সে স্থলে তিনি কিরূপে বুঝিবেন যে আমি তাঁহার হিতাকাঙ্খী—

ব্র। স্থির জানিও ঘটনাক্রমে তোমার সহিত রাজকুমারীর সক্ষাৎ হইবে এবং তিনি সেচ্ছায় তোমাকে তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনাইবেন। অধিক কি অদ্য রজনী যোগে—আর দুই ঘণ্টা সময় পরে—তিনি দুর্গের এই ভাগে একাকী পদ চারণা করিবেন তুমিও সেই সময় উপস্থিত থাকিও, পরে যেরূপ বলিলাম, নিশ্চয় ঘটিবে জানিও। এই বলিয়া আগন্তুক দ্রুত পাদ বিক্ষেপে চলিয়া যাইলেন। অটো তাঁহাকে দু একটী প্রশ্ন করিবার মানস করিয়াছিল, কিন্তু সময় পাইল না—কারণ আগন্তুক মুহুর্ত্ত মধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার কিছু পরেই লুক্রজা বর্জিয়া লর্ড রজেন্থালের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল; সম্মুখেব মেজের উপর তাহার নামে একখানি পত্র পড়িয়াছিল—লুক্রজা পত্র খুলিয়া পাঠ করিল—

"তোমার ভ্রাতা সমূহ বিপদে পতিত হইয়াছে; কিন্তু লর্ড রজেন্থাল্ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত নহেন। যদি কোন নির্ভীক, কৌশলজ্ঞ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি তোমার পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তোমার ভ্রাতা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এরূপ একজন লোক এই দুর্গেই অবস্থিতি করিতেছে; বোধ হয় তুমি তাহার নাম ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবে। দুই ঘণ্টা পরে সেই ব্যক্তি দুর্গের পশ্চিম ভাগে বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত যাইবে; তুমি ও সেই সময় উক্ত স্থানে যাইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবে ও তোমার ভ্রাতার বিষয় উল্লেখ করিবে। কিন্তু সাবধান, তোমার নাম প্রকাশ করিও না; তোমাদের নাম শুনিলে সে সর্পাহত ব্যক্তির ন্যায় শিহরিয়া উঠিবে—কারণ অটো ধর্ম্ম চর্চ্চা করে। সে তোমার সম্বন্ধে এই মাত্র জানে যে তুমি রাজতনয়া; কেম্বার্গ পান্থশালায় অটো সিজারকে দেখিয়াছে; কিন্তু সে যে তোমার ভ্রাতা তাহা সে জানে না। পত্র খানি পাঠ করিয়াই অগ্নিতে বিক্ষেপ করিবে; আর আমি কি কোন লোক, যে তোমাকে এই পত্র লিখিয়াছে, অটো যেন ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না। তোমাদের বন্ধু।"

লু। বন্ধু! বর্জিয়াদিগের কি এই জগতে কেহ বন্ধু থাকিতে পারে? লেখক যদি আমাদের বন্ধু হইবে, তবে স্বনাম গোপন করিবে কেন? কিন্তু পত্রখানি পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে লেখক আমাদের হিতাকাঙ্খী, কারণ অটো সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কষ্ট সহিষ্ণু; না হইলে সে কখন ব্যারণ্ জারনিন্‌কে কারামুক্ত করিতে পারিত না। লেখক লিখিতেছে যে অটো ধার্ম্মিক সুতরাং আমাদের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিবে। অটো ধার্ম্মিক হইতে পারে, কিন্তু সে কি রমণীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয় না? অটো কি রূপের উপাসক নহে? রূপবতী স্ত্রীলোকের প্রেমজালে একবার জড়াইলে কোন পুরুষ পলাইতে পারে বা বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা করে? কালের গতিতে আমরা রাজ্যধন হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু লুক্রজা বর্জিয়ার জগদ্বিখ্যাত রূপ এখন ও একতিলও কমে নাই—লুক্রজা এখনও সেই জগদ্বিখ্যাত রূপের গর্ব্ব করিতে পারে। আমার স্থির বিশ্বাস আমি অটোকে করগত করিতে সক্ষম হইব এবং সে নিশ্চয় আমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া সিজারকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অদ্য মধ্যাহ্নে এই দুর্গে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এখনও তাহার মুর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে! এতক্ষণ আমি তাহারই বিষয় ভাবিতেছিলাম! ভিয়েনার বিচারালয়ে আমি প্রথম অটোকে দেখিয়াছিলাম; সেই দিবস হইতেই তাহার সুন্দর মুখাকৃতি, আঁখিদ্বয় ও অঙ্গসৌষ্ঠব আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। অদ্য তাহাকে দেখিয়া অধিকতর সুন্দর বোধ হইল; যদিও সেই সময় আমার মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল তথাচ অটো আমাকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছিল। যদি সে আমার সুগঠিত অবয়ব দেখিয়া বিমোহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সে অনতিবিলম্বে আমার ক্রীতদাস হইবে এবং আমার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবে। "অটো, ধর্ম্ম চর্চ্চা করে!" হা হা হা—এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম কোথায়? বন্য জন্তুকে গৃহপালিত করা কি অসম্ভব—দেখি হারি কি পারি।

## সপ্তম অধ্যায়।

রজনী চন্দ্রিকাশালিনী—উপরে বিস্তৃত আকাশ নক্ষত্রখচিত। লুক্রজা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, তাহার অজ্ঞাতনামা বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী, দুর্গের পশ্চিম ভাগে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইল। তাহার মস্তক উন্নত, পাদ বিক্ষেপ গর্ব্বিত—দেখিলে বোধ হয় তাহার হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস যে সে অতি সহজে অটোকে হস্তগত করিতে পারিবে।

স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা বিবর্জ্জিতা লুক্রজা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিল অটো দুর্গ প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; পাপিয়সীর রূপ ভুবনমোহিনী—

Eng. O.T.F.

তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়।

হৃদয় গরলে পরিপূর্ণ; লুক্রজা জানিত যে শত শত, সহস্র সহস্র পুরুষ তাহার সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল; লুক্রজা যে কোন আজ্ঞা করিত তাহারা সাহ্লাদে সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া কত শত লোক কত শত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া কত শত লোক মোহাক্রান্ত হইয়া, সাহ্লাদে কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়াছিল। লুক্রজা সে সকল বিষয় ভুলে নাই; কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে লুক্রজা বিলক্ষণ বুঝিত; সুতরাং আবশ্যক মতে সে কোন পুরুষের সহিত কর্কশ ভাবে কথা কহিত, কাহার সহিত সুললিত কণ্ঠস্বর ছড়াইয়া আলাপ করিত: কাহার সহিত প্রেমোচ্ছ্বাস পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিত; আবার অশ্রুপাত করিয়া কাহার বা সর্ব্বনাশ করিত!

পাঠক! রাক্ষসী সরলহৃদয় অটোকে কি উপায়ে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিবে এবং সেই চেষ্টা কতদূর সফল হইবে, দেখিবেন চলুন।

অটো তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল; সেই সময় তাহার মনে কত শত প্রশ্ন উদয় হইতেছিল! রাজতনয়া কে? যে শ্যামামূর্ত্তি বৃদ্ধ তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনিই বা কে? কিজন্য তিনি গুপ্তভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন? রাজকুমারী কিরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন? এই সকল কথা অটো মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, এমন সময় লুক্রজা তাহার নিকট উপস্থিত হইল। দেশাচার অনুযায়ী অটো তাহার সম্মানার্থ মস্তক হইতে টুপি উঠাইয়া লইল; লুক্রজা তৎক্ষণাৎ বিনয় নিন্দিত স্বরে বলিল "মেসার পিয়ানাল্লা, তোমার সৌজন্য ও ভদ্র আচরণের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি"।

অ। আপনি আমার নাম কিরূপে জানিলেন?

লু। কেন, কিছু পূর্ব্বে তোমার সহিত কি সাক্ষাৎ হয় নাই? আমি স্ত্রীলোক কিন্তু স্ত্রীলোক হইয়াও, আমাদের জাতি সুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিতেছি যে তোমার সুন্দর মুখাকৃতি একবার দেখিলে, কখন ভুলিতে পারা যায় না; সে যাহাই হউক যদি তোমার কোন বিশেষ কার্য্য না থাকে তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সম্মুখস্থ উদ্যানে বায়ু সেবন করিতে আপত্তি আছে কি?

অ। আপত্তি! কিছুমাত্র না।

লু। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! রজেনগাল্ দুর্গের উন্নত শিখরদেশ জ্যোৎস্নালোকে কি অপূর্ব্ব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! মেসার পিয়ানাল্লা, তোমাদের মাতৃভূমি পূর্ব্বে বীরত্বের আকর ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু হায়, অধুনা জারম্যানিতে বীরত্বের পূর্ব্বের সে আদর আর নাই!

অ। আপনি জারম্যান্ চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই; যদি পৃথিবীর কোন দেশে বীরত্বের আদর থাকে সে আদর জারম্যানিতে আছে; দুষ্টলোককে দমন, সহায় হীনকে

সাহায্য, উৎপীড়িত ব্যক্তিকে উৎপীড়কের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে, জারম্যান্ মাত্রেই প্রস্তুত।

লু। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য হইতে পারে এবং এরূপ ভাবিও না যে আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করিতেছি; কিন্তু আমি এক্ষণে সেই বীরত্বের, সেই পরোপকারিতার প্রমাণ দেখিতে চাহি। হায়, অটো, হয়ত তুমিই ভ্রান্ত; জারম্যানিতে ব্যক্তি বিশেষ আছেন, যিনি নিশ্চয় অপরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন, নচেৎ তুমি বহুবিধ বিপদ অতিক্রম করিয়া ব্যারণ জারনিন্‌কে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতে না। আমি জানি জারম্যান জাতি, কি সভ্যতায়, কি বিদ্যা উপার্জ্জনে, কি রণ কৌশলে, কি রূপে, পৃথিবীর সমগ্র সভ্য জাতিগণের সমকক্ষ; কিন্তু তোমাদের জাতীয় ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টান্ত দেখিলে নিশ্চয় বলিতে হইবে যে তোমাদের বীর প্রসবিনী দেশ হইতে পূর্ব্বকালের বীরত্ব লোপ পাইতেছে। দেখ, আমি উচ্চকুলোদ্ভবা, রাজবংশে আমার জন্ম; কিন্তু অবস্থা গুণে আমি ও আমার ভ্রাতা তোমাদের দেশে অসহায় হইয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম—কিন্তু তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে? জনৈক স্বেচ্ছাচারী ভূস্বামী ভ্রাতাকে প্রবল প্রতাপশালী জারম্যান্ সম্রাটের অতিথি জানিয়াও স্বচ্ছন্দে বলপূর্ব্বক বন্দী করিল, অথচ অদ্যাবধি একজন ও তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর বা যত্নবান হইল না! আমি ভ্রাতার ভগ্নী, সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারিবে যে আমার মনের অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। পর দুঃখে কাতর কোন ব্যক্তি যে আমার ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিবে সে আশা নাই—হায় হায়!

অ। আপনার কি এইরূপ ধারণা যে লর্ড রজেন্‌থাল্ কিম্বা অপর কেহ আপনার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না?

লু। বোধ হয় না; অন্ততঃ, লর্ড রজেন্‌থাল্ সম্প্রতি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন।

অ। কি আশ্চর্য্য! দুর্ব্বৃত্ত কাউন্ট ম্যানফ্রেড্ সম্রাট ও লর্ড রজেন্‌থালের অতিথিকে বলপূর্ব্বক বন্দী করিতে সাহস করিয়াছে; সে স্থলে লর্ড রজেন্‌থালের এই মুহূর্ত্তে সসৈন্যে কাউন্টের দুর্গ আক্রমণ করিয়া আপনার ভ্রাতাকে উদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

লু। লর্ড রজেন্‌থাল্ বলিলেন যে তিনি কাউন্টের যথেচ্ছাচারিত্বের কথা সম্রাটকে লিখিয়াছেন এবং সম্রাটের আদেশ মত কার্য্য করিবেন; লর্ড রজেন্‌থাল্ ভীরু নহেন, কিন্তু তিনি কাউন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে অনিচ্ছুক—তবে তিনি কাউন্টকে তাঁহার গর্ব্বিতাচরণের জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং পত্র পাইবা মাত্র ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন; কিন্তু ইহা নিশ্চয় কাউন্ট কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন না—হায়, লর্ড রজেনথাল্ সম্রাটকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার উত্তর আসিতে প্রায় তিন চারি সপ্তাহ সময় লাগিবে। তত দিবস ভ্রাতাকে বন্দী থাকিতে হইবে—হয়ত

দুর্দ্ধর্ষ কাউণ্ট তাহাকে ভয়ানক কষ্ট দিবে—আর আমি এই স্থানে যন্ত্রণায় ছটফট করিব। অটো। জারম্যানির পূর্ব্ব গৌরব, জারম্যান্‌দিগের পূর্ব্ব বীরত্ব আছে কিরূপে বলিতে পারি? এক দিকে দেখ, একজন সেচ্ছাচারী কাউন্ট বিনা কারণে আমার ভ্রাতাকে বন্দী করিল, অপর দিকে দেখ যে লর্ডের অতিথি স্বরূপ ভ্রাতা আসিতে ছিল, তিনি ভয়ানক অপমানিত হইয়াও, অতিথিকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না।

অ। বিনা কারণে রক্তপাত করা সভ্য জগতের নিয়ম বহির্ভূত, কিন্তু লর্ড রজেন্‌থাল্‌ যখন তাঁহার অতিথির উদ্ধারের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন নাই তখন তিনি নিশ্চয় ভীরু। হায়, আমার যদি ক্ষমতা থাকিত—

লু। তাহা হইলে তুমি আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভ্রাতার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে। অটো, তোমার মনোগত ভাব ঠিক ব্যক্ত করিয়াছি কি না বল? অটো, অদ্য হইতে তুমি আমার বন্ধু হইলে, এক্ষণে বল, ভ্রাতাকে উদ্ধার করিবে?

সুতরাং তখন বীণানিন্দিত স্বর ছড়াইয়া অটোর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল "অটো তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে কি না"?

অ। আমি সত্য বলিতেছি, আমার যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে—

লু। অটো, যদি কোন লোক কোন দুরূহ অথচ সৎকার্য্য সাধন করিতে উদ্যম করে জগদীশ্বর তাহাকে সহায়তা করেন। কেন বলিতে পারি না—তোমার সহিত কথা কহিয়া আমার হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। অটো, তোমার অন্তঃকরণ উচ্চ—এ সম্বন্ধে তুমি মুকুটধারী সম্রাটগণের সমকক্ষ। প্রিয় অটো, তুমি আমার বন্ধু ও ভ্রাতা।

সুতরাং তখন আর এক পদ অগ্রসর হইল, ধীরে ধীরে স্বীয় মস্তক অটোর বক্ষোপরি রক্ষা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অ। রাজকুমারী, বিপদ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়; আপনি বিহ্বল হইবেন না। আপনার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিবার যদি কোন উপায় থাকে বলুন, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব; এই দণ্ড হইতে আপনার পক্ষ অবলম্বন করিলাম—যেরূপ আজ্ঞা করিবেন প্রতিপালন করিব।

লু। হায়, তোমার নিকট চির জীবনের জন্য ঋণী হইলাম; তোমার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। লুক্রুজা তখন চতুরতার সহিত মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া, অটোর বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া, তাহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। অটো রমণীর সুন্দর—অতি সুন্দর মুখকান্তি দেখিতে লাগিল; মুখ বিমর্ষ-ভাবাপন্ন—লুক্রুজা সুন্দর অভিনেতৃ। সুন্দর চন্দ্রালোকে অটো তাহার মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখিতে পাইল; সুন্দর বিলোল আঁখিদ্বয় হইতে শুভ্র মুক্তার ন্যায় অশ্রুকণা ঝরিতেছে; নিবিড় কুন্তলরাশি জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

লৌহনির্ম্মিত অন্তঃকরণও সে মুখ লাবণ্য দেখিলে দ্রবীভূত হয়—অটোর চিত্তচাঞ্চল্য জন্মাইল; লুক্রজা প্রথমে তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কথা কহিতেছিল; তাহার পর চতুরা তাহার মস্তক অটোর স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়াছিল—অবশেষে তাহার গণ্ডদেশ অটোর ওষ্ঠদ্বয়ের সান্নিধ্যে আসিল!

এক মুহূর্ত্তের জন্য অটো—ধার্ম্মিকপ্রবর অটো—আপনহারা হইল—এমন কি সেই সর্পিনীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে তাহার ইচ্ছা হইল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার সহধর্ম্মিণী সুন্দরী নাইনার নাম স্মরণ করিয়া, অটো বহুকষ্টে মোহজাল হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া বলিল "আমাকে আত্মশ্লাঘী ভাবিবেন না; কি করিলে আপনার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিতে পারিব বলুন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি"। লুক্রজা ঈষৎ গর্ব্বিত ভাবে বলিল "আচ্ছা, আগতকল্য পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে"। এগার ঘটিকার সময় আমি চিত্রশালায় থাকিব; আপনার কি সেখানে আসিবার সুবিধা হইবে"? অটো বলিল "আমি পূর্ব্বেই আপনার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি"। লুক্রজা বলিল "তবে এক্ষণে আমার কক্ষে চলিলাম; কিন্তু স্মরণ রাখিও আমি তোমাকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসি, তুমিও আমাকে ভগ্নীভাবে গ্রহণ করিবে"। এই বলিয়া লুক্রজা তাহার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিল: দেশাচার অনুরোধে অটো তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া স্বীয় শয়নাগার অভিমুখে যাইল—লুক্রজা তখন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল "আচ্ছা, প্রথম আক্রমণে তোমাকে পদানত করিতে পারিলাম না, কিন্তু, অটো, স্থির জানিও লুক্রজা বর্জিয়ার রূপ অতি শীঘ্র তোমাকে তাহার ক্রীতদাস করিবে।"

সে দিবস অটোর ভয়ানক কায়িক পরিশ্রম হইয়াছিল; লুক্রজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অটো শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অটো ভাবিল আমি একজন সামান্য লোক মাত্র; অথচ লুক্রজা তাঁহার ভ্রাতার উদ্ধরার্থ কি জন্য আমাকে অনুরোধ করিল? আমি রজেনথাল্ দুর্গে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি মাত্র, রমণী কে তাহা আমি জানি না কেবল মাত্র শুনিয়াছি যে তিনি রাজার দুহিতা। আমার সৈন্য সামন্ত নাই, অর্থ বল নাই, অথচ সেই অজ্ঞাত নাম্নী রাজকুমারী আমাকে এরূপ ভাবে অনুরোধ করিল, যেন আমার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার বিপন্ন ভ্রাতার মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই! অথচ কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি সেই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব, তৎসম্বন্ধে ও তিনি কোন স্থির মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা কাউণ্ট ম্যান্‌ফ্রেডের দুর্গে বন্দী হইয়াছে—সে সুদৃঢ় দুর্গ, সর্ব্বদা প্রহরীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত; অসংখ্য সৈন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে বলপূর্ব্বক দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অসম্ভব—তাহার ভ্রাতাকে উদ্ধার করা দূরের কথা"। অটো পুনরায় ভাবিল "যে লোকে বিপন্ন হইলে যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহারই শরণাপন্ন হয়—

বিপদে ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতি কয়জনের থাকে? হয়ত রাজতনয়া ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন? কিন্তু, তাহার কথাবার্ত্তা অভিনব ধরণের—যেন প্রতি কথায় কোমল প্রেম পরিপূর্ণ ভাব রহিয়াছে—সে ভাব বিপন্ন লোকের ভাষায় থাকা অসম্ভব। কিন্তু যখন আমি রাজকুমারীর জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু মাত্র জানি না, তখন মনমধ্যে এরূপ সন্দেহ উদয় হইতে দেওয়াও অন্যায়"।

কিছু পরে সরলচিত্ত অটো নিদ্রাভিভূত হইল; মধ্য রজনীতে দৈত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল—মুখে সেই অমানুষিক হাঁসি। সে অপার্থিব হাস্যের অর্থ কি? উত্তর—অদ্য আর একজন মানবকে ঈশ্বরদ্রোহী সয়তান অধর্ম্মপক্ষে লইয়া যাইবে; লুক্রজা বর্জিয়ার জগৎ প্রসিদ্ধ রূপ দৈত্যের অমোঘ অস্ত্র।

দৈত্য অটোর কর্ণকুহরে মৃদুস্বরে একটী মন্ত্রোচ্চারণ করিল ও তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে অটো এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। একটী সুন্দর ফল ফুল সুশোভিত উদ্যানে অটো পদ চারণা করিতেছে; চতুর্দ্দিক চন্দ্রালোকে ধৌত হইয়া হাঁসিতেছে। শান্তিকর সুবাসিত বায়ু শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে; অটো যে পথে দাঁড়াইয়াছিল তাহার দুইপার্শ্বে নানাবিধ মনোহর সুগন্ধপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে—ক্রমে অটোর মনে এক প্রকার অঘটনীয় ভাব উদিত হইল। সুখাভিলাষ—ইন্দ্রিয় তৃপ্তিলালসা তাহাকে বেষ্টন করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অটো একটী কুঞ্জে প্রবেশ করিল—সেখানে অস্ফুট চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতেছিল সত্য, কিন্তু বৃক্ষ পল্লবে যে সহস্র সহস্র দীপ জ্বলিতেছিল তাহার আলোক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া কুঞ্জের শোভা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল—সুন্দর দৃশ্য! অটো ভাবিল সে কোন পরীর কিম্বা যাদুকরের রাজ্যে আসিয়াছে। ক্রমে তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; পরিশ্রান্ত হইয়া অটো একখানি কৌচে উপবেশন করিল—কৌচের সম্মুখে মেজ—মেজের উপর মদিরা পূর্ণ স্বর্ণপাত্র, সুস্বাদু ফল ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত। চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষাবলি হইতে সুকণ্ঠ নাইটিঙ্গেল্-কুল কণ্ঠস্বর ছড়াইয়া সকলকে মাতুয়ারা করিতেছে—অটো আর থাকিতে পারিল না, একপাত্র সুরা ঢালিয়া পান করিল; পর মুহূর্ত্তেই হৃদয় উন্মত্তকারী বামাকণ্ঠ নিসৃত সঙ্গীত লহরী তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অটো গায়িকাদিগকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু কে যেন তাহাকে বলিল এবং তাহারও অনুমান হইল যে গায়িকাদিগের রূপ লাবণ্য অপ্সরীনিন্দিত। অটো অত্যন্ত উত্তেজিত ও উল্লাসিত হইল; দৈত্য তখন আর একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিল; পর মুহূর্ত্তেই অটো একটী রমণীকে দেখিতে পাইল; রমণী পরমা সুন্দরী; কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া সে এক এক পদ করিয়া অটোর দিকে অগ্রসর হইল—রমণী অপর কেহ নহে, অটোর নব পরিচিত রাজকুমারী, পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত লুক্রজা বর্জিয়া।

উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিল; রমণী তখন অটোর প্রতি প্রেম পরিপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিল; পরে অস্ফুট অথচ শ্রুতি মধুর স্বরে জানাইল যে সে অটোর রূপে বিমোহিত হইয়াছে—অটো মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আপনহারা হইল। রমণী তখন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল—এক মুহূর্ত্তের জন্য অটোর আত্মবিস্মৃতি হইয়াছিল; পর মুহূর্ত্তেই জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া সে উঠিয়া বসিল—পলকের মধ্যে রমণী ও স্বপ্নজাত উদ্যানের দৃশ্যাবলি অন্তর্দ্ধান হইল।

অটো ভাবিল "কি অদ্ভুত স্বপ্ন! রাজতনয়ার হস্তধারণজনিত হৃৎকম্প এখনও অনুভব করিতেছি! এখনও মনে হইতেছে যেন সে আমাকে চুম্বন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে!! আমাকে কুপথগামী করিবার নিমিত্ত সয়তান নিশ্চয় এইরূপ প্রলোভন দেখাইতেছে; কিন্তু এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার মনস্কামনা কখনই সিদ্ধ হইবে না, কারণ আমার জগদীশ্বরে বিশ্বাস আছে—তাঁহার কৃপায় মানব সকল প্রকার দারুণ ও ভয়াবহ বিপদ হইতে হাসিতে হাসিতে উত্তীর্ণ হয়। ধার্ম্মিক প্রবর অটো তখন গৃহতলে জানুপাতিয়া উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে জগৎপিতাকে স্মরণ করিয়া স্তব করিল।

বেলা ১১ ঘটিকার সময় অটো অঙ্গীকার অনুযায়ী, চিত্রশালায় যাইয়া রাজতনয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিল; স্বপ্নের কথা তখন তাহার স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। যখন সে নিদ্রাভিভূত ছিল তখন তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও সঙ্গত বিচার করিবার ক্ষমতা সকলই সুষুপ্ত ছিল; সয়তান ও সুযোগ বুঝিয়া সেই সময় তাহাকে স্বপ্নাভিভূত করিয়াছিল—অভিপ্রায়, যাহাতে সে লুকুজা রাক্ষসীর রূপে মোহিত হইয়া কুপথগামী হয়। কিন্তু যখন অটো চিত্রশালায় প্রবেশ করিল তখন স্বপ্নের বিন্দু বিসর্গও তাহার মনে ছিল না।—

চিত্রশালা লর্ড রুজেন্থালের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আলেখ্যে সুশোভিত ছিল। দেওয়ালের স্থানে স্থানে শিরস্ত্রাণ, ফলক, চর্ম্মাবরণ, ঢাল, কবচ, জঙ্ঘাত্রাণ, লৌহদস্তানা, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ঝুলিতেছিল; গৃহতলের দুই চারি স্থানে স্তম্ভের উপর আপাদমস্তক বর্ম্ম আচ্ছাদিত কাষ্ঠনির্ম্মিত মনুষ্য প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়।

অটোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদিও স্বপ্ন সত্য হয় এবং যদিও রাজকুমারী যথার্থ তাহার প্রেমপ্রার্থিনী হয়, তথাপি সে কখন তাহার নির্ম্মল চরিত্র কলুষিত হইতে দিবে না; রাজকুমারী যে অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী অটো তাহা জানিত; কিন্তু তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে সে কিছুতেই তাহার রূপে মোহিত হইয়া কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন না।

অটোকে দেখিবা মাত্র লুকুজা সহাস্য বদনে তাহার দিকে অগ্রসর হইল এবং বীণা-নিন্দিত স্বরে তাহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। অটো ঈষৎ মস্তক অবনত করিয়া

স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল ; লুক্রজা তখন বলিল " অটো, তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠিক আসিয়াছ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি " ; এই বলিয়া লুক্রজা তাহার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিল—অটো তাহার সম্মানার্থ হস্ত চুম্বন করিল।

লু। তুমি নির্দ্দিষ্ট সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি তোমার অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্য্য করিবে।

অ। আপনি মনে মনে এমন কোন উপায় স্থির করিয়াছেন যাহা অবলম্বন করিলে আপনার ভ্রাতা মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ? আমি এই সম্বন্ধে বিস্তর ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারি নাই। প্রথমতঃ একক কাউন্টের দুর্গ ভেদ করা দুরূহ—অসম্ভব ; দ্বিতীয়তঃ, যদিও কোন ছলে দুর্গাভ্যন্তরে যাইতে পারি, সম্ভবতঃ আপনার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ; এবং তৃতীয়তঃ যদিও সাক্ষাৎ হয়, কি উপায়ে তাঁহাকে দুর্গের বহির্দ্দেশে আনিতে পারিবে ? নিশ্চয় তিনি দিবানিশি প্রহরী বেষ্টিত আছেন। আমি বাস্তবিক কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।

লু। বল প্রয়োগ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব স্বীকার করি ; কিন্তু জগতে বুদ্ধি ও চতুরতার সাহায্যে বিস্তর দুরূহ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। যে লোক দুর্গম জুলিয়ান্ আলপ্স্ ভেদ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে ব্যারণ্ জারনিনকে কাপুচিন্‌দিগের দুর্গ হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সে লোক চেষ্টা করিলে নিঃসন্দেহ কাউন্টের দুর্গে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আপনি যদি কোন উপায়ে ভ্রাতাকে পত্র প্রেরণ করিবার ও পত্রের উত্তর পাইবার সুবিধা করিতে পারেন, তাহা হইলে, অবিলম্বে তাহার কারামুক্তি হইবে। তাহাও যদি না হয়, এই যে ক্ষুদ্র কাগজের মোড়কটী আমার হস্তে রহিয়াছে এই মোড়কটী তাহার হস্তে দিতে পারিলে, নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

অ। এ ভার আমি স্বচ্ছন্দে লইতে পারি—জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয় দিব, কিন্তু এ মোড়কটী আপনার ভ্রাতা নিশ্চয় পাইবেন। লুক্রজা মোড়কটী দিবার সময়, তাহার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিল—সে দৃষ্টি নিক্ষেপের অর্থ প্রেমিক ভিন্ন অপর কাহার হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। অটোর পুনরায় স্বপ্নের কথা মনে পড়িল—তখন সে শিহরিয়া লুক্রজার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া দাঁড়াইল, লুক্রজা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল।

অ। আপনাকে একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি ; আপনার কি স্থির বিশ্বাস যে এই ক্ষুদ্র মোড়কটীর সাহায্যে আপনার ভ্রাতা স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন ? মোড়কের ভিতরে কি আছে জানি না ও জানিতে ইচ্ছা করি না। তবে আপনি যদি স্থির জানেন যে এই ক্ষুদ্র মোড়কের সাহায্যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাহা হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে ; আপনার স্মরণ থাকিবে যে আমি মোড়কটী আপনার ভ্রাতার হস্তে

দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি ; কিন্তু যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় এবং আমি কাউন্ট কর্ত্তৃক ধৃত হই, তাহা হইলে কাউন্ট সম্ভবতঃ আমার প্রাণ দণ্ড দিবে। অঙ্গীকার পালনার্থ আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুৎ আছি, কিন্তু—

লু। নিশ্চয় জানিও যে যদ্যপি কোন উপায়ে তুমি এই মোড়ক আমার ভ্রাতার হস্তে দিতে পার তাহা হইলে নিঃসন্দেহ কার্য্য সিদ্ধি হইবে। মোড়কের ভিতরে কি আছে তাহা আমি এই দণ্ডেই বলিতাম, কিন্তু কোন বিশেষ গূঢ় কারণ থাকায় সম্প্রতি বলিতে পারিলাম না—তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—

অ। আমি মোড়ক সম্বন্ধে অধিক কথা শুনিতে চাহি না। মোড়কের কার্য্য সাধকতা সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস থাকিলেই যথেষ্ট হইল ; এক্ষণে আমি পুনরায় বলিতেছি যে এই মোড়ক আপনার ভ্রাতার হস্তে দিব, না পারি, কাউন্টের কোপানলে পতিত হইয়া দণ্ডিত হইব, তজ্জন্য একতিলও দুঃখিত হইব না।

লু। অটো তোমার অন্তঃকরণ যে কতদূর উচ্চ অদ্য তাহা জানিতে পারিলাম ; আমি কে এবং তুমি কাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ সে বিষয়ে তুমি অজ্ঞ। কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে যদি পুনরায় আমাদের সুসময় হয়, তাহা হইলে তুমি আশাতীত পুরস্কার পাইবে—আমি কৃতজ্ঞ কি না তখন জানিতে পারিবে।

অ। আমি সে পুরস্কার প্রার্থনা করিনা। আপনি জানিতেছেন যে দুর্বৃত্ত কাউন্ট ম্যানফ্রেড্ আপনার ভ্রাতাকে বন্দী করিয়াছে, হয়ত তাহাকে নানাবিধ যন্ত্রণা দিতেছে। সুতরাং আপনি নিশ্চয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আপনার ভ্রাতাও আপনার অদর্শনে ভয়ানক মনোকষ্ট পাইতেছেন—সে স্থলে যদি আমার সাহায্যে তিনি স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাহাপেক্ষা অধিকতর সুখের বিষয় কি হইতে পারে—অন্ততঃ আমার পক্ষে। সেই সুখই আমার পক্ষে প্রচুর ও আশাতীত পুরস্কার হইবে।

লু। অটো, তোমার কথা শুনিয়া আমি কতদূর প্রীত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। অটো, কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি—তুমি কি জন্য আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ এবং কিজন্য তুমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ? আমার ভ্রাতা তোমার বন্ধু নহে—ভ্রাতা তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ; তবে তুমি আমাকে দেখিয়াছ, আমার সহিত কথোপকথন করিয়াছ—আমি তোমাকে আমার প্রিয়তমবন্ধু—ভ্রাতা—বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। আমার ভ্রম হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তুমি আমারই জন্য আমার ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ। কিন্তু অটো, যে যুবক কোন সম্ভ্রান্ত রমণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে সে, স্বেচ্ছায় প্রেমের শৃঙ্খল গলদেশে ধারণ করে এবং সেই রমণীর মনোগত ভাব জানিতে চেষ্টা করে ; কি করিলে সে সুখে থাকে এবং তাহার প্রতি প্রসন্ন হয় সেই চেষ্টা

করে—সত্য কি না ? এবং যদি সেই রমণীর মন উদার ও উচ্চ হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই স্বীয় সামাজিক পদ মর্য্যাদা ভুলিয়া যায় ; সত্য বলিতে কি তাহার কৃতজ্ঞতা অকৃত্রিম ভালবাসায় পরিণত হয়।

অ। আপনি কি বলিতেছেন ? আমার এমন সাহস নাই—

লু। চুপ ; অটো, সাহসের কথা উল্লেখ করিও না। তোমার ন্যায় সুপুরুষ, তোমার ন্যায় সাহসিক, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর রমণীগণের প্রেম স্বচ্ছন্দে প্রার্থনা করিতে পারে। তবে শুন—কিছুকাল পূর্ব্বে ভিয়েনার কোন স্থানে আমি তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম এবং তোমার সুন্দর মুখকান্তি দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিমোহিত হইয়াছিলাম। তাহার পর কতকাল অতীত হইয়াছে, আমিও দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছি ; কিন্তু আমার কথা অবিশ্বাস করিও না—আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই ; প্রত্যহ তোমার কথা ভাবিয়াছি—পলাইও না—আমার কথা শেষ হইতে দাও। তার পর যখন কল্য দুর্গ প্রাচীরের নিকট তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তখন মনে মনে যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলে আমি তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইলাম—তখন আমি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলাম ; তাহার পর কিয়দ্দূর যাইয়া ফিরিয়া দেখি, তুমি আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছ—দেখিয়া অন্তঃকরণে সাহস হইল। দেখ অটো, মুকুটধারী সম্রাটগণ আমার প্রণয়প্রার্থী হইয়া আমার চিত্তবিনোদন করিবার জন্য, আমাকে গোপনে কত মিষ্টকথা শুনাইয়াছে ; যে সকল গর্ব্বিত রাজকুমার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভূতলে পদক্ষেপ করিতে চাহেন না, তাঁহারাও আমার সম্মুখে জানুপাতিয়া বসিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছে ; বিখ্যাত যোদ্ধাগণ আমার মুখোচ্চারিত একটী কথা শুনিবার জন্য তোষামোদ করিয়াছে ; তাহাদের কথা শুনিয়া মনে মনে আমার অহঙ্কার হইত সত্য, কিন্তু আমি এক দিনের জন্যও আত্মহারা হই নাই ; কিন্তু অটো, কাল যখন তুমি আমার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলে, তখন আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না—মনের মধ্যে নানাবিধ ভাবের উদয় হইল ; সন্ধ্যার সময় একটী নিভৃত স্থানে যাইয়া তোমার বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম, সৌভাগ্যক্রমে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তুমি আমাকে অভিবাদন করিবা মাত্র আমি তোমার সহিত কথোপকথন করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলাম ; ক্রমে আমি হৃদয়ের কপাট খুলিয়া আমার দুঃখের কাহিনী তোমাকে শুনাইলাম, তুমিও স্বেচ্ছায় আমার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিবার ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিলে। আমার স্বভাবতঃ ধারণা হইল যে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সেই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, সুতরাং আমার বিশ্বাস হইল যে তুমি আমার প্রণয় প্রার্থী। অটো, যদি আমার কোন ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে

আমার বহুদিবসের সঞ্চিত আশা ছিন্ন ভিন্ন হইবে, আমার সুখস্বপ্ন ঘোর দুঃখে পরিণত হইবে। কিন্তু আমার ভ্রম হয় নাই, অটো তুমি আমার কথা শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিতেছ? না—কখনই হইতে পারে না—অসম্ভব। অটো, বল তুমি আমাকে ভালবাস কি না?

লুক্রজা তাহার পর অটোর বাহুদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মস্তক রক্ষা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অটো দৃঢ়তা অথচ নম্রতার সহিত ধীরে ধীরে আপনাকে তাহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া বলিল "রাজকুমারি, আপনার কথা শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছি; আপনি নিশ্চয় কোন ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—কি করিলে সেই ভ্রমের অপনোদন হয়?"

লু। অটো, না—সে চেষ্টা করিও না—না।

অ। রাজকুমারি, আমার কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর; কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। কল্য আপনার প্রতি কিয়ৎক্ষণের জন্য দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া আমি নিশ্চয় অন্যায় করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি যখন নিজের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এমন কোন পুরুষ নাই যে আপনাকে দেখিলে কিয়ৎক্ষণের জন্যও না নিরীক্ষণ করে, তখন আমি বাস্তবিক ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। পরে যখন সন্ধ্যার সময় আপনার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তখন আমি অত্যন্ত অসাবধানতার সহিত কথা কহিয়াছিলাম; কারণ আপনি যে ভাবে কথা কহিতেছিলেন, আমি যদি সেই সময় আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিতাম, আপনি সম্ভবতঃ আপনার কথার ভাব পরিবর্ত্তন করিতেন এবং সম্ভবতঃ, অদ্য আপনার মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেন না, অন্ততঃ প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন আমি আপনার প্রণয়প্রার্থী নহি; সত্য বটে আমি আপনার অনুরোধে আপনার ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি এবং আমি সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্য্য নিশ্চয় করিব, কিন্তু এরূপ ভাবিবেন না যে আমি আপনাকে বিবাহ কিম্বা অন্য কোন স্বার্থ সাধন করিবার অভিপ্রায়ে সেই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। আপনি রাজতনয়া, আমি একজন সামান্য লোক; সে স্থলে আমি যদি আপনাকে বিবাহ করিবার আশা এক মুহূর্ত্তেরও জন্য হৃদয়ে স্থান দিতাম, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিতাম। রাজকুমারি, আপনি আমাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলেই আপনার পক্ষে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে।

লু। অটো, অটো, তোমার কথা শুনিয়া আমি বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছি—তোমার কোন তর্ক, যুক্তি কিছুই শুনিব না। অটো, আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি—এবং তোমাকে সেই ভালবাসার প্রতিদান দিতে হইবে; অটো, আমার আশালতা উন্মূলিত করিও না—তোমাকে অনুনয় করিতেছি—

অ। জগদীশ, আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

লু। কি করিবে? তবে শুন, যদি কোন রমণী নিজমুখে তাহার সৌন্দর্য্যের গৌরব করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে নিশ্চয় মনে মনে ঘৃণা করে। কিন্তু আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি আমার ন্যায় অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না রমণী ত্রিভুবনে অপর আর কেহ নাই—দেখ সেই রমণী স্বেচ্ছায় তোমার চরণে তাহার সৌন্দর্য্য রাশি উৎসর্গ করিতেছে—ও কি অটো, তুমি মুখ ফিরাইয়া লইলে কেন? তোমার অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া আমি ভয়ানক দুঃখিত হইয়াছি, অটো, তোমার চরণে ধরি——

রাক্ষসী তখন অটোর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়, অসাবধানতা বশতঃ তাহার বক্ষঃদেশ হইতে একটী পদার্থ গৃহতলে পতিত হইল—লুক্রেজা বর্জিয়ার অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুরীয়কের উপর সিংহের মুখ।

লুক্রেজা তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরীয়কটি উঠাইয়া লইল; অটো অঙ্গুরীয়কটি দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিল।

লু। মেসার পিয়ানাল্লা।

অ। পাপিয়সি, তুমি কে এতক্ষণে জানিতে পারিলাম। তোমার পৈশাচিক কার্য্যাবলি এবং তোমার ঐ অঙ্গুরীয়কের গল্প আমি বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। হায় হায়, আমি কি ভয়ানক অঙ্গীকার করিয়াছি—নরহন্তা সিজার বর্জিয়াকে কারামুক্ত করিতে বাক্‌দত্ত হইয়াছি!

লু। হাঁ, তুমি সত্য সত্য অঙ্গীকার করিয়াছ এবং তোমার শরীরে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তাহা হইলে তুমি সেই অঙ্গীকার রক্ষা করিবে।

অ। নিশ্চয়—যখন অঙ্গীকার করিয়াছি তখন নিশ্চয় তদনুযায়ী কার্য্য করিব, যদিও আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, আমার উদ্দ্যম সফল হইলে, একটী পিশাচ কারামুক্ত হইবে এবং সম্ভবতঃ তাহার অভ্যস্ত পৈশাচিক কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইবে। আমি যখন ভিয়েনায় ছিলাম তখন বর্জিয়াদিগের পতনের গল্প শুনিয়াছিলাম। অরসিনাইগণ সিজার বর্জিয়ার প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিয়া তোমাদের বিষ প্রস্তুতকরণের সরঞ্জাম দেখিয়াছিল—তাহার পর সাধারণে সেই কথা জানিতে পারে; আর তোমার অঙ্গুরীয়কের গল্প য়ুরোপবাসী মাত্রেই জানিতে পারিয়াছে।

লু। আমি তজ্জন্য একতিলও দুঃখিত বা ভীত নহি। দেখ, যে ব্যক্তি আমার পথের কণ্টক হইবে কিম্বা আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ করিবে, আমি এই অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে তাহার জীবননাশ করিব।

অ। তোমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত জঘন্য। আমার কথা শুন, পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে প্রবেশ কর—স্মরণ রাখিও পরে শাস্তি পাইতে হইবে।

লু। তোমাকে সে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না; আমি তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাহিনা—তোমার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ রাখিও।

অ। তোমার ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব, কিন্তু এ মোড়কটী আমি সিজার বর্জিয়ার হস্তে কখন দিব না।

লু। কি তুমি তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করিবে না।

অ। না—মোড়কের ভিতর নিশ্চয় বিষ আছে; সিজার ইহার সাহায্যে নিশ্চয় কোন নিরপরাধী লোককে শমনভবনে পাঠাইবে।

## অষ্টম অধ্যায়।

চিত্রশালা হইতে বহির্গত হইয়া অটো, সত্বর পাদক্ষেপে দুর্গের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইল এবং দুর্গপরিখার উপরের সেতু অতিক্রম করিয়া উইটেন্‌বার্গ অভিমুখে যাত্রা করিল।

কিয়দ্দূর চলিয়া অটো উইটেন্‌বার্গ সহরের প্রকাশ্য সমাধিস্থানে পৌঁছিল; যে কবরখনক সমাধিস্থান রক্ষকের স্বরূপ নিযুক্ত ছিল, সে অটোকে দেখিবা মাত্র উদ্যানের দ্বার খুলিয়া দিল।

অটোর মাতার মৃতদেহ সেই স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছিল; খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কবরের উপর ক্রশ্* থাকে; যাহাদিগের অবস্থা ভাল তাহাদিগের কবরের উপর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ক্রশ্ দেওয়া হয়; কিন্তু যে সময় অটোর মাতার মৃত্যু হইয়াছিল, তখন অটো নিঃস্ব; সুতরাং তাহার জননীর কবরের উপর একটী সামান্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্রশ ছিল।

অটো সেই কবরের পার্শ্বে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া তাহার জননীর এবং তাহার ভগ্নী আইডার আত্মার কুশলার্থ নিবিষ্টচিত্তে জগৎপিতার প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা শেষ হইলে, অটো কবরখনকের হস্তে একটী প্রস্তরের ক্রশ্ ক্রয় করিবার জন্য অর্থ দিয়া, উইটেন্‌বার্গের ধর্ম্মযাজকের বাটী অভিমুখে যাত্রা করিল। ধর্ম্মযাজক বৃদ্ধ, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য ও বিবিধ সদ্গুণ থাকায় উইটেন্‌বার্গ নিবাসী মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি বহুকাল পরে অটোকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আহার শেষ হইলে অটো বলিল "আমি জগদীশ্বরের অনুকম্পায় দরিদ্রতার বৃশ্চিক দংশন হইতে রক্ষা পাইয়াছি; আমি যাহা উপার্জ্জন করি তাহা দ্বারা আমার সকল প্রকার অভাব পূরণ হইয়াও, যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হয়; এক্ষণে যাহারা যথার্থ দীন দুঃখী তাহাদিগকে যত দূর সম্ভব সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই অভিপ্রায়ে আমি আপনার নিকট আসিয়াছি; আপনার হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যাইব; আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার মাতা ঠাকুরাণীর নামে সেই অর্থ কোন সৎকার্য্যে ব্যয়

* খৃষ্টীয় ধর্ম্মের চিহ্ন।

করিবেন।” বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া বলিলেন “লোকে সম্পদে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে না; কিন্তু সংসারে যে লোক দারিদ্র্যের জ্বালায় একবার ছটফট করিয়াছে, সে বিস্তর শিক্ষাপায়; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই শ্রেণীর লোক যদি কখন ভাগ্য সংশোধন করিতে পারে, তাহারা প্রায়ই সেই শিক্ষা অনুযায়ী কার্য্য করে না। অটো, তুমি যথার্থ উদারচেতা, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।”

পুরোহিতের নিকট বিদায় লইয়া, অটো তাহার কতিপয় পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং সন্ধ্যার সময় বাজারে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দোকান হইতে রেসমের দড়ি তিনখানি তীক্ষ্ণ উখা, এক শিশি আরক এবং তুরস্কদেশীয় ভৃত্যগণ যে পোষাক ব্যবহার করে, সেইরূপ পরিচ্ছদ ক্রয় করিল। তাহার পর একজন বিশ্বাসী বন্ধুর বাটীতে যাইয়া তাহার নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। তাহার বন্ধু শুনিয়া বলিল “না, অটো, এ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না।”

অ। তুমি আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিও না; আমি দুই জন লোকের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি যে রাজকুমারকে কারামুক্ত করিব, তাহাতে যদি আমাকে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হয় তাহাও স্বীকার। প্রথমতঃ উক্ত দুই জনের মধ্যে একজন আমার হিতকারী—তাঁহারই বদান্যতায় আমার পূর্ব্বের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। দ্বিতীয়তঃ, তিনিই আমাকে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। আমি সেই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অঙ্গীকার করিলাম।

অটোর বন্ধু আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। অটো তখন শিশি হইতে আরক ঢালিয়া মুখ, হস্তদ্বয় ও গ্রীবাদেশ ধৌত করিল—দেখিতে দেখিতে ঐ স্থানগুলির স্বাভাবিক রং পরিবর্ত্তন হইল; তাহার পর তুরস্কদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অটো দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইল—তখন সে আপনাকে আপনি চিনিতে পারিল না। ছদ্মবেশ খুব উত্তম হইয়াছে বুঝিয়া অটো যে কক্ষে তাহার বন্ধু অপেক্ষা করিতেছিল—সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহার বন্ধু প্রথমে বাস্তবিক শিহরিয়া উঠিয়াছিল। অটো বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল এখন তোমাকে দু একটী অত্যাবশ্যকীয় কথা বলিব। আমার এই স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ ব্যাগ্ ও এই কাগজের মোকড়টি তোমার কাছে রহিল। যদি সাত দিনের মধ্যে না ফিরিয়া আসি, নিশ্চয় বুঝিবে যে আমি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছি, কিম্বা কাউণ্ট কর্ত্তৃক লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। তখন তুমি স্বচ্ছন্দে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিবে, কিন্তু তোমাকে আর দু একটী কাজ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, এক মিনিট সময় অপব্যয় না করিয়া ভিয়েনায় যাইবে ও আর্কডাচেস্ মেরিয়ার হস্তে এই মোড়কটি দিবে। আর এই পত্র দুইখানি ব্যারণ জারনিনের হস্তে দিবে—শেষের পত্রখানি ইতালি দেশীয় কোন একজন রমণীর

নামে লিখিয়াছি; ব্যারণ তাঁহার ঠিকানা জানেন এবং তিনি পত্রখানি নিশ্চয় পাঠাইয়া দিবেন। আর শেষ কথা—ভিয়েনায় যাইবার পূর্ব্বে রজেনথাল্ দুর্গে যাইবে; দুর্গে জনৈক বিদেশীয় রাজতনয়া আছেন—তাঁহার নাম এখন ব্যক্ত করিতে পারিব না; তাঁহাকে বলিবে যে "অটো পিয়ানাল্লা আপনার ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া প্রাণ হারাইয়াছে কিম্বা নিজে চির জীবনের জন্য কারানিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

## নবম অধ্যায়।

পরদিবস প্রাতঃকালে আনশ্লেম ও কাউন্ট ম্যানফ্রেড্ একটী কক্ষে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল; আন্‌শ্লেম্ বলিল "আমার আজ্ঞানুযায়ী তোমার কতিপয় অনুচর সেই স্থান হইতে তোমার পুরাতন ভৃত্য হিউগোর মৃতদেহ দুর্গে লইয়া আসিয়াছিল।"

কা। কে তাহাকে হত্যা করিল? আমরা অন্যান্য বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে হিউগোর কথা মনে স্থান পায় নাই।

আ। পবিত্র ভীমসভা জনৈক যুবকের মৃত্যুদণ্ড দিয়াছে; তাহার নাম অটো পিয়ানাল্লা।

কা। হাঁ হাঁ আমি তাহার নাম শুনিয়াছি; পূর্ব্বে সে উইটেন্‌বার্গে বাস করিত, আর আমার বোধ হয় তাহার ভগ্নী লর্ড রজেনথালের দুহিতা থেরেসার সখি স্বরূপ নিযুক্ত ছিল।

আ। ঠিক, কিন্তু আমি যাহা বলি শ্রবণ কর। আমি জানিতাম যে সভা অটোর মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিল। সে দিবস আমি হারম্যানের পান্থনিবাসে তাহাকে দেখিতে পাইলাম—সে আমাকে দেখে নাই। আমি এখন ফ্রিজ নামধারী হিউগোকে বলিলাম যে "অনতিবিলম্বে অটো পান্থশালা ত্যাগ করিয়া রজেনথাল্ দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিবে; পথিমধ্যে তুমি সভার আজ্ঞানুযায়ী তাহার প্রাণ-নাশ করিয়া, কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডের দুর্গে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" কিন্তু তিন চার ঘণ্টা সময় অতীত হইল, অথচ হিউগো আসিল না। তাহার পর তোমার কতিপয় সৈনিক, পান্থশালা হইতে সিজার বর্জিয়াকে ধরিয়া আনিতে যাত্রা করিল; আমিও কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে লইয়া হিউগোর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম; হিউগোর তরবারি তাহার পার্শ্বেই পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে এক বিন্দুও শোণিত ছিল না। তাহার পর কল্য রজনীতে যখন তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করি, তখন আমি শপথ করিয়াছিলাম যে আমি স্বহস্তে অটোকে বধ করিব; কিন্তু এ বিষয় এক্ষণে স্থগিত থাকুক; আমরা কল্য যে বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতে-ছিলাম, অদ্য তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

কা। কাইনিস্—না না, আনশ্লেম্, আমি স্বীকার করিতেছি আমি এক্ষণে তোমার ক্ষমতাধীন ; কিন্তু স্মরণ রাখিও আমরা উভয়ে বিবাদ করিলে, উভয়েই বিপদগ্রস্ত হইব। কারণ আমরা উভয়ে উভয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস বিলক্ষণ জানি। তুমি যদি সেই মহিলার কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিতে সাহস কর, আমিও সেই দণ্ডে সকলকে বলিব, ফাদার আনশ্লেমের যথার্থ নাম——

আ। চুপ!

সেই সময় গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং একজন ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কাউন্ট উচ্চস্বরে বলিল, "কিজন্য বিনা অনুমতিতে ঘরের ভিতরে আসিয়াছ?"

ভৃ। মহাশয়, দুর্গদ্বারে একজন লোক বসিয়া রহিয়াছে, বোধ হইল সে বিস্তর পথ চলিয়া আসিয়াছে আর সে যে সকল সঙ্কেত করিতেছে তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না।

কা। সে কি কথা কহিতে পারে না?

ভৃ। না, তাহার বাক্যোচ্চারণ করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু তাহার বাক্‌শক্তি থাকিলেও তাহার ভাষা আমরা বুঝিতে পারিতাম না, কারণ সে জাতিতে জারম্যান্ নহে; আমাদের বিশ্বাস সে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বী নহে; তাহার পরিচ্ছদ নূতন ধরণের।

কা। আচ্ছা তাহাকে আহার্য্য দ্রব্য দাও এবং আহার হইলে চলিয়া যাইতে বল।

ভৃ। আমরা তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত দেখিয়া প্রচুর খাদ্য দ্রব্য দিয়াছি। আহারান্তে সে পুনরায় নানাবিধ সঙ্কেত করিল—মনের ভাব এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করে। বোধ হয় সে বিদেশে তাহার প্রভুকে হারাইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিতেছে।

আ। কাউন্ট, আমি লোকটিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

কাউন্টের আদেশ পাইবা মাত্র ভৃত্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কিছু পরেই ছদ্মবেশে অটো পিয়ানাল্লা, কাউন্ট ম্যানফ্রেড ও তাহার পরম বৈরী ফাদার আনশ্লেমের সম্মুখে আসিয়া, প্রাচ্য ধারানুযায়ী উভয়কে অভিবাদন করিয়া, অবনত মস্তকে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

কাউন্ট বলিল "যুবক, আমাদের নিকটে আইস"। অটো মস্তক তুলিয়া সঙ্কেত দ্বারা বুঝাইল যে সে বাক্‌শক্তি হীন এবং কাউন্ট তাহাকে সম্বোধন করিয়া কি বলিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

কা। হতভাগা নিশ্চয় বাক্‌শক্তি হীন। আমি জানি এসিয়ার নবাব ও সুলতানরা এই শ্রেণীর লোকদিগকে ভৃত্য স্বরূপ নিযুক্ত করে।

আ। বোধ হয় ও লিখিতে জানে। আনশ্লেম্ তাহাকে লেখনী মসীপাত্র ও কাগজ দেখাইয়া সঙ্কেত করিল, কিন্তু অটো মস্তক নাড়িয়া জানাইল সে লিখিতে অপারক।

কা। লোকটা বোধ হয় আজন্ম বোবা।

আ। না তা নয়; আজন্ম বোবারা প্রায় বধীর হয়; কিন্তু ইহার শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। আমার বোধ হয় ও শৈশবে পীড়াগ্রস্ত হইয়া বাক্‌শক্তি হারাইয়াছে। দেখ, ইহাকে যাইতে দেওয়া হবে না।

কা। কেন?

আ। যখন সিজার ও মাইকেলটো পাস্থনিবাস হইতে এই দুর্গে আনীত হইল, তখন আমি তাহাদিগকে একটী কক্ষে আবদ্ধ করিয়াছিলাম। পরে ভাবিলাম যে তাহারা উভয়েই সমরপ্রিয়, দুঃসাহসিক ও ষড়যন্ত্রকারী; সুতরাং যদিও তাহারা দিবানিশি প্রহরী বেষ্টিত থাকিত, আমি মাইকেলটোকে অপর একটী কক্ষে আবদ্ধ করিলাম, কারণ তাহারা বহুদিবস একত্রে থাকিলে অহর্নিশি পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং সম্ভবতঃ পলায়ন করিবে। তুমি স্বয়ং বলিয়াছ—যে এক সময় একটী স্ত্রীলোক এই দুর্গে আবদ্ধ ছিল, এবং যদিও তোমার প্রহরীগণ সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকিত, তত্রাচ সে স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিয়াছিল।

কা। (বিরক্তির সহিত) হাঁ—লেডি থেরেসা—যিনি এক্ষণে কাউণ্টেস্ অফ্ অরোণা।

আ। তোমার সৈন্যগণ নিশ্চয় উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল। কেন, আর্কডিউক্ লিওপোল্ডের কথা মনে নাই? আমার স্থির বিশ্বাস, সিজার বর্জিয়া একদিন না একদিন অর্থের সাহায্যে পলায়ন করিবে।

কা। তুমি কি করিতে চাও?

আ। প্রাচ্য বাক্‌শক্তি হীন চাকরদিগের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা জগৎ প্রসিদ্ধ।

কা। ঠিক্ কথা; এই যুবকটির বোধ হয় বাড়ী, ঘর, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেহ নাই; আমি অদ্যই উহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। বোবা চাকর দ্বারা অনেক কাজ সুসম্পাদিত হয়।

আ। দুঃখের মধ্যে আমাদের দেশে বোবার সংখ্যা অতি অল্প; বিশেষতঃ, তোমার ও আমার ন্যায় লোকের বোবা চাকরই নিযুক্ত করা উচিত, কারণ তাহারা সকল প্রকার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে, অথচ লোকের কাছে কোন গল্প বলিতে পারে না। আমি ইহাকে সিজার বর্জিয়ার কক্ষে রাখিতে ইচ্ছা করি; বোবারা ভয়ানক চতুর, সতর্ক ও প্রভু ভক্ত। সিজার কারাগার হইতে পলায়ন করিবার কোনরূপ উদ্যোগ করিলে এ নিশ্চয় জানিতে পারিবে।

আনশ্লেম্ তখন অটোর নিকটে আসিয়া নানাবিধ সঙ্কেত করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। বলা বাহুল্য অটো মস্তক নাড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে সে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে। আনশ্লেম্ তখন কাউণ্টকে বলিল "ছোঁড়াটার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ।"

কা। বোবারা সঙ্কেত বুঝিতে ভয়ানক পটু ; সঙ্কেতই তাহাদের ভাষা। এ লোকটার দ্বারা আমাদের নিশ্চয় উপকার হইবে ; ঐ দেখ, আমি উহার ভরণপোষণের ভার লইয়াছি বলিয়া, সঙ্কেত দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

আ। আমি উহাকে এখনই সিজারের কক্ষে লইয়া যাইব।

আনশ্লেম্ অটোকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে সঙ্কেত করিল ; কিন্তু সে প্রথমে কাউন্টের নিকট যাইয়া জানুপাতিয়া ভূমে উপবেশন করিয়া তাহার হস্ত চুম্বন করিল। অন্য সময় অটো পিয়ানাল্লা কখন নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যের ন্যায় এরূপ আচরণ করিত না ; তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই অটো ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল।

আনশ্লেম কক্ষের বাহিরে যাইল ; অটো তাহার পশ্চাদ্গামী হইল। উভয়ে সম্মুখস্থ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নিম্নের তালায় আসিল—সম্মুখেই একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ছিল। আনশ্লেম্ প্রাঙ্গণ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ; উভয়ে পুনরায় সোপানমার্গ অতিক্রম করিয়া উপরের তালায় উঠিল ; তাহার পর উভয়ে তিন চারিটি কক্ষের ভিতর দিয়া একটী অপ্রশস্ত কিন্তু আবৃত বারেণ্ডায় পঁহুছিল। বারেণ্ডার পর যে কক্ষ তাহার মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল ; সেই কক্ষের দেওয়ালে একখানি চিত্র ঝুলিতে ছিল ; অটো চিত্রখানি দেখিয়া বিস্মিত হইল—অবিকল আর্কডাচেন্ মেরিয়ার আলেখ্য ! সেই কক্ষের দেওয়ালের অপরাংশে একটী গুপ্তদ্বার ছিল ; আনশ্লেম্ সহজে সেই দ্বার খুলিয়া ভিতরের বারেণ্ডায় প্রবেশ করিল ; বারেণ্ডার উপরে ছাদ ও দুই পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীর ; বারেণ্ডার শেষভাগে যে কক্ষ ছিল তাহার দ্বারদেশ প্রকাণ্ড লৌহ অর্গল দ্বারা আবদ্ধ। আনশ্লেম্ অর্গল বিমুক্ত করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কটিবন্ধ হইতে একখানি উলঙ্গ ছোরা দক্ষিণ হস্তে লইয়া অটোকে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিল। কক্ষের ভিতর একজন লোক বসিয়াছিল ; লোকটিকে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন—সিজার বর্জিয়া, ডিউক অফ-ভ্যালেন্টিনয়।

আন্শ্লেমকে দেখিবা মাত্র সিজার সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল "ফাঁশিছেঁড়া, নরকের কুক্কুর, ঐ ছোরাখানি তোর হস্তে থাকে বলিয়া এখনও জীবিত আছিস ; কি করি আমি নিরস্ত্র, নচেৎ তোকে—

আ। রাজকুমার, বৃথা চীৎকার করিও না ; মোট কথা তুমি এক্ষণে বন্দী, যত দিন না প্রচুর উদ্ধার মূল্য দিতে পারিবে, তত দিন এই ক্ষুদ্র কক্ষে পচিতে হইবে।

সি। লর্ড রজেন্থাল আমাকে নিশ্চয় উদ্ধার করিবেন।

আ। সে আশা করিওনা ; লর্ড রজেন্থাল্ তোমার সম্বন্ধে কাউন্টকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু কাউন্ট তদুত্তরে লিখিয়াছেন যে তিনি তোমার সম্বন্ধে

বিন্দু বিসর্গ জানেন না। ও সব কথা এখন উত্থাপন করায় ফল কি? যদি একলক্ষ ক্রাউন* দিতে পার, স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

সি। তুমি মাইকেল্‌টোকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহাকে সম্রাটের নিকট পাঠাইলে, সম্রাট নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করিবেন।

আ। অতি চমৎকার প্রস্তাব! মাইকেল্‌টো একলক্ষ ক্রাউনের পরিবর্ত্তে একটী ফৌজ লইয়া প্রত্যাগমন করিবে। রাজকুমার, আমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিওনা। তুমি ইতালির অধীশ্বর ছিলে; তোমার প্রচুর গুপ্ত ধন আছে। এখন যদি তোমার ধনরাশি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ বলিয়া দাও, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।

সি। (বিরক্তির সহিত) আমি যখন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসি তখন আমার সহিত বাস্তবিক যৎসামান্য মুদ্রা ছিল—

আ। আচ্ছা, আর অধিক কথা শুনিতে ইচ্ছা করিনা। আর কিছুকাল এই ঘরে আবদ্ধ থাকিলে তোমাকে স্বেচ্ছায় লক্ষ ক্রাউন দিতে হইবে। আর একটী কথা আছে; দিবানিশি তোমাকে একাকী থাকিতে হয় বলিয়া একটী চমৎকার সঙ্গী আনিয়াছি; লোকটি খুব পাকা গোয়েন্দা, তবে দুঃখের মধ্যে বাক্‌শক্তিহীন।

সি। বোবা?

আ। হাঁ, বোবা। তোমার পরিচর্য্যা করিবে, তবে কথোপকথনের বড়ই গোলযোগ।

আন্‌শ্লেম্‌ বর্হির্দেশ হইতে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইল।

সিজার তখন ললাটে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল "পাজি! ইহার প্রতিশোধ লইব নিশ্চয় জানিও; কিন্তু কি উপায়ে এই নরক কুণ্ড হইতে বহির্গত হইতে পারিব? এই মুষিকের গর্ত্তে কি করিয়া জীবিত থাকিব? যে উচ্চাকাঙ্ক্ষ সিজার বর্জিয়া পৃথিবী গ্রাস করিবার জন্য লালায়িত, সে আজ কারাবদ্ধ! উঃ এ দারুণ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। পামর আমাকে কেবল কারাবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, আবার একটা বাকশক্তিহীন গোয়েন্দাকে ধরে—"

অ। (মৃদুস্বরে) রাজকুমার! ভীত হইবেন না; আমি আপনাকে কারামুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি।

সি। কে তুমি?

অ। অটো পিয়ানাল্লা।

সি। তুমিই ব্যারণ্‌ জারনিন্‌কে—

* এক ক্রাউন = পাঁচ সিলিং = আড়াই টাকা।

অ। হাঁ; আপনাকেও আমি কারামুক্ত করিব। লর্ড রজেনথাল্ আপনার উদ্ধারের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। তিনি ভীরু নহেন, কিন্তু তিনি কাউণ্ট ম্যানফ্রেডের বিপক্ষে সহজে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। কাউণ্ট ভীম সভার একজন দলপতি; তাঁহার অধীনে বিস্তর গূঢ় চর ও গূঢ় হন্তা আছে। লর্ড রজেনথাল্ সেই সকল লোকদিগকে অত্যন্ত ভয় করেন।

সি। তুমি কি সম্প্রতি রজেনথাল্ দুর্গে গিয়াছিলে?

অ। আমি সেখান হইতে বরাবর এখানে আসিয়াছি। রাজেনথাল্ দুর্গে আপনার ভগ্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আপনাকে কারামুক্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

সি। লুক্রজা নিরাপদে রজেনথাল্ দুর্গে পঁহুছিয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তুমি বোধ হয় তাহারই বুদ্ধি কৌশলে এই অপূর্ব্ব ছদ্মবেশ পরিধান করিতে সক্ষম হইয়াছ।

অ। না—তা নয়। আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিব না; আপনার ভগ্নী আমাকে একটী ক্ষুদ্র কাগজের মোড়ক আপনার হস্তে দিতে অনুরোধ করেন কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করি নাই। আমি যে এই বেশে আপনার নিকট আসিয়াছি সে কথা আপনার ভগ্নী জানেন না।

সি। তুমি মোড়কটি আনিলেনা কেন?

অ। রাজকুমার, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি কোন কথা গোপন করিব না। আমার বিশ্বাস হইল মোড়কের ভিতর বিষ আছে। আর শুনুন, আমি আপনার স্বভাব ও চরিত্রের প্রশংসক নহি; আপনার ভগ্নীও বিস্তর চেষ্টা করিয়া আমাকে তাঁহার সৌন্দর্য্যের জালে জড়াইতে পারেন নাই; কিন্তু আমি তাঁহার নাম জানিবার পূর্ব্বে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। আমি সত্য কথা বলিয়াছি; হয়ত আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন।

সি। না, কারণ যে লোক অকপটচিত্তে কথা কয়, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, আমাকে কারামুক্ত করিবার কোন উপায় স্থির করিতে পারিয়াছ?

অ। আমার নিকট খুব শক্ত রেশমের দড়ি ও তিন চারিখানি ধারাল উখা আছে।

সি। বাস্ বাস্! দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্তিদিগের নিকট ঐ জিনিষ থাকিলে, সুদৃঢ় কারাগার হইতে পলায়ন করা অতি সহজ।

অ। বিশেষতঃ, আমি বন্দী নহি; প্রতিদিন একঘণ্টা কালও আমি কারাগারের বহির্ভাগে যাইতে পাইব। সেই সময় এই কক্ষটি দুর্গের কোন ভাগে স্থিত ও দুর্গের কোন ভাগে প্রহরীগণের সংখ্যা অল্প, দেখিয়া আসিব।

সি। উত্তম প্রস্তাব। (চিন্তা করিয়া) পাজি বিশ্বাস ঘাতক আন্‌শ্লেমের বিশ্বাস আমার নিকট প্রচুর অর্থ আছে; কিন্তু আমি যখন ইংলি ত্যাগ করিয়া আসি, তখন বাস্তবিক পথ খরচের হিসাবে কিছু আনিয়াছিলাম। কিন্তু অটো, যদি স্বাধিনতা লাভ করিতে পারি তোমাকে তোমার আশাতীত পুরস্কার দিব।

অ। পুরস্কার? রাজকুমার, আমি পুরস্কার প্রার্থী নহি।

অর্থলোলুপ স্বার্থপর সিজার অটোর উত্তর শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল "তুমি এক অদ্ভুত ধরণের লোক! আচ্ছা পুরস্কারের কথা আর উত্থাপন করিবনা; হাঁ, আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি; দুরাত্মা আমার একটী চিরবিশ্বাসী অনুচরকেও বন্দী করিয়াছে; তাহাকেও কোন উপায়ে কারামুক্ত করিতে হইবে।

অ। না—কারণ আপনি পলাইলে তাহাকে নিশ্চয় ছাড়িয়া দিবে; তাহাকে বিশ বৎসর কারাবদ্ধ রাখিলেও লক্ষ কেন ডু ক্রাউন আন্‌শ্লেমের হস্তে পড়িবে না।

সি। ঠিক কথা; তা ছাড়া আমি একবার স্বাধীনতা পাইলে, দূরে থাকিয়াও তাহাকে সাহায্য করিতে পারিব; কিন্তু সম্প্রতি সে এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছি। আর একটী কথা আছে—আনশ্লেমের যথার্থ নাম তুমি জান?

অ। এই মাত্র জানি আনশ্লেম্ ভীম সভার একজন প্রবল প্রতাপশালী দলপতি।

সি। হইতে পারে, কিন্তু তুমি কি কখন আল্‌রিক্ কাইনিসের নাম শুন নাই?

অ। বহুকাল পূর্ব্বে তাহার ফাঁশি হইয়াছিল। যে সময় ভিয়েনাতে প্রতারক গ্রিগরি ওয়ালষ্টিনের বিচার হইতে ছিল, তখন সহরবাসীরা শুনিয়াছিল যে দুই তিন জন লোক কাইনিস্‌কে ভিয়েনাতে দেখিয়াছে!

সি। কাইনিস্ বাস্তবিক তখন ভিয়েনাতে ছিল! কাইনিস্‌ই কাদার আনশ্লেম্।

অ। রাজকুমার, বলেন কি?

সি। তোমার মনে নাই, যখন আনশ্লেম্ তোমাকে সঙ্গে লইয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিল, আমি তাহাকে "ফাঁশি ছেঁড়া" বলিয়া সম্বোধন করিলাম? তোমাকে সে বাক্‌শক্তি হীন ও বিদেশী জনিত, নচেৎ সে তদ্দণ্ডেই মূর্চ্ছা যাইত। তাহাকে সত্য সত্য ফাঁশি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দেহ যখন নাবাইয়া শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষে রাখা হয়, তখন তাহার প্রাণ বায়ু বাহির হয় নাই; সেই রজনীতেই কাইনিস্ পলায়ন করে।

অ। আনশ্লেম্ আমার শত্রু; অদ্য যে অস্ত্র পাইলাম তাহার সাহায্যে আমি উহাকে পদদলিত করিতে পারিব।

উপরি উক্ত কথোপকথন শেষ হইলে, কি উপায়ে তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইবে, উভয়ে সেই পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক তর্ক ও যুক্তির পর উভয়ে দেওয়ালের উপরিভাগে স্থিত একটী ক্ষুদ্র জানেলার লৌহ গরাদিয়া কাটিয়া, দড়ির সাহায্যে নিম্নে অবতরণ স্থির করিল।

বৈকালে কাউণ্টের দুই জন অনুচর প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য লইয়া আসিল; রাজকুমার আহার করিতে বসিলে, তাহারা দুই জন কিছু দূরে দাঁড়াইল—অটো পরিচারকের কার্য্য করিতে লাগিল।

সিজারের ভোজন শেস হইলে, অটো আহার করিতে বসিল; তাহার পর অনুচরদ্বয় দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইল। রাত্রি আট ঘটিকার সময় তাহারা পুনরায় আহার্য্য দ্রব্য লইয়া আসিল এবং সঙ্কেত দ্বারা অটোকে বুঝাইল যে ইচ্ছা করিলে সে বাহিরে বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত যাইতে পারে। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে বলিয়া—অটো অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইল, বাহিরে আসিয়া অটো, কারাগৃহটি দুর্গের কোন ভাগে এবং গৃহের ক্ষুদ্র জানেলাটি ভূতল হইলে কত উচ্চস্থিত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর সে দুর্গের প্রত্যেক স্থান ও প্রহরী-দিগের আড্ডা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল।

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় অটো কারাগারে প্রত্যাগমন করিল; তাহার কিছু পরেই আন্‌স্লেম্ সিজারের কক্ষে প্রবেশ করিল—প্রত্যহ শয়ন করিবার পূর্ব্বে সে উক্ত কক্ষে একবার আসিত। আন্‌স্লেম্ অটোকে নানাবিধ সঙ্কেত করিল; অটো বুঝিল যে তাহাকে খুব সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে। আন্‌স্লেম চলিয়া যাইলে অটো তাঁহার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে রেশমের দড়ি ও উখা বাহির করিল। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উভয়ে অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিল। যখন উভয়ে পরিশ্রান্ত হইল, তখন বিশ্রাম করিবার আবশ্যকতা বোধে উভয়ে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিল। প্রাতঃকালে আন্‌স্লেম আসিয়া দেখিল অটো চৌকাঠে মস্তক রাখিয়া শুইয়া রহিয়াছে—সবে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। অটো মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল; আন্‌স্লেম্ তখন সহাস্যে সিজারকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বোবা চাকরটি খুব কর্ম্মঠ"?

সি। আমার ভৃত্য না তোমার চর?

আ। হা হা হা লোকটা ভয়ানক সতর্ক। বড়ই মুস্কিল না?

সেই সময় পূর্ব্বোক্ত অনুচরদ্বয় খাদ্যদ্রব্য লইয়া ঘরের ভিতরে আসিল; আন্‌স্লেম্ দরজার চাবিগুলি তাহাদের হস্তে দিল—দিবাভাগে চাবিগুলি তাহাদের জিম্মায় থাকিত। তিন দিবস এই ভাবে অতীত হইল; চতুর্থ দিবসে গভীর রজনীযোগে ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সিজার বলিল "অটো, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা হইবেনা; এই উচ্চ স্থান হইতে দড়ির সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করা বিপদজনক বটে, কিন্তু আমি ইহাপেক্ষা সহস্রগুণ ভীষণ বিপদে কতশত বার পড়িয়াছি, কিন্তু কখন একতিল ভীত হই নাই"। অটো রেশমের দড়ি জানেলার দুটী গরাদিয়াতে দৃঢ় ভাবে বন্ধন করিয়া অপর দুটী সরাইয়া লইল। সিজার বলিল "আমি প্রথমে নামিব"।

অ। না—প্রথমে আমি; আপনি স্থূল; সুতরাং নামিতে কষ্ট হইবে; কিন্তু আমি নিম্ন হইতে দড়ি টানিয়া ধরিলে, আপনার নামিবার সুবিধা হইবে।

পরমুহূর্ত্তেই অটো জানেলা গলিয়া দুই গাছি দড়ির সাহায্যে নামিতে আরম্ভ করিল, সিজার বদ্ধশ্বাস হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; প্রায় দুই মিনিট পর অটো নিরাপদে ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। তাহার পর সিজার নামিতে আরম্ভ করিল এবং দুই মিনিটের মধ্যেই অটোর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল; কিন্তু ঠিক সেই সময় একজন সৈনিক বিদ্যুতালোকে উভয়কে দেখিতে পাইয়াই তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিকটে আসিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারি উত্তোলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমরা"? বিক্রান্ত সিজার সেই মুহূর্ত্তে শার্দ্দূলের ন্যায় লম্ফদিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল; সৈনিক প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী হইয়া উচ্চস্বরে বলিল "ঘোর বিশ্বাস ঘাতকতা! বন্দী পলাইয়াছে"! তখন চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন।

অন্যান্য প্রহরীগণ তদ্দণ্ডে সেই দিকে ধাবমান হইল; "বন্দী পলাইয়াছে" এই দুটী কথা একজন উচ্চারণ করিবা মাত্র শত শত মুখ হইতে উচ্চারিত হইল। অটো এখন সিজারকে বলিল "রাজকুমার, দাঁড়াইয়া থাকিলে বিপদে পড়িব, শীঘ্র চলুন। উভয়ে সেই ঘোর অন্ধকারে নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া দুর্গ প্রাঙ্গন অতিক্রম করিল। সেই সময় দুর্গের তোরণ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দুইজন লোক বহির্দেশে যাইল; সিজার ও তাহার সঙ্গী অন্ধকারে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া দুইজন দ্বারের দুইদিকে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। যে দুইজন বাহিরে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন তোরণদ্বারের প্রহরীকে বলিল "আমরা যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি দরজা বন্ধ রাখিবে; একজন ও যেন বাহিরে না যায়, সাবধান! আর পলাতকেরা যদি দুর্গের ভিতরে ধৃত হয় একজন লোকের দ্বারা আমাকে সংবাদ পাঠাইও। আমরা দুই জন দুর্গের চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিব।" তাহার পর সে তাহার সঙ্গীকে বলিল "তুমি দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাও"; সে ব্যক্তি নক্ষত্রবেগে ছুটিল; প্রহরী দরজা বন্ধ করিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি দৌড়াইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় পুনরায় বিদ্যুত আলোক হইল—সে অটো ও সিজারকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল।" সিজার বলিল "ফাদার আন্‌শ্লেম্", আন্‌শ্লেম্ বলিল "পামর, পলাইবার আশা করিও না——"

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আনশ্লেমের বাক্‌রোধ হইল; অটো উন্মত্ত সিংহের ন্যায় ঝাঁপাইয়া তাহার উপর পড়িল এবং দুই হস্তে তাহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া বলিল "একটী কথা কহিবার উপক্রম করিলে শমন ভবনে পাঠাইব।" অটো পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া আনশ্লেমের মুখের ভিতরে গুঁজিয়া দিয়া পুনরায় বলিল "দেখ আমি স্বভাবতঃ নৃশংস নহি; তুমি যদি কোনরূপ গোলযোগ না কর, মুখের ভিতর হইতে রুমার খুলিয়া লইব।"

আ। কে তুমি—অটো পিয়ানাল্লা” ?

অ। হাঁ, আমিই অটো পিয়ানাল্লা—আমিই প্রবল প্রতাপশালী কাউণ্ট ম্যানফ্রেডের বোবা ভৃত্য। দেখ, ধূর্ত্ততা, শঠতা, চাতুরী তোমার অস্ত্র ; কিন্তু আমি তোমারই অস্ত্র লইয়া তোমাকে পরাজয় করিয়াছি।

এই বলিয়া অটো আনশ্লেমের কোমরবন্ধ খুলিয়া লইয়া তদ্দারা তাহার হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল। তাহার পর উভয়ে তাহাকে সবলে নিকটস্থ নিবিড় অরণ্যের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইল। কিয়দ্দূর যাইয়া আনশ্লেম্ অটোকে বলিল “দেখ, দুই দুই বার তুমি আমাকে পরাজিত করিয়াছ সত্য ; কিন্তু তজ্জন্য তুমি গর্ব্বিত হইও না, কারণ এরূপ সময় আসিতে পারে যখন তোমাকে আমার নিকট জীবন ভিক্ষা করিতে হইবে।”

অ। আলরিক্ কাইনিস্! তুমি যদি পুনরায় ফাঁশি হইতে পরিত্রাণ পাও, তাহা হইলে আমার অসাবধানতা বশতঃই পাইবে, নচেৎ নয়।

আ। বিশ্বাসঘাতক বর্জিয়া তোমার কাছে আমার নাম ব্যক্ত করিয়াছে।

সি। পামর, চুপ করিয়া থাক। পুনরায় বাক্যোচ্চারণ করিলে লগুড়াঘাতে মস্তক চূর্ণ করিব।

আনশ্লেম্ উত্তর দিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু সিজার তাহার হস্তদ্বয় সবলে আকর্ষণ করাতে ক্ষান্ত হইল।

যখন তিনজন রজেন্থাল্ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আনশ্লেম্ অটোকে বলিল “আমি একটী প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।”

অ। তুমি কি প্রস্তাব করিবে জানি না ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে যদি স্বাধীনতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব কর, আমরা তাহাতে কর্ণপাতও করিব না।

আ। আমি একটী বিশেষ গুপ্তকথা জানি ; তুমি সে কথা জানিতে পারিলে, তোমার ভাগ্য সংশোধন করিতে পারিবে, অধিক কি তুমি অত্যল্প সময়ের মধ্যে অতুল ধনের অধীশ্বর হইতে পারিবে।

অ। আমি স্বার্থের জন্য কোন গর্হিত কার্য্য করিতে চাহি না।

আ। কিন্তু তুমি যদ্যপি আর্কডাচেস্ মেরিয়ার কোন বিশেষ উপকার করিতে পার তাহা হইলে তুমি আহ্লাদিত হইবে কি না ?

অ। আর্কডাচেসের এক তিলও উপকার করিতে পারিলে, আমি নিশ্চয় আহ্লাদিত হইব ; কিন্তু স্মরণ রাখিও তুমি দণ্ডার্হ।

আ। আমি যে গুপ্ত কথার উল্লেখ করিলাম তাহার গুরুত্ব তুমি অনুমান করিতে পার নাই। তুমি আমার বিশ্বাসী অনুচর ক্রিজ্‌কে হত্যা করিয়াছ ; ক্রিজ্ সেই গুপ্তকথা জানিত ; এক্ষণে কেবল আমি ও আর একজন সেই বিষয় জানে। তবে সে ব্যক্তি

যতদিন জীবিত থাকিবে সে কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিতে সাহস করিবে না; প্রকাশ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে; কিন্তু যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি এই দণ্ডে তোমাকে সমস্ত খুলিয়া বলিব।

অ। না—না আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। প্রথমতঃ, আমি তোমার অনুচরের প্রাণ নাশ করি নাই। সেই গূঢ়হন্তা কাপুরুষ জঙ্গলের ভিতর লুক্কাইয়াছিল; আমি অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছিলাম তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইবা মাত্র সে অকস্মাৎ আমাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু পদস্খলন হওয়াতে হতভাগা আমার অশ্বের পদতলে পতিত হইল এবং এক মিনিট সময়ের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিল; আমাকে আত্ম রক্ষার্থ হস্ত উত্তোলন করিতে হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ফিজ্ মরিবার পূর্ব্বে অনুতাপ করিয়াছিল এবং—

আ। সেই কথা প্রকাশ করিয়াছিল? সর্ব্বনাশ!

অ। ঠিক ঠিক। সে যে কাগজের মোড়ক আমাকে দিয়াছে, তাহা যথা সময়ে আর্কডাচেসের হস্তে পঁহুছিবে।

আন্‌শ্লেম্ শুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সিজার তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভয় নাই, তোমার মৃতদেহ শকুনি ও কাকে আহার করিবে।" সিজারের কথা শুনিয়া অটো বিরক্ত হইয়া বলিল "রাজকুমার, পরাজিত পদদলিত ব্যক্তিকে পরিহাস করা অনুচিত"। সিজার তদুত্তরে বলিল "এই হতভাগা কি দয়ার পাত্র? অটো বলিল "স্মরণ রাখিবেন আপনার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক নহে"। গর্ব্বিত সিজার মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া কেবল স্বীয় ওষ্ঠ দংশন করিল।

তিনজন বহুক্ষণ মৌনভাবে চলিতে লাগিল; অবশেষে আন্‌শ্লেম্ বলিল "আমার আর একটী প্রস্তাব আছে। শপথ কর আমাকে ছাড়িয়া দিবে, আমি এই দণ্ডে ভীম সভার গুপ্ত কার্য্যাবলী প্রকাশ করিব। সভার দলপতি ও সাধারণ সভ্যদিগের নাম, সভার অধিবেশন স্থান ও শত্রুদিগের বিচার ও তাহাদিগকে শাস্তি দিবার প্রথা; সভার বিশ্বস্ত পান্থশালা, অধিকারীদিগের নাম প্রভৃতি সমস্ত প্রকাশ করিব। সম্রাট এই সকল জানিতে পারিলে অনায়াসে ভীম সভাকে পদদলিত করিতে পারিবেন।"

সি। নরাধম বিশ্বাসঘাতক!

অ। ঠিক কথা। নীচাশয় তস্করেরাও তাহাদের সঙ্গীদিগকে বিপদগ্রস্ত করে না। না কাইনিস্, আমি কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না। আমি জানি যে যদি সম্রাট তোমাদের পৈশাচিক সভার গুপ্ত কার্য্যাবলি ও তোমাদের দলস্থ গুপ্তচর ও গূঢ়হন্তাদিগের নাম ধাম জানিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের একটী মহদুপকার সাধিত হয়; কিন্তু তুমি যে মূল্য চাহিয়াছ আমি তাহা দিতে প্রস্তুত নহি। আমি তোমাকে বন্দী করিয়াছি এবং এই অবস্থায় তোমাকে সম্রাটের নিকট লইয়া যাইব। তাহার পর তিনি তোমার বিচার করিবেন।

আন্‌স্লেম্ আর বাক্যোচ্চারণ করিল না। রজেনথাল্‌দুর্গে পঁহুছিয়া অটো প্রথমে আন্‌স্লেম্‌কে একটী কক্ষে রাখিয়া কক্ষদ্বারে দুইজন প্রহরী নিযুক্ত করিল; এবং তাহার পর সিজারকে সমভিব্যহারে লইয়া নিজ কক্ষে যাইয়া শয়ন করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে লর্ড রজেন্‌থাল্ অটোর প্রত্যাগমনের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন; তাহার পর যখন তিনি শুনিলেন যে সিজার কাউণ্টের দুর্গ হইতে নিরাপদে পলাইয়া আসিয়াছে এবং যে ব্যক্তি তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিল সেও ধৃত হইয়াছে, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। অটো ছদ্মবেশ ত্যাগ ও মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া লর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিল; অটোর সহিত কথোপকথন করিয়া রজেন্‌থাল্ ফাদার আন্‌স্লেমের জীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তাহার পর অটো বলিল যে পর দিবসেই তাহাকে আন্‌স্লেম্‌কে সমভিব্যহারে লইয়া ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। লর্ড রজেন্‌থাল্ তখনই তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউটজ্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন যে কল্য প্রাতঃকালে একদল সশস্ত্র সৈন্যকে মেসার পিয়ানালার সহিত ভিয়েনায় যাইতে হইবে। তাহার পর তিনি অটোকে একটী বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়ক বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ দিলেন।

ইতিমধ্যে লুক্রজা তাহার ভ্রাতাকে অকস্মাৎ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল; যখন সে শুনিল যে অটোর সহায়তায় সিজার কারাগার হইতে পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন লুক্রজা মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া অটোর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

দিবাভাগে অটো সমাধিস্থানে যাইয়া তাহার জননীর কবরের উপর একটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত "ক্রুশ" দেখিতে পাইল। তাহার পর অটো পূর্ব্বোল্লিখিত যে বন্ধুর নিকট ফ্রিজ্ দত্ত কাগজের মোড়কটি রাখিয়াছিল, তাহার বাটীতে যাইয়া মোড়কটি লইয়া রজেন্‌থাল্ দুর্গে প্রত্যাগমন করিল।

## দশম অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর ছয় সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। ফাদার আন্‌স্লেম্ ভিয়েনার কারাগারে আবদ্ধ। বহুকাল পূর্ব্বে আন্‌স্লেম্ ঐ স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়াছিল; তখন সকলে তাহাকে আল্‌রিক কাইনিস্ বলিয়া জানিত।

এক দিবস প্রত্যুষে আন্‌স্লেম্ শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহতলে পদচারণা করিতেছিল; পূর্ব্ব রজনীতে যে একটী ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল এক্ষণে সেই স্বপ্নের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল এবং দন্তে দন্তে পেষণ করিয়া অটোকে অভিসম্পাত করিতেছিল। কিছু পরেই তাহার কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং কারাধ্যক্ষ খাদ্যদ্রব্য লইয়া

ভিতরে আসিল। আন্‌শ্লেম্ তাহাকে বলিল "ভাই, আমার কথা শুন; জুলিয়ান্ আল্‌প্স পর্ব্বতে আমাদের যে ধর্ম্মশালা আছে, তাহার অনতিদূরে একটী নিভৃত স্থানে গুপ্ত ধন আছে। আমি স্বহস্তে সেই ধনরাশি ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছি। তুমি যদি আমাকে এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে সাহায্য কর, আমি সেই প্রচুর ধনরাশির অর্দ্ধাংশ নিশ্চয় তোমাকে দিব।" কারাধ্যক্ষ কোন উত্তর দিল না; আনশ্লেম্ পুনরায় বলিল "আচ্ছা ভাই, যদি তোমার সহায়তায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত তোমার হইবে।"

কা। হা হা হা কাইনিস্, তোমার কথায় যে বিশ্বাস করে সে বোকা, সে গণ্ডমূর্খ।

আ। বলি শুন, ঈশ্বর সাক্ষী——

কা। চুপ চুপ। তোমার সহিত আল্‌প্স্ অভিমুখে যাত্রা করিলে জীবন্ত অবস্থায় আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ও সব বাজে কথা ছাড়; খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছি, চটপট উদরস্থ কর—তাহার পর তোমাকে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

আ। আমার কিছু মাত্র ক্ষুধা নাই—কোথায় যাইতে হইবে চল।

কা। তুমি অগ্রগামী হও—তোমার মত লোককে পিছনে রাখায় বিপদ ঘটিতে পারে।

আ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) নরকের কুকুর!

কা। চল—বরাবর সোজা রাস্তা। এ জায়গার রাস্তাঘাট তোমার ভাল রকম জানা আছে; শুনিলাম বহু পূর্ব্বে তুমি আর একবার এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলে। হায় হায়, তখন যদি এখানে থাকিতাম তাহা হইলে তোমাকে পরিচর্য্যা করিবার ভার আমার স্কন্ধে পড়িত। এই বার পূর্ব্বমুখ করিয়া চল—বাস্ ঐ সম্মুখের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ কর।

আনশ্লেম্ দরজা খুলিয়া কারাধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করিল; কক্ষে অটো পিয়ানাল্লা, আর্কডিউক্ লিওপোল্ড, আর্কডাচেস্ মেরিয়া, কাউন্ট অফ্ অরোণা, কাউন্টেস্ অফ অরোণা, ব্যারণ জারনিন্ ও ব্যারণেস্ অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আনশ্লেম্ একে একে সকলকে দেখিয়া, শেষে অটোর প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আর্কডিউক্ তখন আন্‌শ্লেম্‌কে বলিলেন—"আল্‌রিক্ কাইনিস্! আমি তোমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিব; আশা করি তুমি সেই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর দিবে। আর্কডাচেসের পিতাকে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার জননীকেও তুমি হত্যা করিয়াছ, এক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণেও ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা কর।"

আ। প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিলে আমার পক্ষে কিছু সুবিধা হইতে পারে কি?

লি। তুমি আমাকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিতে চাও? এই মাত্র বলিতে পারি যদি তুমি সত্য কথা বল, তাহা হইলে তোমার বিচারকগণ দণ্ড দিবার সময়, সে বিষয় বিবেচনা করিবেন।

আ। আমি একটীও কথা গোপন করিব না—বলুন, মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইব?

লি। আমরা কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি; তুমি যদি সেইগুলি সাব্যস্ত করিতে পার, তাহা হইলে মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাহাতে তোমার চিরজীবন কারাবাসের আজ্ঞা হয়, সম্রাটকে সেই অনুরোধ করিব।

আ। আমি শপথ করিতেছি আপনার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিব, একটীও মিথ্যা কথা বলিব না।

লি। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট ম্যানফ্রেড্ বলপূর্ব্বক লেডি থেরেসাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া গিয়া স্বীয় দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। কাউণ্টেসের ব্যবহারের জন্য যে তিন চারটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার একটীতে দুখানি ছবি আছে; আমরা অনুমান করিয়াছি যে সে দুখানি কাউণ্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাউন্ট সিজিস্মণ্ড ও তাঁহার প্রিয়পত্নী কাউণ্টেস্ ইল্‌ডিগাবডার ছবি। আমাদের অনুমান সত্য কি না?

আ। সত্য।

লি। আর্কডাচেস্ মেরিয়ার সহিত সেই চিত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া লেডি থেরেসা প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পর তিনি ভাবিলেন যে জগতে এরূপ সাদৃশ্য বিরল নহে; দ্বিতীয়তঃ তিনি আর্কডাচেস্‌কে উচ্চ কুলোদ্ভবা বলিয়া জানিতেন না। তাহার পর দৈবযোগে তিনি একটী কক্ষের দেওয়ালে গুপ্ত দরজার সন্ধান পাইলেন এবং দরজা খুলিয়া ভিতরের কক্ষে যাইয়া গৃহোপকরণগুলি দেখিতে দেখিতে, একটী পুরাতন আলমায়রা হইতে কতকগুলি কাগজ পাইয়াছিলেন; কাগজগুলি বহু পুরাতন ও স্থানে স্থানে কীটকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। লেডি থেরেসা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে কোন রমণী সেই কক্ষে আজীবন আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি আপনার জীবনের শোকোদ্দীপক গল্প স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। তুমি কাউণ্টেসের হস্তাক্ষর দেখিয়াছিলে?

আ। সহস্র বার।

লি। এ কার হস্তাক্ষর?

আ। কাউণ্টেস্ ইল্‌ডিগারডার হস্তাক্ষর।

এই সময় মেরিয়া শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

লি। কাগজগুলি পাঠ করিয়া লেডি থেরেসা অনুমান করিয়াছিলেন যে লেখিকা কাউণ্টেস্ ব্যতীত অপর কেহ নহে। কিন্তু তিনি মেরিয়ার পিতা মাতাকে সামান্য শ্রেণীর

লোক বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তিনি ঐ বিষয় লইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই; সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তিনি কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলেন নাই। তাহার পর তোমার স্মরণ থাকিবে কিছু পূর্ব্বে তোমার একজন অনুচর মেসার পিয়ানাল্লার জীবন নাশ করিবার অভিপ্রায়ে লিনস্‌ডর্ফ্‌ দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটী নিভৃত স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহার অভিপ্রায় কেবল নিষ্ফল হয় নাই, তাহাকে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। মরিবার পূর্ব্বে সে এক মোড়ক কাগজ মেসার পিয়ানাল্লার হস্তে দিয়াছিল——; সে কাগজে যাহা লিখিত আছে পাঠ করিতেছি শ্রবণ কর;——

এই কাগজখানি যখন আপনার নিকট পঁহুছিবে তখন নিশ্চয় জানিবেন আমি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছি। জীবিতাবস্থায় এ পত্র আপনার নিকট পাঠাইলে নিজে বিপদ-গ্রস্ত হইব বলিয়া, পাঠাইতে সাহস পাই না। আপনি জানেন যে আপনার পিতা মাতা সামান্য কৃষক, কিন্তু তাহা সত্য নহে। কাউন্ট সিজিসমণ্ড আপনার পিতা এবং কাউণ্টেস্‌ ইল্‌ডিগারডা আপনার মাতা। আল্‌রিক্‌ কাইনিস্‌ আপনার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল এবং আপনার মাতা বিষপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আপনার খুল্লতাত কাউন্ট ম্যানফ্রেডের আজ্ঞানুযায়ী এই দুটী গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। আপনি যখন শিশু তখন ম্যানফ্রেড আপনাকে আমার হস্তে দিয়া বলিল "ইহাকে কোন নির্জন স্থানে লইয়া যাইয়া বধ কর"। কিন্তু তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া আপনাকে আমার একজন গরিব কুটুম্বের তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া আসিলাম; কিন্তু সে ও তাহার স্ত্রী কিছু পরেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; তাহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি অন্যত্র গিয়াছিলাম, সুতরাং আপনার কি হইল বা কোথায় ছিলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। তাহার পর আমি ফাদার আন্‌স্লেমের নিকট শুনিলাম যে আপনি জীবিত আছেন এবং আর্কডিউক্‌ লিওপোল্‌ডের সহিত আপনার বিবাহ হইয়াছে। আন্‌স্লেম্‌ আপনার সঠিক জন্মবৃত্তান্ত কি প্রকারে জানিয়াছিল বলিতে পারি না।

আমি বিস্তর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; কিন্তু আপনার বিষয় যখন মনে উদয় হয় তখন আমি দারুণ মনোকষ্ট পাই। সুখের মধ্যে এই যে আপনি যে উচ্চকুলোদ্ভবা তাহা এই পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন।

১৩ই জুন, ১৪৯৭। হিউগো।

লি। এই পত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য কি না?

আ। প্রত্যেক কথা সত্য।

লি। আন্‌স্লেম্‌ কি বলিল আপনারা সকলে শুনিয়াছেন। আর্কডাচেস্‌ মেরিয়া কাউন্ট ও কাউণ্টেস্‌ অফ লিনস্‌ডর্ফের কন্যা; তাঁহাদের উভয়কেই ম্যান্‌ফ্রেডের আজ্ঞানুসারে আন্‌স্লেম্‌ নামধারী কাইনিস্‌ হত্যা করিয়াছিল। কাইনিস্‌ তোমাকে

আর একটী কাজ করিতে হইবে ; এই লোমহর্ষণকারী ঘটনার আদ্যোপান্ত ইতিহাস আমাকে লিখিয়া দিতে হইবে।

আ। আমি কল্য প্রাতঃকালে আপনাকে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া দিব।

লি। আর একটী প্রশ্ন করিব। ব্যারণ্ জারনিন্‌কে তুমি কিজন্য কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে ?

আ। পিতা পোপের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সিজার বর্জ্জিয়া ও লুক্রজা উভয়ে ভিনিসে অবস্থিতি করিত। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, যে লোক বর্জ্জিয়াদিগের সহিত বিপক্ষতাচরণ করিত তাহারা অকস্মাৎ পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহারা যথার্থ স্বাভাবিক নিয়মে মরিত না ; সিজার ও লুক্রজা তাহাদিগকে বিষপান করাইত। এক দিবস ব্যারণ্ জারনিন্ ঘটনাক্রমে, তাহারা যে বাটীতে বাস করিত তাহার একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই কক্ষে বর্জ্জিয়াদিগের তীব্র হলাহল প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম ছিল—ব্যারণ্ সমস্ত দেখিয়াছিলেন। পাছে তিনি উক্ত বিষয় প্রকাশ করেন, সেই ভয়ে তাহারা ব্যারণ্‌কে কারাবদ্ধ করিয়াছিল।

লি। (ব্যারণ্‌কে) আপনিও অনুমান করিয়াছিলেন যে সিজারই আপনাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিল। সম্রাট অতি শীঘ্র লর্ড রজেন্‌থালের নামে একখানি পরওয়ানা পাঠাইবেন—সেই পরওয়ানায় কাউণ্ট ম্যানফ্রেডকে বন্দী করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইবে। যে লোক পরওয়ানা লইয়া যাইবে তাহার নিকট আর একখানি পত্র থাকিবে ; পত্র পাঠ মাত্র লর্ড রজেন্‌থাল্ সিজার ও তাহার ভগ্নিকে জারম্যান্ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

অ। লর্ড রজেন্‌থাল সহজে ম্যানফ্রেড্‌কে বন্দী করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ ; ম্যান্‌ফ্রেড্ নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ করিবে।

আ। আপনারা যদি আমার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে ম্যানফ্রেড্‌কে অতি সহজে ধরিতে পারিবেন।

লি। কি করিতে হইবে বল ?

আনশ্লেম্ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, মেজের সম্মুখে একখানি চৌকিতে উপবেশন করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিল :——

হারম্যান,

তরবারি ও রজ্জুর দিব্য, কাউণ্ট ম্যানফ্রেড্‌কে প্রলোভন দেখাইয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে পান্থনিবাসে লইয়া আসিবে ; পত্রবাহক তাহাকে বন্দী করিলে কোন ওজর করিও না। সাবধান, যেন অন্যথা না হয়। † † † আন্‌শ্লেম্।

আ। হারম্যান্ "ব্ল্যাক্ সোয়ান্" নামক পান্থনিবাসের অধিকারী; তাহার হস্তে এই পত্রখানি দিলেই ম্যানফ্রেড্ বন্দী হইবে। ভীম সভার দলপতিদিগের ক্ষমতা ভয়ানক।

অ। আমি হারম্যান্‌কে জানি, কিন্তু সে যে সভার দলস্থ তাহা জানিতাম না।

আ। যাহারা গুপ্তভাবে কার্য্য করে, যাহাদের সমস্ত কার্য্যাবলী অলক্ষিতভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহারা কোন সাহসে প্রকাশ করিবে যে তাহারা সভার সভ্য? যাহাই হউক, আমি আর সময় নষ্ট করিব না;—ম্যানফ্রেডের অগ্রজ ও তাঁহার পত্নীর হত্যা সম্বন্ধে বিস্তর লিখিতে হইবে।

কারাধ্যক্ষ আন্‌শ্লেমকে তাহার কক্ষে লইয়া যাইল; যে কয়জন কারাধ্যক্ষের কক্ষে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরদিবস সেই কক্ষে সমবেত হইয়া আন্‌শ্লেমের লেখনী প্রসূত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন:——

ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ভিয়েনার প্রধানতম বিচারালয়ে আমার ও অপর কয়েক জনের বিচার হইয়াছিল; আমরা যে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছিলাম তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। প্রধান বিচারপতি আমাদের পাঁচ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। তাহার পর আপনারা জানেন আমাদের পাঁচ জনেরই ফাঁসি হইয়াছিল। সে ভয়ানক দিনের কথা মনে উদয় হইলে এখনও শিহরিয়া উঠি! ফাঁশির পর মৃতদেহগুলি শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষে রক্ষিত হইল। দুই তিন ঘণ্টা পরে আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইল—বোধ হইল ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম এবং ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তাহার পর বোধ হইল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি একে একে চেতনা পাইতেছে! আর বোধ হইল কোন প্রসিদ্ধ শিল্পকরের বুদ্ধিবলে প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চার হইল! ক্রমে যে পরিমাণে জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল সেই পরিমাণে পূর্ব্ব কথা স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। উঃ সেই প্রাতঃকালের দৃশ্য—ভয়ানক, ভয়ানক! সহস্র সহস্র লোক ফাঁশি দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছে! চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিলাম—ঘরে আর চারিটি মেজের উপর চারিটি মৃতদেহ রহিয়াছে! মস্তক ঘুরিতে লাগিল—থর থর করিয়া কাঁপিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া পড়িলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে দাঁড়াইয়া উঠিলাম ও কিঞ্চিৎ পরে গৃহতলে পদচারণা করিতে লাগিলাম; আমি স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও নির্ভয় ছিলাম; পদচারণা করিতে করিতে হৃদয় পূর্ব্ববৎ সাহসে পরিপূর্ণ হইল—তখন পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলাম।

ঘরের জানেলা গুলিতে সুদৃঢ় লৌহ গরাদিয়া বসান, কিন্তু দরজাতে লৌহ অর্গল ছিল না, কারণ সে ঘরে ডাক্তার ব্যতীত অপর কেহ সচরাচর আসিত না; তদ্ভিন্ন সে দিকে কয়েদিরা কখনই আসিত না। দরজা খুলিয়া অপর একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটী চোগা এবং শব ব্যবচ্ছেদ করিবার কতকগুলি অস্ত্র দেখিতে পাইলাম।

দেখিয়া ভাবিলাম যে যদ্যপি জ্ঞানের সঞ্চার না হইত তাহা হইলে ডাক্তারের হস্তেই মরিতাম। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া চোগা পরিধান করিয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিলাম—সেখানে জনপ্রাণী ছিল না; তখন দ্রুতবেগে ছুটিয়া রাজবর্ত্মে পড়িলাম।

কিয়দ্দূর চলিয়া একটী নিভৃত স্থানে বসিলাম; কোথায় যাব, কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় ম্যানফ্রেডের নাম স্মরণ হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তুরস্কদিগের বিপক্ষে একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল—ম্যানফ্রেড্ সেই পল্টনের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিল; আমিও সেই পল্টনের একজন সৈনিক ছিলাম। ম্যানফ্রেড্ স্বভাবতঃ অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত না; কিন্তু যখন সে মদ্যপান করিত তখন তাহার মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিতে পারিত না। এক দিবস আমি তাহার একটী সামান্য উপকার করিয়াছিলাম; তজ্জন্য সে আমাকে সেই দিবস তাহার সহিত একত্রে মদ্যপান করিতে নিমন্ত্রণ করে। আমি তাহাকে বলিলাম "আপনি বড়লোক, কাউন্ট লিনস্-ডর্ফের পুত্র; আপনি আমার ন্যায় একজন সামান্য লোকের সহিত একত্রে মদ্যপান করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন"। ম্যানফ্রেড্ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "না তুমি ভুলিয়াছ; আমি বড় লোক কিসে? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। উঃ ছোট ভাই হওয়া কি কষ্টকর! বড় অনুগ্রহ করিয়া যা দিবেন তাই লইয়া দিনাতিপাত করিতে হইবে—ছি!" কথাগুলি আমার হৃদয়ে খোদিত ছিল—ম্যান্ফ্রেডের নাম মনে পড়িলে কথাগুলি মনে পড়িত? সেই দিবস আমি তাহাকে দুরাকাঙ্খ বলিয়া জানিতে পারিলাম। তুরস্ক যুদ্ধ শেষ হইলে সেই পল্টনের সৈনিকগণ ছুটি পাইল, ম্যান্ফ্রেড্ পিত্রালয়ে যাইল, আমি ইম্পিরিয়াল গার্ডস নামক ফৌজের সৈনিক হইলাম। সেই দিবস হইতে ম্যান্ফ্রেডের সহিত একবারও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

পুনরায় নিজের অবস্থা ভাবিতে লাগিলাম। সমাজ আমাকে পুনঃগ্রহণ করিবে না। লোকে আমাকে স্পর্শ করিবে না; ধৃত হইলে পুনরায় ফাঁসি হইবে। এই সকল কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া ম্যান্ফ্রেডের নিকট যাওয়া স্থির করিলাম। কে যেন আমাকে বলিল "ম্যান্ফ্রেডই ঠিক লোক, তোমার মতন একজন লোক সে খুঁজিতেছে"। পদব্রজে লিনস্ডর্ফ দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলাম; দিবাভাগে জঙ্গলে, খড়ের গাদায় কিম্বা পরিত্যক্ত কুটীরে লুকাইয়া থাকিতাম; রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতাম। দুর্গে পঁহুছিয়া শুনিলাম যে তাহার পিতা বৃদ্ধ কাউন্ট ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিজিস্মণ্ড দুর্গে বাস করেন; ম্যান্ফ্রেডকে তাহার পিতা অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সেই জন্য সে দুর্গ হইতে বার মাইল দূরে একটী পৃথক বাটীতে বাস করিত। তাহার পরদিবস ম্যান্ফ্রেডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল "আচ্ছা, আলরিক্ কাইনিস্ নামক একজনের সেদিন ভিয়েনাতে ফাঁসি হইয়াছিল"?

আ। আমিই সেই লোক! তখন আমি তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলাম।

ম্যা। তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ? বল, এখানে কি চাও?

আ। আপনার অধীনে চাকরি করিব।

ম্যা। এখানে চাকরি খালি নাই। আমার পিতা আমাকে ভাল বাসেন না; আমি দু একটী সামান্য দোষ করিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু তজ্জন্য তিনি আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন না। তিনি আমাকে যৎকিঞ্চিৎ মাসহারা দেন; তাহা দ্বারা আমার জীবন যাত্রা অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হয়—আমি যথার্থ গরিব।

আ। মহাশয় গরিব বলিয়াই কি উপায়ে আপনি ধনরাশির অধীশ্বর হইতে পারিবেন সেই চেষ্টা করা উচিত; আপনি পরাধীন স্বীকার করি কিন্তু চেষ্টা করিলে কি স্বাধীন হইতে পারেন না? আপনার উচ্চ উপাধি নাই, ভূসম্পত্তি নাই সত্য; কিন্তু চেষ্টা করিলে আপনি উপাধিও পাইতে পারেন, প্রচুর ভূসম্পত্তির অধীশ্বরও হইতে পারেন। যদি আপনার হৃদয়ে বল থাকে চেষ্টা করুণ; চেষ্টার অসাধ্য জগতে কিছু নাই; আমি আপনাকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিতেছি।

এক মুহূর্ত্ত উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; ম্যান্‌ফ্রেড্ কেবল বলিল "আচ্ছা"। আমি সেই দিবস "ফেলিক্স জিটার" নাম গ্রহণ করিলাম।

ম্যান্‌ফ্রেডের একজন বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য ছিল; তাহার নাম হিউগো; সেই হিউগোই পরে ফ্রিজ্ নাম গ্রহণ করিয়াছিল। হিউগো তাহার প্রভুকে অত্যন্ত ভাল-বাসিত ও তাহাকে সদাসর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সে কখন কোন অবৈধ কার্য্য করে নাই এবং ম্যান্‌ফ্রেড যে অসদুপায়ে সম্পত্তি লাভ করিবার চেষ্টায় ছিল তাহার বিন্দু বিসর্গ সে তখন জানিত না। ক্রমে আমরা সিজিস্‌মণ্ডকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্য প্রত্যহ পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম; হিউগো আমাদের পরা-মর্শ শুনিত, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিত না। ম্যান্‌ফ্রেড্ তাহার অগ্রজকে শমন ভবনে পাঠাইবার জন্য স্থির সঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু সে বলিত "পিতার জীবিতাবস্থায় কোনরূপ চেষ্টা করা হইবেনা"। এরূপ বলিবার অর্থ ছিল; বৃদ্ধ কাউন্ট তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানকে নীচাশয়, ও গর্হিতাচারী বলিয়া জানিতেন; সিজিস্‌মণ্ডের কোন প্রকার সন্দেহজনক মৃত্যু হইলে তিনি নিশ্চয় ম্যান্‌ফ্রেডের নামে দোষারোপ করিতেন, কারণ সিজিস্‌মণ্ডের অবর্ত্তমানে অর্থলোভী ম্যান্‌ফ্রেড তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করিত। দুই বৎসর অতীত হইল; অবশেষে সিজিস্‌মণ্ডের অনুরোধে বৃদ্ধ কাউন্ট, ম্যান্‌ফ্রেডকে তাঁহার ভবনে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। আমি ও হিউগো ম্যান্‌ফ্রেডের নিকট থাকিতাম।

যদিও বৃদ্ধ কাউন্ট তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানকে নিজ বাটীতে থাকিতে অনুমতি দিয়া-ছিলেন তত্রাপি আমরা দেখিতাম সিজিসমণ্ডকে তিনি আন্তরিক ভাল বাসিতেন;

ম্যান্‌ফ্রেডের সহিত অধিক কথা কহিতেন না। তাঁহার এরূপ পক্ষপাতী হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল; সিজিস্‌মণ্ড মিষ্টভাষী ও বদান্য; ধূর্ত্ততা, কপটতা, হিংসা, দ্বেষ, পরস্ত্রী কাতরতা সে জানিত না; কিন্তু ম্যান্‌ফ্রেড? ম্যান্‌ফ্রেড লম্পট, চক্রান্তকারী ও নীচাশয়। ম্যান্‌ফ্রেড বিলক্ষণ জানিত যে তাহার পিতা মনে মনে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এক দিবস সে আমাকে বলিল "আর কতকাল অপেক্ষা করিব? পিতা ও ভ্রাতা উভয়কে একত্রে শমন ভবনে পাঠাইব স্থির করিয়াছি"। পিতৃ বৎসল ম্যান্‌ফ্রেড সেই দিবসেই বিষ ক্রয় করিয়া আনিল এবং রাত্রিকালে আহার করিবার সময় বৃদ্ধ কাউন্ট ও সিজিস্‌মণ্ডের সুরাপাত্রে সেই বিষ ঢালিয়া দিল। কাউন্ট কিঞ্চিৎ সুরাপান করিয়াই বলিলেন "এরূপ খারাপ সুরা কখন পান করি নাই"। সিজিস্‌মণ্ডও অতি অল্প পরিমাণে পান করিয়া বলিল "অত্যন্ত খারাপ মদ"। ম্যান্‌ফ্রেডের মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক হইল— উপস্থিত বুদ্ধি হারাইয়া সে বলিল "কেন, আমার পাত্রের সুরা উৎকৃষ্ট"। কিন্তু যদি সে বলিত "হাঁ, আমার পাত্রের সুরাও ভয়ানক খারাপ তাহা হইলে কোন গোলযোগ ঘটিত না। বৃদ্ধ কাউন্ট তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একজন ভৃত্যকে বলিল যে "এই দুই পাত্র সুরা ঢাকা দিয়া আলমারির ভিতরে রাখ"। সেই রজনীতে ম্যান্‌ফ্রেড সেই ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল "যদি ঐ মদ ফেলিয়া দিয়া ভাল মদ ঢালিয়া রাখিতে পার তাহা হইলে তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিব"। ভৃত্য পুরাতন ও বিশ্বাসী, সে তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না; প্রাতঃকালে বৃদ্ধ কাউন্টের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিল। কাউন্টের মনে যে ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছিল তাহা তখন বিশ্বাসে পরিণত হইল। সেই দিবসেই একজন খ্যাতনাম রসায়নজ্ঞ সেই দুই পাত্রের সুরা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "সুরার সহিত বিষ মিশ্রিত হইয়াছে। কাউন্ট তদ্দণ্ডে ম্যান্‌ফ্রেড্‌কে বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। ম্যান্‌ফ্রেড্ মস্তক অবনত করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল, আমি ও হিউগো তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম। লিনস্‌ডর্ফ্ দুর্গের কিঞ্চিৎ দূরে যে নিবিড় অরণ্য আছে, আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময় সিজিস্‌মণ্ড আসিয়া ম্যান্‌ফ্রেড্‌কে বলিল "ভাই, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলাম। পথ খরচের জন্য এই ব্যাগটি লইয়া যাও; ইহার ভিতরে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আছে। আর মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিলে নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করিব, কখন তোমার কোন অভাব হইবে না।" সিজিস্‌মণ্ড ফিরিয়া যাইবা মাত্র ম্যান্‌ফ্রেড্ বলিল "দেখ, যতদিন পিতা জীবিত থাকিবে ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে।" অগ্রজের বদান্যতা ও সহৃদয়তার কথা একবারও উল্লেখ করিল না।

কিয়দ্দূর যাইয়া ম্যান্‌ফ্রেড্ উচ্চহাস্য করিয়া বলিল "কিন্তু যে দিন শুনিব পিতা লীলা সম্বরণ করিয়াছেন সেই দিন——। দেখ, আমি এইবার সম্রাটের ফৌজে চাকরী করিব।

ভায়া তাহা হইলে বুঝিবে যে আমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য অনুতাপ করিয়া, মাস্তের সহিত স্বীয় উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। তোমরা দুজন এই স্থানে কোথাও অবস্থিতি করিবে এবং কোনরূপ সুযোগ ঘটিলেই আমাকে সংবাদ পাঠাইবে।" ম্যানফ্রেড্ ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিল; আমরা উইটেনবার্গে লুকাইয়া রহিলাম।

মধ্যে মধ্যে আমি সিজিসমণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম ও বলিতাম "আমি ভিয়েনা হইতে এই মাত্র আসিয়াছি; আপনার ভ্রাতা ইম্পিরিয়াল্ গার্ডস্ ফৌজে সাবল্টারনের কাজ করিতেছেন।" প্রতি বার সিজিসমণ্ড আমার হস্তে সুবর্ণ মুদ্রা পূর্ণ একটী ব্যাগ্ দিত। হিউগো ও আমি সেই মুদ্রার সাহায্যে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। ম্যান্‌ফ্রেড্ উইটেনবার্গ ত্যাগ করিয়া যাইবার দুই বৎসর পরে, লেডি ইল্‌ডিগারডার সহিত লর্ড সিজিস্‌মণ্ডের বিবাহ হইল। বিবাহের পরের বৎসর বৃদ্ধ কাউণ্ট পরলোক যাত্রা করিলেন; সিজিসমণ্ড তাঁহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইল। হিউগো ভিয়েনায় যাইয়া ম্যানফ্রেড্‌কে উক্ত সংবাদ দিল এবং তাহাকে সমভিব্যহারে লইয়া উইটেন্‌বার্গে প্রত্যাগমন করিল।

ভিয়েনায় অবস্থিতি কালে ম্যানফ্রেড ভীম সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল এবং অল্প দিনে দলপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। উইটেন্‌বার্গে আসিয়াই সে আমাকে ও হিউগোকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিল। সভার অধিবেশন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হয়; সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীগণ ওয়েষ্টফেলিয়া সভার সভ্য; তাঁহাদের আজ্ঞা অপর সকলকে নতশিরে পালন করিতে হয়। উইটেন্‌বার্গে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে ম্যান্‌ফ্রেড্ প্রধানতম সভা হইতে—একখানি পরওয়ানা আনিয়াছিল; সেই পরওয়ানাতে তাহাকে উইটেন্‌বার্গ বিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল—।

আমি ও হিউগো উইটেন্‌বার্গেই রহিলাম; ম্যানফ্রেড্ লিনস্‌ডর্ফ দুর্গে গমন করিল। তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে কাউণ্ট সিজিস্‌মণ্ডের প্রিয়পত্নী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কাউণ্ট সিজিসমণ্ড কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহার ব্যবহার উপযোগী চার পাঁচটি সুসজ্জিত কক্ষ পৃথক করিয়া দিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি প্রতি মাসে তাহাকে প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকার পাইলেন এবং কিসে ম্যানফ্রেড্ মনের সুখে থাকে—সাধ্যমত সেই চেষ্টা করিতেন। সিজিস্‌মণ্ড প্রথম প্রথম বাটীর বাহিরে যাইতেন না; কিন্তু তাঁহার পত্নী নীরোগ ও সবল হইলে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ শীকার করিতে যাইতেন; ইতিমধ্যে ম্যান্‌ফ্রেড্ আমাদের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিত ও আবশ্যকীয় আদেশ দিত। আমরা দুজন ম্যান্‌ফ্রেড্‌কে হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতাম।

এক দিবস ম্যান্‌ফ্রেডের আদেশানুসারে, আমি দুর্গ হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটী ঝোপের ভিতর বসিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম একজন লোক তাহার অশ্বের

বলগা ধারণ করিয়া পদব্রজে, আমি যেখানে ছিলাম, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে চিনিতে পারিলাম—কাউণ্ট সিজিস্‌মণ্ড।

সিজিস্‌মণ্ড শীকার করিতে আসিয়াছিলেন; ঘটনাক্রমে তিনি দলভ্রষ্ট হইয়া একাকী অন্য দিকে যান; বোধ হইল তাঁহার অশ্বের একটী পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ঐরূপ ঘটিয়াছিল। কাউণ্ট একটী উন্নত স্থানে উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন ও হস্তস্থ শৃঙ্গবাদন করিলেন; কিন্তু একজন সঙ্গীকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি সেই উচ্চ স্থান হইতে নাবিয়া পুনরায় অশ্বের বলগা ধারণ করিয়া গোঁপটি অতিক্রম করিয়া দুই পদ যাইবার পূর্ব্বে আমি পিছন হইতে ঝাঁপাইয়া তাঁহার উপর পড়িলাম; পর মুহূর্ত্তেই আমার তীক্ষ্ণ ছোরা তাঁহার হৃদয়ের শোণিত পান করিল! কাউণ্ট একবার ম্যান্‌ফ্রেডের নাম উচ্চারণ করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন। কাউণ্ট আমাকে চিনিতেন, সুতরাং আমার ধারণা হইল যে তিনি মৃত্যুকালীন তাঁহার হত্যাকারীকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার ভ্রাতার আদেশানুসারে আমি তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলাম। আমি তখন ভীম সভার ভয়াবহ চিহ্ন একগাছি রজ্জু বাহির করিয়া ছোরার হাতলে জড়াইয়া দিয়া, ছোরাখানি সেই স্থানে রাখিয়া পলায়ন করিলাম। কাউণ্টের অনুচরবর্গ দুর্গে প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাইল এবং হতোৎসাহ হইয়া মৃতদেহ দুর্গে লইবা যাইল।

পতির হত্যার কথা শুনিয়া কাউণ্টেস্ মর্ম্মাহত হইলেন; পরে শুনিতে পাইলাম তিনি সেই দারুণ কুসংবাদ শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; শোকাবেগ যথা সময়ে কমিয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি কোন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না এবং কদাচ নিজের কক্ষ ত্যাগ করিতেন। ডেম্ উইন্‌ফ্রেড্ নাম্নী একজন ধূর্ত্ত দাসী বহুপূর্ব্ব হইতে লিনস্‌ডর্ফ্ দুর্গে চাকরী করিত; সে অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত না এবং যে অবস্থাতেই হউক মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিতে পারিত। উইন্‌ফ্রেড্ বরাবর ম্যান্‌ফ্রেডের পক্ষপাতী ছিল। ম্যান্‌ফ্রেডের আজ্ঞানুসারে উইন্‌ফ্রেড্ কাউণ্টেসের দাসী নিযুক্ত হইল।

আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারিবেন যে বিধবা হইবার কিয়দ্দিবস পরেই, কাউণ্টেস্ একদল শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কাউণ্টেসের সর্ব্ব প্রধান শত্রু ম্যান্‌ফ্রেড তাহার অগ্রজের নাবালিকা তনয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার হস্তে লইল। দ্বিতীয়তঃ ভৃত্যদিগের মধ্যে যাহারা সিজিস্‌মণ্ডকে ভালবাসিত তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইল এবং তাহাদিগের স্থানে উইটেন্‌বার্গ নিবাসী ভীম সভার নিম্নতম সভ্যগণ নিযুক্ত হইল।

এক দিবস ম্যান্‌ফ্রেড বিনা কারণে কাউণ্টেস্‌কে কারাবদ্ধ করিল এবং তাঁহার প্রাণসম প্রিয় দুহিতাকে কাড়িয়া লইল; পরদিবস সেই নিরপরাধী বালিকাকে হিউগোর

হস্তে দিয়া বলিল "হিউগো, ইহাকে বধ করিও"। হিউগো কিন্তু সেই আজ্ঞা পালন করে নাই; উইটেন্‌বার্গে তাহার একজন আত্মীয় বাস করিত—সেই লোক বালিকার লালন পালনের ভার লইয়াছিল। কিন্তু হিউগো তখন সে কথা প্রকাশ করে নাই। আমরা সকলে জানিতাম যে হিউগো তাহাকে সত্য সত্য হত্যা করিয়াছিল। পরে আমরা উভয়ে যখন ম্যান্‌ফ্রেডের অধীনে চাকরী ত্যাগ করিয়া আসি, তখন হিউগো আমাকে বলিয়াছিল যে সে বালিকাকে হত্যা করে নাই।

কাউণ্টেসকে কারারুদ্ধ করিয়া, ম্যান্‌ফ্রেড সকলকে বলিল যে তিনি পতিবিয়োগে ক্ষিপ্ত হইয়া আত্ম হত্যা করিয়াছেন—শুদ্ধ তাহা নহে, ক্ষিপ্ত অবস্থায় স্বীয় দুহিতাকে স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাহার পর তিনটি মৃতদেহ দুর্গস্থ সমাধি মন্দিরে সমাধিস্থ হইল। একটী সবাধারে কাউণ্ট সিজিস্‌মণ্ডের মৃতদেহ ছিল, দ্বিতীয় শবাধারে কাউণ্টেস্‌ ও তাঁহার কন্যার মৃতদেহ ছিল। উইটেনবার্গ নিবাসীগণ বুঝিল কাউণ্টেস্‌ ও তাঁহার কন্যা সত্য সত্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু দ্বিতীয় শবাধারে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড ছিল মাত্র। ম্যান্‌ফ্রেড কি উপায়ে কাউণ্টের উপাধি পাইয়াছিল এতক্ষণে জানিতে পারিলেন্‌।

কাউণ্টেসের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, ম্যান্‌ফ্রেড তাহার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যত্নবান হইল। ম্যানফ্রেডের তুল্য নীচাশয় লম্পট উইটেনবার্গে কেহ ছিল না; বাল্যকাল হইতে সে চক্রান্ত এবং অবৈধ প্রেম চর্চ্চা করিতে শিখিয়াছিল; এই কারণেই বৃদ্ধ কাউণ্ট তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। সিজিস্‌মণ্ডের মৃত্যু হইবার ছয় সপ্তাহ পরে ম্যানফ্রেড কাউণ্টেসের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য নানা বিষয়ক কথোপকথন করিল এবং তাহার আন্তরিক পৈশাচিক অভিলাষ ঈষৎ ব্যক্ত করিল। ইতিমধ্যে কাউণ্টেস হিউগোকে অনুনয় করিয়া বলিলেন "দেখ, আর কিছু-দিন এই কক্ষে আবদ্ধ থাকিলে আমি সত্য সত্য জ্ঞান হারাইব; দিবানিশি একাকী থাকিলে কে না পাগল হয়? তুমি আমাকে লেখনী, মসিপাত্র আর কাগজ আনিয়া দিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব। এরূপ অবস্থায় মনে যাহা উদয় হইবে তাহা লিখিয়া রাখিলে মনের ভার লাঘব হইবে—আর একটী কথা আছে; কাউণ্ট যেন এবিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতে না পারেন"। হিউগো বলিল "আপনার অনুরোধ নিশ্চয় রক্ষা করিব, কিন্তু কাউণ্ট যেন কিছুতে এ বিষয় জানিতে পারেন না; আমি যখন আপনার জন্য খাদ্য সামগ্রী লইয়া আসি তখন কাউণ্ট আমার পিছনে পিছনে আসিয়া এই কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকেন।"

ম্যান্‌ফ্রেড হিউগোকে বলিত "দেখ, তুমি কাউণ্টেসকে বলিও যে যদ্যপি তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে তাঁহার কন্যাকে ফিরিয়া পাইবেন। তুমি এই প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বশীভুত করিতে চেষ্টা করিও"। ম্যান্‌ফ্রেড জানিত যে

হিউগো তাঁহার কন্যাকে সত্য সত্য শমন ভবনে পাঠাইয়াছিল। হিউগো লাহ্লাদে কাউণ্টেসের নিকট উক্ত প্রস্তাব করিল; সেই জঘন্য প্রস্তাব শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় দুহিতা জীবিত আছে শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

একদিবস ম্যানফ্রেড স্বয়ং কাউণ্টেসের নিকট সেই জঘন্য প্রস্তাব করিল; তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু কাউণ্ট যখন আপন কক্ষে প্রত্যাগমন করিল, তখন দেখিলাম তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে ও ওষ্ঠদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রুদ্ধ হইলেই ম্যান্‌ফ্রেড আমাদের দুইজনকে ও ভেন্‌ উইনফেডকে বিনা কারণে ভৎর্সনা করিত—সে দিনও আমরা তিরস্কৃত হইলাম। আমরা তখন বুঝিলাম যে কাউণ্টেস তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাহার পর আর এক দিবস ম্যানফ্রেড তাঁহার কক্ষ হইতে আসিয়া আমাকে বলিল "কাউণ্টেস ভয়ানক একগুঁয়ে, সে আমাকে ঘৃণা করে এবং আমাকে ভয়ানক অপমান করিয়াছে; আমি তাহাকে তিন দিন সময় দিয়াছি; চতুর্থ দিনে যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হয় তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় শমন ভবনে পাঠাইব"। চতুর্থ দিবসে ম্যান্‌ফ্রেড কাউণ্টেসের কক্ষে প্রায় এক ঘণ্টা ছিল—আমি তাহার আদেশমত বর্হিদেশে অপেক্ষা করিতেছিলাম। ম্যানফ্রেড বাহিরে আসিয়াই বলিল "হতভাগিনীর মৃত্যু সন্নিকট"। সন্ধ্যার সময় ম্যানফ্রেড আমাকে একটী কাগজের মোড়ক দিয়া বলিল "ইহার ভিতরে যে দ্রব্য আছে তাহা কাউণ্টেসের খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইয়া দিও। যথা সময়ে আমি খাদ্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার কক্ষে যাইলাম; কাউণ্টেস আমাকে বহুবিধ প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু আমি কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরদিবস প্রাতঃকালে দেখিলাম তিনি গৃহতলে পড়িয়া রহিয়াছেন—প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছে। মধ্য রজনীতে আমি ও ম্যান্‌ফ্রেড কারাগারের নিম্নে যে খিলান করা ঘর আছে তাহার গৃহতলে কাউণ্টেসের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলাম।

সিজিস্‌মণ্ড ও তাঁহার পত্নীর সত্য সত্য মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু ম্যানফ্রেড জানিত তাঁহাদের দুহিতাও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল—সুতরাং সে ভাবিল তাহার পথ নিষ্কণ্টক! তখন তাহার ঔদ্ধত্য, দৌরাত্ম, অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভীম সভা হইতে ম্যানফ্রেড "ফ্রি কাউণ্ট" উপাধি পাইয়াছিল; তদ্ভিন্ন সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। এই দুই কারণে সে অসহনীয় যথেচ্ছাচারিত্বের সহিত সকলকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে আমি ও হিউগো অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া উইটেনবার্গ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইলাম।

এই বৎসরের প্রারম্ভে আমি রোমে ছিলাম। ঘটনাক্রমে স্যারম্যান নামক একজন লোকের সহিত আমার পরিচয় হয়। স্যারম্যান প্রতারক গ্রিগরি ওয়ালষ্টিনের বন্ধু—

ওয়ালষ্টিন ব্যারণ জারনিন সাজিয়া আইডাকে বিবাহ করিয়াছিল; মেরিয়া ও আইডা উভয়েই লেডি থেরেসার সখি ছিল। ওয়ালষ্টিন্ মেরিয়ার সম্বন্ধে আইডার মুখ হইতে যাহা কিছু শুনিত তাহা তাহার বন্ধু সারম্যানকে বলিত। এক দিবস কথা প্রসঙ্গে সারম্যান বলিল "মেরিয়ার পিতা মাতা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; মেরিয়ার শৈশবকালে তাহাদের মৃত্যু হয়"? সে তৎক্ষণাৎ তাহার পিতা মাতার নাম বলিল। আমি পুনরায় বলিলাম "উহার সম্বন্ধে আর কিছু জান"? সারম্যান্ বলিল "লেডি থেরেসার মাতা সেই পিতৃ মাতৃহীনা অসহায়া বালিকার ভরণ পোষণের ভার লইয়াছিলেন"। হিউগো আমাকে বলিয়াছিল যে সে কাউন্ট সিজিস্মণ্ডের কন্যাকে তাহার কোন আত্মীয়ের নিকট রাখিয়াছিল। আমি তাহাকে বিলক্ষণ জানিতাম—তাহার পুত্র কন্যা ছিল না। সুতরাং যখন সারম্যান বলিল "মেরিয়ার শৈশবকালে তাহাদের মৃত্যু হয়," আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে মেরিয়াই কাউন্ট ও কাউন্টেস সিজিস্মণ্ডের দুহিতা।

তাহার পর ভাবিলাম যে যদ্যপি এই কথা আর্কডিউক লিওপোল্ডকে জানাইতে পারি, তাহা হইলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব। সেই অভিপ্রায়ে, কিছু পূর্ব্বে একদিবস আমি ছদ্মবেশে আর্কডিউকের প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম কিয়ৎক্ষণ পরে আর্কডিউক ও আর্কডাচেস প্রাসাদের বাহিরে আসিলেন। আমি আর্কডাচেসকে দেখিয়াই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম—স্থির বিশ্বাস হইল আর্কডাচেস মেরিয়া, কাউন্টেস ইলডিগারডার গর্ভজাত দুহিতা।

## একাদশ অধ্যায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—ফাদার আন্স্লেম্ কারাগৃহের এক কোণে বসিয়া কি ভাবিতেছে; একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আন্স্লেম্ বিকট হাস্য করিয়া বলিল "এইবার ম্যানফ্রেড্কে উচিত মত শিক্ষা দিয়াছি; পামরের পরামর্শ অনুযায়ী আমি শত শত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; কিন্তু তজ্জন্য উচিত মত পুরস্কার দেওয়া দূরে থাক, হতভাগা আমাকে কি ভয়ানক উৎপীড়নই করিত? (চিন্তা করিয়া) কিন্তু ফষ্ট্ এখনও আসিল না কেন? কারাধ্যক্ষ কি আমার পত্র পাঠায় নাই? কিন্তু সেই সময় সে বর্হিদেশে পদশব্দ শুনিতে পাইল; পর মুহূর্ত্তে তাহার কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং কারাধ্যক্ষ ও ফষ্ট্ ভিতরে প্রবেশ করিল।

ফ। তুমি কি আমার সহিত অধিকক্ষণ কথা কহিবে? আর আমাকে তোমার এমন কি আবশ্যকীয় কথা বলিবার আছে যে তুমি আমাকে এরূপ পত্র পাঠাইয়াছ?
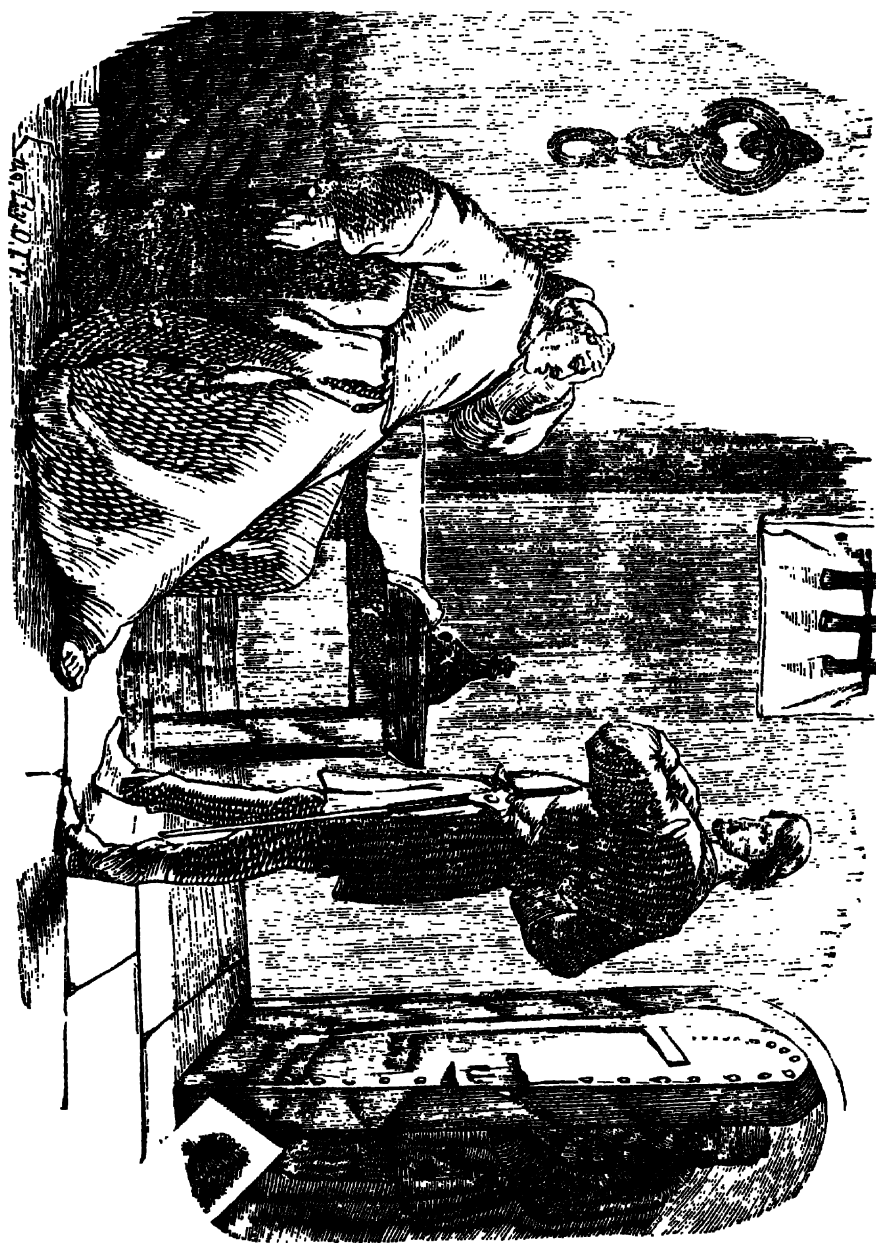
আ। একটী বিশেষ আবশ্যকীয় কথা আছে; কিন্তু আপনাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইবে না।

কা। তবে আমি কিছু পরেই ফিরিয়া আসিব। কারাধ্যক্ষ চলিয়া যাইলে অন্‌স্লেম্ বলিল "আপনি আমাকে কারামুক্ত করিবেন কি না? আমি স্বাধীনতা চাই—আপনি ব্যতীত অপর কেহ আমাকে কারামুক্ত করিতে পারিবে না।"

ফ। (উচ্চস্বরে) তোমার এ আবদার নয়—ধৃষ্টতা।

আ। আপনি নিম্নস্বরে কথা কহিলে বাধিত হইব। সেন্ট এন্‌জেলো দুর্গে অর-সিনাইদিগের সমক্ষে আপনি আমাকে ভয়ানক অপমান করিয়াছিলেন, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনি নরহত্যাকারী সিজারের বন্ধু—সেই সময় আপনি সেই নর-রাক্ষসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি ইচ্ছা করিলে একটী ভয়ানক গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে পারি; সে কথা প্রকাশ হইলে আপনি তদ্দণ্ডে ঘোর বিপদে পড়িবেন। কিন্তু আপনি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, আমি সে কথা প্রকাশ করিব না।

ফ। কি! তুই খুনে বদমাইস, তুই আমাকে ভয় দেখাচ্চিস?

আ। মহাশয়, আপনিও খুনে, সে কথা স্মরণ রাখিবেন। আপনার ঔরসে ও আপনার উপপত্নী আইডার গর্ভে যে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, আপনি সেই শিশুকে হত্যা করিতে অনুমতি দেন নাই? স্বহস্তে খুন করিলেই লোক খুনে উপাধি পায় না।

ফ। তুই কি একটা মিথ্যা গল্প বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিতেছিস? হা হা হা, বৃথা চেষ্টা।

আ। মিথ্যা গল্প? আপনি জানেন গল্পটি সম্পূর্ণ সত্য। সেই নির্দোষী শিশুকে শমন ভবনে পাঠাইবার আপনি যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে আইডাকে যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র কয়খানি আমার পরিচ্ছদের ভিতরে আছে। পত্র কয়খানি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে দেখাইলে, প্রবল পরাক্রমশালী কাউন্ট অরোণা অনতি-বিলম্বেই এই জেলে আবদ্ধ হইবেন।

ফ। হা হা হা, বল কি?

আ। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কিন্তু এই দেখুন, এ কাহার হস্তাক্ষর?

ফ। হইতে পারে আমার; তোমার যেরূপ অভিরুচি তুমি ঐ কখানি কাগজের ব্যবহার করিতে পার। তুমি জান আমি ইচ্ছা করিলে পত্র কয়খানির প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভস্ম করিতে পারি? কিম্বা অতি সহজে তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারি? যদি দৈহিক বলের কথা উল্লেখ কর তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে একটী শিশুর ন্যায় তোমাকে এক হস্তে উঠাইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিতে পারি—

আ। মহাশয়, আপনি নিশ্চয় ভাবিয়াছেন যে কারাবদ্ধ হইয়া আমি জ্ঞান ও বুদ্ধি হারাইয়াছি ; সেই জন্য আপনি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন ! আপনার দৈহিক বল আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি—আপনি কি করিতে পারেন ?

অত্যদ্ভুত ঘটনা ! নরকাধিপতি সয়তানের শিষ্য, ফষ্ট্ আনশ্লেমের হস্তস্থ কাগজ কয়খানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র কাগজ জ্বলিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মাবশিষ্ট হইল !

আ। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) অদ্ভূত জাদু বিদ্যা ! যাহাই হউক, এমন মনে করিবেন না যে আমি ভোজ বাজি দেখিয়া ভীত হইয়াছি। এখনও বলিতেছি আপনি যদি আমাকে কারামুক্ত না করেন তাহা হইলে অমি সকলের সম্মুখে বলিব আপনি আইডার উপপতি ছিলেন। আপনার প্রিয়পত্নী শুনিবেন যে তাঁহার উপযুক্ত স্বামী আইডাকে কুপথে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে সেই রাক্ষসী স্বীয় গর্ভজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছিল !

ফ। তোর যা খুসী তাই করিস, পাজি ফাঁসি ছেড়া—

আ। আপনি দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিতেছেন করুন ; কিন্তু স্থির জানিবেন আপনাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে। নিশ্চয় জানিবেন আমি আইডার গল্প জনসাধারণের সম্মুখে বলিলে, সকলেই সেই গল্প বিশ্বাস করিবে ; কারণ জগতের নিয়ম এই যে, দেশের বড় লোকের কুৎসা সকলেই শুনিতে ইচ্ছা করে।

ফ। দেখ্, আমি ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডে তোর স্বর বদ্ধ করিতে পারি।

আ। আমাকে বৃথা ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিবেন না—জাদুবিদ্যা দ্বারা লোকে কাগজ ভস্ম করিতে পারে, কিন্তু কাহার স্বর বদ্ধ করিতে পারে না—ঐ কারাধ্যক্ষের পদশব্দ শুনা যাইতেছে—এখনও বলুন——

ফ। কখন না।

আ। তবে সকলে নিশ্চয় জানিবে যে কাউণ্ট অফ্ অরোণা হত্যা——

আনশ্লেমের স্বরবদ্ধ হইল এবং পর মুহূর্ত্তেই সে বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় গৃহতলে পতিত হইল ! ফষ্ট্ তখনও তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল !

কারাধ্যক্ষ গৃহমধ্যে আসিবা মাত্র ফষ্ট্ তাহাকে বলিল "শীঘ্র ডাক্তার ডাকিয়া আন—কাইনিস্ মূর্চ্ছা গিয়াছে।" কারাধ্যক্ষ দেখিয়া বলিল "না—মূর্চ্ছা নয় ; আলরিক্ কাইনিস্ লীলা সম্বরণ করিয়াছে !"

## দ্বাদশ অধ্যায়।

সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ান মেরিয়াকে কৃষক-তনয়া জানিয়াও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ; কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে মেরিয়া, কাউন্ট ও কাউন্টেস্ সিজিস্‌মণ্ডের দুহিতা, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। মেরিয়ার জনক জননীর পরিণাম কি ভয়ানক! জনক গূঢ় হন্তার হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন ; জননী শত্রুদত্ত হলাহল পান করিয়া অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। সকলেই সেই শোকোদ্দীপক গল্প শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং সকলেই আর্কডাচেস্‌কে মিষ্ট বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন।

যদিও আন্‌স্লেমের মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি মেরিয়া যে কাউন্ট সিজিস্‌মণ্ডের দুহিতা, তাহার তিন চারটি অকাট্য প্রমাণ ছিল :—আন্‌স্লেমের স্বহস্তে লিখিত গল্প ; কাউন্টেস্ ইল্‌ডিগারডার স্বহস্তে লিখিত কারাজীবনের ইতিহাস ; ফ্রিজের পত্র। এই তিনখানি দলিলের সাহায্যে আর্কডাচেস্ তাঁহার পিতার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। এক দিবস আর্কডাচেস্ তাঁহার স্বামীকে বলিলেন "আমি জানি, খুল্লতাত ভয়ানক মন্দ লোক—তিনি বিস্তর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন। অধিক কি আমার জনক জননীকে হত্যা করিয়াছেন—আমাকেও হত্যা করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিন্তু তত্রাচ তিনি আমার আত্মীয়——"। আর্কডিউক শুনিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে, তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি—তোমার খুল্লতাত প্রকাশ্য দণ্ড পাইলে, তোমার মনে কষ্ট হইবে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই ; কাউন্ট ম্যান্‌ফ্রেডের ন্যায় কুক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি জগতে অদ্যাবধি জন্ম গ্রহণ করে নাই। সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ তাহাকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দিলে, জন সাধারণ তাঁহাকে ভয়ানক নিন্দা করিবে এবং সকলেই সমস্বরে বলিবে 'জারম্যানির বিচারালয়ে সুবিচার নাই'। ম্যান্‌ফ্রেড্‌কে যে রূপে হউক বন্দী করিতে হইবে—তবে প্রাণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্য দণ্ড দেওয়া হইবে ; যত দিন সে জীবিত থাকিবে, তত দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে রাখা হইবে—যদি তাহার সুমতি হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় অনুতাপ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান হইবে"। আর্কডাচেস্ ক্ষান্ত হইলেন ; আর্কডিউক্ তখন অটোকে বলিলেন "তুমি আর বিলম্ব করিও না, প্রাণপণে সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা করিও"। অটো সম্রাটের শরীর রক্ষক ফৌজের একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ম্যান্‌ফ্রেডের দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন সংবাদ পত্র কিম্বা ডাকযোগে পত্র পাঠাইবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না ; মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের তখন শৈশবাবস্থা। রাজধানীতে সাধারণ কি অসাধারণ কোন ঘটনা হইলে, পল্লীগ্রামবাসীরা বহুদিবস পরে তাহা জানিতে পারিত।

অটো ভাবিল "ম্যানফ্রেডের কোন গুপ্তচর রাজধানীতে থাকিলেও থাকিতে পারে—সে যদি লিনস্ডর্ফ্ দুর্গে যাইয়া সংবাদ দেয় যে ফাদার অনিস্লেম্ নিজের অপরাধ্ স্বীকার করিয়া এবং ম্যান্ফ্রেডের জীবনী সবিস্তারে লিখিয়া, লীলা সম্বরণ করিয়াছে, তাহা হইলে ম্যান্ফ্রেড্ নিশ্চয় দুর্গের সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে এবং তখন তাহাকে বন্দী করা দুঃসাধ্য হইবে।" এই ভাবিয়া অটো পথিমধ্যে এক মিনিটের জন্য বিশ্রাম না করিয়া পবনবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল; যখন অটো কেম্বার্গ পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল তখন নগরবাসীগণ বাস্তবিক আন্স্লেমের মৃত্যু-সংবাদ, শুনিতে পায় নাই। অধিকারী হারম্যান্ অটোকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, কারণ সে সম্রাটের পল্টনের বার জন সৈন্যের নায়ক হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু যখন অটো তাহাকে আন্স্লেমের পত্র দিল, তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অটো তখন বলিল—"কি ভাবিতেছ" ?

হা। ফাদার আন্স্লেমের আজ্ঞা অবশ্য পালন করিব, কিন্তু মেসার পিয়ানাল্লা, সত্য বলুন ব্যাপার কি ?

অ। হারম্যান কোন প্রশ্ন করিও না। এই পত্রে ফাদার আন্স্লেম্ যেরূপ আদেশ করিয়াছে, ঠিক তদনুযায়ী কার্য্য করিবে—আর বলি শুন, যদ্যপি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারি যে তুমি ম্যানফ্রেডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ, তাহা হইলে তোমাকে ভয়ানক শাস্তি দিব। ঐ যে বারজন বীরপুরুষ পান্থশালার প্রকাণ্ড হল্ঘরে বসিয়া সুরাপান করিতেছে, উহারা সর্ব্বতোভাবে আমার আজ্ঞাধীন। মনে করিওনা আমি কেবল আন্স্লেমের পত্র লইয়া আসিয়াছি—এই সম্রাটের পরওয়ানা পাঠ কর।

হারম্যান্ পত্র পাঠ করিল—"ম্যান্ফ্রেড অফ্ লিন্স্ডর্ফ, যাহাকে সকলে কাউণ্ট ম্যানফ্রেড বলিয়া জানে, তাহাকে ধৃত করিবার জন্য আমরা আমাদের বিশ্বাসী ভৃত্য মেসার পিয়ানাল্লাকে নিযুক্ত করিয়াছি। যাহাতে ম্যান্ফ্রেডের ঘোর অপরাধের যথার্থ বিচার হয়, সেই জন্য সম্ভবতঃ অন্যান্য লোককেও ধরিতে হইবে; মেসার পিয়ানাল্লা যদি আবশ্যক বোধ করেন, তিনি এই পরওয়ানার সাহায্যে তাহাদিগকে বন্দী করিবেন। যদ্যপি ম্যান্ফ্রেড কিম্বা অন্য কোন লোক পলায়ন কিম্বা মেসার পিয়ানাল্লার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহা হইলে স্থানীয় দলপতি ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা করা হইতেছে যে তাঁহারা এই পরওয়ানা দেখিবা মাত্র, মেসার পিয়ানাল্লাকে বিনা আপত্তিতে সাহায্য করেন"।

হারম্যানের মুখ শুকাইয়া গেল—সে কেবল বলিল "ফাদার আন্স্লেমের পত্র দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইবে।" হারম্যান্ স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে ম্যান্ফ্রেড্ কোন ভয়ানক দোষ করিয়াছিল, কিন্তু কি বিশেষ দোষ করায়, তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল, তাহা সে কিছুতেই অনুমান করিতে পারিল না। অটোকে আর দুএকটী

প্রশ্ন করিতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সাহস হইল না; বিশেষতঃ অটো তাহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুভাবে কথোপকথন করে নাই। যে দিবস অটো শুনিয়াছিল যে, হারম্যান্ ভীম সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত, সেই দিবস হইতে সে তাহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

হারম্যান্ যথা সময়ে লিনসৃডর্ফ দুর্গে পৌঁছিয়া ম্যান্‌ফ্রেডকে একটী কাল্পনিক গল্প বলিয়া পান্থনিবাসে লইয়া আসিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র অটো বলিল "প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ানের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে বন্দী করিলাম"।

ম্যা। তোমার ঔদ্ধত্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি!—সাবধান।

অ। বল প্রয়োগ করিও না—ঐ দেখ হলে কাহারা বসিয়া রহিয়াছে।

ম্যা। আমি কি দোষে অভিযুক্ত হইয়াছি?

অ। উপরের কক্ষে চল সমস্ত বলিব।

ম্যান্‌ফ্রেডের মুখ বিবর্ণ হইল; সে কলের পুতুলের ন্যায় অটোর সমভিব্যহারে উপরের তালায় যাইল। একটী কক্ষে যাইয়া উভয়ে উপবেশন করিল; অটো তখন বলিল "ম্যান্‌ফ্রেড, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার পত্নীকে হত্যা করিয়াছিলে; সেই জন্য তোমার বিচার হইবে; এতদিন এ বিষয় কেহ জানিতে পারে নাই; কিন্তু জগদীশ্বরের কার্য্য প্রণালী ক্ষুদ্র মনুষ্যের অবোধগম্য। এত দিন পরে তোমার পৈশাচিক কার্য্যাবলীর আবরণ খুলিয়া পড়িয়াছে; যে হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত হতভাগারা তোমার আত্মীয়দিগকে হত্যা করিতে তোমাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারাই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আর শুন, আর্কডাচেস্ মেরিয়া তোমার ভ্রাতষ্পুত্রী।

ম্যা। যাহারা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদের নাম কি?

অ। হিউগো এবং আল্‌রিক্ কাইনিস্।

ম্যা। আল্‌রিক্ কাইনিস্—ফাদার আন্‌স্লেম্!

ম্যান্‌ফ্রেড থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; কিছু পরে সে বলিল "যে রজনীতে সিজার বর্জ্জিয়া লিনসৃডর্ফ দুর্গ হইতে একজন বোবার সহিত পলায়ন করে, সেই রজনীতেই আন্‌স্লেম্ কোথায় গিয়াছে। আমি বিস্তর সন্ধান করিয়াও তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই।

অ। যে লোক সিজারকে দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার সময় সাহায্য করিয়াছিল, সে সত্য সত্য মূক নহে—সে লোক তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। আর তুমি যখন আন্‌স্লেমের অনুসন্ধান করিতেছিলে, আমি ও সিজার তখন তাহাকে বন্দী করিয়া রজেন্‌থাল্ দুর্গে লইয়া যাইতেছিলাম। তাহার পর আন্‌স্লেম্ তাহার আপনার এবং তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিত প্রকাশ করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছে। ম্যান্‌ফ্রেডের মস্তকে কড় কড় নিনাদে অশনি পতন হইল—সে আর বাক্যোচ্চারণ করিল না।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সেই পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য, বিক্রম, অকুতোভয়তা অন্তর্ধান হইল। বলিষ্ঠ স্যাম্পসনের মস্তকে যত দিন কেশরাশি ছিল, তত দিন সে সহস্র সহস্র লোককে যুদ্ধে ধরাশায়ী করিত; এবং অবলীলাক্রমে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিত; কিন্তু যখন ডেলিলা রাক্ষসী সেই কেশরাশি কাটিয়া দিল, তখন স্যাম্পসন্ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইল। ম্যান্‌ফ্রেডেরও ঐ দশা ঘটিল।

অটো তখন দুই জন সৈনিককে উপরের তালায় ডাকিয়া বলিল "আর্কডাচেস্ মেরিয়ার আজ্ঞানুযায়ী আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য লিনস্‌ডর্ফ দুর্গে যাইতে হইবে; যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি এই কক্ষে তোমরা দুজন অপেক্ষা করিও—সাবধান, এই লোক যেন না পলায়ন করে। পলাইবার চেষ্টা করিলে বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।

তাহার পর অটো ছয়জন সৈনিককে সমভিব্যহারে লইয়া লিনস্‌ডর্ফ দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিল। দুর্গের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র, প্রহরীগণ তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল—অটো তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "সম্রাটের আজ্ঞানুসারে আমি তোমাদের প্রভু ম্যানফ্রেডকে বন্দী করিয়াছি—এই তাঁহার পরওয়ানা দেখ। আর্কডাচেস্ মেরিয়া ম্যান্‌ফ্রেডের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাউণ্ট সিজিস্‌মণ্ডের কন্যা—তিনিই কাউণ্টের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির যথার্থ এবং একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। আমি তাঁহার পক্ষ হইতে আসিয়াছি এবং অদ্য হইতে তাঁহার নামে এই দুর্গ অধিকার করিলাম"।

প্রহরীগণ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াই অটো একজন সৈনিককে বলিল "ম্যান্‌ফ্রেডের একজন ভৃত্য সমভিব্যহারে লইয়া ভিতরে যাও এবং বৃদ্ধা ডেম্ উইন্‌ফ্রেড্‌কে ধরিয়া আন।" উইন্‌ফ্রেড ধৃত এবং অটোর সম্মুখে আনীত হইলে, অটো ম্যান্‌ফ্রেডের অপর একজন ভৃত্যকে বলিল "এইবার আমাকে দুর্গের উপাসনা মন্দিরে লইয়া চল এবং আর চারজন চারখানি কোদাল এবং বারটি মশাল লইয়া শীঘ্র মন্দিরে আইস"।

উপাসনা মন্দিরের নিম্নেই লিনস্‌ডর্ফদিগের সমাধিস্থান। লিনস্‌ডর্ফ নামধারী একশত পঞ্চাশজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর সেই স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। সমস্ত স্থানটি মশালের আলোকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া অটো দুইটী শবাধার উপরে উঠাইতে আজ্ঞা দিল। একটীর উপর কাউণ্ট সিজিস্‌মণ্ডের তরবারি ও ফলক দেখিয়া অটো বলিল "এই আধারে কাউণ্টের মৃত দেহ আছে"; ম্যান্‌ফ্রেডের ভৃত্যবর্গ বলিল "হাঁ"। তাহার পর অটো একজনকে দ্বিতীয় আধারের ডালা ভাঙ্গিতে বলিল। ডালা খুলিবা মাত্র অটো উচ্চস্বরে বলিল "সকলে দেখ, আধারের ভিতর কেবল কতকগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে, অথচ ডালার উপর 'লেডি ইল্‌ডিগারডা, কাউণ্টেস অফ লিনস্‌ডর্ফ এবং তাঁহার কন্যা' এই কয়টি কথা খোদিত রহিয়াছে"।

অটো তখন বলিল "দেখ, এই শবাধার কিছু পরেই আবশ্যক হইবে; তোমরা আধারটি পরিষ্কার করিয়া উপাসনা মন্দিরে লইয়া আইস"। তাহার পর সকলে কারাগার অভিমুখে যাত্রা করিল।

কারাগারের নিচের তালায় একটি অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল; অটো সেই কক্ষের গৃহতল খনন করিতে আদেশ করিল—কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্যের কঙ্কাল সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। অটো বলিল এই অস্থিগুলি কাউণ্টেস ইল্‌ডিগারডার মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ। নরপিশাচ কাউণ্টেস্‌কে হত্যা করিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিল—কি ভয়ানক লোক! ম্যানফ্রেডের ভৃত্যবর্গ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহাদের মনে হইল, যে এতদিন তাহারা একটী অস্পৃশ্য পিশাচের অধীনে চাকরী করিতেছিল।

অটো তাহার পর অস্থিগুলিকে কাল মখমলে জড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত শবাধারের ভিতর রাখিতে আদেশ করিল এবং একজন লোককে ব্যারণ রজেনথালের নামে একখানি পত্র শীঘ্র পাঠাইয়া দিতে বলিল। পত্র বাহক এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে রজেন্‌থাল্‌ দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যার পর লর্ড রজেন্‌থাল তাঁহার কুল-পুরোহিত এবং একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে লিনস্‌ডর্ফ দুর্গে আসিলেন। লর্ড রজেনথাল অটোর প্রমুখাৎ ম্যানফ্রেডের লোমহর্ষণকারী গল্প শুনিলেন, কিন্তু বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন না; কারণ কাউণ্টেস্‌ ইলডিগারডার হস্তলিখিত ইতিহাস থেরেসা তাঁহাকে দেখাইয়াছিল; সে সময় তিনি অবশ্য বিশ্বাস করেন নাই যে সেই ইতিহাস কাউণ্টেস্‌ স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছিল।

তাহার পর যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার দুহিতার সহচরী মেরিয়া কৃষক তনয়া নহে—কাউণ্ট সিজিস্‌মণ্ডের কন্যা, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। মধ্য রজনীতে কাউণ্টেস্‌ ইল্‌ডিগারডার অস্থি কাউণ্টের কবরের পার্শ্বে সমাধিস্থ হইল—লর্ড রজেন্‌থালের কুলপুরোহিত সময়োচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে অটো ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিল। লেডি থেরেসা অটোর হস্তে তাঁহার জনকের নামে একখানি পত্র দিয়াছিল। পত্র পাঠ করিয়া লর্ড রজেন্‌থাল অত্যন্ত সুখী হইলেন, কারণ থেরেসা লিখিয়াছিল যে সে সুখে আছে এবং তাহার স্বামী পূর্ব্বের ন্যায় বাটীর বাহিরে সময় যাপন করে না। তাহার পর অটো আর একখানি পত্র রজেনথালের হস্তে দিল—সে পত্রখানি সম্রাট রজেন্‌থালকে স্বয়ং লিখিয়াছিলেন। পত্র পাঠ করিয়া লর্ড রজেন্‌থাল্‌ অটোকে বলিলেন "সম্রাট কাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন জান"?

অ। হাঁ, সিজার বর্জিয়ার—এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে পড়িয়াছে; যখন সিজার ও আমি লিনস্‌ডর্ফ্‌ দুর্গ হইতে পলাইয়া আসি, তখন সিজারের একজন অনুচর দুর্গে কারাবদ্ধ ছিল।

ল। হাঁ, তাহার নাম মাইকেলটো; তোমাদের পলাইয়া আসিবার পর দিবস প্রত্যুষেই ম্যান্‌ফ্রেড্ তাহাকে কারামুক্ত করিয়াছিল। সম্রাট এই পত্রে তাঁহার বিশ্বাস ভাজন, ভৃত্যকে এইরূপ আজ্ঞা করিতেছেন :—"পত্র পাইবা মাত্র সিজার ও তাহার ভগ্নিকে যত শীঘ্র সম্ভব জারম্যান্ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিবেন।" সত্য বলিতে কি, আমি এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি; আমি সিজার ও লুক্রজাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। সদাই মনে হয় সিজার আমার খাদ্য দ্রব্যের সহিত একদিন না একদিন বিষ মিশাইয়া দিবে—আর লুক্রজার কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ হয়। হতভাগিনীর প্রবৃত্তি অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য—সর্ব্বদা আমার যুবা অনুচরবর্গের সহিত পরিহাস করিতেছে; হাঁসিতেছে ও গল্প করিতেছে। মাইকেলটো প্রত্যহ ডিউইটজের সহিত সমরকৌশল লইয়া বাকবিতণ্ডা ও কলহ করিতেছে। তিন-জন আমার বাটী ত্যাগ করিয়া যাইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।

ব্যারণ্ তাহার পর অটোর সহিত করমর্দ্দন করিয়া স্বীয় দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার পর অটো তাহার সহিত যে সৈন্য কয়জন আসিয়াছিল তাহাদের নায়ককে ডাকিয়া বলিল "দেখ, তোমাকে এই দুর্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। যতদিন আর্কডিউক্ লিওপোল্‌ড তোমাকে কোন আদেশ না পাঠান, ততদিন তুমি দুর্গের শাসনকর্ত্তা থাকিবে এবং দুর্গবাসী সমস্ত লোক তোমার আজ্ঞাধীন থাকিবে"।

পাঠকের স্মরণ থাকিবে, যে কক্ষে ম্যানফ্রেড্ কাউণ্টেস্ ইলডিগারডাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই কক্ষে দুখানি আলেখ্য ছিল—একখানি কাউণ্ট সিজিসমণ্ডের, আর একখানি তাঁহার প্রিয়পত্নীর। আর্কডাচেস্ অটোকে সেই দুইখানি ছবি ভিয়েনায় লইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; ছবি দুখানি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া অটো দুইজন মাত্র সৈন্য সমভিব্যহারে লইয়া কেম্‌বার্গ পান্থনিবাসে প্রত্যাগমন করিল।

যে দুই জন সৈনিককে অটো ম্যান্‌ফ্রেডের কক্ষে চৌকি দিতে আদেশ করিয়াছিল, তাহাদের একজন অটোকে দেখিবা মাত্র সত্বর পদে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া নিচে আসিয়া বলিল "মেসার পিয়ানাল্লা, মেসার পিয়ানাল্লা, ম্যানফ্রেড্ আত্মহত্যা করিয়াছে।

অ। কি সর্ব্বনাশ! ম্যানফ্রেড্ আত্মহত্যা করিয়াছে!!

সৈ। হাঁ—তাহার পরিচ্ছদের ভিতর একখানি তীক্ষ্ন ছোরা ছিল; দশ মিনিট হয় নাই, সে হঠাৎ ছোরাখানি বাহির করিয়া স্বীয় বক্ষঃস্থলে সবলে আঘাত করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অটো উপরের তালায় আসিয়া দেখিল ম্যানফ্রেড্ লীলা সম্বরণ করিয়াছে!

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ, নবেম্বর মাসে অটো পিয়ানাল্লা, ডেম্ উইন্‌ফ্রেডকে সমভিব্যহারে লইয়া ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিল।

বৃদ্ধাকে ভিয়েনার কারাগারে রাখিয়া, অটো আর্কডিউক্ লিওপোল্‌ডের প্রাসাদে গমন করিল। আর্কডিউক্ ও তাঁহার প্রিয়পত্নী তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

লিনস্‌ডর্ফ দুর্গে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, অটো সবিস্তারে বর্ণনা করিল। আর্ক-ডাচেস্ সেই শোকোদ্দীপক গল্প শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন—অশ্রুবেগ সম্বরণ করা অসাধ্য হইল। তখন তিনি বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। আর্কডিউক্ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একটীও বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল অনিমিষ দৃষ্টে প্রিয়তমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম-পরিপূর্ণ দৃষ্টি। শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে কমিলে আর্কডাচেস্ তাঁহার স্বামীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন এবং যদিও সেই সময় আর্কডিউক্ একটীও বাক্যোচ্চারণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার আঁখিদ্বয় তাঁহার মনের অবস্থা স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছিল। আর্ক-ডাচেস্ জন্মাবধি পিতা মাতার সস্নেহ সম্ভাষণ শুনিতে পান নাই, কিন্তু তিনি সেই দিন বুঝিলেন যে জগদীশ্বর সে ক্ষতি পূরণ করিয়াছিলেন। পতি অনুরক্ত হইলে কোন্ স্ত্রী না সুখী হয়?

বৃদ্ধা ডেম্ উইন্‌ফ্রেডের যথা সময়ে বিচার হইল। লেডি ইল্‌ডিগারডাকে যখন ম্যান্‌ফ্রেড্ হত্যা করিয়াছিল, বৃদ্ধা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল; বিচারালয়ে বৃদ্ধা এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারকালীন বৃদ্ধা একটীও বাক্যোচ্চারণ করে নাই—"না" বলিয়া দোষ অস্বীকার কিম্বা "হাঁ" বলিয়া স্বীকার করে নাই। তাহার পর যখন দোষ প্রমাণীকৃত হইল এবং বিচারপতি তাহাকে আজীবন কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, তখনও সে এক তিল চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই; সেই স্বভাবদত্ত পূর্ব্ববৎ মুখের ভাব সকলে দেখিল।

অটো পিয়ানাল্লা। আর্কডিউক্ লিওপোল্‌ড অটোর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া-ছিলেন; মেরিয়া উচ্চকুলোদ্ভবা, তাহা সম্ভবতঃ অটো ব্যতীত অন্য কোন লোক সপ্রমাণ করিতে পারিত না। ব্যারণ জারনিন্‌কে ক্যাপুচিন্‌দিগের পার্ব্বত্য দুর্গ হইতে কারামুক্ত করাতে, অটোর নাম সমগ্র জারম্যান্ সাম্রাজ্যে সকলেই জানিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন অটো জারমানীর খ্যাতনামা অধিবাসীদিগের শ্রেণীভুক্ত। সম্রাট ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ অটোকে একটী উপাধি ও প্রচুর অর্থ পুরস্কার-স্বরূপ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অটো দৃঢ়ভাবে অথচ যথেষ্ট শিষ্টাচারের সহিত বলিল "আমি কোন পুরস্কার গ্রহণ করিব না—"আমি প্রত্যুপকারের আশায় কোন

লোকের উপকার করি নাই। আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহা জ্ঞান বোধেই করিয়াছি। বিশেষতঃ নিজের হস্তে উপার্জ্জন না করিতে পারিলে সংসারে সুখ কোথায় " ?

যে লোক ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করে সে পার্থিব হিসাবে কখন অসুখী হয় না—ঘোর বিপদে পড়িয়াও সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। জারম্যান্‌দেশবাসী সকলেই অটোকে প্রসিদ্ধ চিত্রকর বলিয়া জানিয়াছিল; তাহার পর যখন তাহার যশের প্রভা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিল, তখন সম্ভ্রান্ত লোক মাত্রেই তাহার হস্তাঙ্কিত চিত্র ক্রয় করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে চিত্র বিক্রয় করিয়া অটো বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল।

ভিয়েনাতে চিরস্থায়ী হিসাবে বাস করিবার কোন বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে, অটো দ্বিতীয়বার কারনিওলা ও জুলিয়ান আল্পস্ অতিক্রম করিয়া ইতালিতে গিয়াছিল। যখন সে প্রত্যাগমন করিল, তখন ভিয়েনা নিবাসী সকলে তাহার সহিত একটী পরমা-সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইল——যুবতীর নাম নাইনা ম্যাজিনি। অটো সেই কৃষকতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল।

অটো ও তাহার নবপত্নী ভিয়েনার একটী সুন্দর বাটীতে অবস্থিতি করিত। অটোর হস্তাঙ্কিত আলেখ্য ও দৃশ্যাবলী দেখিবার কিম্বা ক্রয় করিবার জন্য তাহার বাটীতে প্রত্যহ শত শত সম্ভ্রান্ত লোক যাতায়াত করিতেন। কিছুকাল পরেই অটো ধনাঢ্য শ্রেণীভুক্ত হইল, কিন্তু সে উপার্জ্জিত অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে জানিত। ব্যারণ জারনিনের বাটীতে এবং আর্কডিউকের প্রাসাদে অটো সর্ব্বদা যাতায়াত করিত—উভয়েই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। অটো তাঁহাদের বাটীতে সর্ব্বদা সস্ত্রীক যাতায়াত করিত। ফষ্ট্ অটোর সহিত মৌখিক আলাপ করিত, কিন্তু কাউণ্টেস্ অফ্ অরোণা অটো এবং নাইনাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন।

১৫০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ব্যারণ্ রজেন্‌থাল্ লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কাউণ্ট অফ্ অরোণার প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন—পীড়িতাবস্থায় কন্যা সদা সর্ব্বদা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিত এবং সেই প্রাণসম প্রিয় কন্যার ক্রোড়ে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। ব্যরণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে, থেরেসা তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল।

সিজার বর্জিয়া বহুবিধ বিপদে পড়িয়া এবং বহুকষ্টে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে স্বনাম গোপন করিয়া, বিদেশ ভ্রমণ করিতে যাত্রা করিয়াছিল। এক স্থানে স্পানিয়ার্ডরা তাহাকে বন্দী করিয়া সেভিল্ দেশের দুর্গে কারাবদ্ধ করিয়াছিল। দুর্গাধ্যক্ষ সিজারকে ভয়ানক উৎপীড়ন করিত। যখন তাহার নৃশংশাচরণ অসহ্য হইল, তখন সিজারের পলায়ন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল; এক দিবস সে দুর্গাধ্যক্ষকে বলিল একজন ধর্ম্মযাজককে আমার কক্ষে পাঠাইয়া দিবেন—আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে; যে

সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি সমস্ত স্বীকার করিব"। সন্ধ্যার সময় একজন ধর্ম্মযাজক তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল; সিজার উন্মত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় ঝাঁপাইয়া তাহার উপর পড়িয়া নিমিষ মধ্যে তাহাকে ধরাশায়ী করিল এবং গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিল। তাহার পর তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া স্বয়ং পরিধান করিল এবং সত্বর পদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিছু পরেই সিজার রাজবর্ত্মে পঁহুছিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া পলায়ন করিল। নরহত্যা করিয়া সিজার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু স্পানিয়ার্ডরা তাহাকে পুনরায় ধৃত করিয়াছিল। উপরি উক্ত ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে সিজার তাহার বিশ্বাসী মাইকেলটোকে হারাইয়াছিল—সিজার কোথায় ছিল মাইকেলটো নির্ণয় করিতে পারে নাই; সিজারও বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই। যখন সিজার সেভিল্ দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তখন মাইকেলটোর অনুপস্থিতে সে এক প্রকার অঙ্গহীন। স্পানিয়ার্ডরা অতি সহজে তাহাকে পুনরায় ধরিয়া মেডিনা—ডেল্—কেম্পো নামক দুর্গে কারারুদ্ধ করিল। সেই দুর্গে সিজার দুই বৎসর অতিবাহিত করিল। এক সময় প্রবল প্রতাপশালী মুকুটধারী রাজারা তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার জন্য লালায়িত হইত কিন্তু সেই দুই বৎসরের ভিতর এক দিনও কোন লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই—বোধ হয় সাক্ষাৎ প্রার্থী কেহ ছিল না। দুর্গের শাসনকর্ত্তা কিন্তু, সিজারকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তিনি সিজারের কক্ষে আসিয়া তাহার সহিত একত্রে আহার ও গল্প করিতেন।

দুই বৎসর অতীত হইলে এক দিবস সিজার জানিতে পারিল যে মাইকেলটো তাহার প্রভুর অনুসন্ধান পাইয়াছে; সেই দিবস প্রাতঃকালে আহার কালীন রুটির ভিতর হইতে সিজার একটী ক্ষুদ্র শিশি ও একখানি উকা পাইয়াছিল। দিবাভাগে সিজার উকার সাহায্যে জানেলার একটী গরাদিয়া কাটিয়া রাখিয়াছিল, সন্ধ্যার সময় দুর্গের শাসনকর্ত্তা ডন্ ম্যান্থয়েল্ তাহার কক্ষে আহার করিবার জন্য আসিলেন; উভয়ে নানা বিষয়ক গল্প করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে সিজার পূর্ব্বোক্ত সেই শিশিতে যে আরক ছিল তাহা অলক্ষিতভাবে ডনের পাত্রে ঢালিয়া দিল। সুরা পান করিবার পর মুহুর্ত্তেই ডন্ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; সিজার তখন কম্বল, বালিস ও ডনের পরিচ্ছদ টুকরা টুকরা করিয়া দড়ি প্রস্তুত করিল এবং মধ্য রজনীতে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গ হইতে পলায়ন করিল।

দুর্গের অনতিদুরে মাইকেলটো দুটী দ্রুতগামী অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। উভয়ে বেগে অশ্ব চালনা করিয়া 'নেভারে পলায়ন করিল। নেভারের রাজা জন্ আলবার্ট সিজারকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে জন আলবার্টের একজন বলিষ্ঠ প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। আলবার্ট সিজারকে একদল সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরণ

করিলেন। উভয় দল ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল—সিজার সেই যুদ্ধে হত হয়। যে স্থানে সেই যুদ্ধ হইয়াছিল ইতিহাসে তাহার নাম উল্লেখ নাই।

যে সিজার এক সময় প্রবল প্রতাপশালী ছিল, যে সিজার বর্জিয়ার নাম শুনিলে সকলে ভীত হইত, সেই সিজার একজন সামান্য ভূস্বামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল।

লুক্রজা বর্জিয়া ডিউক্ অফ্ ফেরারাকে বিবাহ করিয়াছিল; রাক্ষসীর সহিত পাঠকের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে অটো ডেম্ উইন্‌ফ্রেড্‌কে বন্দী করিয়া ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিল। তাহার পর পনের বৎসর অতীত হইয়াছে—১৫১২ খৃষ্টাব্দ। এই পনের বৎসরের ভিতর যে যে ঘটনাগুলি হইয়াছিল, সেই গুলি এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

ফষ্ট্ সয়তানের নিকট যে চব্বিশ বৎসর সময় ভিক্ষা লইয়াছিল—তাহার উনিশ বৎসর অতীত হইয়াছে—বাকি পাঁচ বৎসর মাত্র।

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৫১২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ। অরোণা প্রাসাদের একটী সুসজ্জিত কক্ষে একটী যুবক ও একটী যুবতী বসিয়া আছে। যুবকটি ঈষৎ লম্বা; যদিও স্থূলকায় নহে তত্রাপি অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট, মুখ স্ত্রী আকারবিশিষ্ট অথচ সৌন্দর্য্যপূর্ণ; তাহার ঘোর পিঙ্গলবর্ণের কেশ শ্বেত গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে; কোমলভাব প্রদর্শক প্রশস্ত চক্ষুদ্বয় জ্যোতিপূর্ণ; মুখ ছোট এবং ওষ্ঠ অধর হইতে অপেক্ষাকৃত রক্তবর্ণ। যুবকের দাড়ি ও গোঁফ উঠে নাই বলিয়া তাহার মুখাকৃতি স্ত্রীলোক কিম্বা বালকের মতও নহে অথচ চিন্তা ও গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ। এমন কি চিত্রকর তাহাকে আদর্শ স্বরূপ সম্মুখে বসাইয়া কামদেবের চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিত। যুবতীকে দেখিলে তাহাকে সৃষ্ট জগতের এক রমণীয় পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। ইহার অপার্থিব গঠন নারীজাতির সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, আকৃতি কিছু লম্বা। সহজ অবস্থায় চক্ষুদ্বয় শান্ত ও কোমল বলিয়া বোধ হইত কিন্তু আনন্দজনক ভাবের উদ্রেক হইলে বোধ হইত যেন যমজ তারকাদ্বয় হইতে অলৌকিক আলোকরাশি বিনির্গত হইয়া দর্শককে আলোকিত করিতেছে। তাহার সুবর্ণবর্ণের কেশগুচ্ছ কপাল পর্য্যন্ত নামিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এবং কপালের সূক্ষ্ম শিরা সকল শ্বেত ও স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার মুখের ভাব অতি চমৎকার—এমত ভাব কেবল ধর্ম্মনিরতা চির কুমারীতেই লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অকৃত্রিম প্রক্রিয়ায় সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ভিন্ন অন্যথা হয় নাই—তাহাতে গর্ব্ব কিম্বা আত্ম-অভিমান

কিছুই ছিল না; এমন কি কোন অঙ্গের কিরূপ চালনায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা সে নিজেই জানিত না।

যুবক ও যুবতী উভয়েই সমবয়স্ক—অষ্টাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। তাহারা একই বৎসরে—প্রায় একই সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল—অথচ তাহারা যমজ সন্তান নহে। তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা,—কারণ উভয়ে পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। ইহাদিগের মধ্যে যে বিশুদ্ধ প্রণয় সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে পরস্পরের প্রতি কাহার দ্বেষ কিম্বা হিংসা দেখা যাইত না। উভয়কেই উচ্চ পদস্থ বলিয়া অনেক সমারোহ ভোজে উপস্থিত হইতে হইত, সেখানে দেশাচার ও লোকাচারের বশবর্ত্তী হইয়া যুবতী যদ্যপি অপর কোন যুবকের সহিত নৃত্য করিত তাহাতে যুবক ক্ষুণ্ণ হইত না এবং সেই প্রকার যুবক অপর কোন যুবতীর সহিত নৃত্য করিলে যুবতী ক্ষুণ্ণ হইত না—তাহাদিগের মধ্যে এরূপ বিশুদ্ধ প্রেম জন্মিয়াছিল যে এরূপ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি ক্ষুণ্ণ হওয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে অসম্ভব ছিল। প্রণয়ী প্রণয়িনীরা প্রণয় বদ্ধমূল করিবার ও বিচ্ছেদান্তে মিলনের সুখ অনুভব করিবার জন্য প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে কিন্তু ইহাদিগের মুখ হইতে কখন বিচ্ছেদ সূচক বাক্যও স্খলিত হইতে দেখা যায় নাই।

শৈশবাবস্থায় তাহারা এক প্রাসাদে বাস করিত না বটে কিন্তু নিয়তই এক সঙ্গে থাকিত। দুই বৎসর বয়সের সময়ও খেলিতে খেলিতে তাহাদিগের মধ্যে কখন ঝগড়া হয় নাই এবং এত ভালবাসা যে একজন ক্রন্দন করিলে অপরটিও নিশ্চয় ক্রন্দন করিবে ও পরস্পরে পরস্পরের অশ্রু মুছাইয়া দিবে।

বয়সের সহিত তাহাদিগের প্রণয় ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাহাদের অস্পষ্ট কথোপকথনে ও স্নেহভাব লক্ষিত হইত। আর্কডিউক কিম্বা কাউন্টের প্রাসাদ প্রান্তস্থিত উদ্যানে এক হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইবার সময় বালক সুগন্ধ পুষ্প তুলিয়া ও সুস্বাদু ফল পাড়িয়া বালিকাকে দিয়া তাহার আনন্দবর্দ্ধন করিত। যখন উভয়ে মাঠে বেড়াইতে যাইত বালক বালিকার হাত ধরিয়া সুগম্য পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত; পথিমধ্যে কর্দ্দম কিম্বা কণ্টক থাকিলে বালিকাকে দুই হস্তে শূন্যে তুলিয়া সেই স্থান পার করিয়া দিত। পাঠদশায় ও তাহারা এক সঙ্গে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিত,—বলিতে কি এক সঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের সাহায্য না পাইলে তাহাদের পাঠ অভ্যাস সুচারু রূপে সম্পন্ন হইত না।

সুকুমারমতি শিশুগণের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা হয় শৈশবাবস্থায় তাহাদিগের ও সেইরূপ ছিল; ক্রমে সেই ভালবাসা কোমল এবং গাঢ় ভাবে পরিণত হইল। কিন্তু অবশেষে ইহা রূপান্তর অবলম্বন করিলে যুবক যুবতী ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। যুবকই প্রথমতঃ ইহা বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া যুবতীকে ব্যক্ত করে।

যখন উভয়েই দেখিল যে সেই এক ভাব পরস্পরের অন্তরে সমভাবে বিদ্যমান তখন তাহারা বলিল "আমাদিগের জনক জননী আমাদিগের পরিণয়ে সম্মতি দিবেন এবং আমাদিগের মধ্যে কখনই বিচ্ছেদ হইবে না"।

এই যুবকের নাম ম্যাকস্‌মিলিয়ান—ফষ্ট্‌ ও থেরেসার পুত্র হইয়াও সে আজন্ম আর্কডিউক লিওপোল্‌ড ও মেরিয়াকে পিতা মাতা বলিয়া জানিত এবং যুবতীর নাম আডিলা, আর্কডিউক লিওপোল্‌ড ও মেরিয়ার কন্যা হইয়াও সে ফষ্ট্‌ ও থেরেসাকে পিতা মাতা বলিয়া জানিত।

এই পরিণয়ে ফষ্টই কেবল অনুমতি প্রদানে টাল বাহানা করিতেছিল; পাত্রী পাত্রের অবস্থা সম্বন্ধে তাহার কোন আপত্য ছিল না ও তাহা হওয়াও অসম্ভব। তাহার নিজের কোন গুঢ় কারণ ছিল—সে সয়তানের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে সয়তানের বিনা অনুমতিতে কোন দেবালয়ে যাইতে পারিবে না—যাইলেই সম্পূর্ণভাবে সয়তানের আয়ত্বাধীন হইবে। এই কারণেই তৎপর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্বন্ধে ফষ্টের আগ্রহ ছিল না।

১৫১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যে দিবস সন্ধ্যার সময় যুবক যুবতী অরোণা প্রাসাদের কক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল তখন তাহাদিগের ভবিষ্যতে মিলনের আশা এইরূপ—

ম্যাকসমিলিয়ান্‌ প্রণয়িনীর হস্ত ধারণ করিয়া জানেলার নিকট লইয়া গিয়া কহিল "দেখ প্রিয় আডিলা, ঐ যে বৃক্ষ সকল দেখিতেছ, আমরা কত বার উহাদিগের পাতা শুখাইয়া যাইতে দেখিলাম ও কত বার কিছু সময় পরে উহাদিগের নব পল্লব অঙ্কুরিত হইতে দেখিলাম। কিন্তু হায়! মনুষ্যের আশালতার পাতা একবার ঝরিয়া পড়িয়া গেলে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায় না"।

আডিলা ম্যাক্‌স্‌মিলিয়ানের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "প্রিয় ম্যাক্‌স্‌মিলিয়ান্‌, আজ তোমায় বিমর্ষ দেখিতেছি কেন"?

ম্যা। না প্রিয়তমে—কিন্তু এ সময়টি বড় বিষম সময়। সন্ধ্যার অন্ধকার অলক্ষিত-ভাবে আসিয়া মনকেও তিমিরাচ্ছন্ন করে এবং তখন এক প্রকার অলক্ষণ সূচক ভাব আইসে।

আ। অলক্ষণ সূচক! কেন তুমি একথা বলিলে? সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয় কিন্তু পুনর্ব্বার সূর্য্যোদয়ে সে অন্ধকার তিরোহিত হয়। সেই প্রকার মনের ক্ষণস্থায়ী অন্ধকার ও আশা সূর্য্যের কিরণে বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া ঘরে আলোক জ্বালিয়া দিল এবং তাহার পরেই আর্কডিউক লিওপোল্‌ড, ফষ্ট, আর্কডাচেস্‌ ও থেরেসা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

ফষ্টের যে রূপলাবণ্য পনের বৎসর পূর্ব্বে থেরেসার মন আকর্ষণ করিয়াছিল তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার একগাছি চুলও পাকে নাই কিম্বা চক্ষুর জ্যোতি হ্রাস হয় নাই, কেবল মাত্র কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিয়াছিল। এখন থেরেসার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু তাহার অন্তরের চিন্তা মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং দেহ কৃশ হইয়া গিয়াছিল।

ফষ্ট্ অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল এবং সেই যন্ত্রণা উপশম করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জঘন্য আমোদ আহ্লাদে মাতিয়া থাকিত। ফষ্ট্ এখনও বলিষ্ঠ ও পূর্ণ যৌবন হইলেও জানিত যে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাকে মরিতে হইবে—এবং সে কি প্রকার মৃত্যু! রোমের কোন সম্রাট এক দিবস সৎকর্ম্ম না করিলে বলিতেন যে "অদ্যকার দিবস বৃথা কাটিয়া গেল"; ফষ্ট্ও সেই প্রকার কোন দিবস নূতন আমোদ না হইলে বলিত "অদ্যকার দিবস বৃথা নষ্ট হইল"। কৃপণ যত যত্নে আপন ধন গণনা করে তাহার অপেক্ষা অধিক যত্নে ফষ্ট্ আপনার জীবনের অবশিষ্টাংশ, মাস, দিবস, ঘণ্টা হিসাবে গণনা করিত। সময়ই তাহার পক্ষে সর্ব্বস্ব—যেমন কাল গত হইত তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইত,—অন্তিম কালের অবস্থার বিষয় মনে উদয় হইত।

ফষ্ট্ তাহার অসীম ক্ষমতাবলে ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে দেশ দেশান্তরে যাইয়া দুই চারি ঘণ্টা কিম্বা দুই এক দিবস ইন্দ্রিয়ামোদে অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার মুহূর্ত্ত মধ্যে বাড়িতে ফিরিয়া আসিত। থেরেসা এ বিষয় কিছুই জানিত না—তাহার কখন সন্দেহ করিবার কারণও হয় নাই। ফষ্ট্ রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় অসংলগ্ন বাক্যোচ্চারণ করিত, দিবসে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হইত, কখন দেবালয়ে পদার্পণ করিত না এই সকল দেখিয়া থেরেসা অনেক দিন হইতেই মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল যে প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইয়াও তাহার স্বামী সুখী নহে। অনেকবার তাহার অসুখের কারণ জানিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ফষ্ট্ তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করায় থেরেসা সে চেষ্টা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল।

এই পনের বৎসরে আর্কডিউক ও ডাচেসের সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ ও আডিলা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে তাহাদের গর্ভধারিণীরা পরস্পরে আপনার সন্তানের অপেক্ষা অপরের সন্তানটিকে অধিকতর ভাল বাসিত এবং সেই ভালবাসা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ভালবাসায় তাহারা অন্তরে সুখী হয় নাই। উভয়ে সজল নয়নে ইহার কারণ আলোচনা করিত কিন্তু মুখ্য কারণ অবগত না থাকায় কোনরূপ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয় নাই। যে পুরোহিতের নিকট থেরেসা ও মেরিয়া পাপ বিমোচনের জন্য আপনাপন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল তাহারা

ঈশ্বরের কার্য্যের অনির্ব্বচনীয় কারণ পরিজ্ঞেয় নহে এইরূপ বুঝাইয়া তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ শান্তনা প্রদান করিয়াছিল।

আর্কডিউক, মেরিয়া, ফষ্ট্, থেরেসা, ম্যাকস্মিলিয়ান ও আডিলা মেজের নিকট চৌকিতে উপবেশন করিলে পরিচারক মেজের উপর আহারীয় দ্রব্য রাখিয়া প্রস্থান করিল। এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে কথোপকথন চলিতে ছিল তাহার প্রসঙ্গে আর্কডিউক বলিল "কাউন্ট, আপনি অনর্থক কেন ইহাদিগের আশু পরিণয়ে প্রতিবন্ধক হইতেছেন? আপনি কি ভাবেন ইহাদের এখন বিবাহের বয়স হয় নাই—না ইহারা আপনাপন মনোভাব পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই? একবার ইহাদিগের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন দিকি, বোধ হয় এরূপ প্রণয় আপনি আর কোথাও দেখেন নাই; বিধাতা যেন ইহাদিগকে পরস্পরের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছে।

মে। শৈশবাবধি একত্র থাকায় এক্ষণে ইহাদের মধ্যে গাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছে। কাউন্ট, ইহাদিগের সুখে আর বাধা দিবেন না"।

এই বলিয়া মেরিয়া নবীন যুবক যুবতীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কিন্তু তাহার চক্ষু অনেকক্ষণ স্থিরভাবে আডিলার প্রতিই রহিল।

থেরেসা ফষ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিল "উইল্হেম, দেখ, রাজপুত্র এই বিবাহের প্রস্তাবনা করিয়া আমাদিগের মর্য্যাদা বাড়াইতেছেন; তাহার পর, এই বিবাহ সমাধা হইলে আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব আর বদ্ধমূল হইবে। উইল্হেম, তোমাকে মিনতি করি এ শুভকার্য্যে বিলম্ব করিও না"। এই বলিয়া থেরেসা যুবক যুবতীর প্রতি দেখিল কিন্তু তাহার দৃষ্টি ম্যাকস্মিলিয়ানের উপর অধিকক্ষণ স্থায়ী রহিল।

ডি। আমাদিগের সকলের অনুরোধ আপনি যে কিরূপে ঠেলিবেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি যে কারণ দেখাইতেছেন তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহারা সামান্য অবস্থাপন্ন যুবক যুবতী নহে, বাল্যবিবাহের যুক্তি ইহাদিগের পক্ষে খাটে না। তবে আমরা যদি আপনাকে সম্মতি করাইতে না পারি তাহা হইলে যুবক যুবতী সম্মুখেই আছে তাহারাই স্বয়ং আপনার সম্মতি প্রার্থনা করিবে। আমি সেই জন্যই ইচ্ছা করিয়া এই কক্ষে তাহাদিগের সমক্ষে এ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি।

এই শুনিয়া যুবক যুবতী ফষ্টের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। ফষ্ট্ বিষম সমস্যায় পড়িল। আর্কডিউকের উপরোধ রক্ষা না করিলে তাঁহার অপমান করা হয় আর এখনও বিবাহে ব্যাঘাত দিলে যুবক যুবতীর প্রতি নির্দ্দয়তার কার্য্য করা হয়। ফষ্ট্ যুবক যুবতীকে উঠিতে বলিয়া কহিল "আমি আগত কল্য মধ্যাহ্নের সময় এ বিষয়ের উত্তর দিব। আর্কডিউক, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই কয়েক ঘণ্টা সময় দিবেন"।

ফষ্ট্ মনের উদ্বেগ আর অধিকক্ষণ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ উঠিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

Eng. O.T.F.

তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়।

"হায়! আমার স্বামীর মন এরূপ চঞ্চল হইল কেন? বোধ হয় তাঁহার কোন অসুখ হইয়া থাকিবে—আমি যাইয়া দেখি" এই বলিয়া থেরেসাও কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

## ষোড়শ অধ্যায়।

ফষ্ট্ আলোকময় কক্ষাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া একটী অন্ধকারময় নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া এক পালঙ্কোপরি শুইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল "হায় আমি কি মন্দ-ভাগা। আমার পাপপূর্ণ অবস্থার এরূপ তীব্র যন্ত্রণা আর কখন অনুভব করি নাই। আমার মত হতভাগা পৃথিবীতে আর কেহ নাই। চীরধারী সামান্য ভিক্ষুকও কাউন্ট অফ্ অরোণার অপেক্ষা সুখী—শত শত বার—সহস্র সহস্র বার সুখী। তাহার সহিত আমার অবস্থার বিনিময় প্রার্থনীয়। হায় হায় আমি কি করি? আমার মস্তক ঘুরিতেছে। এমন কোন বন্ধু নাই যাহার নিকট অদৃষ্টের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করি—যাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করি! দেখিতেছি আমার সম্পর্কীয় সকলেই আমার অদৃষ্টের কারণ মজিবে। হায় হায় এই বালক বালিকার মধ্যে এত অনুরাগ—কিন্তু কি প্রকারে আমি তাহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রদান করি? আমি বিবাহকালে উপস্থিত থাকিতে পারিব না। থেরেসা! থেরেথা! তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমি যে ভয়ানক আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছি তুমি তাহার কিছুই জান না"!

থেরেসা যে ঐ কক্ষাভ্যন্তরে ছিল ফষ্ট্ তাহা জানিত না। থেরেসা স্বামীর অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু স্বামীর মুখনিসৃত দুই একটি আত্মকথন শুনিয়াই স্তম্ভিত হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। কানাচি পাতিয়া স্বামীর গোপনীয় কথা শুনিবার তাহার অভিপ্রায় ছিল না—সে এ প্রকৃতির রমণী নহে। স্বামীর আত্মকথন শেস হইলে থেরেসা তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল "স্বামি—স্বামি—" থেরেসার মুখ ফষ্টের মুখে সংলগ্ন হইল, এবং এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুবারি তাহার গালে পড়িল। ফষ্ট্ আপন কম্পিত হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে ও থেরেসা? তুমি?"

থে। হাঁ উইল্‌হেম, আমি। আমি তোমার সকল কথা শুনিয়াছি।

ফ। সকল কথা শুনিয়াছ? আমি কি বলিয়াছি? তুমি কি শুনিয়াছ? আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়াছি, কি বলিয়াছি আমার স্মরণ নাই; কি বলিয়াছি বল—শীঘ্র বল।

থে। তুমি বলিলে যে তোমার অন্তরে সুখ নাই, তোমার অদৃষ্ট ভয়ানক, বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে সাহস কর না বলিয়া বিবাহে সম্মতি দিতে পারিতেছ না—আর বলিলে যে আমাকে লাভ করিবার জন্য তুমি ভয়ানক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছ।

ফ। এই মাত্র বলিয়াছি ; আর কিছু বলি নাই—আমার অসুখের কারণ——?

থেরেসার স্বাভাবিক সুমধুর স্বর। এক্ষণে তাহার গলা শুখাইয়া গিয়াছিল, সে ভগ্ন স্বরে কহিল "না আর কিছু বল নাই। কিন্তু উঃ! যাহা বলিয়াছ তাহা অতি ভয়ানক কথা! আমি তোমার পরিণীতা স্ত্রী, আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি তোমার অন্তরের অসুখের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর, তোমার অদৃষ্ট সম্বন্ধে গোপনীয় বিষয় আমার নিকট বল।" এই বলিয়া থেরেসা দুই হস্তদ্বারা স্বামীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। থেরেসার প্রতি ফষ্টের ভালবাসা একেবারে লোপ পায় নাই। ফষ্ট ক্ষণকাল ইতস্তত করিতে লাগিল। স্ত্রীর গাঢ় অনুরাগে তাহার মন বিচলিত হইল; ভাবিল এরূপ স্নেহের পাত্রীর নিকট সান্ত্বনা লাভ করা অত্যন্ত সুখকর হইবে; পরে আপনা আপনি বলিল "না, ইহা অসম্ভব"। তাহার পর থেরেসাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "থেরেসা—ও কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না—আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না।"

থে। আমাকে বঞ্চিত করিও না—তোমার মনোবেদনার কারণ আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? আমি কি তোমার বিবাহিত পত্নী নহি? না, তুমি ভাব তোমার প্রতি আমার অনুরাগ হ্রাস পাইয়াছে?

ফ। থেরেসা তুমি আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে।

এই বলিয়া ফষ্ট স্ত্রীর হস্ত ছাড়াইবার প্রয়াস পাইল। থেরেসা সমধিক বলে ফষ্টকে বেষ্টন করিয়া কহিল "না বলিয়া তুমি যাইতে পারিবে না, তোমার মনোকষ্ট আমি অনেক কাল হইতে অনুভব করিয়াছি—পাছে তোমার কষ্ট হয় সেই জন্য তোমার অগোচরে কত বার তোমার জন্য ক্রন্দন করিয়াছি—এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তোমার অদৃষ্ট কোনরূপ মন্ত্রদ্বারা আবদ্ধ আছে।

ফ। তুমি যতই অনুভব কর না কেন, আমার অদৃষ্টের ভীষণতা তোমার চিন্তার অগম্য।

থে। হা খৃষ্ট জননী!—তুমি এরূপ করিলে কেন? আমি ভয়ে এই নাম উচ্চারণ করিলাম, তুমি শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলে কেন? উইল্‌হেম, পবিত্র নাম কি তোমার শ্রোতব্য নহে?

ফ। না, না, এ সকল নাম আমার নিকট উচ্চারণ করিও না। ছাড়িয়া দাও, আমি যাই।

এই বলিয়া ফষ্ট পুনর্ব্বার থেরেসার হস্ত ছাড়াইবার চেষ্টা পাইল কিন্তু থেরেসা এই বার সমধিক আগ্রহের সহিত হস্তদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার গলদেশে লগ্ন হইয়া রহিল। থেরেসা নিম্নস্বরে বলিল "আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না, এরূপ সন্দিগ্ধ অবস্থায় আমি আর থাকিতে পারি না। বিশ্বাস করিয়া আমার নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত কর।

তোমার মনঃপীড়া হইয়া থাকে আমি সান্ত্বনা করিব, যদি পাপ করিয়া থাক তোমার জন্য ভজনা করিব।

ফ। ভজনা—তুমি আমার জন্য ভজনা করিবে! আমার জন্য ভজনা করিলে তোমার জিহ্বা দগ্ধ হইয়া যাইবে। এই বলিয়া ফষ্ট্ বিকট হাস্য করিল।

থে। তোমার কথায় পূর্ব্বাপেক্ষা আমি অধিকতর ভীত হইতেছি। তুমি হাঁসিলে কেন? ভজনা শব্দ শুনিয়া তুমি হাঁসিলে? নিস্তব্ধ রহিলে যে? তোমার হাস্য অপেক্ষা মৌনাবলম্বন আর ভয়ানক! কেন তোমার জন্য ভজনা করিব না? তুমি এমন কি গুরুতর পাপে লিপ্ত আছ? পাপীদিগেরও মুক্তির আশা আছে।

ফ। যথেষ্ট হইয়াছে। আমি জানি তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস, কিন্তু তত্রাপি গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না—অসম্ভব—না কখনই পারিব না।

এই বলিয়া ফষ্ট্ থেরেসার হস্ত মোচন করিয়া সবেগে উদ্যান অভিমুখে চলিয়া যাইল। থেরেসা পালঙ্কোপরি মূর্চ্ছিতা প্রায় হইয়া পড়িয়া গেল। উদ্যানের স্নিগ্ধ বায়ুতে মস্তিষ্ক শীতল হইলে ফষ্ট্ কোন পথ অবলম্বন করিবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফষ্ট্ আপনার এক মাত্র পুত্র ম্যাক্সিমিলিয়ানকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। শৈশবাবধি সন্তান নির্ব্বিশেষে নিজ আবাসে প্রতিপালন করায় আডিলার প্রতিও তাহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। আডিলাও আপন জন্মদাতা পিতা বিশ্বাসে ভক্ত্যান্বিত ফষ্টের নিকট স্নেহ মমতা জানাইয়া তাহাকে বাৎসল্যভাবে বশীভূত করিয়াছিল। ফষ্ট্ উভয়ের সুখের জন্য বাস্তবিক চিন্তিত হইয়াছিল। সে জানিত যে তাহার প্রথম জাত একমাত্র পুত্রকে সয়তানের হস্তে উৎসর্গ করিবার প্রতিজ্ঞা হইতে অনায়াসেই মুক্ত হইতে পারিত! কিন্তু সয়তানের নিকট সে কথা উত্থাপন করিলে, সে তাহার নিজ জীবনের অবশিষ্টাংশের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে বলিবে। অতএব সয়তানের নিকট এ প্রস্তাব করিয়া কোন ফল নাই। একজন সৎ ও প্রকৃত বন্ধুর সহায়তা তাহার আবশ্যক হইয়াছিল কিন্তু এরূপ বন্ধু তাহার ছিল না। পরে ভাবিতে ভাবিতে অটো পিয়ানাল্লাকে মনে পড়িল। অটো পিয়ানাল্লা বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক, সে আপন সততা ও অধ্যবসায় দ্বারা ধনাঢ্য ও প্রতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমূহ বিপদ্‌কালে সৎপরামর্শ দ্বারা সাহায্য করে এমত অপর কোন ব্যক্তিকে খুজিয়া না পাওয়ায় ফষ্ট্ অবিলম্বে অটো পিয়ানাল্লার আবাসে যাত্রা করিল।

## সপ্তদশ অধ্যায়।

আমরা এক্ষণে পাঠককে ভিয়েনা নগরের এক স্বাস্থ্যকর পল্লীস্থিত এক কক্ষে লইয়া যাইব। কক্ষটি সামান্য আসবাবে সাজান, কোন জাঁকজমক নাই কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; যে কএকটি গৃহোপকরণ ছিল তাহা এরূপ ভাবে রক্ষিত যে তাহা দেখিয়া বোধ হয় গৃহকর্ত্রী বিশেষ যত্ন ও বুদ্ধির সহিত গৃহকার্য্য সমাধা করিত।

দেওয়ালে কএকটি চিত্র ঝুলিতেছে। একটিতে এক রূপবান পুরুষ ও এক রূপবতী রমণী অঙ্কিত রহিয়াছে—স্ত্রীলোকটির পূর্ব্ব দেশীয় পরিচ্ছদ। সে এক সুকুমার শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছে। চিত্রের নীচে "১৪৯৮" খৃষ্টাব্দ লিখিত রহিয়াছে; ইহার অর্থ ঐ সালে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছিল। এই দম্পতী ব্যারণ ও ব্যারণেস্ জারনিন্। দ্বিতীয়টি আর্কডিউক লিওপোল্ড ও আর্কডাচেস্ মেরিয়ার অনুরূপ চিত্র। তৃতীয়টি পিয়ানাল্লার স্ত্রী নাইনা ও দুইটি বালকের প্রতিমূর্ত্তি এবং চতুর্থটিতে ম্যাক্সমিলিয়ান ও আডিলা নব যৌবনের সৌন্দর্য্যে চিত্রিত রহিয়াছে। শেষোক্তটি ১৫১১ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল।

অটো ঐ ঘরে বসিয়া তাহার দুইটি পুত্রকে শিক্ষা দিতেছিল—একটির বয়স বার ও অপরটির বয়স তের বৎসর। তাহার বাহ্যিক আকৃতির কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, মুখে সদানন্দ ভাব—মনের ভাব যেন মুখে প্রতিফলিত হইতেছিল।

সূর্য্য অস্তের প্রায় এক ঘন্টা পরে বালকদিগের পাঠ অভ্যাস হইলে পর অটো পুত্রদ্বয়ের সমভিব্যহারে ভোজনগৃহে প্রবেশ করিল। নাইনা তথায় আহারের বন্দোবস্ত করিতেছিল। তাহারা গৃহে প্রবেশ করিলে নাইনা হাসিয়া তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। একটি বৃদ্ধ টেবিলের পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়াছিল; বালকেরা তাহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে দাদা মহাশয় বলিয়া ডাকিল। বৃদ্ধটির নাম ম্যাজিনি; প্রকৃত পক্ষে বালকদিগের দাদা মহাশয়ই বটে। ম্যাজিনি অটোর অনুরোধে আপন ইতালিস্থ পর্ণ-কুটীর ত্যাগ করিয়া ভিয়েনায় আসিয়া কন্যার আবাসে বাস করিতেছিল।

তাহারা সকলেই ভোজনে বসিয়াছে এমন সময় এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে কাউণ্ট অব অরোণা অটোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছে। অটো চমৎকৃত হইল—যে ব্যক্তির উপর তাহার কিছুই মমতা ছিল না, যে ব্যক্তি তাহার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে সেই ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে! যাহা হউক অটো সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইল। কাউণ্ট ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিল, অটোর প্রবেশ মাত্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মেসার অটো, আমি এখানে আসিয়াছি দেখিয়া তুমি চমৎকৃত হইয়াছ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিগত ঘটনা সকল বিস্মরণ হইয়া তুমি এক্ষণে সুহৃদের ন্যায় আমার সাহায্য

করিতে পার কি না?—যেরূপ প্রকৃত সুহৃদের কার্য্য তুমি অপরাপর স্থলে করিয়াছ—তাহা করিতে পার?

অ। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে আমি বিমুখ হইতে পারি। আমার ভয়ানক বৈরি ও যদ্যপি আমার দ্বারদেশে আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিব। আমি এরূপ কার্য্য খৃষ্ট-উপাসকের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণনা করি।

ফ। তুমি এইরূপ উচ্চাশয় জানিয়াই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু বিশেষ কষ্টে না পড়িলে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতাম না, কারণ আমি জানি—।

অ। মহাশয় পূর্ব্বেকার কথা উত্থাপন করিবেন না। আপনার স্বকীয় কার্য্যের জন্য সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক থাকিলেও আপনার স্ত্রী ও কন্যার জন্য সাহ্লাদে আমি আপনাকে সাহায্য করিব। তাহারা উভয়েই আমার অকপট বন্ধু।

ফ। তুমি তাহাদিগকে ভাল বাস ও আমার ও তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত আছ বলিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি সত্য পরায়ণ, তোমার নিকট কোন কথা বলিলে তাহা অপরের কর্ণে যাইবে না জানি।

অ। মহাশয় বলুন, আপনার কথা পবিত্র বস্তুর ন্যায় নিজ বক্ষেই রাখিব।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে কি না ইহা ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করিয়া ফষ্ট পরে বলিতে লাগিল।

ফ। আর্কডিউকের পুত্র ম্যাক্সিমিলিয়ান ও আমার কন্যা আডিলার মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়াছে তুমি জান।

অটো বাক্যের দ্বারা উত্তর না দিয়া এক আলেখ্যে প্রণয়ী প্রণয়িনীর চিত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিল। ফষ্ট চিত্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া কহিল "হাঁ ইহা তাহাদিগের জীবন্ত চিত্র বটে এবং চিত্রে যেমন অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদিগের পরস্পরের প্রণয় ও সেই প্রকার। এক্ষণে আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে—কিসে তাহাদিগের সুখ হইবে, তাহাই বলিতেছি।

অ। তাহাদিগের মিলনে কোন রূপ সম্ভবপর প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না।

ফ। না, বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহা আমিই স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অ। যিনি অষ্ট্রীয়ার আর্কডিউক লিওপোল্ডের নাম, পদ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন তাঁহার সহিত আপনার কন্যার পরিণয় আপনার চক্ষে বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত।

ফ। বাঞ্ছনীয় না হইয়া কি হইতে পারে? কিন্তু আমার নিজের ভয়ানক অদৃষ্টই তাহাদিগের সুখের প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

অ। মহাশয়ের কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ধনবান, মহৎ, ক্ষমতা-শালী, আপনার——

ফ। সত্য, কিন্তু তথাপি আমি বড়ই হতভাগ্য, আমার ভাগ্য লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ; আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাইবার আমার ক্ষমতা নাই; আমার অদৃষ্ট আমার সম্পর্কীয় সকলকেই অসুখী করিবে!

অ। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়—কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। যাহাই হউক আমি আপনাকে শান্তনাদিতে ও কুপথগামী হইলে আপনাকে সৎপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব।

ফ। না, না আমার নিজের জন্য আপনাকে কিছু করিতে বলি নাই। এই যুবক যুবতীর সুখের কথা ভাবিলে আমি উন্মত্তপ্রায় হই। অদ্য সন্ধ্যার সময় তাহারা উভয়েই আর্কডিউক ও আর্কডাচেসের কথা অনুসারে জানু পাতিয়া শুভ বিবাহে সম্মতির জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিল। কল্য মধ্যাহ্নে ইহার উত্তর দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি।

অ। তাহারা সদুত্তরই পাইবে। দেবালয়ে যাইয়া শাস্ত্রের ও সমাজের প্রথা অনুসারে নবীন রাজকুমারের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ফ। অটো এতক্ষণে তুমি আমার কম্পমান হৃদয় তন্ত্রীতে হস্তার্পণ করিয়াছ—তুমি আমার হৃদয়ের ক্ষতস্থান পাইয়াছ। এই ক্ষতস্থান আরোগ্য করা মানবের সাধ্যাতীত, পরলোকেও কেহ ইহা আরোগ্য করিবে না। তুমি দেবালয়ে যাইবার কথা বলিলে—আমি দেবালয়ের দ্বারদেশেও যাইতে সাহস পাই না।

ফষ্ট্ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কথার এতদূর ভয়ানক তাৎপর্য্য যে শিল্পকরের তাহা সম্যক বোধগম্য হইলেও সে শিহরিয়া উঠিল। কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না!

ফষ্ট্ অটোর নিকটে সরিয়া বসিয়া নিম্নস্বরে তাহার কাণে কাণে বলিল "আমি অভিসম্পাতগ্রস্ত—কি প্রকারে হইলাম জিজ্ঞাসা করিও না। অনুশোচনার কথা আমার নিকট উল্লেখ করিও না; পৃথিবীতে সকল লোকের উদ্ধারের আশা আছে একথা শাস্ত্রের উদ্ধৃত বচন দ্বারা আমার নিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিও না। আমি সাধারণ লোকের মত নহি—আমি অভিসম্পাতগ্রস্ত। আমার মুক্তির আশা ভরসা নাই; অনুতাপ, ভজনা কিম্বা আত্মশাসন আমার অদৃষ্টকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। ধর্ম্মযাজকেরা সকলে একত্র হইয়া সস্ত্যয়ন করিলেও আমার উপকার করিতে পারিবে না। মুনি ঋষিরা সমবেত হইয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে জানুদ্বারা পর্ব্বত ক্ষয় করিয়াও আমার ভীষণ ললাটের একাংশও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। অতএব আমার সম্বন্ধে আশা,—অনুতাপ—ভজনা, এ সকল শব্দ উচ্চারণ করিও না"।

অ। মহাশয়, আপনি আমাকে বিভীষিকা দেখাইতেছেন। কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত করুণার অযোগ্য পাত্র হইতে পারে না, যদি না——

ফ। "যদি না" একথা বলিলে কেন? তবে আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। হাঁ সন্দেহ জন্মিয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে তোমার অন্তরে সহৃদয়তা আছে এবং সেই জন্য যদি কাহার নিকট গুপ্তকথা স্বীকার করি তোমার নিকটই করিব। আমার ন্যায় আশা বিবর্জ্জিত হতভাগাও বন্ধুর প্রেমে শান্তিপ্রদ ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারে।

অ। যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে আপনি অসুখী—অত্যন্ত অসুখী; বোধ হইতেছে আপনি কোন মহৎ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, যে দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত নাই ও যাহার জন্য আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিতে অপারক।

ফ। অটো, আমার অকথনীয় ভাগ্যের কারণ জানিবার চেষ্টা করিওনা। কিরূপে যুবক যুবতীর পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে তাহাই দেখ—তাহাদের বিবাহ হইবে, পুরোহিতগণ বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিবে, আমি উপস্থিত থাকিব না। আমি ঐ শুভ কার্য্যে উপস্থিত না থাকিলে আর্কডিউক অবমানিত জ্ঞান করিবেন। আমার স্ত্রীই বা কি মনে করিবে? আর্কডিউককে ও তাঁহার স্ত্রীকে আমার অনুপস্থিতির কি কারণ নির্দ্দেশ করিব?

অ। মহাশয়, আমি এই বিপাক চক্র হইতে আপনাকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিব দেখিতে পাইতেছি না।

ফ। আমার পরিবর্ত্তে বিবাহ কালীন উপস্থিত থাকিয়া আমার অনুপস্থিতির কোন রূপ কারণ তোমাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে? ইহারা সকলেই তোমাকে সত্যপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া জানে, তোমার মুখ নিঃসৃত এক কথায় তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মিবে—

অ। ইহারা আমাকে সত্যপরায়ণ বলিয়া জানে, সে বিশ্বাস আমি কখনই অপনীত করিতে পারিব না। যুবক যুবতীর সুখে আমি সুখী হইব সত্য কিন্তু তাহাদিগের কারণও আমি মিথ্যা কথা কহিতে পারিব না।

ফ। তবে আমার সর্ব্বনাশের আর বাকি কি? তোমাকে বন্ধু স্বরূপ অবলম্বন করা আমার ভুল হইয়াছে।—

অ। আপনি আমার উপর অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন। স্বনাম নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া যদ্যপি আপনার উপকার করিবার কোন উপায় থাকে বলুন—আমি করিতে প্রস্তুত আছি; ইহার জন্য আমি বিষম শঙ্কটে পড়িতে ও কুণ্ঠিত হইব না।

ফ। না এরূপ সর্ত্তানুসারে তুমি আমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমাদিগের কথোপকথন যেন কাহার নিকট প্রকাশ না হয়।

অ। তাহার জন্ত আপনাকে ভয় করিতে হইবে না। ইহার পরেও আবশ্যক হইলে আমার সাহায্য পাইতে পারিবেন। ফষ্ট এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া চিত্রকরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইল।

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

এই কথোপকথনে অটোর মনে অত্যন্ত কষ্টোদয় হইয়াছিল। ফষ্টের সম্বন্ধে সে যাহা স্বয়ং জানিত ও যাহা শুনিয়াছিল সকল কথা স্মরণ পথে আসিল। ফষ্টের উইটেন-বার্গের কারাগার হইতে অলক্ষিত ভাবে পলায়ন—লিনদ্‌ডরফ দুর্গ হইতে থেরেসার উদ্ধার—রোজেনথাল দুর্গের প্রাচীরের উপর যুদ্ধের ফল পরিবর্ত্তন—হঠাৎ ধনশালী ও উচ্চপদস্থ হইয়া থেরেসার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা—তাহার পর সময়ে সময়ে হঠাৎ চিত্ত চাঞ্চল্য ও রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় অসংলগ্ন কথা বার্ত্তা—ফষ্ট কখন ধর্ম্ম-মন্দিরে যাইত না ও তাহার স্বীকার যে দেবালয়ে যাইতে সাহস করিত না ও সে অভিসম্পাতগ্রস্ত—এই সকল ঘটনা যুগপৎ অটোর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। যাহা ইতঃপূর্ব্বে অন্ধকারময় সন্দেহ মাত্র ছিল তাহা এক্ষণে সাকার ভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অটো ভাবিল "এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনার এক কারণ হইতে পারে—না, তাহা হইবে না। কিন্তু এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে ঘোর হতাশে পতিত হইয়া মনুষ্য সয়তানকে আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে; সয়তান কি মানবজাতির সহিত মিলিত হইয়া শড়যন্ত্র করিয়া থাকে? উঃ! এই সকল চিন্তা করিতে ও ভয় হয়। ঈশ্বর করুন এরূপ যেন না ঘটিয়া থাকে—আমার চিন্তার কারণ সকলই যেন মিথ্যা হয়"।

অটো চিন্তা মগ্ন হইয়া ঘরে পদচারণা করিতেছিল এমন সময় সেই ঘরের নীচে রাস্তা হইতে গোলমালের আওয়াজ উঠিল; পরক্ষণেই অটো শুনিতে পাইল কে যেন সাহায্যার্থে চিৎকার করিতেছে। অটো কাল বিলম্ব না করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় পঁহুছিল। রজনী ঘোর অন্ধকার। আর সে শব্দ নাই। অটো কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া দুই চারিপদ অগ্রসর হইলেই এক মনুষ্যদেহ তাহার পায়ে ঠেকিল। অটো তৎক্ষণাৎ তাহাকে উঠাইয়া আপন বাটিতে লইয়া গেল। গৃহস্বামীর আজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা আলোক আনিলে অটো দেখিল সে ব্যক্তি আর্কডিউকের পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ ডাক্তার ডোরেনবার্গ। ডাক্তার ডোরেনবার্গ অত্যন্ত ক্ষত হইয়াছে, রক্তের স্রোতে জামা ভিজিয়া গিয়াছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এখনও নিশ্বাস পড়িতেছে। একজন ভৃত্য চিকিৎসককে ডাকিবার জন্ত দৌড়িল, আর সকলে প্রভুর সাহায্যে ডাক্তার ডোরেনবার্গকে অপর এক কক্ষে লইয়া গিয়া বিছানার উপর শুয়াইয়া তাহার কাপড়

খুলিয়া দিল। নাইনা ভোজন কক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া চিকিৎসার উপযোগী সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল।

শীঘ্রই অটোর পারিবারিক চিকিৎসক আসিয়া ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করিয়া বলিল "অনেক রক্তপাত হইয়াছে; বিশেষতঃ বৃদ্ধ-বলিয়া ইহার আরোগ্য লাভের বিশেষ আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেই জন্য একেবারে নৈরাশ হওয়া উচিত নহে"। চিকিৎসক দুই ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার আসিবার অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া যাইল। কে রোগীর সুশ্রুসার জন্য জাগিবে এই বিষয় লইয়া তর্কের পর স্থির হইল যে অটো ও নাইনা উভয়েই রোগীর নিকট থাকিবে, ও তাহারা সেই প্রকার করিল, মধ্য রাত্রে চিকিৎসক পুনর্ব্বার আসিয়াছিল, কিন্তু রোগী তখন গাঢ় নিদ্রা যাইতেছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবার আবশ্যক হয় নাই, তবে যাইবার সময় রোগীর সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়া চলিয়া যাইল।

ক্রমে ভোর হইল; জানেলার ভিতর দিয়া কক্ষাভ্যন্তরে আলোক প্রবেশ করিল। অটো একাকী রোগীর বিছানার মাথার দিকে একখানি চৌকিতে বসিয়া আছে এমন সময় রোগী জাগরিত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল "আমি কোথায়? এত দুর্ব্বল বোধ করিতেছি কেন? আমি কি স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম?

অ। মহাশয়, স্থির হউন। আপনি অত্যন্ত আহত হইয়াছেন। স্থির না থাকিলে আরোগ্য লাভের ব্যাঘাত জন্মিবে।

ডো। এই স্বর—ইহা যে আমার পরিচিত স্বর। হাঁ—ইহা নিশ্চয় অটো পিয়ানালার।

অ। হাঁ মহাশয় আমি অটো।

ডো। ঈশ্বর যে আমাকে আপনার বাড়িতে আনিয়া ফেলিয়াছেন ভালই হইয়াছে। আপনার নিকট আমার কএকটি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া আত্মার যাতনা দূর করিব—সে কথা অন্য কাহার নিকট বলিতে পারি না—কোন ধর্ম্ম যাজকের নিকটও বলিতে পারি না।

অ। কি বলিতেছেন? আপনার আত্মার বেদনা! আপনি বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক—

ডো। মনে করিবেন না যে বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া সকল সময় অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন এক বস্তু আছে যাহা অল্প সময়ের জন্য প্রলোভন দেখাইয়া গত জীবনের ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ করিয়া ফেলিয়া মনুষ্যকে অসৎপথে লইয়া যায়।

অ। সে বস্তু কি?

ডো। স্বুবর্ণ মুদ্রা! সেই পিশাচকে আমি আত্ম সমর্পণ করিয়াছি—স্বুবর্ণ মুদ্রার জন্য আমার ধর্ম্ম পরায়ণতা—সত্যপরায়ণতা লোপ হইয়াছে।

অটোর এক্ষণে ভয় হইল পাছে ডাক্তার ডোরেণবার্গ পুরোহিতের নিকট পাপ মোচনার্থ দোষ স্বীকার না করিয়া মরিয়া যায় ; অতএব সে বলিল আপনাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ও আপনার গুপ্ত কথা শুনিবার জন্য একজন পুরোহিতের আবশ্যক হইয়াছে। এই বলিয়া অটো পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিতে যাইতেছে এমন সময় বৃদ্ধ ডাক্তার তাহাকে আজ্ঞা ও মিনতি স্বরে নিরস্ত করিয়া বলিল— "আপনাকে সত্যপরায়ণ বলিয়া জানি—আমার গুপ্ত কথা কেবল আপনার নিকটই প্রকাশ করিব—আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা আপনি নিজ বক্ষেই রাখিবেন।

অ। আপনি স্থির হউন। আপনার কষ্ট হইতেছে, গুপ্তকথা প্রকাশ এখন ক্ষান্ত রাখুন—অন্য দিবস বলিবেন।

ডো। আমি আর অধিক কাল বাঁচিব না—বোধ হয় এক ঘণ্টাও বাঁচিব না!

অ। চিকিৎসক এ ক্ষতকে জীবনঘাতক বলেন না। স্থির হইয়া থাকিলে ইহা আরোগ্য হইবে।

ডো। না, অটো তুমি স্থির হও। মৃত্যুর পূর্ব্বে গুপ্তকথা না প্রকাশ করিলে ইহকালে ও পরকালে আমার গতি হইবে না ; ইহা তোমারই নিকট বলিব ; প্রকাশ হইলে ভিয়েনাবাসীরা আমাকে ও অপর এক ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। অতি নিম্নস্বরে তোমার কাণে কাণে কহিব—কাছে সরিয়া আইস।

অটো কাছে সরিয়া বসিলে ডাক্তার ডোরেনবার্গ নিম্নস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল "আপনার স্মরণ থাকিবে যে অষ্টাদশ বৎসরের কিছু অধিক হইল আর্কডিউকের প্রাসাদে দুইটি উচ্চ পদস্থ রমণী একই দিবসে দুইটি সন্তান প্রসব করে"।

অ। হাঁ, আমার বিলক্ষণ মনে আছে। আপনি আর্কডাচেস্ মেরিয়ার সূতিকাগারে নিযুক্ত ছিলেন। রাজকুমার ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ ও কুমারী মেরিয়া জন্ম গ্রহণ করে।

ডো। সত্য, এখন তাহাদিগের এই নামই বটে। কিন্তু আডিলাকে রাজকুমারী ও যুবককে ভাইকাউণ্ট ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ বলাই উচিত।

অ। আপনি কি বিশ্বাস করিতে বলেন?

ডো। যাহা সত্য তাহাই। সূতিকা-গৃহের রক্ষা কার্য্যের বন্দোবস্ত অকার্য্যকর করিয়া তুলিবার জন্য ভয়ানক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল।

অ। হা ঈশ্বর! এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি! এ যে ভয়ানক কথা আপনি বলিতেছেন! এই বলিয়া অটো ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ডো। ভয়ানক কথাই বটে! এ কথা না প্রকাশ করিয়া মরিতে পারিতাম না। কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই দুইটি সন্তান বদলা বদলি হইল।

অ। আহা! ঈশ্বরের কি মহিমা! প্রসূতীরা যে পরস্পরে অপরের সন্তানকে ভাল বাসে এই ঘটনাই তাহার কারণ। থেরেসা আডিলা অপেক্ষা ম্যাক্‌স্‌মিলিয়ান্‌কে

অধিক ভালবাসে এবং আর্কডাচেস্ মেরিয়াও ম্যাকস্‌মিলিয়ান্ অপেক্ষা আডিলাকে অধিক ভালবাসার কারণ অনেক বার আপনাকে আপনি তিরস্কার করিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার মহাশয়, এ ভয়ানক গুপ্তকথা কি প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে?

ডাক্তার ডোরেনবার্গ এতক্ষণ মনের উদ্বেগে সজোরে কথা কহিতেছিল, এক্ষণে মনের উদ্বেগ কমিয়া আসিলে সে মৃত্যুকালীন ক্ষীণস্বরে কহিল "ডাক্তার ব্রুজেন থেরেসার নিকট নিযুক্ত ছিল এবং ডেম হার্ডার আর্কডাচেস্ মেরিয়ার সন্তানের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত হয়; তাহারা বাঁচিয়া আছে এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে"।

অ। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। এই সকল ঘটনার চক্রান্ত-কারী কে?

ডাক্তার ডোরেনবার্গ অতি ক্ষীণস্বরে বলিল "ফষ্ট, অরেণার ডিউক। কিন্তু—যতক্ষণ—আমি—না মরি—প্রকাশ—করিও না। এখন—আমি—নিশ্চিন্ত—হইয়া—মরি।

অটো ইহার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দুইজন ভৃত্যকে ধর্ম্মযাজকের নিকট ও অপর এক জনকে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইল। পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে ধর্ম্মযাজক ও চিকিৎসকের আর প্রয়োজন হইবে না। ডাক্তার ডোরেনবার্গ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

---

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

যে দিবস অটো পিয়ানাল্লার গৃহে ডাক্তার ডোরেনবার্গ আপনার দোষ স্বীকার করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, সেই দিবস, প্রায় সেই সময়েই দুইটি অপেক্ষাকৃত লম্বা মানবাকৃতি কেলেনবার্গ পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। উভয়েই মানবাকৃতি বটে কিন্তু একটি মনুষ্য অপরটি দৈত্য।

দৈত্যের চক্ষু ভীষণ জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল; সে ফষ্টের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল "তোমার উদ্দেশ্য জানিবার আমার আবশ্যক নাই, তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে তাহাই পালন করিব"।

ফষ্ট অত্যন্ত উত্তেজিত চিত্ত হইয়া বলিল "তবে আমার আজ্ঞা যে এই মুহূর্ত্তে তোমার পৈশাচিক ক্ষমতা দ্বারা এমত কোন ঘটনার সৃষ্টি কর যাহাতে ভিয়েনাবাসীরা আপনাপন দৈনিক কার্য্য হইতে বিরত হইবে—রাজকার্য্য স্থগিত থাকিবে, এমন কি যাহাতে প্রণয়ী প্রণয়িণীরাও আশু পরিণয় অভিলাষ পরিত্যাগ করিবে।"

স। তুমি ভয়ানক কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিতেছ—পুনরায় একবার চিন্তা করিয়া দেখ—পরে আমার উপর দোষারোপ করিও না।

ফ। পুনরায় চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই—পরিণাম যাহাই হউক শীঘ্র কার্য্যারম্ভ কর।

স। ব্রেকেন পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া যে ঘূর্ণি বাতাসের সৃষ্টি করিয়াছিলাম তাহা কি মনে আছে? তাহাতে সমস্ত জর্ম্মানি দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছিল।

ফ। সমস্ত স্মরণ আছে, কিছুই ভুলি নাই। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, বিলম্বের আবশ্যকতা নাই। তুমি যে প্রকার বিপ্লব ঘটাওনা কেন, দেখিও যেন তাহার বেগ ক্রমাগত কএক মাস এমত বলবান থাকে যে এই দেশে লৌকিক কার্য্যকলাপ সমস্ত স্থগিত হইয়া যায়।

"তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি" এই বলিয়া সয়তান পূর্ব্বদিকে সম্মুখ হইয়া দাঁড়াইল ও ডান হস্ত প্রসারণ করিয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। সয়তান যতক্ষণ মন্ত্র পড়িতেছিল ফষ্ট পূর্ব্বদিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমে একখানি পাতলা ধূম দেখিতে পাইল; সেই ধূম ক্রমে ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথমে অনেক দূরে থাকার কারণ অস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এক-খানি প্রকাণ্ড মেঘ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ক্রমে সেই মেঘ নগর, পল্লী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত ব্যাপিয়া ফেলিল। ক্রমে ফষ্ট ও সয়তান কালেনবার্গ পর্ব্বতসহ মেঘাচ্ছন্ন হইল—মেঘ ভিয়েনা নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

সেই মেঘের কি বিষম দুর্গন্ধ! আঘ্রানে মুখের আস্বাদন নষ্ট হইয়া বমনের চেষ্টা হয়।

ফষ্ট কম্পিত হইল। এই অপরিজ্ঞেয় ভীষণ ঘটনার পরিণাম কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার তাহার সাহস হইল না।

সয়তানের মন্ত্র পাঠ সমাপন হইবা মাত্র পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া গিয়া ভিয়েনা ও তৎপার্শ্বস্থ দেশ সকল তুষারাচ্ছন্ন হইল—এমন অন্ধকারময় হইল, বোধ হইল যেন সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছে। তাহার পর মেঘ ভিয়েনা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল; অবশেষে অনেক দূর যাইলে পর পুনর্ব্বার স্বল্পাকৃতি শুভ্র ধূমের ন্যায় বোধ হইল। মন্ত্র পাঠ আরম্ভ অবধি পশ্চিমাকাশে মেঘ বিলীন হওয়া পর্য্যন্ত দশ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই।

ফষ্ট আর অধিক কাল সন্দিগ্ধ অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া সয়তানকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সয়তান, এ কি অমঙ্গলসূচক ব্যাপার?

সয়তান ব্যঙ্গসূচক স্বরে সাহ্লাদে উত্তর দিল—"তোমার আজ্ঞামত ইহা সৃষ্টি করিলাম। পূর্ব্বদেশ হইতে ইহা আসিয়াছে, তুমি না বলিলে ইহা পূর্ব্ব দেশেই থাকিত।

ফ। ইহার নাম কি?—ঐ ভয়ানক তুষারই বা কি? ভিয়েনা নগরে ইহা দ্বারা কি ভয়ানক অনর্থ ঘটিবে?

স। তোমার আজ্ঞা আমি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়াছি। মড়ক্ এখন য়ুরোপে আসিল এবং এতক্ষণে ভিয়েনা নগরে সংহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার নাম "ব্ল্যাক ডেথ" (Black Death.)।

ফষ্ট সয়তানের কথায় ভীত হইয়া বলিল "সয়তান, ইহা তুমি রহিত কর"।

স। এখন আর রহিত হইতে পারে না। আমি তোমায় পূর্ব্বেই চিন্তা করিতে বলিয়াছিলাম; আমাকে দুষিও না—ইহা তোমার দ্বারাই হইয়াছে!

ফষ্ট চিন্তামগ্ন হইয়া আস্তে আস্তে পর্ব্বত হইতে নামিতে আরম্ভ করিল। কপালে করাঘাত করিয়া "আমি কি হতভাগ্য"—এই বলিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিল। পরে দ্রুতগতিতে পর্ব্বত হইতে নামিয়া নগরে প্রবেশ করিল।

## বিংশ অধ্যায়।

সয়তানের মন্ত্রের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! মড়ক আসিয়া হঠাৎ ভিয়েনা নগরে উপস্থিত হইল। ফষ্ট নগরে প্রবেশ করিয়াই রাস্তায় নগরবাসীদিগের মুখে ভয় ও আতঙ্কের ভাব চিত্রিত দেখিল। নগরবাসীরা রাজপথে উদ্বিগ্নতার সহিত ইতস্ততঃ দৌড়া দৌড়ি করিয়া ধর্ম্মমন্দিরে ও দেবালয়ে আসিয়া, পরে চিকিৎসকের অন্বেষণে তাহাদিগের বাটীর দিকে দৌড়িতেছিল। কাহার স্ত্রী, কাহার পুত্র, কাহার মাতা, কাহার পিতা, কাহার বা নিকট আত্মীয় হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়াছে। যাহার উত্তম কপাল সে চিকিৎসককে পাইল এবং অনুনয় বিনয়ের দ্বারা তাহাকে আপন বাটীতে চিকিৎসার জন্য আনিল। কিন্তু যে চিকিৎসককে পাইল না কিম্বা পাইয়াও সঙ্গে করিয়া আনিতে সক্ষম হইল না সে কি দুর্ভাগা!

কাল মেঘ সমগ্র য়ুরোপ অতিক্রম করিয়া আসিয়া যে এক ঘণ্টা কাল মাত্র ভিয়েনা নগরে অবস্থিতি করিয়াছিল তাহাতেই নর নারী, আবাল বৃদ্ধ সকলেই জীবন বিনাশী রোগের লক্ষণাক্রান্ত হইল—হঠাৎ না মরি৷ বজ্রালোকে ঝলসিত প্রায় হইল। কেলেনবার্গ পর্ব্বতের উপর হইতে মন্ত্রোচ্চারণের একঘণ্টা সময়ের মধ্যে সকলে পরস্পরের পীড়ার লক্ষণ মিলাইয়া জানিতে পারিল যে মড়ক সমগ্র ভিয়েনা নগরে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তাহার এক শত ষাট বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডে এক মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে সহস্র সহস্র লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তাহার গল্প পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে; এই সময়েও তাহার ভীষণতা এক তিলও হ্রাস পায় নাই। আর যেন এইরূপ ভীষণ মহামারী এই জগতে না আইসে এই কারণ কত লোক কত পূজা করিয়াছিল, সস্ত্যয়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছিল! কিন্তু হায় তাহার কি ফল ফলিল!

সেই ভয়ানক মহামারী যে পুনর্ব্বার দেখা দিবে একথা ভিয়েনাবাসীরা এক বারও মনে স্থান দেয় নাই। কিন্তু যখন একেবারে সেই পূর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধি সমস্ত সহরে ব্যাপ্ত হইল, যাহারা বিশ্বাস করে নাই তাহারাও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হঠাৎ বৈশয়িক দৈনিক কার্য্যাদি বন্ধ হইয়া পড়িল, পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত আমোদ আহ্লাদ, ও অপরাপর ক্রিয়া কলাপের বন্দোবস্ত স্থগিত হইল, বোধ হইল যেন নগরবাসীদিগের মানসিক বৃত্তি হঠাৎ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনে করুন বড়দিনের উৎসবের দিবস পরিবার পরিবৃত হইয়া গৃহস্বামী আমোদ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল! ক্ষণকালের মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! উচ্চ হাস্যের স্থলে আর্ত্তনাদ! আনন্দের স্থলে অশ্রুবারি! পাঠক, একবার এই প্রকার ভাবুন, তাহা হইলে ভিয়েনার তৎকালীন অবস্থার বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারিবেন। সাধারণ বিপদে সমস্ত অধিবাসীরা এক পরিবার বলিয়া বোধ হয়।

সূর্য্যোদয়ে সকলেই নিদ্রোত্থিত হইয়াছে, কাহার মনে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই। একঘণ্টা অতীত হইল। কি সর্ব্বনাশ! কাল মৃত্যু যেন উভয় দিকে ধার যুক্ত কাস্তিয়া দ্বারা ডাহিনে বামে তৃণের ন্যায় মনুষ্য দেহচ্ছেদন করিতে লাগিল।

ফষ্ট্ নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিল পুরুষেরা পাগলের ন্যায় ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, স্ত্রীলোকেরা জানেলায় অথবা দরজায় দাঁড়াইয়া চিকিৎসকের জন্য চীৎকার করিতেছে, যে কুল রমণীরা অন্য সময়ে ভদ্রোচিত অঙ্গাবরণ পরিধান না করিয়া নিজ কক্ষ হইতেও বাহির হয় নাই, তাহারা অদ্য আলুলায়িত কেশে, অর্দ্ধ আবরণে বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া চিকিৎসকের সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে—হয়ত কাহার প্রাণতুল্য সন্তান, কাহার প্রিয়তম পতি, কাহার স্নেহময় পিতা, কাহার স্নেহময়ী মাতা হঠাৎ পীড়িত হইয়াছে!

রোগের উপসর্গই বা কি ভয়ানক! হঠাৎ মাংশ ভেদ করিয়া দুর্গন্ধময় বিসফোটকের উৎপত্তি হইল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিল—সেই স্ফোটকের মাংস পচিয়া ক্রমে কাল দাগ দেখা দিল। জিহ্বা কাল হইয়া যাইতেছে ও স্ফীত হইতেছে; তৃষ্ণায় মুখ শুখাইয়া যাইতেছে ও জিহ্বা মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে—কিছুতেই তৃষ্ণার উপশম হইতেছে না। নিশ্বাসের সহিত এত দুর্গন্ধ বহিতেছে যে রোগী স্বয়ং তাহা সহ্য করিতে পারিতেছে না, ইহার উপর যন্ত্রনার এক শেষ।

কাহার কাহার জিহ্বা অবশ হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া যাইতেছে, পরে যন্ত্রনায় অচেতন হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা কম।

অধিকাংশ রোগী সচেতন অবস্থায় তৃষ্ণায় ও অসহনীয় যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া বিছানার উপর ছট ফট করিতেছে। অজাগর সর্প তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিলে ও

তাহাদিগের শরীরে বিষাক্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিলে নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া রোগীর অধিকতর কষ্ট ভোগ করিত না। যাহারা অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা যন্ত্রণা টের পায় নাই কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কুণ্ঠিত হয় নাই।

ঐ রোগের সংক্রামকতা এত প্রবল যে পবিত্র পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। পিতা মাতা রোগাক্রান্ত সন্তানকে ত্যাগ করিতেছে; পিতা মাতা যে গৃহে যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে সন্তানেরা সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছে না। বন্ধু বন্ধুকে ত্যাগ করিতেছে। স্বামী যে স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে শ্লাঘা জ্ঞান করিত এখন তাহার বিষমিশ্রিত নিশ্বাসের ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেছে। স্ত্রী ও যে স্বামীকে ক্ষণকাল পূর্ব্বে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল এখন তাহাকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

চিকিৎসকেরা দেখিল এ রোগের চিকিৎসা করা বৃথা; রোগীর নিকট যাইলেই নিশ্চয় মৃত্যু।

এই সংক্রামক রোগ পশু পক্ষীদিগের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কুকুর বিড়াল মৃত ব্যক্তির অথবা রোগীর সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়; এমন কি পক্ষী রোগীর কক্ষের জানালার উপর একবার বসিলে আর স্বচ্ছন্দে উড়িয়া যাইতে পারে নাই।

নব আমেরিকার তৃণ বনে অগ্নি লাগিলে অগ্নি শিখা যেমন প্রথমে শুষ্ক তৃণে, পরে শুষ্ক বৃক্ষে, অবশেষে প্রবীন জঙ্গলে, সবেগে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে সেইরূপ এই সংক্রামকতা রোগী হইতে সুস্থ ব্যক্তিতে, যুবা হইতে বৃদ্ধে, বৃদ্ধ হইতে যুবায় মনুষ্য হইতে পশু পক্ষীতে এবং পশু পক্ষী হইতে মনুষ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বেগ সম্বরণ করা অসাধ্য। যাহারা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল তিন দিবসের অধিক কেহ জীবিত থাকে নাই—কেহ কেহ তিন ঘন্টার মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল।

তৎসাময়িক লোক স্বভাবতঃ কুসংস্কারবিশিষ্ট ছিল, তাহার উপর এই ভয়ানক অমঙ্গলময় ব্যাধি; যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হয় নাই, তাহাদিগেরও বুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছিল। অতএব এই মহামারী সম্বন্ধে সঙ্গত অসঙ্গত যত প্রকার মতামত প্রচার হইয়াছিল সকল লোকেই তাহা ন্যূনাধিক বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি মত জন সাধারণের বিশ্বাস জনক হইয়া অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছিল। তাহা এই—রোগীর দৃষ্টি হইতেই সংক্রামকতার উদ্ভব হইতেছে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বন্ধু বান্ধব যাহার প্রতি সাহায্য প্রার্থনার জন্য একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তাহাকেই সেই বিষ সংযুক্ত তীরের আঘাতে শমন সদনে যাইতে হইবে।

স্থানান্তরে পলায়নে ও পরিত্রাণ নাই কারণ বস্ত্রাদি বিষে পরি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

## একবিংশ অধ্যায়।

যে "ব্ল্যাক ডেথ্" ভিয়েনা নগর উৎসন্ন করিতে বসিয়াছে তাহার বর্ণনা পাঠক শুনিলেন।

কিন্তু ভিয়েনা রাজধানীর মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে মড়ককে ভয় করে নাই—যাহার সংক্রামকতা হইতে আশঙ্কা ছিল না। সে ব্যক্তি ফষ্ট্।

সমাজের নিম্নতম স্তরে জীর্ণ শীর্ণ প্রপীড়িত আশা বিবর্জ্জিত, সভ্যতা সূর্য্যের কলঙ্ক স্বরূপ যে বহুসংখ্যক অভাগা বাস করে তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলিকে মুমূর্ষ ব্যক্তিদিগকে নগর প্রান্তস্থিত এক বৃহৎ চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীর অপর কএক জনকে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়া কেলেনবার্গ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের মাঠে উপস্থিত মত সমাধিস্থ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ফষ্ট্ নগরের রাজপথে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল ঐ সকল ব্যক্তিরা গাড়ি করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইতেছে। ফষ্টের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তাহার অলৌকিক ক্ষমতা ও ভৌতিক সম্পদ থাকিলেও তাহার অন্তরে যে স্বল্প মাত্র বিবেক এখনও বর্ত্তমান ছিল তাহাতে আঘাত লাগিল! ফষ্ট্ আপনাকে দুষ্কর্ম্মান্বিত বলিয়া জানিত, এখন আপন চক্ষে আপনাকে ঘৃণিত বলিয়া দেখিল।

কারণ জানিতে পারিল না—কিন্তু বোধ হইল কে যেন তাহাকে অটো পিয়ানাল্লার বাড়ির দিকে লইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে মদ্যপায়ীর ন্যায় অনিশ্চিত পদে ফষ্ট অটোর বাড়ির রাস্তায় প্রবেশ করিল।

অটোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও বোধ হয় পাপের পূর্ণাবস্থায় অটো ভিন্ন অপর কেহ তাহাকে শান্তনা দিতে পারিবে না বলিয়াই ফষ্ট্ স্বভাবতঃ তাহার বাটির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফষ্ট্ অটোর বাড়িতে প্রবেশ করিবার দুই ঘন্টা পূর্ব্বে ডাক্তার ডোরেনবার্গের মৃত্যু হয়।

ফষ্ট্ পূর্ব্ব কথিত বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, সংবাদ পাইয়া অটো তাহার নিকট আসিয়া কহিল "মহাশয়, কি চমৎকার! আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম।"

ফ। আমার সহিত সাক্ষাৎ? কি আবশ্যক?

অটো কাউণ্টের নিকট সরিয়া আসিয়া তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "মহাশয় একটি ভয়ানক অনর্থসূচক গুপ্তকথা আমি জানিতে পারিয়াছি।"

ফষ্ট্ চমকিত হইয়া কম্পিত স্বরে বলিল "গুপ্তকথা!"

অ। হাঁ, ঐ গুপ্তকথা ডাক্তার ডোরেনবার্গ মৃত্যুশয্যায় আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে।

ফষ্ট্ চৌকি হইতে উঠিয়া বলিল "তবে ডাক্তার ভোরেনবার্গ জীবিত নাই—সে আমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে? সে সূতিকাগারের গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছে? যাহা হইয়াছে তাহার উপায় নাই।" তাহার পর চিত্রকরের প্রতি তাচ্ছল্যভরি ভাবে তাকাইয়া কহিল "কিন্তু দেখ অটো, আমি এমন ক্ষমতা ধারণ করি যে এই মুহূর্ত্তেই তোমার নিশ্বাস বায়ু বন্ধ করিয়া দিতে পারি যাহাতে গুপ্তকথা কাহার নিকট প্রকাশ করিতে না পার; এই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃতদেহ আমার পদতলে ধরাশায়ী করিতে পারি। অতএব সাবধান!

অ। মহাশয় আপনার বিভীষিকা প্রদর্শন নিগূঢ় ও ভয়ানক! কিন্তু আর উচ্চতর ক্ষমতায় আমার বিশ্বাস স্থাপিত আছে। যাহা হউক আপনাকে কষ্ট দেওয়া কিম্বা আপনাকে অপমানিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার সন্দেহ যে আপনার কোন ভয়ানক ও অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাহা আপনার ভয়প্রদর্শক কথায় সপ্রমাণ হইতেছে।

এই সময় রাস্তা হইতে মৃতদেহ বোঝাই গাড়ির শব্দ শুনিতে পাইয়া ফষ্ট্ অন্তঃর্জ্জালায় অস্থির হইয়া পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িল ও বলিল "হাঁ, আমি ভয়ানক ও অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী! আমি ঐ ক্ষমতা পাইবার জন্য অবিনাশী আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছি"!

অটো সম্মুখে গিয়া ফষ্টের হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিল "হায় কি হতভাগ্য! না এরূপ কখনই হইতে পারে না; তুমি এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিও না। কিন্তু যখন তোমার পূর্ব্ব ঘটনা, তোমার পদোন্নতি, অপরিজ্ঞেয় উপায়ে অসীম ধনলাভ ও অন্যান্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল স্মরণ হয়—

ফ। হায়, এ সকলই সত্য! এখন আমাকে দেখিতে কি আমাকে স্পর্শ করিতে তোমার ভয় হইতেছে না? মনে হইতেছে না আমার নিশ্বাসে তুমি দগ্ধ হইয়া যাইবে?

অ। আমি খৃষ্ট মতাবলম্বী, আমি এসব ভয় করি না। হায় ফষ্ট তুমি কি করিয়াছ? ঈশ্বরই জানেন তুমি কতদূর দুর্ভাগা; আমি আর তোমায় তিরস্কার করিতে চাহি না। ঈশ্বরের অনন্ত কৃপা—আইস তোমার মঙ্গলের জন্য আমরা একত্রে তাঁহার ভজনা করি।

ফ। হায়। আমার ভজনা করিবার অধিকার নাই; ভজনার একটি শব্দ মাত্র আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইলে তদ্দণ্ডে সয়তান আসিয়া আমার উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে।

অ। তবে উপায় কি? এই নৈরাশ অবস্থায় আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না; পৃথিবী শুদ্ধ লোকে যদ্যপি তোমাকে ত্যাগ করে, আমি করিব না। আমি তোমাকে শান্ত্বনা দিব, সৎপরামর্শ দিব। কোন উপায় অবধারিত না করিলে তোমার প্রিয়জনেরা

যে কি দুর্দ্দশায় পতিত হইবে বলা যায় না ; অতএব ফষ্ট, কি উপায় আছে বল? আর্কডাচেস্‌, যে তোমার কন্যা বলিয়া খ্যাত, তাহাকে ভালবাসে ও তোমার প্রিয়পত্নী ও যে যুবা আর্কডিউকের পুত্র বলিয়া খ্যাত, তাহাকে ভাল বাসে ; তাহারা উভয়ই আপন আপন গর্ভজাত সন্তানকে ভাল বাসাকে গর্হিত কর্ম্ম মনে করিয়া আত্মগ্লানি করিয়া থাকে। এই প্রবঞ্চনাই তাহার কারণ ; আর কত দিন তাহাদিগকে এই প্রবঞ্চনার বশবর্ত্তী থাকিয়া অপরের সন্তানকে নিজ সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করাইতে চাহ? আমি তোমার নিকট অবিশ্বাসী হইতে চাহি না—তত্রাপি—

ফ। হাঁ বুঝিয়াছি, তত্রাপি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিতেছ না। হায়! আমি কি নীচ! আমি তোমার কত অনিষ্ঠ করিয়াছি কিন্তু তথাপি তুমি আমার প্রতি যে অনুরাগ দেখাইতেছ তাহাতে তোমার গুণে মোহিত হইয়াছি। তোমার নিকট আর কিছুই অব্যক্ত রাখিব না। তবে শুনিতে প্রস্তুত হও। আমার কাহিনী শুনিলে তোমার শোণিত হীম হইয়া যাইবে।

ফষ্ট্‌ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিল ও অটো প্রদত্ত এক পাত্র জল মিশ্রিত সুরা পান করিয়া মুখ ভিজাইয়া লইল। পরে আস্তে আস্তে গম্ভীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিল। "অটো, তবে শ্রবণ কর। কিন্তু তোমার প্রতীজ্ঞা স্মরণ থাকে যেন,—আমাকে ঘৃণা করিতে পারিবে না, সৎপরামর্শ দিবে, সান্ত্বনা দিবে। আমার কাহিনী ভয়ানক অথচ সংক্ষেপ। থেরেসার প্রতি প্রগাঢ়, উন্মত্ত প্রেমই আমার পাপ ও দুঃখের কারণ। সেই অনুরাগের কারণ তাহার পিতা আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল, পরে আমাকে বধ্য ভূমিতে প্রেরণ করাই স্থির হয়। দৈব আসিয়া আমার হস্তে এক ভয়ানক মন্ত্র স্থাপন করিয়া দিল ; আমি তাহা ব্যবহার করিলাম ও সেই দণ্ডে সয়তান মনুষ্যের শরীর ধারণ করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল। সে আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিল এবং আমি চব্বিশ বৎসর ক্ষমতার সহিত কাটাইতে পারিব এই সর্ত্তে আমার নিত্য আত্মা তাহাকে অর্পণ করিলাম। তুমি যে কাঁপিতেছ?

অ। আমি তোমার অবস্থার জন্য কাঁপিতেছি। নিশ্চয় জানিবে আমি তোমার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

ফ। আমি যে একরার স্বাক্ষর করিয়াদিয়াছি তাহার এক সর্ত্ত এই যে যদ্যপি আমি সয়তানের বিনা অনুমতিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন রূপ ক্রিয়াকলাপ করি তাহা হইলে তদ্দণ্ডে আমার জীবন ও ক্ষমতা শেষ হইবে। ধর্ম্মযাজকের বিনা সাহায্যে থেরেসার সহিত মিলিত হইবার মনন করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। মনে করিলে আমি থেরেসাকে এইরূপ মিলনে সম্মত করিতে পারিতাম বটে কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম বলিয়া সে উপায় অবলম্বন করি নাই। সয়তান সর্ব্বদা নুতন শীকারের জন্য ব্যগ্র অতএব এই সর্ত্তে আমাকে শাস্ত্রমত পরিণয়ের অনুমতি দিল যে

আমার উপর তাহার যে আধিপত্য আছে আমার প্রথমজাত পুত্র সন্তানের উপরও সেই আধিপত্য থাকিবে! কিন্তু যতদিন আমার ক্ষমতা থাকিবে আমি প্রভু, সয়তান আমার দাস; আমি কোন বিষয় অজ্ঞাত রাখিলে সে তাহা জানিতে পারিবে না। সয়তানকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য—যাহাতে সয়তান আমার পুত্রসন্তানের জন্ম বিষয় না জানিতে পারে—সেই জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার অল্প সময়ের মধ্যে আমি সন্তানদিগকে বদলা বদলি করিয়াছিলাম।

অ। হা করুণাময় ঈশ্বর! তবে যুবক ম্যাকসমিলিয়ানের কপালেও ঘোর দুরাদৃষ্ট রহিয়াছে! এ সকল কথা ব্যক্ত করা অসম্ভব; প্রকাশ করিলে সয়তান ম্যাকসমিলিযানকে তোমার সন্তান বলিয়া জানিতে পারিবে ও তাহাকে সয়তানের করে অর্পণ করিয়া দেওয়া হইবে।

ফ। অটো, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ; পরিণয়ে আমার মত নাই কেন তুমি তাহাও বুঝিয়া থাকিবে—পরিণয় কার্য্যে আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পারিব না। কিন্তু সে বিষয় এখন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই কারণ ভিয়েনা নগরে যে মহামারী উপস্থিত তাহাতে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকলাপ কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকিবে। যে কএক মাস অব্যাহতি পাই তাহাই ভাল।

অ। না, এত কাল অপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত হইবে না। কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি, সয়তান যে তোমাকে প্রতারণা করে নাই তুমি কি প্রকারে জানিলে। যে প্রতারক আপন ষড়যন্ত্র জালে তোমাকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে সে তোমাকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছে যে, যাহা তুমি তাহাকে জানিতে দিবে সে তাহাই জানিতে পারিবে একথা কি তুমি বিশ্বাস কর?

ফ। আমার সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু যে আমার ভবিষ্যৎ নিয়তির উপর আধিপত্য করিবে, সে যে এরূপ প্রতারণা করিবে বিশ্বাস হয় না।

অ। যাহাই হউক, বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। আত্মার উদ্ধার যে কি সৎকার্য্য একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। ইহাদিগের মধ্যে মিলন হইতে দেওয়া হইতে পারে না। যুবকের পক্ষে পরিণয়ে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মোদ্দেশে সংসার ত্যাগ করাই যে সৎপরামর্শ, তাহা তোমার সম্মতি পাইলে আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারি।

ফ। সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন! যতই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করুক না কেন, আমার পুত্র সয়তানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নহে। তবে স্মৃতিগারের গুপ্তকথা প্রকাশ হইলে কেবল এক মাত্র উপায়ে আমার পুত্র রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু হায়! আমার মত হতভাগার জন্য কে সেই দুষ্কর ও বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে?

অ। কেন, আমিত বলিয়াছি সৎকার্য্য দ্বারা আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

ফ। বাস্তবিক! এ কার্য্যে যদ্যপি তুমি হস্তক্ষেপ কর তাহা হইলে মৃত্যুকালে অন্যূন একটী যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাই!

অ। ফষ্ট্, তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল।

ফ। (সোল্লাসে) তবে শ্রবণ কর—প্রলয়কালীন জলপ্লাবনে ঈশ্বর অনুমোদিত নোয়া যে নৌকা দ্বারা উদ্ধার হইয়াছিল, সেই নৌকা তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া, সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল আজও সেই আরারট পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত আছে। মহাত্মা নোয়া সপরিবারে নৌকা হইতে নামিয়া যাওয়া অবধি সেই স্থানে কখন মনুষ্যের পদ-চিহ্ন পড়ে নাই। সেই স্থান চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে শিখা পর্য্যন্ত কোথাও অতল স্পর্শ খাদ, কোথাও গভীর উপত্যকা, কোথাও স্তূপাকার কঠিন বরফরাশি। যদি কোন নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সাহসের সহিত বিপদ অতিক্রম করিয়া সেই পর্ব্বত চূড়ায় যাইতে পারে তাহা হইলে সেই পবিত্র নৌকার এক খণ্ড কাষ্ঠ আনিতে পারিবে। কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে পিতা মাতা কর্ত্তৃক সয়তানের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকিলে, ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে কবচ স্বরূপ ধারণ করিলে সয়তান তাহার কিছুই করিতে পারিবে না।

অ। সেই উপায়ে তোমারও মুক্তি হইতে পারে।

ফ। আমি স্বয়ং সয়তানকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ঐ উপায়ে আমার মুক্তি হইবে না—তবে আমার পুত্রের হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই ভয়ানক কার্য্যে সাহস করিতে পারে?

অ। আমি অদ্যই পর্ব্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করিব। পরিবারদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, তোমার কার্য্যে নিয়োজিত হইব।

ফ। কার্য্য সফল হইলে তুমি একটি আত্মার উদ্ধার করিবে।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ভিয়েনা নগরের মড়ক আরম্ভ হইবার তিন মাস পরে এক তুরস্কদেশীয় পথদর্শকের সহিত অশ্বারোহণে অটো আরারট পর্ব্বতের সন্নিকটে পৌঁছিল। দূরতা বশতঃ পর্ব্বতটিকে প্রথমে শুভ্র তুষারাবৃত মাঠের উপর একখানি নীল বর্ণের মেঘ, উপরিভাগে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। অশ্ব দ্রুত গতিতে যাইতেছিল; দূরতা কমিয়া আসিলে পর্ব্বতের চূড়া স্পষ্ট দেখা গেল। চূড়াদ্বয়ের উপর বরফ রাশিতে সূর্য্যকিরণ পড়াতে উজ্জ্বল স্বর্ণ আভা বিস্তার হইতেছিল। নিকটবর্ত্তী হইলে পর্ব্বতপৃষ্ঠে নানা বর্ণের রেখা দ্বারা গুহা, গহ্বর ও প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল অনুমিত হইল। সন্ধ্যা হইলে সমস্ত পর্ব্বত পুনর্ব্বার তমসাচ্ছন্ন হইল: আর কিছুই দেখিতে

পাওয়া গেল না। তখন অটো পথদর্শককে সম্বোধন করিয়া বলিল "মুরাদ, আরারট পর্ব্বতে আরোহণ করা কি একেবারেই অসম্ভব ?

মু। একেবারেই অসম্ভব ! যে সকল প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড অতলস্পর্শী খাদের উপর লম্বমান রহিয়াছে তাহা দেখিলেই মাথা ঘুরিয়া যায়—উল্লঙ্ঘন করা দূরের কথা। খৃষ্ট-মতাবলম্বি, তুমি কি বিশ্বাস কর যে খাদের পার্শ্বস্থিত অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাওয়া কোন মনুষ্যের সাধ্য ? একবার পদস্খলন হইলে সে যে কোথায় যাইবে তাহা বলা যায় না। আর পর্ব্বতের উচ্চতর স্থানে শীতের প্রাখর্য্য এত অধিক যে মনুষ্য তাহা সহ্য করিতে পারে না।

অ। যদি কেহই পর্ব্বতে না উঠিয়া থাকে তবে তুমি এরূপ বর্ণনা কোথায় পাইলে ?

মু। কএকজন অসমসাহসী লোক অর্থের লোভে এই দুরারোহণীয় পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুদূর উঠিয়াই তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। পর্ব্বত শিখরে মনুষ্য পদচিহ্ন স্থাপিত হয় ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। ঐ দুইটি শিখরের উচ্চতর শিখরটিতে সুলতান নোয়ার নৌকা বরফে প্রোথিত আছে। যে কেহ ঐ নৌকার একখণ্ড কাষ্ঠ আনিয়া দিতে পারিবে তাঁহাকে ইস্তাম্বুল নিবাসী কোন গ্রীক সওদাগর অনেক পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকৃত আছেন। ধনের লোভে যাহারা এই দুঃসাহসীক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ফিরিয়া আইসে নাই। তাহাদিগের প্রেতাত্মা এখনও ঐ পর্ব্বতের অভ্যুচ্চ গুহায় বিচরণ করিতেছে শুনা যায়। যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিভীষিকা দেখিয়া ঘোর উন্মাদ, কেহ কেহ বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা সুস্থ শরীরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহারা ক্রমে ক্ষীণ কলেবর হইয়া বিনা রোগে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। নানা প্রকার আকারের ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্য, দানব সকল পর্ব্বতের গভীর গহ্বরে বাস করে; বোধ হয় যেন স্বভাব ও প্রেতাত্মা এক যোগ হইয়া ঐ পর্ব্বতশিখরে মনুষ্যের আগমন প্রতিরোধ করিতেছে।

অ। তোমার বর্ণনা বাস্তবিক ভয়ানক ! কিন্তু এমনত হইতে পারে যে যাহারা ঐ অসমসাহসীক ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে তাহারা অপমান এড়াইবার জন্য বিপদকে অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

মু। না, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। যদি পর্ব্বতশিখর উল্লঙ্ঘন-সাধ্য হইত—যদি অসাধারণ সাহস, ভীম পরাক্রম ও প্রচুর কৌশলের দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে কেহ না কেহ ইস্তাম্বুল নিবাসীর প্রদত্ত প্রচুর পুরস্কারের লোভে কোন ভয়, কোন বিপদকে গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু এতাবৎ কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই।

অ। কিন্তু একথা সত্য যে নোয়া সপরিবারে পর্ব্বতশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া

ছিল ও তাহার সুবিধার জন্য অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি হয় নাই। যদি নামিয়া আসিবার পথ থাকে, সেই পথ দিয়া উঠা যাইতে পারে।

মু।' খৃষ্টমতাবলম্বি, শত শত বৎসরের মধ্যে এই পর্ব্বতের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তুমি তাহা দেখিতেছ না। শীত কালে যে পরিমাণে বরফ জমিয়া থাকে তাহা সমস্ত গ্রীষ্মকালে গলিয়া যায় না—এইরূপে স্তুপাকার বরফ জমিয়া হয়ত পূর্ব্বেকার পথ অগম্য হইয়া গিয়া থাকিবে। ভূমিকম্পনে নূতন গহ্বর সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে, বজ্রাঘাতে প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড স্থানভ্রষ্ট হইয়া পূর্ব্বেকার পথ অবরোধ করিয়া দিতে পারে। সুলতান নোয়ার অবতরণ কালে এরারট পর্ব্বতের যে অবস্থা ছিল তাহা এখন ও থাকা কি সম্ভব ?

অটো কষ্টের সহিত মনের ভাব গোপন রাখিয়া বলিল "হাঁ তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত।" পরে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। অটো জানিত যে সে নৌকার অমূল্য কাষ্ঠখণ্ড আনিতে সমর্থ হইয়াছে এই কথা তদ্দেশবাসী লুণ্ঠনকারী লোকেরা জানিতে পারিলে তাহাকে জীবিত রাখিবে না। অতএব আপনার পর্ব্বত চূড়ায় উঠিবার উদ্দেশ্য মুরাদের নিকট হইতেও গোপন রাখিল। মুরাদ অবিশ্বাসী নহে সত্য কিন্তু বাচালতা দোষে প্রকাশ করিতে পারে।

এই সময় মুরাদের বর্ণনায় অটোর কৃতকার্য্য হইবার আশা অনেক হ্রাস হইয়াছিল ; তাহার যে সাহসের লাঘব হইয়াছিল তাহা নহে। তাহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়ের কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। স্ত্রী নাইনা অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিল ও স্বামীর সাহসীক কার্য্যপ্রিয়তার বিষয় জানিত। অটো স্ত্রীর নিকট আরারট পর্ব্বতে যাইবার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছিল ; মহৎ উদ্দেশ্য দেখিয়া নাইনা কোনরূপ বাধা দেয় নাই। কিন্তু তথাপি বিদায় কালীন উভয়েই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিল, যতই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই প্রিয় পুত্রদিগের বিষয় ভাবিতে লাগিল ; মনে করিল "আমি কি পুণর্ব্বার তাহাদিগকে দেখিতে পাইব ? আরারট পর্ব্বতের জঙ্গলেই কি আমার মৃত্যু আছে" ? যাহাই হউক তাহার বিশ্বাস সেই সর্ব্বজ্ঞানী অনন্ত ঈশ্বরের কৃপায় ন্যস্ত ছিল—সেই ঈশ্বর যিনি তাহাকে পূর্ব্বে জুলিয়ান আলপ্‌স পর্ব্বতে ও তৎপরে ফ্রিজের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া আসিতে আসিতে পর্ব্বত পাদদেশ হইতে দুই ক্রোশ দূরে এক কুটীরের সম্মুখে পৌছিয়া অটো ও পথপ্রদর্শক অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। সেই কুটীরে কয়েকটি আরমানী সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান বাস করিত। তাহারা অটোর যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাহার আহার ও শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

অটো প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সুখে নিদ্রা গেল। কিন্তু স্বপ্নে আপন প্রিয় পুত্রদিগের সহাস্য বদন দেখিতে পাইল, ও দেখিতে পাইল যে ম্যাক্‌সমিলিয়ান ও আডিলা তাহার

বিছানার নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। সুস্বপ্নে অটোর মনে অধিকতর সাহস ও আশা হইল।

গাত্রোত্থানের পর শীঘ্র স্নানাহার সমাপন করিয়া সমস্ত দিবস আরারট পর্ব্বতের দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে কুটীর স্বামী অটোর সঙ্গে কতকগুলি আহারীয় দ্রব্য দিল। কুটীর হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় মুরাদ অটোকে কহিল "সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে জানিব তুমি দুঃসাহসীক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ"। অটো একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে প্রকাণ্ড দীপ্তিমান দৃশ্য! আরারট পর্ব্বত বালসূর্য্যকিরণে মণ্ডিত হইয়া সদর্পে মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

অটো দ্রুত গতিতে পশ্চিম পার্শ্বদিয়া ঝোপ ও জলা ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে এক গিরিশঙ্কটে পৌঁছিল। গিরি শঙ্কট অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের এক স্কন্ধে উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই স্কন্ধের সর্ব্বোচ্চস্থানে উঠিয়া দেখিল এক গভীর খাদের পার্শ্বে আসিয়াছে। খাদের নিম্নতল দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু নীচে হইতে জলস্রোতের কর্ণবধিরকারী শব্দ উঠিতেছে। অটো কয়েক পদ সরিয়া গিয়া জানু পাতিয়া উচ্চৈস্বরে একাগ্রমনে ঈশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।

এই সময় সয়তান আরারট পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি সৃষ্টি করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিল। কিন্তু মন্ত্রের কোন ফল হয় নাই—সূর্য্যের কিরণ পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ছিল, মেঘ ঝড় দেখা দিল না, দৈত্য ও দানব সয়তানের আজ্ঞা প্রতিপালন করিল না। সয়তান বুঝিল কোন উচ্চতর বলে অটো রক্ষিত আছে। সয়তান রোষে চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইল।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ভজনার পর অটো নূতন বল ও নূতন বিশ্বাস পাইয়া গহ্বরের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে গর্ত্ত প্রায় ৪০ হাত প্রশস্ত। অটো সতর্কতার সহিত খাদের কিনারা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল—খাদের প্রসর ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল যে প্রান্তভাগে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড স্থাপিত; কোন অসুর যেন পর্ব্বতের উপরে উঠিবার রাস্তা প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অল্প প্রশস্ত স্থানে লম্ফ দিয়া পরপারে যাইবার আশা দূর হইল। অটো প্রত্যাগমন করিয়া খাদের অপর প্রান্তে যাইল; সেদিকেও ঐরূপ প্রস্তরের দ্বারা পথ

বদ্ধ; এই স্থানের প্রসর কেবল ১২ হাত মাত্র। কিন্তু ইহা লম্ফ দিয়া পার হইবার চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য।

অটো কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে কিছু নীচে খাদের গায়ে একটি শুক বৃক্ষ দেখিতে পাইল। বৃক্ষটির শেষভাগ খাদের অপর পার হইতে কএক হাত মাত্র অন্তর। অটো ইতস্ততঃ না করিয়া বৃক্ষের উপর উঠিল এবং গুঁড়ি মারিয়া গিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পৌঁছিল। সেখানে যাইলে নীচের গভীরতা দেখিয়া তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, কিন্তু ভীষণতার বিচার না করিয়া পদভরে বৃক্ষের শেষভাগে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে এক লম্ফ প্রদান করিল। অটো নিরাপদে অপর পারে পৌঁছিল বটে কিন্তু যখন পূর্ব্ব পারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল "প্রত্যাগমনের সময় কি প্রকারে পার হইব।" বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে লাফাইয়া পড়া সহজ কিন্তু সেই স্থান হইতে বৃক্ষের অগ্রভাগে লাফাইয়া উঠা! উঃ, প্রচণ্ড উন্মাদও এরূপ কার্য্যে সাহস পায় না।

এই স্থান হইতে অটো একটি উচ্চ শাখাপর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঝোঁপ ও কণ্টক বনের মধ্য দিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। অটো দেখিতে পাইল কোথাও বৃহদাকার সর্প সকল রৌদ্রের উত্তাপে শুইয়া আছে, কোথাও এক গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অন্য গর্ত্তে যাইতেছে; মধ্যে মধ্যে সর্পের হিস্ হিস্ শব্দ শুনিয়া তাহার অন্তরাত্মা শুখাইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে এই শাখা-পর্ব্বতের চূড়ায় পৌঁছিয়া দেখিল সম্মুখে প্রকাণ্ড বিস্তৃত ও অতলস্পর্শী অন্য একটি খাদ রহিয়াছে। অটো স্তম্ভিত হইল। বিশ্রামার্থে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আহারীয় দ্রব্যের স্বল্পাংশ ভক্ষণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিল। দেখিল প্রধান পর্ব্বতের পাদদেশ তাহার নিকট হইতে একশত হাত দূরে পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছে। পাতালে কর্ণবধিরকারী জলকল্লোল। উপরে অনেকদূর পর্য্যন্ত জঙ্গল ও অসংশ্লিষ্ট বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড সকল রহিয়াছে—তাহার উপর বরফ রাশি স্তরে স্তরে উটিয়া পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর পর্য্যন্ত গিয়াছে; সর্ব্বোচ্চ শিখর যেন অবলম্বন স্তম্ভ স্বরূপ আকাশকে ধরিয়া রহিয়াছে। ভয়াবহ অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহাকে শিখরের চূড়ায় যাইতে হইবে।

অটো আহারান্তে ঈশ্বরের ভজনা করিয়া খাদের ধার দিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর যাইয়া একটি খোঁটা দেখিতে পাইল। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল খোঁটার গায়ে একটি তক্তায় ইতালীয় ভাষায় নিম্নোদ্ধৃত কএকটি পংক্তি লেখা আছে।

"১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই তারিখে লোরেনজো ফোড়োয়ার্ডি এই পর্য্যন্ত আসিতে সক্ষম হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নস্থিত পথ অবলম্বন করিল। কোন ভ্রমণকারী এই চিহ্ন দেখিলে বুঝিবেন যে আর অগ্রসর হওয়াতে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আছে। অতএব সাবধান হইবেন।"

অটো ভাবিল লোরেনজো ফ্লোডোয়ার্ডি আপনার সমাধি স্তম্ভ আপনিই প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে। তাহাকে ফিরিতে হয় নাই; ফিরিলে ইহা নিশ্চয় নষ্ট করিয়া ফেলিত। ক্ষণকালের জন্য অটো অত্যন্ত নৈরাশ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সহসা অজ্ঞাত উপায়ে অসীম সাহস পাইল। লোরেনজো ফ্লোডোয়ার্ডি লিখিয়া গিয়াছে "এক্ষণে নিম্নস্থিত পথ অবলম্বন করিল" এই কথার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিতে করিতে অটো দেখিতে পাইল যে খাদের ভিতর পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট পাথর বাহির হইয়া ক্রমে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে—এত অল্প বাহির হইয়াছে যে তাহার উপর কষ্টে পা রাখিতে পারা যায়। অটো দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া পাহাড়ের দেওয়ালের দিকে পিঠ রাখিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে একবার এক সর্পের আওয়াজে তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—আর একটু হইলে অতলস্পর্শ গর্ত্তে পড়িয়া যাইত। সৌভাগ্য বশতঃ সেই খানে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি শুষ্ক আগাছা ঝুলিতেছিল; অটো তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং উপর দিকে চক্ষু ফিরাইবা মাত্র এক বৃহৎ সর্প খেলা করিতেছে দেখিতে পাইল।

এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত পাতাল মুখী হইয়া নামিয়া অবশেষে প্রকৃতি নির্ম্মিত এক প্রস্তরময় সাঁকোর নিকট পৌঁছিল। এই সাঁকো দ্বারা খাদের উভয় পার্শ্ব সংযোজিত। পর পারে যাইবার উপায় দেখিয়া অটো অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সাঁকো-টির প্রসব ছোট—প্রস্তর গুলি অসংলগ্ন ও মসৃণ, পা রাখিবার সুবিধা নাই, নীচে হইতে জলকল্লোল উঠিতেছে, পদস্খলন হইলে একেবারে অন্ধকারময় পাতালে গিয়া পড়িতে হইবে। অটো সাহসে ভর করিয়া হামাগুড়ি দিয়া পরপারে গিয়া পৌঁছিল।

অটো এক্ষণে প্রধান পর্ব্বতের পাদদেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে। সম্মুখস্থিত পাহাড় দেখিয়া তাহার বোধ হইল যেন মেঘরাশি স্তরে স্তরে উঠিয়া চিরহিমাচ্ছন্ন সর্ব্বোচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল—অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল। যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল ততই শীতের প্রাখর্য্য বাড়িতে লাগিল; দুই ঘণ্টা কাল ক্রমাগত সজোরে উঠিয়া এক অন্ধকারময় গুহার মুখের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। গুহার ভিতর গরমস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার অভিলাষে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং বসিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় এক মৃত-দেহ তাহার নয়নগোচর হইল। অটো শবের নিকট অগ্রসর হইয়া ভাবিতে লাগিল কোন সাহসীক পর্য্যটক এই বিজন স্থানে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকিবে। পরে তাহার বিষয় কোনরূপ অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় বস্ত্র খুঁজিতে লাগিল কিন্তু কাগজ পত্র কিম্বা কোনরূপ চিহ্ন পাইল না। হটাৎ শবের অঙ্গুলিতে এক অঙ্গুরীয়ক দেখিতে পাইল। অঙ্গুরীয়ক খুলিতে গিয়া শবের অঙ্গুলি চূর্ণ হইয়া গেল। পরে গুহার মুখের নিকট আসিয়া দেখিল তাহাতে "লোরেনজো ফ্লোডোয়ার্ডি" এই নাম লিখিত আছে। অটো পড়িবা মাত্র সমস্ত বুঝিতে পারিল কিন্তু আবিষ্কারে সুখী হইল না।

বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকা হইবে, অটো পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুগম্য কিন্তু শীতের অধিকতর প্রাথর্য্য। যতই গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছে ততই তাহার সাহস বাড়িতেছে, পরে এক ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানে পৌঁছিল। স্থানটি প্রশস্ত বরফাবৃত সমতলভূমি—মধ্যস্থলে বরফাবৃত একটি ঢিপি রহিয়াছে।

*ঢিপি দেখিয়া অটোর ধর্ম্মভাবের উদয় হইল, সে জানু পাতিয়া ভজনা করিল; পরে ঢিপির একস্থান হইতে বরফ সরাইয়া ছুরিদ্বারা একখণ্ড কাষ্ঠ কাটিয়া লইয়া সযত্নে বক্ষের নিকট বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিল।

সফল মনোরথ হওয়াতে অটোর শারীরিক ও মানসিক বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। পরে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতারোহণে যে কষ্ট হইয়াছিল এখন তাহার কিছুই হইল না। আমাদিগের অনুমান হয় যে নামিবার সময় অনেকদূর পর্য্যন্ত লক্ষ হওয়ায় অটো সুগম্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু অটোর নিজের বিশ্বাস যে পবিত্র কাষ্ঠ খণ্ড সঙ্গে থাকায় দুর্গম পথ ও তাহার পক্ষে সুগম্য হইয়াছিল। যাহা হউক নামিবার সময় তাহাকে কোন ভয়ানক খাদ অতিক্রম করিতে হয় নাই, সর্প দেখিতে পায় নাই কিম্বা সর্পের হিস্ হিস্ শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই।

নামিবার সময় সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল বটে কিন্তু তখনও নির্ম্মল আকাশে যে অল্প মাত্র আলোক ছিল তাহা বরফ রাশিতে প্রতিফলিত হইয়া অটোকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল।

সেই দিবস রাত্রি এগারটার সময় অটো নিরাপদে পূর্ব্বকথিত আরমানী দেশীয় কৃসকের কুটীরে প্রত্যাগমন করিল।

## চতুর্বিংশ অধ্যায়।

ভেনিস উপসাগরের মধ্যে লিশা নামে এক দ্বীপ আছে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন ঐ দ্বীপ ফেরারার ডিউকের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দ্বীপের পশ্চিম দিকের সমূদ্রতটে একটি সুন্দর সুসজ্জিত রাজ প্রাসাদ ছিল। মড়কের সময় ডিউক ভয়ে ইতালী হইতে পলাইয়া আসিয়া সস্ত্রীক এই দ্বীপে বাস করিতেছিল।

পনের বৎসর হইল রজেনথালদুর্গে লুক্রুজার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই পনের বৎসরের মধ্যে লুক্রুজা স্থূলকায়া হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার লালসা ব্যঞ্জক ভাব যায় নাই; তাহার মুখের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, অন্তঃকরণ পূর্ব্বে যে

* নিম্নস্থ সমতল ভূমি হইতে ইহা দশ হাজার ফুট উচ্চ। এই ঢিপিই নোয়ার নৌকা—আচ্ছাদন স্বরূপ বরফের দ্বারা আবৃত। নোয়া সপরিবারে এখান হইতে অবতরণ করিবার পর এখানে আর কখন মনুষ্য পদচিহ্ন পড়ে নাই।

পাপ. ব্যাভিচার ও দুষ্কর্ম্মের আকর ছিল এখনও তাহাই আছে ; তথাপি মুখ দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণের ভাব নিরূপণ করা একেবারেই অসাধ্য।

১৫১৮ খৃষ্টাব্দ, চৈত্রমাস, ফেরারার ডাচেস্, লুক্রজা বর্জিয়া সখীগণ সমবেত, হইয়া সন্ধ্যার সময় এক সুরম্য কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছিল। এই দিবস এক খানা জাহাজ লিশা দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থিত অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া আসিবার সময় কাপ্তেনের অসাবধানতায় জলমগ্ন পর্ব্বতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সমুদ্র অতি স্থির থাকায় নাবিক ও আরোহীবা সকলে নৌকা দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে তটে আসিতে পারিয়াছিল।

লুক্রজা এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল এমন সময় একটি ভৃত্য খুঞ্চে করিয়া কতকগুলি আহারীয় দ্রব্য ও সরবৎ লইয়া ঘরে উপস্থিত হইল। লুক্রজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন, জলমগ্ন পোতের আরোহীদিগের সম্বন্ধে আর কিছু শুনিয়াছ ? রাজার আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে ত ?"

ভৃ। আজ্ঞা সমস্ত কার্য্যই করা হইয়াছে। বিদেশীদিগের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই।

লু। উত্তম। আপন প্রজাদিগের প্রতি এইরূপ ব্যবহারে ভেনিস্ সাম্রাজ্য নিশ্চয় আমাদিগের উপর কৃতজ্ঞ হইবে। যাহা হউক ভেনিস সাম্রাজ্যের সহিত আমাদিগের সদ্ভাব রাখা যুক্তি সঙ্গত বটে।

সখীগণ এক বাক্যে বলিয়া উঠিল "হাঁ, নিশ্চয়।" লুক্রজা ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "জাহাজ উদ্ধার করিবার কোন উপায় আছে ?"

ভৃ। আজ্ঞা না।

লু। আরোহীগণ সকলেই ভেনিস্ নিবাসী ? তাহাদিগের মধ্যে এমন উচ্চ পদস্থ লোক থাকা সম্ভব যাহাদিগকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া সৌজন্যতা দেখান আবশ্যক।

ভৃ। জারমান জাতীয় একটি পরিবার মাত্র ঐ জাহাজে করিয়া ভিয়েনায় যাইতেছিল ; তাহারা উচ্চবংশীয় কি না আমি বলিতে পারি না। তাহাদিগের উপাধি পিয়ানাল্লা।

এই নাম শুনিয়া লুক্রজার মুখ রক্তবর্ণ হইল, সে আপন মনোবেগ সম্বরণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কর্ত্তার নাম জান" ?

ভৃ। কর্ত্তার স্ত্রী কর্ত্তাকে "অটো" বলিয়া ডাকিতে আমি শুনিয়াছি।

লুক্রজা আর প্রত্যুত্তর না করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া একটি মাত্র পরিচারিকাকে লইয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল। এই পরিচারিকা ফেরারার ডাচেসের প্রিয়পাত্রী ছিল, তাহার গুপ্ত আমোদ প্রমোদ সকল জানিত। বৃদ্ধা সিগ্‌নোরা গিনাল্ডো প্রচুর অর্থের লোভে স্বইচ্ছায় ডাচেসের আজ্ঞানুসারে কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইত না, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্রী ছিল এমত বোধ হয় না। ডাচেস কোন কথা বলিবার পুর্ব্বেই গিনাল্‌ডো তাহার মুখের ভাবে মনের ভাব টের পাইয়াছিল।

লুক্রজা গিনাল্‌ডোকে সম্বোধন করিয়া বলিল "গিনাল্‌ডো পৃথিবীর মধ্যে যে ব্যক্তিকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা করি, আজ সে ব্যক্তি আমার আয়ত্তাধীন হইয়াছে—ঘটনাক্রমে সে এই দ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার নাম অটো পিয়ানাল্লা। লুক্রজা বর্জ্জিয়ার প্রেম অবহেলা করিয়া যে কি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে আমি তাহাকে আজ শিক্ষা দিব, সে আমার যে অবমাননা করিয়াছে আমি আজ তাহার প্রতিশোধ লইব, লৌহময় শবাধারের ভীষণ যন্ত্রণায় গর্ব্বিত ও ধর্ম্মপরায়ণ অটো আমাকে বলিবে "লুক্রজা, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার ক্রীত দাস হইলাম"! গিনাল্‌ডো, এই ব্যক্তি আমার এত নয়ন প্রীতিকর হইয়াছিল যে ইহাকে আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। কি করিতে হইবে বুঝিয়াছ?

গি। বুঝিয়াছি। আমি অবিলম্বে সারম্যানের প্রতি আবশ্যকীয় উপদেশ প্রচার করিতে চলিলাম।

এই বলিয়া গিনাল্‌ডো কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইল এবং পথি মধ্যে লুক্রজার স্বামী, ডিউকের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইল। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পর অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। ডিউকের সহিত সাক্ষাতের পর গিনাল্‌ডো লুক্রজার গুপ্ত আদেশ প্রচার করিয়া প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকার সময় রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিল। ডিউক, ডাচেস ও রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ও মহীলাগণ ঐ সময় ভোজে বসিয়া গল্প করিতেছিল। গিনাল্‌ডো ঘরে প্রবেশ করিয়া সুযোগ ক্রমে লুক্রজার কাণে কাণে কহিল "অটো পিয়ানাল্লা লৌহ কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে"।

লুক্রজা ইসারায় তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার কথোপকথনে যোগ দিল।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

এক দিবস সন্ধ্যার সময় অটো পিয়ানাল্লা জলমগ্ন আরোহীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া বায়ু সেবনের জন্য সমুদ্রের কুলে গিয়া বসিয়া আছে এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মনুষ্য পদশব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল। চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল তিনটি মনুষ্য তাহার দিকে আসিতেছে। কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা না থাকায় অটো পুনর্ব্বার সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কি আশ্চর্য্য! ক্ষণমধ্যে তাহারা অটোকে আক্রমণ করিয়া রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। অটো কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই বলিল না।

পরে ঐ তিন ব্যক্তি অটোকে সমুদ্রের কুল দিয়া অনেক দূর লইয়া গিয়া এক সংকীর্ণ বৃক্ষাচ্ছাদিত পথে প্রবেশ করিল। এই পথের শেষভাগে নির্জ্জন দুর্গ নামক দুর্গ স্থাপিত।

অটো নির্জ্জন দুর্গের বিষয় অনেক ভয়াবহ কথা শুনিয়াছিল ; অতএব তাহার চূড়া দেখিয়া সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—স্ত্রী পুত্রকে মনে পড়াতে তাহার চক্ষুদ্বয়ে অশ্রু-বারির সঞ্চার হইল।

অটো এইরূপ ধৃত ও বন্ধনের কারণ জানিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার ধৃতকারীগণ কোনরূপ উত্তর করিল না।

দুর্গের দ্বারে পৌঁছিলে পর এক ব্যক্তি মশাল হস্তে আসিল এবং দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিল। মশালের আলোকে অটো দেখিল ধৃতকারীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার পরিচিত।

এই ব্যক্তি ব্যারণ জারনিনের মকদ্দমার সময় ভিয়েনার বিচারগৃহে উপস্থিত ছিল। অটো তাহাকে চিনিতে পারিয়া নিম্নস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিল "সারম্যান, আমি তোমার কি অপকার করিয়াছি ?" সে ব্যক্তি কোন উত্তর করিল না—এরূপ ভান করিল যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই।

পরে মশালের আলোকে দুর্গের মধ্য দিয়া কতক দূর যাইলে পর সারম্যান একটি ছোট দরজা খুলিল। পরে অটোকে রজ্জুমুক্ত করিয়া দিয়া ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এইটি কারাগৃহ, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, মেজের উপর খড় বিছান রহিয়াছে। অটো তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া চিন্তামগ্ন হইল—ভাবিতে লাগিল এইরূপ হঠাৎ অনুপস্থিতিতে তাহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় কি মনে করিবে, কি উপায়ে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে ? ভাবিয়া স্থির করিল যে অনাহারেই তাহাকে মরিতে হইবে।

কে তাহার শত্রু ? অটো জানিত লুক্রজা তাহার স্বামী সহ তৎকালে এই দ্বীপে বাস করিতেছিল কিন্তু লুক্রজা কখনই তাহার শত্রু নহে। আপনার কারাবদ্ধ হওয়া সম্ভাবনা থাকিলেও অটো তাহার ভ্রাতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিল। অতএব স্থির করিল যে লুক্রজা কখনই তাহার শত্রু নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার ও তাহার স্বামীর চক্ষুর উপর তাহাকে কারাবদ্ধ করা হইল। অটো ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

অটো যখন কারাগারে প্রবেশ করিল, তখন সেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। ক্রমে অন্ধকারে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহার সম্মুখস্থিত দেওয়ালের উপর লৌহ গরাদিয়া যুক্ত জানালা দেখিতে পাইল। পাঁচটি জানালা, জানালার অপরদিকে কারাগারের দ্বার। জানালার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল কিন্তু দেওয়ালে হাত দিবা মাত্র বুঝিল যে দেওয়াল লৌহময় ; পরে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিল যে কারাগারের গঠন সাধারণ গৃহের মত নহে—শবাধারের ন্যায়। অটোর ভয়ের সঞ্চার হইল, জানিল জীবিতাবস্থায় লৌহ নির্ম্মিত শবাধারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তখন

অটো ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হায় করুণাময় পিতা, তুমি এত শীঘ্র আমার স্ত্রীকে বিধবা করিলে, পুত্রদিগকে পিতৃহীন করিলে! পিতঃ সকলই তোমার ইচ্ছা।"

তাহার পর অটো বক্ষঃস্থল হইতে চন্দন কাষ্ঠের একটি কৌটা বাহির করিয়া তাহার মধ্যস্থিত নোয়ার নৌকার টুকরা চুম্বন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাবস্থায় উপস্থিত অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সুখের বিষয় নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেছিল এমন সময় কারাগৃহের ছাদ হইতে এক ভীষণ ঘন্টার শব্দ হইল; অটোর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। ঘণ্টা একবার মাত্র বাজিল কিন্তু এমন গভীর শব্দ যে কারাগারের ছাদ, দেওয়াল, দরজা কিছু কালের জন্য কাঁপিতে লাগিল।

প্রাতঃকাল, সূর্য্য উদয় হইয়াছে; গবাক্ষদ্বারা কারাগারের ভিতর যে অল্প আলোক প্রবেশ করিতেছিল তাহাতে অভ্যন্তরের অমঙ্গলসূচক নির্ম্মাণ প্রণালী স্পষ্ট লক্ষিত হইল। অকস্মাৎ গভীর শব্দ শুনিয়া যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইলে অটো প্রাতঃকালীন ভজনা সমাপ্ত করিল। পরে চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে দরজা সংলগ্ন তাকের উপরিস্থিত একটি শুভ্র পদার্থের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখিল এক খানি রুটি ও এক পাত্র জল রহিয়াছে। তখন অটো ভাবিল ঈশ্বরের কি দয়া, "তবে আমাকে অনাহারে মরিতে হইবে না"।

অটো রুটি ও জলপাত্র লইয়া গৃহের মধ্যস্থলে খড়ের উপর বসিয়া খাইতেছিল এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনার প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়িল। পূর্ব্ব রজনীতে কারাগারের পাঁচটি জানালা ছিল। এখন কেবল মাত্র চারিটি আছে। ভাবিল তাহার কি গণনা করিতে ভ্রম হইয়াছে—না, নিকটে গিয়া দেখিল চারিটি জানালাই বটে। যদ্যপি পাঁচটি থাকিত ও তাহার মধ্যে যদ্যপি একটি বন্ধ কিম্বা স্থানান্তরিত করা হইত তাহা হইলে সেই জানালার জন্য যে স্থান থাকা উচিত তাহা নাই। অতএব স্থির করিল যে পূর্ব্ব রাত্রের গণনাই ভুল হইয়াছিল।

সমস্ত দিবস কারাগার এমন নিস্তব্ধ ছিল যে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কিম্বা পদশব্দ অটো কিছুই শুনিতে পায় নাই। দুশ্চিন্তায় ও ভজনায় সমস্ত দিবস কাটীয়া গেল। রাত্রি আগত; যে ব্যক্তি রুটি আনিবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে এই মানসে অটো দরজার নিকট অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল, কেহই আসিল না। পরে ক্লান্ত হইয়া যে অবশিষ্ট রুটি ছিল তাহা আহার করিল ও জানু পাতিয়া পুনর্ব্বার ভজনা করিয়া শয়ন করিল। নিদ্রায় প্রীতিকর স্বপ্ন দেখিয়াছিল বটে কিন্তু পূর্ব্ব রজনীর ন্যায় ভীষণ ঘন্টার বাদ্যে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। এই বার দুইটি মাত্র আওয়াজ হইয়াছিল।

অটো চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল যে ঘর পূর্ব্বাপেক্ষা সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। খড়ের বিছানা ঘরের মধ্যস্থলে ছিল এক্ষণে তাহা দেওয়ালের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। চারিটি জানালার স্থলে তিনটি রহিয়াছে অথচ চতুর্থটি থাকার চিহ্ন মাত্রও নাই।

অটো দাঁড়াইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল প্রথম রাত্রিতে লাফাইয়া যে জানালা নাগাল পায় নাই তাহা আজ অনায়াসেই হাত বাড়াইয়া পাইল। ঘরের ছাদ ও জানালার সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়াছে। অটো ভাবিল তবে কি ঘরের দেওয়াল সঙ্কীর্ণ হইয়া ও ছাদ নামিয়া আসিয়া ক্রমে প্রকৃত শবাধার হইবে ও তাহাকে জীবিতাবস্থায় তাহার ভিতর সমাধিস্থ হইতে হইবে। কি ভয়ানক চিন্তা!

নৈরাশের ত্রাশ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইলে অটো প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। কিন্তু হায়! ধাৰ্ম্মিক ব্যক্তিরা মৃত্যু কালীন ঈশ্বরের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া যে শান্তি লাভ করে অটো তাহাই লাভ করিয়াছিল।

দিবাভাগ অতি কষ্টে কাটিয়া গেল, তৃতীয় রাত্রি উপস্থিত। দরজার নিকট বসিয়া থাকিয়া কে আহারীয় লইয়া আইসে দেখিবার মানস পরিত্যাগ করিয়া অটো সমস্ত দিবস চিন্তা জনিত ক্লান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিল এবং শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

নিদ্রাবস্থায় অটো এক আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন দেখিয়াছিল; তাহার মৰ্ম্ম এই। অটো দেখিল অব্যক্ত অবয়ব বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি কারাগারের মধ্যে আসিয়া তাহাকে স্বাধীনতা, জীবন, ক্ষমতা, ধন সুখ সম্পদ অর্পণ করিতেছে—কিন্তু এক সর্ত্তে! নিরবয়ব ব্যক্তি সেই সর্ত্ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। অটো আপন স্ত্রী পুত্রদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল অতএব তাহাকে সর্ত্তের কথা জিজ্ঞাস্য করিল। ঐ ব্যক্তি অটোর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কাণে কাণে এক ভয়ানক সর্ত্তের উল্লেখ করিল। অটো চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং তাহাকে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিল—কিন্তু সে তথাপি ইতস্ততঃ করায় অটো অচেষ্টিত ভাবে বক্ষস্থল হইতে নোয়ার নৌকার কাষ্ঠখণ্ড বাহির করিয়া দেখাইবা মাত্র সে চলিয়া যাইল। ঠিক সেই সময় ছাদের উপর হইতে ঘণ্টার শব্দ হইল—এক—দুই—তিন।

অটো স্বপ্নে এত দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল যে সে কোথা রহিয়াছে—ঘণ্টারই বা অর্থ কি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। ক্রমে মনস্থির হইলে তাহার উপস্থিত অবস্থা ও স্বপ্নের বিষয় সমস্ত স্মরণ পথে উপস্থিত হইল। নিজ দক্ষিণ হস্তে পবিত্র কাষ্ঠখণ্ডের আধার ক্ষুদ্র বাক্সটি দেখিয়া তাহার প্রতীতি হইল যে যথার্থই আত্মার পরিবর্ত্তে সয়তান তাহাকে স্বাধীনতা, সুখ, সম্পদ অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু ধন্য পবিত্র কাষ্ঠ খণ্ড! কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া সয়তান পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক্ষণে জানালার দিকে দৃষ্টি পড়ায় দুইটি জানালা অবশিষ্ট দেখিয়া অটো ত্রাসে চক্ষু ফিরাইল। পরে দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল ছাদে মাথা ঠেকিতেছে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারা যায় না।

দরজার সংলগ্ন তাক্কের উপর এক খণ্ড রুটি ও এক পাত্র জল রহিয়াছে। তাহার নিদ্রিতাবস্থায় কে রাখিয়া গিয়াছে।

অটো ভাবিতে লাগিল "এখন দুইটি মাত্র দরজা অবশিষ্ট আছে। একটা ঘন্টায় একটি জানালা অদৃশ্য হইল; দুইটা ঘন্টায় দ্বিতীয় জানালা—তিনটা ঘন্টায় তৃতীয় জানালা অদৃশ্য হইল। কাল চারিটা বাজিবে, তাহার পর দিবস পাঁচটা বাজিবে, তাহা হইলে আমারও শেষ হইবে। কিন্তু কাহার আজ্ঞায় আমি বন্দী হইলাম? কোন শত্রু আমার এরূপ মৃত্যু দণ্ড বিধান করিল? বর্জিয়া বংশ ভিন্ন কাহার এরূপ পৈশাচিক হৃদয় হইতে পারে না। হাঁ, বুঝিয়াছি, লুক্রজা, ইহা তোমারই কর্ম্ম! অনেক কাল গত হইল, রজেনৃথাল্ দুর্গে তোমার অনুরাগের ক্রীতদাস হইতে অস্বীকার হওয়ায় আমি এই শাস্তি পাইতেছি। যাহা হউক ঈশ্বরের ইচ্ছায় এইরূপে মরিতে হইলেও শেষ অবস্থার অসহনীয় যন্ত্রনায় তোমার জন্য প্রার্থনা ভিন্ন তোমাকে অভিসম্পাত করিব না।

অটো ভয়ে বিহ্বল হইয়া সংক্ষিপ্ত পরিসর কারাগার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কারাগার এক্ষণে প্রকৃত শবাধারে পরিণত।

চতুর্থ রজনী আগত। পুনর্ব্বার সয়তান প্রলোভন দেখায় এই ভয়ে অটো নিদ্রা যাইতে সাহস করিল না; সমস্ত রাত্রি প্রার্থনায় মগ্ন থাকিয়া জাগিয়া বসিয়া রহিল। নিয়মিত সময়ে মস্তকের উপর ঘণ্টা বাজিল, যে দেওয়ালে অটো ঠেস দিয়া বসিয়াছিল তাহা নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। অটো চীৎকার করিয়া উঠিল; ভয়ে হস্ত প্রসারণ করায় ছাদে হাত ঠেকিল।

অটো মনে মনে বলিতে লাগিল "আর এক দিবস বাকি আছে, কাল হইলেই হইয়া যায় হা! স্ত্রী, হা পুত্রগণ!" পরে ক্ষণকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কষ্টের উপশম করিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে রুটি ও জলপাত্র রক্ষিত ছিল। অটো হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা লইল। এই দিবস জীবনের শেষ দিবস বলিয়া স্থির জানিয়া, অটো কি প্রকারে তাহা যাপন করিয়াছিল প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই—যাহারা অটোর চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য অনুভব করিতে পারিবেন। পঞ্চম রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে অটোর ভয় হয় নাই কারণ যেরূপ প্রবল প্রলোভন হউক না কেন তাহা অতিক্রম করিতে অটো এক্ষণে সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত।—

## ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়।

পঞ্চম রজনী আগত। অটো পিয়ানাল্লা খড়ের উপর শুইয়া আছে; তাহার বিশ্বাস যে পঞ্চম জানালা অদৃশ্য হইবার সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বাজিলে কারাগারের দেওয়াল ও ছাদ লৌহময় বাহুদ্বারা তাহাকে প্রকৃত শবাধারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিবে।

অটোর মৃত্যু ভয় ছিল না—তাহার দুঃখ এই যে পরিবারেরা তাহার প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া তাহার প্রত্যাগমনের বৃথা আশায় কতকাল যে অতিবাহিত করিবে! অবশেষে নৈরাশ হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মও তাহাদের পক্ষে বিরক্তজনক হইবে। এইরূপে তাহাদের শেষ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

অটো এইরূপ চিন্তা করিতেছিল এমন সময় দরজার নিকট হইতে শব্দ হইল। নিজের চীৎকার ও ঘন্টার শব্দ ভিন্ন এই প্রথম শব্দ কারাগারের মধ্যে তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। একটী শুঁড়ি দরজা উদ্ঘাটিত হইল ও সুললিত কণ্ঠস্বরে কে তাহাকে সম্বোধন করিল "অটো পিয়ানাল্লা"।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে চিত্রকর অটো ঐ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল, কিন্তু এখনও সেই স্বর তাহার স্মরণ আছে। ঐ স্বর লুক্রজা বোর্জিয়ার।

অ। আমি কি তবে যথার্থই রাজকুমারীর বন্দী? মনুষ্য স্বভাবে এত ঘোর অকৃতজ্ঞতা থাকা সম্ভব? পাপীয়সি, তোমার ভ্রাতা সিজারের যে কত উপকার করিয়াছি তাহা কি তুমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ?

লু। লুক্রজা বর্জিয়া কিছুই ভুলে নাই। অটো পিয়ানাল্লা যে তাহার প্রেমের উপেক্ষা করিয়াছিল তাহাও ভুলে নাই। গর্ব্বিত পাষাণহৃদয় অটো, আমি তোমার পদানত হইয়াছিলাম, বিষধর সর্পবৎ আমার নিকট হইতে তুমি সরিয়া যাইলে। মনে আছে, আমার দুষ্কর্ম্ম লইয়া তুমি আমাকে কত তিরস্কার করিয়াছিলে? যাহা হউক আমি তিরস্কার করিতে আসি নাই। যদি মুক্ত হইতে চাও আমি তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি।

অ। এই জঘন্য স্থান হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি কি না তুমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি আমার স্ত্রী পুত্রদিগের নিকট যাই! মুক্ত হইয়া তোমার মঙ্গল কামনা করিব ও চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত তোমাকে স্মরণ করিব।

লু। আমি অটো পিয়ানাল্লার কৃতজ্ঞতার অভিলাষিণী নহি—তাহার প্রেমের অভিলাষিণী।

অ। ওঃ, তুমি আমার মুক্তির মূল্য চাহিতেছ! নিশ্চয় জানিবে যে অটো জঘন্য কারাগৃহে মরিতে প্রস্তুত কিন্তু তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে এক তিলও প্রস্তুত নহে।

লু। গর্ব্বিত মানব, মনে করিওনা যে এখানে তোমার মৃত্যু তৎপর হইবে! যে ব্যক্তি ফেরারা রাজ্যের প্রতিহিংসার কিম্বা আমার ঘৃণার পাত্র হয় তাহার তৎপর মৃত্যু হইলে তাহাকে অত্যন্ত দয়া দেখান হয়। অতএব ষোল বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রতি তোমার যেরূপ ভাব ছিল এখনও যদি সেইরূপ ভাব থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। পাঁচটি ঘন্টা বাজিবা মাত্র কারাগার সংকীর্ণ হইয়া কেবল মাত্র তোমার

শরীর ধারনের উপযুক্ত হইবে, ছোটও নহে বড়ও নহে—ঠিক যেন তোমার মাপে প্রস্তুত করা শবাধারের ন্যায়। সেই অবস্থায় কিছুদিন অনাহারে অতিবাহিত করিলে ক্ষুধায় আপনার হস্তের মাংস খাইতে থাকিবে। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত অসহ্য নরক যন্ত্রনা ভোগ করিবার জন্য জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। অটো পিয়ানাল্লা এখন কি পথে আসিতে চাহ?

অ। না—না। তুই মানবী নহিস, তুই পিশাচী। আমি তোর কথা শুনিতে চাহিনা, আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।

লু। তবে তোমার এক গুঁয়েমির জন্য অবশ্য প্রাণ নাশ হইবে দেখিতেছি।

লুকুজা এই কথা বলিবার পর দরজা সংলগ্ন গুপ্তদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু সেই সময় মনুষ্যের পদশব্দ ও রাগব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর অটোর শ্রুতিগোচর হইল এবং পরক্ষণেই ঝন্‌ঝন্ শব্দে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে পর কোন ব্যক্তি উচ্চস্বরে কহিল "অটো পিয়ানাল্লা, তুমি মুক্ত হইলে, চলিয়া আইস"।

অটো কি আনন্দে এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিল তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। ক্ষণকালের মধ্যে তাহার নিরাশা অপার সুখে পরিণত হইল।

অটো লৌহ শবাধার হইতে বাহির হইয়াই সম্মুখে বয়স্থ সৌম্য আকারের এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। তাহার মুখাকৃতি ও পরিচ্ছদে অটো অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে সেই ব্যক্তি ফেরারার ডিউক।

ডাচেস লুকুজা দুইটি শান্তি রক্ষকের জিম্মায় বন্দী হইয়া রহিয়াছে, সারম্যানও বন্দী, সিগ্‌নোরা গিনাল্‌ডো ডিউকের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

লুকুজার মুখ বিবর্ণ—অনেক চেষ্টায়ও সে মনের ভাব গোপন রাখিতে পারিতেছে না।

ডিউক অটো পিয়ানাল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "অবিলম্বে তোমার পরিবারের নিকট যাও; মনে করিওনা তোমার অনুপস্থিতিতে তাহাদের কোনরূপ কষ্ট হইয়াছে। বন্দী হইবার অনতিবিলম্বে আমি তাহাদিগকে তোমার নিমিত্ত চিন্তিত হইতে বারণ করিয়া পাঠাই এবং কোন কারণ বশতঃ কএক দিবস মাত্র তোমার সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া পাঠাই"।

এই শুভ সংবাদ শুনিয়া অটো যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিল "মহাশয় আপনার এই দয়ার কার্য্যে আমি আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।

ডিউক অটোর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "তোমাকে কএক দিবস কারাগারে অসীম মনোকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। এই দুরাচারিণীর স্বভাবে অনেক কাল হইতে আমার সন্দেহ ছিল; তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তোমাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইয়াছি, অতএব ক্ষমা করিও। লুকুজা, তোমার রূপে মোহিত হইয়া, তোমার প্রথম জীবনের পদস্খলন অবজ্ঞা করিয়া এবং তোমার নামে দোষারোপ অতি কল্পিত বিবেচনা করিয়া, তোমার

পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম; তুমিও সৎপথগামিনী থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে এখন তোমার সেই প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? এই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট তুমি নিজ মুখে ইতঃপূর্ব্বে যে প্রস্তাব করিলে এবং যাহা তিনি জীবন লাভের উপায় স্বরূপ ও অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিলেন তাহাতেই আমার বহুকাল স্থায়ী সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। যাহা হউক নিশ্চয় জানিও তোমার গুপ্তচরই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

লুক্রজা কর্কশ নয়নে সিগ্‌নোরা গিনাল্‌ডোর প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু স্বামীর ভৎর্সনা ও তিরস্কারের কোন উত্তর করিল না।

ডিউক গিনাল্‌ডোকে সম্বোধন করিয়া বলিল "গিনাল্‌ডো তোমাকে ক্ষমা করিব প্রতিশ্রুত আছি অতএব তুমি চলিয়া যাইতে পার। কিন্তু সারম্যান, তুমি ব্যভিচারিণী রাণীর অসৎ অবলম্বন স্বরূপ এইখানে অবস্থিতি করিতেছিলে, তোমার ভাগ্যে নির্জ্জন দুর্গে বন্দী হইয়া থাকা লিখিতেছে—অতএব রক্ষকগণ, ইহাকে লইয়া যাও"।

রক্ষকগণ আজ্ঞা পাইবা মাত্র সারম্যানকে এক অন্ধকার কারাগারে লইয়া যাইল। সিগ্‌নোরা গিনাল্‌ডো ইতঃপূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়াছিল।

পরে ডিউক অটোকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মেসার পিয়াঁনাল্লা তোমার জন্য এক খানি জাহাজ প্রস্তুত আছে। সপরিবারে গন্তব্য স্থানে ঐ জাহাজে করিয়া যাইতে পার, তোমার সহিত আর কোন কথা নাই অতএব বিদায় হইতে পার"।

অটো ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। লুক্রজা বর্জ্জিয়ার অদৃষ্টে যে কি ভয়ানক শাস্তি আছে তাহা অনুমান করিতেও অটোর ভয় হইল। অটো লুক্রজার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু ডিউক পুনঃ পুনঃ কর্কশ ভাবে বিদায় হইতে বলায় রক্ষকগণ তাহাকে পথ দর্শাইয়া নির্জ্জন দুর্গের বহির্দ্বারে রাখিয়া আসিল।

অটো চলিয়া যাইবার কিছু পরেই সেই কারাগারে লুক্রজাকে নিক্ষিপ্ত করা হয়। লুক্রজা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, অপরিযাপ্ত অশ্রুবারি বর্ষণ করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই ফল হয় নাই। তাহার আর্ত্তনাদে ডিউকের মনে তিলার্দ্ধ মমতার উদয় হয় নাই। ডিউক তৎসাময়িক ইতালীয়দিগের স্বভাবজাত প্রতিহিংসার সহিত সমস্ত রাত্র কারাগারের দ্বারে স্বয়ং উপস্থিত ছিল। যখন প্রাতঃ সূর্য্যকিরণ লিসা নগরের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত পর্ব্বতকে আলোকিত করিতে লাগিল এমন সময় ঝন ঝন শব্দে কারাগারের যন্ত্রেরও কার্য্য আরম্ভ হইল। কারাগারের ছাদের উপর ঘন্টার বাদ্য হইতে লাগিল; ছাদ নীচে নামিয়া আসিল, দেওয়াল ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। পঞ্চম বারের বাদ্যজনিত কম্পন শেষ না হইতেই কারাগারের নৃশংস কার্য্য সমাধা হইল। বন্দীর আর্ত্তনাদ যন্ত্রের ঘোরনাদে মিশাইয়া যাওয়ায় পঞ্চম বারের বাদ্যের পর তাহা আর শ্রুতিগোচর হয় নাই।

## সপ্তবিংশ অধ্যায়।

১৭১৩ খ্রীঃ অঃ—মে মাসের মধ্যভাগ। ভিয়েনা নগরে আর মারীভয় নাই বটে কিন্তু এখনও শোক দুঃখ চতুর্দ্দিকে বিরাজমান এবং বহুকাল স্থায়ী থাকিবে। সহরের অর্দ্ধেক অধিবাসী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে; সকলেরই শোক সূচক পরিধেয়।

অটো নগরে পহুঁছিয়া পরিবারদিগকে আপন আবাসে রাখিয়া অরুণা প্রাসাদে গমন করিল। সেখানে পহুঁছিয়া বৃদ্ধ দ্বাররক্ষকের অভ্যর্থনার ভাবে অনুমান করিল যে পরিবারের মধ্যে কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে এবং অনতিবিলম্বেই জানিতে পারিল যে থেরেসা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

স্বামীর আহৃত কালব্যাধির প্রথম প্রাদুর্ভাবেই থেরেসা হটাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল—পীড়ার কোনরূপ পূর্ব্ব লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। হটাৎ মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে থেরেসা মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত ছিল না তাহা নহে। তাহার ন্যায় নির্ম্মল নিষ্কলঙ্কস্বভাবা স্বাধ্বী রমণীর পক্ষে মৃত্যুই ঈশ্বর সকাশে যাইবার একমাত্র দ্বার স্বরূপ।

যাহা হউক সুখের বিষয় এই যে থেরেসা যে স্বামীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত তাহার অদৃষ্টগত ঘোরতর অবস্থা, সয়তানের সহিত তাহার সন্ধি সংস্থাপন ও সূতিকাগারের গুপ্ত ঘটনার বিষয় কিছুই অবগত ছিল না।

ফষ্ট যে নরকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল তাহারই যন্ত্রণা ইহ জগতে ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অসহ্য শোকের উচ্ছ্বাসে আপনাকেই স্ত্রীর হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। অবশ্য সাধারণে তাহা বিশ্বাস করিত না বটে আর এরূপ সন্দেহ করিবার কারণও তাহদিগের ছিল না।

থেরেসার মৃত্যুতে আডিলা আপনাকে মাতৃহীনা মনে করিয়া মাতৃশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, শববাহক শকট আসা পর্য্যন্ত মাতার মৃতদেহ পরিত্যাগ করে নাই। ম্যাক্সমিলিয়নও আডিলার প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া রোগের সংক্রামকতার জন্য কিছুমাত্র ভীত হয় নাই।

আর্কডিউক লিওপোল্ড ও আর্কডাচেস মেরিয়া তাহাদিগের একজন প্রিয় বন্ধুর বিয়োগে যথার্থ শোকার্ত্ত হইয়াছিল কিন্তু ম্যাক্সমিলিয়ান্ ও আডিলাকে শান্তনা দিবার জন্য তাহাদিগকে স্ব স্ব মনোকষ্ট গোপন করিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

থেরেসার মৃত্যুর কএক মাস পরে অটো অরুণা প্রাসাদে উপস্থিত এবং তাহার শোকে এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ফষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইল।

ফষ্ট এক নির্জ্জন কক্ষে সন্দিগ্ধ চিত্তে অটোর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। অটো ফষ্টের সম্মুখীন হইয়াই বলিল "আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি তোমার পুত্র বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

অনেক—অনেক বৎসর কষ্ট যে আনন্দ উপভোগ করে নাই আজ সেই অপার আনন্দে বলিয়া উঠিল " অটো—আমার ভজনার অধিকার নাই—থাকিলে আজ আমি ভজনা করিতাম। কিন্তু অটো তোমাকে অন্তকরণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি—সেই ধন্যবাদ মুখে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য "।

অটো উত্তর করিল " আমাকে ধন্যবাদ দিবার আবশ্যক নাই " তাহার পর বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া কহিল " আমার পুরস্কার এইখানে আছে। যে সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া আরারট পর্ব্বতে উঠিয়াছিলাম তাহা উল্লেখ করিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট করিব না, তবে এই মাত্র জানাইতেছি যে আরারট পর্ব্বতে উঠিয়া পবিত্র নৌকা হইতে এক খণ্ড কাষ্ঠ লইতে সমর্থ হইয়াছি এবং সেই কাষ্ঠ খণ্ড এই মুহূর্ত্তে আমার নিকট রহিয়াছে। এখন এক গুরুতর কার্য্য বাকি আছে। যুবক যুবতীদিগকে তাহাদিগের জন্মের গুহ্য রহস্য জ্ঞাত করা আবশ্যক এবং আর্কডিক ও ডাচেসকে জানান আবশ্যক যে আডিলা, যাহাকে তাহারা আন্তরিক ভালবাসে সে যথার্থ তাহাদিগের কন্যা ও ম্যাক্সমিলিয়ান্ যাহার করে তাহারা কন্যা রত্ন অর্পণ করিতে প্রস্তুত সে তোমার পুত্র। ইহা ব্যতীত ম্যাক্স-মিলিয়নকে চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এই কবচ ধারণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ফ। তবে কি সে পিতার ভবিষ্যৎ ঘোর অদৃষ্টের বিষয় জানিবে?

অ। না, সমস্ত না। আমি মিথ্যা ও প্রবঞ্চণাকে ঘৃণা করি বটে কিন্তু তথাপি তোমার আদ্যোপান্ত ইতিহাস তাহাকে কোনরূপে জানিতে দিতে পারি না—জানিলে যুবকের অবশিষ্ট জীবন বিষময় হইবে। কেবল মাত্র সূতিকাঘরের বিষয় জানাইলেই যথেষ্ট হইবে—এবং আপন পুত্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে এই উচ্চ আকাঙ্খা ঐ ঘটনার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ফ। অটো, তোমার উদারতার জন্য আমি অন্তঃকরণের সহিত পুনর্ব্বার তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু নিরন্তর কাষ্টখণ্ড ধারণ করিবার জন্য আমার ম্যাক্সমিলিয়নকে কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইবে?

অ। আমি একখানি কবচ প্রস্তুত করাইব; ঐ কবচের ভিতর তোমার স্ত্রীর চুল কিম্বা অপর কোন স্মরণার্থ চিহ্ন ও এক খণ্ড কাষ্ঠ থাকিবে। ম্যাক্সমিলিয়ানকে তাহার জন্ম বৃত্তান্ত জানাইব ও এই কবচ দিয়া কহিব " তোমার মাতার স্মরণার্থ ইহা তোমাকে অনবরত দিবা নিশি ধারণ করিতে হইবে। এই কবচ ধারণ করিলে কোনরূপ বিপদ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি এক মুহূর্ত্ত ইহা পরিত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার স্বর্গীয় জননী জানিবেন যে তুমি তাঁহার স্নেহের উপযুক্ত পাত্র নহে। তোমার জননী স্বর্গ হইতে নিয়ত তোমাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন "।

ফ। উত্তম, এই প্রকারই বলিও। অটো, এক্ষণে আমি বিদায় হইতেছি—বোধ হয়

জন্মের মত। না—আমার জীবনে শেষ দিবসে আমি তোমার সহিত দেখা করিব। ১৫১৭ খ্রীঃ অঃ জুলাই মাসের ৩১শে তারিখে ভিয়েনা সহরে তুমি আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকিও।

অটো উত্তর করিতে যাইতেছিল, কিন্তু হতভাগা কষ্ট চিত্রকরের হস্ত হইতে আপনাকে সবলে বিমুক্ত করিয়া একেবারে গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত। অটো এক মুহুর্ত্ত থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া কহিল " একবার তোমার পুত্রকে আলিঙ্গন কর" কিন্তু হতভাগা কম্পিত স্বরে উত্তর করিল " না, আমি পারিব না " এই বলিয়া সে সবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার সময় অটোর প্রতি সে যে হৃদয় বিদারক ও করুণা-সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল অটো তাহা জাবজ্জীবন বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কষ্ট দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অটো জানুপাতিয়া করযোড়ে ভজনা করিতে লাগিল।

## অষ্টবিংশ অধ্যায়।

১৫১৭ খৃঃ অঃ, তারিখ ৩১শে জুলাই। সূর্য্যদেব জোতির্ম্ময় দৈনিক গতি সমাধা করিয়া সবে মাত্র অস্ত গিয়াছে এমন সময় জনৈক পথিক অটো পিয়ানাল্লার ভিয়েনা নগরস্থিত বাটির ফটকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পথিকের পরিচ্ছদে সৌষ্ঠব নাই, মুখাকৃতি বিবর্ণ, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়া রহিয়াছে এবং উন্মত্তের স্থায় ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, পথিকের লম্বা দেহ দুঃখভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

অটো পিয়ানাল্লা সচিন্তায় এই ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং জানালা হইতে পথশ্রান্ত পথিককে দেখিতে পাইয়া তাহার অভ্যর্থনার জন্ত ফটকের নিকট উপস্থিত হইল। উভয়ে বাক্যোচ্চারণ না করিয়া এক নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলে পথিক এক সোফায় বসিয়া পড়িল ও কহিল " দেখ অটো, আমি আমার কথা অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছি। আমার জীবনের শেষ দিবসের সন্ধ্যার সময় তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি "।

অ। কষ্ট, প্রকৃতই কি তবে আগত কল্য—আগত কল্য—

অটোর কথা শেষ হইতে না হইতে কষ্ট বিকৃত ও নিরাশার স্বরে বলিয়া উঠিল " সম্পূর্ণ ভাবে সয়তানের আয়ত্বাধীন হইব। আমার লীলা অবসান প্রায়; আমি পৃথীবিতে কত খেলাই খেলিলাম, এই খেলার জন্য আমার প্রিয় পুত্রের অনন্ত আত্মাকে অসীম কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমিই তাহাকে উদ্ধার করিলে।

অ। তোমার পুত্র সুন্দরী স্ত্রী লাভে অত্যন্ত সুখী হইয়াছে—পিতা গর্হিত কার্য্য করিয়াছে জানিয়া সন্তান যতদূর সুখী হইতে পারে তোমার পুত্র ততদূর পর্য্যন্ত সুখী আছে।

ক। হাঁ, সূতিকাগারের কথা তুমি বলিতেছ। কিন্তু তাহার পিতার অদৃষ্টের গোপনীয় বিষয় ত কিছুই বল নাই? অটো প্রতীজ্ঞা লঙ্ঘন কর নাই ত?

অ। না, আমি আমার সত্য পালন করিয়াছি। তোমার অবর্ত্তমানে কেবল এক ব্যক্তির বক্ষস্থলে তোমার ভয়ানক গুপ্তকথা নিহিত থাকিবে।

ক। অটো আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার ন্যায় পতিত, ভ্রষ্ট ও দুর্ভাগার পক্ষে যদি কিছু শান্তনার বিষয় থাকে তাহা হইলে তাহা এই যে, যে ব্যক্তি, আমার অস্পৃশ্য নাম ধারণ করিবে সে আমার অদৃষ্টের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিবে। চারি বৎসর হইল যে অবধি তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাই সেই অবধি মনোকষ্ট নিবারণের জন্য পৈশাচিক ক্ষমতা বলে আমোদ আহ্লাদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে মাতিয়া থাকিতাম; কখন দুর্গম বিশাল জঙ্গলের নির্জ্জন মধ্যস্থলীতে গিয়া বাস করিতাম, মনে করিতাম নির্জ্জনে থাকিলে দুশ্চিন্তার বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু হায়! আমার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে, এক মূহূর্ত্তের জন্যও শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট ঘোর নরকের দ্বারদেশে উপস্থিত!

অটো কাতর স্বরে কহিল "কষ্ট, তোমাকে এই প্রকারে সয়তানের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে দিতে পারি না। আইস, একজন ধার্ম্মিক পুরোহিতকে ডাকিয়া পাঠান যাউক, তিনি তোমার সহিত ভজনা করিবেন ও তোমাকে সৎমরামর্শ দিবেন; কিম্বা আইস আমরা ত্রাণ কর্ত্তার মন্দিরে গিয়া তাঁহার বেদি বেষ্টন করিয়া ভজনা করি।

কষ্ট যাতনার উচ্ছাসে কম্পিত কলেবরে বলিয়া উঠিল "অটো স্থির হও, তুমি যাহা বলিতেছ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছ না। কএক ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে মাত্র, সেই কএক ঘণ্টার প্রতি মুহূর্ত্তের উপর আমার এতই মায়া জন্মিয়াছে যে কোন অসমসাহসী কার্য্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিলার্দ্ধ পূর্ব্বে আমি সয়তানের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিব না। আশার বিষয় উল্লেখ করিও না—আমার সম্বন্ধে কোন আশাই নাই। তবে আমার পুত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করি, সে কি সেই পবিত্র কাষ্ঠ সংযুক্ত কবচ ধারণ দিবানিশি করিয়া থাকে?

অ। তোমার পুত্র নিরন্তর কবচ ধারণ করিয়া থাকে; সেই কবচ ফিতা দ্বারা তাহার গলায় ঝুলিতেছে ও ঠিক বক্ষস্থলের উপর সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকে। এই কবচের দ্বারা তাহার ঈশ্বরের উপর আস্থা হইয়াছে, এমন কি তোমার কারণ তাহার মনোকষ্টও উপশমিত হইয়াছে তোমার পুত্র সর্ব্বদা তোমার কুশলের জন্য ভজনা করে। তাহার বিশ্বাস যে তুমি কোন ধর্ম্মাশ্রমে গিয়া বাস করিতেছ।

ক। এইরূপ বিশ্বাসই যেন তাহার থাকে; অটো তোমাকে মিনতি করি তাহার এ বিশ্বাস অপনয়ন করিও না।

অ। না, যদি তোমার মৃত্যু বাস্তবিক সন্নিকট তবে তাহাকে সন্দিগ্ধ অবস্থায় না রাখিয়া তোমার মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাত করাই উচিৎ।

ফ। হাঁ আমার মৃত্যু সন্নিকট!

অ। তবে আমি এরূপ ভাবে তোমার মৃত্যুর বিষয় তাহাকে জ্ঞাত করাইব যাহাতে তাহার কোন সন্দেহের কারণ না থাকে।

ফ। দেখিও, আমাকে আসন্ন মৃত্যু জানিয়া আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিতেছ তাহার যেন অন্যথা না হয়।

অ। কখনই অন্যথা হইবে না—আমি যাহা বলিতেছি কার্য্যেও সেইরূপ করিব।

ফ। উত্তম। তবে আর এক প্রশ্ন আছে—আর্ক ডিউক ও আর্ক ডাচেস কি আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমাকে ঘৃণা করেন?

অ। না—না। তোমাকে ভৎর্সনা করা দূরে থাকুক, সূতিকাগারের রহস্য প্রকাশে আর্কডাচেসের আনন্দের সীমা নাই। এখন আড্‌লিাকে স্নেহ আলিঙ্গন দিলে অপরের সন্তানকে ভাল বাসিতেছি বলিয়া তাঁহার আর জ্ঞান হয় না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই এমন উদার ও ক্ষমাশীল অন্তঃকরণ যে তাঁহাদের প্রার্থনায় ডাক্তার লুজেন জীবন দণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়া কেবল মাত্র স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ডাক্তার লুজেন সূতিকাগারের রহস্য সম্বন্ধে আপনার দোষ স্বীকার করিয়াছে। ধাত্রী ইতঃপূর্ব্বে মহামারীর সময় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

ফ। তুমি আমার ন্যায় হতভাগার প্রতি যথার্থ বন্ধুর কার্য করিয়াছ। তুমি দয়া ও ধর্ম্মের জীবন্ত ছবি। অটো তুমি এক্ষণে আপনার শয়ন কক্ষে যাও, যে কয়েক ঘণ্টা আমার জীবনের অবশিষ্ট আছে তাহা একাকী যাপন করিব ও অদ্য রজনী মাত্র তোমার আবাসে অতিবাহিত করিব। কল্য—

হতভাগার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, সে শোকে ও নিরাশায় একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। অটো বৃথা তাহাকে সান্তনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নারকীর কি কোনরূপে সান্তনা হইতে পারে? ফষ্ট আর কথা কহিতে না পারিয়া দ্বারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অটোকে যাইতে কহিল। অটো চলিয়া গেল। অটো সমস্ত রাত্র ভজনায় কাটাইয়াছিল।

# পরিশিষ্ট।

সূর্য্য উদয় হইয়াছে। ভিসুভিয়াস পর্ব্বতের শিখরস্থ গহ্বর হইতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূম রাশি উত্থিত হইতেছে। শিখরের উপর দুইটী আকৃতি দণ্ডায়মান। একটি ফষ্ট ও অপরটী সয়তান।

সয়তানের মুখে আর পূর্ব্বেকার বিষাদ ও ব্যঙ্গ সূচক ভাব নাই। এক্ষণে সয়তান আর ফষ্টের দাস নহে, সে এখন প্রভু।

এই সময় সয়তানের মুখ দেখিতে ভয়ানক হইয়াছিল—প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নরকের বিভীষিকা লক্ষিত হইতেছিল। চক্ষু জ্বলিতেছিল ও তাহার ভিতর হইতে বিদ্যুতের ঝলা নির্গত হইতেছিল। নরক রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী রাজদর্প তাহার ভ্রূদেশে অঙ্কিত; ওষ্ঠাধর এমত বক্রভাবাপন্ন যে তাহা দেখিলে মানব জাতির উপর তাহার মর্ম্মান্তিক জাতক্রোধ থাকা বোধ হইত।

সয়তান মুখ ফিরাইয়া ফষ্টের দিকে তাকাইবা মাত্র ফষ্ট ভয়ে কম্পিত হইল, এবং প্রলয়কালীন ঝটিকার শব্দে তাহাকে সম্বোধন করাতে ফষ্টের হৃদয় তন্ত্রী সকল বিচ্ছিন্ন হইয়াগেল। সয়তান বলিল "দেখ ফষ্ট এখন সময় উপস্থিত যে রাজ্য আমি তোমাকে দর্শক স্বরূপ দেখাইয়াছি—এক্ষণে সেইখানে লইয়া যাইব। তবে জীবিতাবস্থায় একটি কথা শুনিয়া লও। তুমি কি ভাবতোমার পুত্র সম্বন্ধে আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম না তোমার এতই অধীনস্থ হইয়াছিলাম যে তোমার গুপ্ত কার্য্য আমার জানিবার ক্ষমতা থাকে নাই? আমি প্রতারিত হই নাই, প্রতারিত হইয়াছিলে তুমি! তোমার সুতিকাগারের রহস্য আমি প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম, কেবল দেখিতেছিলাম কি প্রকারে তুমি সয়তানকে ঠকাও। হাঁ, পৃথিবীতে এক ব্যক্তি আছে যাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতাকে আমি ঘৃণা করি, যাহার অসমসাহসী কার্য্যানুষ্ঠানে আমি বাস্তবিক ভীত—সে ব্যক্তি অটো পিয়ানাল্লা। আমি তাহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাকে শঠতা জালে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যখন সে অনাহারে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল আমি তাহাকে অর্থ দিয়াছিলাম এবং তাহার উন্নত অন্তঃকরণ ভিক্ষা স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিবে না জানিয়া, সময় ক্রমে সেই অর্থের প্রতিদান চাহিয়াছিলাম। আশা ছিল অত্যন্ত দৈন্যদশা হইতে একেবারে সচ্ছল অবস্থায় পড়িলে তাহার সততার মূলে আঘাত লাগিবে ও সে আমোদপ্রিয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু পৃথিবীতে সয়তানের বদান্যতা কখন কখন তাহারই বিরুদ্ধে ফলপ্রদ হয় ও অসৎ কর্ম্মের প্রলোভন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়তা করে। অটো পিয়ানাল্লার সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে—আমার

প্রদত্ত অর্থ তাহার সৌভাগ্য ও সুখের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল ; যে বলে ইহা হইল তাহা আমা অপেক্ষা ক্ষমতাবান, তাহার নাম লইতে ইচ্ছা করি না। ধার্ম্মিকের হস্তে পড়িয়া আমার অস্ত্র আমার বিরুদ্ধে কার্য্য করিল।

ফষ্ট। তোমার করাল হস্ত হইতে অটো আমার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছে।

ফষ্ট এই কথা বলিয়া যেমন সয়তানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল অমনি পুনর্ব্বার ভয়ে মস্তক অবনত করিল।

স। হাঁ, তুমি পিতা হইয়া যে পুত্রকে জন্মিবার পূর্ব্বে আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে তাহাকে অটো রক্ষা করিয়াছে সত্য কিন্তু আমি তাহাকে বিনা চেষ্টায় ছাড়িয়া দিই নাই। আমি ধার্ম্মিক অটোকে লুক্রজা বর্জিয়ার মোহিনী মূর্ত্তিজালে ফেলিয়াছিলাম, আরারট পর্ব্বতের শিখরে উঠিবার সময় কত প্রকার বাধা দিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার লিসা দ্বীপে লুক্রজার হস্তে ফেলিয়াছিলাম কিন্তু সকলই বিফল হইয়া গেল। যদ্যপি অটোকে প্রলোভনে ফেলিবার কোন আশা ছিল তাহা এই লিসা দ্বীপের কারাগৃহে, কিন্তু হায়! তাহাও বিফল হইল। অটো এক্ষণে একেবারেই আমার ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে— আমার ক্ষমতা তাহার সুখ ও সততার বিরুদ্ধে আর কখন ফলপ্রদ হইবে না।

ফষ্ট ভয়ে বিহ্বল হইয়া কি বলিতেছে তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল "এ সকল কথা আমার নিকট কেন উল্লেখ করিতেছ"?

সয়তান ভয়ানক স্বরে বলিল "পাপি নরাধম, এই সকল কথা তোমার নিকট কেন বলিতেছি তাহাও বুঝিতে পারিতেছ না? নিশ্চয় জানিও স্বর্গের দেবতা—যাহার নাম উচ্চারণ করিতে আমার সাহস হয় না—সে কখনই ভক্তবৎসলকে ত্যাগ করে না; যদ্যপি সাহস করিয়া বিশ্বাসের সহিত তাহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে তাহা হইলে তোমার ন্যায় পাপীর ও পরিত্রাণের আশা থাকিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোর ঘৃণিত জীবন দেহ ত্যাগ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্য যন্ত্রণা দ্বারা তোমাকে কষ্ট দিতে ছাড়িব না। নিশ্চয় জানিও তুমি স্বইচ্ছায় আমার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ—কারণ যদ্যপি তুমি অটোর পরামর্শ শুনিতে—যদ্যপি গতকল্য সন্ধ্যায় সময়ও তাহার পরামর্শানুসারে দেবালয়ে আশ্রয় লইতে তাহা হইলে এমত ভাবিও না যে আমি তোমাকে সেখান হইতে টানিয়া আনিতে সমর্থ হইতাম। না—কখনই পারিতাম না। আমার ক্ষমতা আছে কিন্তু আমার অপেক্ষা আর এক জন অধিকতর ক্ষমতাবান আছে; তাহার নিকট সয়তানও কম্পিত হয়"।

যন্ত্রণায় পাগলের ন্যায় হইয়া ফষ্ট বলিল "তুমি কি বলিতেছ? তবে বাস্তবিক আমারও ত্রাণের আশা ছিল? হায় আমি কি দুরাদৃষ্ট—কি হতভাগা!

যে নশ্বর হতভাগাকে আপন ষড়যন্ত্রজালে সম্পূর্ণ ভাবে বেষ্টন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এক্ষণে তাহার অন্তর্যাতনা দেখিয়া সয়তান উৎফুল্ল হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল—"হাঁ

আশা ছিল; কারণ তাহার দয়া অসীম; কিন্তু এখন আর নাই। তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য নরক মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে—তুমি না থাকিলে এত শীঘ্র তোমার ন্যায় ভয়ানক পাপী পাওয়া কখনই ঘটিয়া উঠিত না। তোমার ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কত অনিষ্টের সৃষ্টি করা হইয়াছে—কত শত সহস্র জীবকে কালাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়াছে! তোমার আজ্ঞাক্রমে ব্রোকেন পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া যে প্রলয় ঝটিকার সৃষ্টি করিয়াছিলাম তাহাতে এল্‌ব্‌ নদীর উভয় পার্শ্বস্থিত দেশ একেবারে উচ্ছন্ন গিয়াছিল—সহস্র সহস্র অনাথা দরিদ্র একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের শস্য নষ্ট হইয়া গেল, গৃহপালিত পশু সকল লয় প্রাপ্ত হইল ও তাহাদের কুটীর ভূমীসাৎ হইয়া গেল। পুনর্ব্বার তোমার ইচ্ছা হইল আমার রাজ্য ভীষণতম অবস্থায় দেখিবে। তোমার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া কাজে কাজেই আমার ক্ষমতায় ভীষণতা এতই বাড়াইতে হইয়াছিল যে এই পর্ব্বতের বক্ষস্থল হইতে অগ্নিশিখা অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। আবার যে মহামারী পূর্ব্ব দেশেই থাকিত তোমার আজ্ঞায় তাহাকে পূর্ব্বদেশ হইতে আনিলাম এবং তাহাতে যে কত লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল তাহা সংখ্যা করা যায় না। তোমার স্ত্রীও সেই মহামারীতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; তুমিই তাহার হত্যাকারী,—যে স্ত্রীলোক তোমাকে এত ভাল বাসিত তুমিই তাহাকে বধ করিয়াছ।

ফ। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, আর সহ্য হয় না। কেন আমি সেই বিষম দিবসের পূর্ব্বে মরিলাম না—না হয় সেও যদি মরিত তাহা হইলে—

স। অনেক দিন পূর্ব্বে তোমার বারবিলাসিনী আইডার হস্তে তাহার মৃত্যু হইত কিন্তু আইডা প্রদত্ত বিষের অমোঘ বিষঘ্ন ঔষধ প্রদানে অটো পিয়ানান্না তোমার স্ত্রীকে বাচাইয়া ছিল।

ফ। কি! তুমি মনুষ্য জীবন রক্ষা করিয়াছ? তবে তুমি একেবারেই দয়াহীন নহে।

স। আমার পতন অবধি দয়া কাহাকে বলে জানি না। দয়া ভাবিয়া তোমার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা করি নাই। যতদূর ভবিষ্যৎ বিষয় জানিবার ক্ষমতা আছে, আমি জানিয়াছিলাম যে তোমার দুষ্ক্রিয়াতেই তাহার মৃত্যু হইবে। থেরেসার প্রাণ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য এই যে সে তোমার দুষ্ক্রিয়া দ্বারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া তোমার পাপের পরিমাণ পূর্ণ করে।

ফ। তোমার সর্ব্বনাশ হউক, তোমার সর্ব্বনাশ হউক। তোমার অভিসন্ধি সকল প্রকারেই সফল হইয়াছে।

সয়তান ঘৃণার স্বরে কহিল "মূর্খ নর, আমার অভিসন্ধির সহিত তুলনা করিতে গেলে তোমার অভিসন্ধি সকল নীচ, ঘৃণিত ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, তোমার কার্য্য সকলও অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে উইটেন-

বার্গের কারাগার হইতে বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদানে প্রধান বিচারপতি উদ্যত ছিল। তোমার উদ্ধারের পর আমি তাহাকে বধ করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু তুমি নিবারণ করিলে। পরে তাহার পুত্র, যে তোমার কোন অপকারই করে নাই, তুমি তাহার বধের কারণ হইলে। আবার একজন প্রধান বিচারপতির বধ যে ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারে নাই সেই ব্যক্তি ঝটিকা, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও মহামারী সৃষ্টি করিয়া কি প্রকারে শত শত, সহস্র সহস্র নির্দ্দোষী, নিরপরাধী লোকের প্রাণ বধ করিতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। তোমার অসংলগ্ন ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি—এক্ষণে আমার সহিত আইস।”

যষ্ট সয়তানের পদতলে পড়িয়া মিনতি করিয়া বলিল “সয়তান, সয়তান প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণে পৃথিবীর কি সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে। তুমি আমাকে পৃথিবী ত্যাগ করাইয়া লইয়া যাইও না। যখন অনন্তকাল আমাকে তোমার অধীনে থাকিতে হইবে, দয়া করিয়া আমাকে আর কয়েক বৎসর পৃথিবীতে থাকিতে দাও। ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই—সমুদ্র হইতে এক ফোটা জল লইলে তাহার ক্ষতি হয় না। এক বৎসর—এক মাস—এক দিবস—অন্তন এক ঘণ্টা কাল মাত্র আমাকে ভিক্ষা দাও।

‘তোমার পাপের মাত্রা এতক্ষণে পূর্ণ হইল—তুমি সয়তানের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছ, আমার সহিত আইস” এই বলিয়া সয়তান আপন হস্তের নখ ষষ্টকে বেষ্টন করিল। যষ্ট পুনর্ব্বার বলিল অনুগ্রহ করিয়া কয়েক মিনিট মাত্র আমাকে অব্যাহতি দাও আমি তোমার সহিত যাইতেছি। কিন্তু সয়তান তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না।

অকস্মাৎ ভিস্নভিথাস পর্ব্বত ভূগর্ত্তস্থিত তল হইতে কাঁপিয়া উঠিল, পর্ব্বত শিখরস্থিত অগ্নির গহ্বর হইতে তরল অগ্নিশিখা আকাশমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল। উত্তপ্ত দ্রব পদার্থ স্ফীত হইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে পড়িতে লাগিল। সয়তান যষ্টকে ধরিয়া সেই শিখরস্থিত গহ্বরে ফেলিয়া দিল। যষ্টের আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইল।